

صلاة النبى ﷺ
সলাতুন নবী স.

(সলাতুন নবী স. নামক মূল গ্রন্থের নির্বাচিত অংশ)

কুরআন-হাদীসের আলোকে নবী কারীম স. এর নামায
সম্পর্কীয় একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ

গ্রন্থনায়ঃ মুফতি গোলামুর রহমান

ইমদাদুল উলূম রশিদিয়া মাদরাসা ও এতিমখানা, ফুলবাড়ীগেট,
খুলনা ।

প্রকাশনায়ঃ

আইডিয়া পাবলিকেশন

সংগ্রহেঃ আল ইমদাদ ফাউন্ডেশন

আরেফ বিল্লাহ শাহ হাকীম মুহাম্মাদ আখতার রহ.এর সুযোগ্য খলীফা, খানকায়ে ইমদাদিয়া আশরাফিয়া, সুলাইমান নগর, খুলনার পরিচালক, বিশিষ্ট মুহাদ্দিস

হযরত মাওলানা মুফতি নূরুল আমীন সাহেবের

দুআ ও অভিমত

نحمده ونصلى على رسوله الكريم أما بعد-

সফলতার জন্য নিয়ামত প্রাপ্ত বিজ্ঞজনদের অনুসরণ অপরিহার্য; বিশেষ করে ধর্মীয় ব্যাপারে। সিরাতে মুস্তাকীমের উপর অটল-অবিচল থাকার জন্য কুরআন হাদীসে পরিপূর্ণ অভিজ্ঞ খোদাভীরু ব্যক্তিদের অনুসরণ করার প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন- "আমাদেরকে সরল পথ দেখাও, সে সকল লোকদের পথ যাদেরকে তুমি নিআমত দান করেছ। (সূরা ফাতেহা) কিন্তু নবুওয়তের নুরাণী আলো হতে দুরত্ব বৃদ্ধির সাথে সাথে অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে তা হ্রাস পাচ্ছে। সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে ফেতনা-ফাসাদ। আজ একটি চিহ্নিত গোষ্ঠী খোদাভীরু ব্যক্তিদের অনুসরণ হতে দুরে থাকা ধর্মীয় জ্ঞানে অপরিপক্ক মুসলমানদেরকে দ্বিধা-বিভক্ত করার কাজে লিপ্ত হয়েছে। হানাফী মাযহাবের আমলের দলীল কুরআন-হাদীসের বিদ্যমান থাকলেও তাদের আমল কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক নয় বলে ভিত্তিহীন প্রলাপ ছড়াচ্ছে। এমতাবস্থায় ব্যথিত হৃদয়ে একজন সৃজনশীল কলমসৈনিকের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে থাকি জোরালোভাবে। যার কলমের আঁচড়ে উঠে আসবে কুরআন-সুন্নাহ্য় বিদ্যমান আমলের দলীলগুলো।

আলহামদুলিল্লাহ! দীর্ঘদিন পরে হলেও মুসলিম উম্মাহ্র এ অভাব দূর করতে আমার প্রিয় ছাত্র খ্যাতিমান আলেমে দ্বীন ঐতিহ্যবাহী ইমদাদুল উলূম রশিদিয়া মাদরাসা, ফুলবাড়ীগেট, খুলনার মুহতামিম মুফতি গোলামুর রহমানের সুনিপুণ হাতে রচিত **'সলাতুন নবী স.'** নামক কিতাবটি কার্যকরী ভুমিকা পালন করবে। পবিত্রতা ও নামায সম্পর্কীয় পূর্ণাঙ্গ দলীলসমৃদ্ধ এ কিতাবটি দেখে আজ খুশিতে বুক ভরে গেছে। আমি কিতাবটির বিভিন্ন জায়গা দেখেছি এবং পর্যালোচনা করেছি। আল্ হামদুলিল্লাহ সার্বিক বিবেচনায় কিতাবটি খুবই সুন্দর, পরিমার্জিত এবং দলীলভিত্তিক হয়েছে। আশা করি এ কিতাবের দ্বারা ফেতনাবাজদের দাঁতভাঙ্গা জবাব এবং আমাদের হাত শক্তিশালী হবে। আমি কিতাবটি কবুলিয়তের জন্য আল্লাহর দরবারে দুআ করি।

نور الامين

মাওলানা মুফতি নূরুল আমীন

লেখকের কথা

হানাফী মাযহাবের আমলের দলীল হিসেবে সাধারণতঃ ফিকহ-এর কিতাবের দলীল পেশ করা হয়ে থাকে। এ কারণে অনেকের মধ্যেই এমন ধারণা সৃষ্টি হয়েছে এবং হচ্ছে যে, হানাফী মাযহাবের ভিত্তি হয়তো এর ওপরই। অথচ তা কখনই নয়। বরং হানাফী মাযহাবের প্রতিটি আমলের ভিত্তিই শরীআতের নির্ভরযোগ্য দলীল তথা কুরআন-ছুন্নাহর ওপর রয়েছে। কিয়াস ও ইজতিহাদের সাহায্য আমরা তখনই গ্রহণ করে থাকি যখন কুরআন-ছুন্নাহ'য় স্পষ্ট সমাধান খুঁজে না পাওয়া যায়। কুরআন-ছুন্নাহ'র আলোকে ইজতিহাদ ভুল প্রমাণিত হলে তা পরিত্যাগ করে হাদীস গ্রহণের তাকীদ দিয়েছেন যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম হযরত আবু হানীফা নু'মান বিন সাবিত রহ. নিজেই। তিনি বলেনঃ হাদীস সহীহ হলে সেটাই আমার মাযহাব। অবশ্য সহীহ হাদীস দ্বারা একই আমলের বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণিত হয়ে থাকলে সাধারণতঃ একাধিক আমলের সমন্বয়ক হয় এমন হাদীসটি আমরা গ্রহণ করে থাকি। যাতে রসূলুল্লাহ স.-এর কোন কথা আমাদের আমল থেকে ছুটে না যায়। সুতরাং জাহেরীদের দৃষ্টিতে হানাফীদের কোন আমলের হুবহু রূপ হাদীসে দৃষ্টিগোচর না হলেও মুজতাহিদদের দৃষ্টিতে এর প্রত্যেকটি আমলই সুদৃঢ় দলীলভিত্তিক। তাই হানাফী মাযহাবের প্রত্যেকটি আমলের সুদৃঢ় দলীল সর্বস্তরের মানুষের সামনে তুলে ধরতে আমার এ সামান্য মেহনত পাঠকদের খেদমতে পেশ করছি। আশা করি নিজেদের আমলের মজবুত ভিত্তি দেখে হানাফী মাযহাবের অনুসারীগণ পরিতৃপ্ত হবেন এবং তাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে লিপ্ত অন্যায় অভিযোগকারীদেরও কিছুটা চৈতন্য সৃষ্টি হবে। কিতাবটির নামকরণ করা হয়েছে সলাতুন নবী স. নামে। উক্ত কিতাব থেকে অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী নির্বাচন করে সাধারণ মানুষের বুঝার উপযোগী করে সংক্ষিপ্ত আকারে এ কিতাবটি মুদ্রিত হলো।

এ সামান্য খেদমত পেশ করার মত অবস্থানে আমাকে উন্নীত করতে পিতা-মাতার পরে সকল উস্তাদ ও মুরব্বিগণের অবদান বিশেষভাবে স্মরণ করছি। আরও স্মরণ করছি মুফতি আঃ শাকুর, মাওলানা মাসূম বিল্লাহ এবং মুফতি ইমরান বিন ঈসাসহ যারা আমাকে তথ্য সংগ্রহ ও সম্পাদনার কাজে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন।

পাঠকদের খেদমতে আরজ, তারা যেন এ সামান্য খেদমত কবুল হওয়ার জন্য দুআ করেন। আর কোন ভুল-ক্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে তা জানিয়ে দেন।

মুফতি গোলামুর রহমান

বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন, সলাতুন নবী'র রচনা ও সম্পাদনার প্রধান সহযোগী

মুফতি আঃ শাকুর যশোরীর
আন্তরিক অভিব্যক্তি

রসূলুল্লাহ স.-এর অফাত হয়ে গেছে প্রায় সোয়া চৌদ্দশ' বছর আগে। প্রতিনিধি হিসেবে রেখে গেছেন উলামায়ে কিরামের নির্ভরযোগ্য জামাত। পথনির্দেশিকা হিসেবে রেখে গেছেন মহাগ্রন্থ আল কুরআন এবং নিজের পবিত্র মুখনিঃসৃত অসংখ্য হাদীসের বিশাল ভান্ডার। সাহাবায়ে কিরাম, তাবিঈন, তাবে তাবিঈন ও আইম্মায়ে মুজতাহিদীনসহ উলামায়ে কিরামের উক্ত জামাত কুরআন ও হাদীস সামনে রেখে এ উম্মাতকে চলার পথের দিকনির্দেশনা দিয়ে প্রতিনিধিত্বের সেই মহান ও পবিত্র দায়িত্ব পালন করে আসছেন শুরু থেকেই। তবে রসূলুল্লাহ স. থেকে যুগের দূরত্ব বাড়ার সাথে সাথে প্রবৃত্তিপূজারী ফিতনাবাজদের সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই সময়ের দাবী অনুযায়ী উম্মতকে সেই ফিতনাবাজদের খপ্পরে পড়ে দ্বীন ও শরীআতের ব্যাপারে শতধাবিভক্ত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে সুশৃঙ্খলিত করার তাকীদে তৎকালীন উলামায়ে কিরাম মাযহাবের ভিত্তি রচনা করেন। এভাবেই হানাফী, মালেকী, শাফিঈ ও হাম্বালী মাযহাবের গোড়াপত্তন হয়। মাযহাবের গোড়ার উলামায়ে কিরাম উম্মতের জন্য কোন নতুন শরীআত তৈরী করেননি; বরং কুরআন-হাদীসে বর্ণিত বিধানাবলীই সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে তার একটি নির্মল ও স্বচ্ছ পদ্ধতি উম্মতের সামনে পেশ করেছেন মাত্র। কিন্তু প্রবৃত্তিপূজারীদের প্রবৃত্তিপূজার পথে মাযহাবের শৃঙ্খল সুস্পষ্ট বাঁধা হওয়ায় তারা এর বিরুদ্ধে আদাজল খেয়ে লেগেছে সেই শুরু থেকেই। আজও অব্যাহত রয়েছে সে বিরোধিতা।

প্রবৃত্তিপূজারীদের বাঁধাহীন অপচেষ্টা ও ফিতনাবাজদের সীমাহীন দৌরাত্মের মুকাবিলায় দ্বীন ও শরীআতের ভাবধারা অক্ষুণ্ন রেখে উম্মাতকে সীরাতে মুস্তাকীমের সঠিক দিশা দানে এক মহান ব্যক্তিত্ব মুফতি গোলামুর রহমান-এর কলমে রচিত হয়েছে সলাতুন নবী স. নামে একটি বিশাল গ্রন্থ। অতঃপর সাধারণ মানুষের বুঝা ও মনে রাখার সুবিধার্থে উক্ত কিতাব থেকে বিরোধপূর্ণ বিষয়গুলোকে অতি সংক্ষিপ্তভাবে বক্ষ্যমাণ এ গ্রন্থটি মুদ্রণ করা হয়।

নিজের ইলমী, আমলী, তাসনীফী এক কথায় সকল দিকের দৈন্যদশার কারণে এমন একটি গ্রন্থ রচনার কাছে যাওয়ারও কল্পনা করিনি। তবে মহান আল্লাহর দরবারে অগণিত শোকর যে, তিনি হযরতের মতো এক মনীষীর পাশে থেকে এ

কাজে অন্যদের মতো অধমকেও একটু সহযোগিতা করার সুযোগ দিয়েছেন।

পাঠকদের কাছে নিবেদন, গ্রন্থটি অত্যন্ত সচেতনতার সাথে অধ্যায়ন করুন এবং নিজের জ্ঞানভান্ডার সমৃদ্ধ করুন। প্রবৃত্তিপূজারীদের খপ্পর থেকে নিজেকে বাঁচান ও অপরকে বাঁচতে সহযোগিতা করুন।

এবং দুনিয়া ও আখিরাতের কামিয়াবী হাসিলে আত্মনিয়োগ করুন। আল্লাহ আমাকে আপনাকে ও সকলকে কবুল করুন। আমীন

মুহতাজে দুআ
মুফতি আঃ শাকুর যশোরী

আইডিয়া পাবলিশনের পক্ষ থেকে কিছু কথা

আমার জানা মতে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত এটিই প্রথম কিতাব যেখানে নামাযের সকল ইখতেলাফি মাসায়েলের ব্যাপক ভাবে দালায়িলিক আলোচনা করা হয়েছে। নামাযের মাসায়েলের ক্ষেত্রে দালিলিক আলোচনার পাশাপাশি তাকলীদ সম্পর্কে কিতাবটিতে ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে। সাথে সাথে উলুমুল হাদীসের কিছু প্রয়োজনিয় নিতীমালা নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। কিতাবটির অন্ড্রয়েড এপলিকেশন পাওয়া যাবে আইডিয়া এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে।

আইডিয়া পাবলিকেশ থেকে নামাযের বিভিন্ন মাসায়েলের উপর দলিল সমৃদ্ধ বিভিন্ন পুস্তিকা পুর্বে প্রকাশীত হয়েছে। নিকট ভবিষ্যতে আরো দুটি কিতাব বের হবে ইনশাআল্লাহ। একটি হল হাবিবুর রাহমান আজমী রাহঃ এর 'তাহকিকে রাফুল ইয়াদাইন' এর অনুবাদ এবং সিরিজ পুস্তিকা 'সহীহ হাদীসের নামে নামাযে প্রচলিত বেদায়াত।' সকল কিতাব পাওয়া যাবে আইডিয়া এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট www.ideabd.org এ। –

আহ্নাফ বিন আলী আহ্মাদ।

(আইডিয়া পাবলিকেশন - ০১৯২০৯৬১৬৩৪, ০১৯৪৭৯৬২২৯৩)

এ কিতাবে ব্যবহৃত কিছু বিষয়ের ব্যাখ্যা

১। সিহাহ সিত্তার কিতাবের আরবী হাদীসের সাথে অধ্যায়ের শিরোনাম উল্লেখ করা হয়েছে। আর হাদীস নম্বরের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত অনুবাদের নম্বর ব্যবহার করা হয়েছে।

২। মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবার হাদীস নম্বর শায়খ মুহাম্মাদ আউওয়ামার তাহকীকসহ দারুল কিবলা থেকে প্রকাশিত কিতাব থেকে দেয়া হয়েছে।

৩। মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাকের হাদীস নম্বর হাবীবুর রহমান আজমীর তাহকীকসহ আল মাকতাবাতুল ইসলামী, বৈরুত থেকে প্রকাশিত কিতাব থেকে দেয়া হয়েছে।

৪। মাজমাউয যাওয়ায়েদের হাদীস নম্বর মাকতাবাতুল কুদসী, কায়রো, থেকে প্রকাশিত কিতাব থেকে দেয়া হয়েছে।

৫। মুসনাদে আহমাদের হাদীস নম্বর শায়খ শুআইব আরনাউতের তাহকীকসহ ৫২ খন্ডে প্রকাশিত কিতাব থেকে দেয়াহয়েছে।

৬। মুসতাদরাকে হাকেমের হাদীস নম্বর ইমাম জাহাবীর 'তালখীস'সহ দারুল কুতুব আল ইলমিয়া, বৈরুত থেকে প্রকাশিত কিতাব থেকে দেয়া হয়েছে।

৭। বায়হাকীর সুনানে কুবরার হাদীস নম্বর দারুল কুতুব আল ইলমিয়া, বৈরুত থেকে প্রকাশিত কিতাব থেকে দেয়াহয়েছে।

৮। তাকরীবুত তাহজীবের রাবী নম্বর আল মাকতাবাতুত তাউফীকিয়্যাহ, কায়রো থেকে প্রকাশিত কিতাব থেকে দেয়া হয়েছে।

৯। সিয়ারু আলামিন নুবালার রাবীদের তবকা এবং ক্রমিকের বরাত দেয়ার ক্ষেত্রে মুআস্‌সাসাতুর রিসালা থেকে প্রকাশিত কিতাবের বরাত দেয়া হয়েছে।

১০। সুনানের চার কিতাবের হাদীসের উপর শায়খ আলবানীর মন্তব্য পেশ করার ক্ষেত্রে 'আল মাকতাবাতুশ শামিলা'র ওপর নির্ভর করা হয়েছে। আর অন্যান্য কিতাবের কাগজী ছাপা দেখা হয়েছে।

১১। আমি এ কিতাবে বর্ণিত মাসআলার দলীল গ্রহণের ক্ষেত্রে বুখারী-মুসলিম থেকে যেসব হাদীস বর্ণনা করেছি সেগুলোকে সহীহ বলে মন্তব্য করেছি। কারণ, উক্ত কিতাব দু'টির সব হাদীস সহীহ বলে উম্মত মেনে নিয়েছে।

১২। তিরমিযীর হাদীসের স্তর নির্ধারণের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ ইমাম তিরমিযী রহ.-এর সিদ্ধান্তকে চুড়ান্ত হিসেবে মেনে নেয়া হয়েছে।

১৩। সুনানের অন্য তিন কিতাব থেকে পেশকৃত হাদীসের রাবীগণের হালাত যাচাই করার পরে অনেক ক্ষেত্রে শায়খ নাসীর উদ্দীন আলবানীর মন্তব্য এজন্য পেশ করা হয়েছে যে, মাযহাব বিরোধীরা তাঁকে বিশ্বের অন্যতম হাদীস বিশারদ বলে মনে করে এবং নিজেদের মুরুব্বি হিসেবে মানে।

১৪। এছাড়া অন্যান্য কিতাবের হাদীসের স্তর নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রথমে প্রত্যেকটি হাদীসের রাবীদের হালাত রিজাল শাস্ত্রের নির্ভরযোগ্য কিতাব থেকে যাচাই-বাছাই করে হাদীসের স্তর নির্ণয় করা হয়েছে। অতঃপর হাদীস নিরীক্ষণকারী বিশিষ্ট ইমামগণের মন্তব্যও পেশ করার সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয়েছে।

১৫। এ কিতাব দ্বারা আমার উদ্দেশ্য হানাফী মাজহাবের আমলের দলীল পেশ করা। এ বিষয়ের সকল হাদীস একত্রিত করা নয়। এ কারণে শুধু দলীলের সাথে সম্পৃক্ত হাদীসগুলোই আনা হয়েছে।

১৬। ইস্তিঞ্জা, অযু-গোসল ও নামাযের করণীয় কাজের দলীল পেশ করা আমার মূল উদ্দেশ্য হওয়ায় তা পূর্ণভাবে আনার চেষ্টা করেছি। আর বর্জনীয় কাজের দলীল বর্ণনা উদ্দেশ্য না হওয়ায় তা শুধু কয়েকটি মাসআলার ক্ষেত্রে বর্ণনা করেছি।

১৭। 'আমাদের মতামত' বা 'আমাদের আমল' বলে কিতাবে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা দ্বারা হানাফী মাযহাবের মতামত ও আমল বুঝানো হয়েছে।

উল্লেখ্যঃ মুদ্রণ ও সংস্করণের ভিন্নতায় হাদীস নম্বরের ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। সুতরাং কোন মুদ্রণের সাথে আমাদের উল্লিখিত নম্বরের অমিল পরিলক্ষিত হলে সামান্য আগে/পিছে খুঁজলে ইনশাআল্লাহ অবশ্যই হাদীস মিলে যাবে।

সূচিপত্র

ভূমিকা

কুরআন থেকে ব্যাখ্যা গ্রহণের সঠিক পদ্ধতি

আল্লাহ তাআলা মানব জাতির হিদায়াতের জন্য মহাগ্রন্থ আল কুরআন নাযিল করেছেন এবং কুরআন থেকে উপদেশ গ্রহণ সকলের জন্য সহজ করে দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ "আমি কুরআন সহজ করে দিয়েছি; আছ কেউ উপদেশ গ্রহণকারী?" (সূরা কমার: ১৭) কুরআনের উপদেশগুলো যেহেতু আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন কওমের ঘটনা এবং উদাহরণের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন সেহেতু তা বুঝা সহজ। পক্ষান্তরে আহকাম বর্ণনার ক্ষেত্রে ঘটনা এবং উদাহরণের মাধ্যম না থাকায় তা বুঝা কষ্টসাধ্য। তাই কঠিন বিষয় বোধগম্য করতে সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলা স্বয়ং তাঁর রসূলকে কুরআনের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে: فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَه ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَه "যখন আমি কুরআন পাঠ করি তখন আপনি তার অনুকরণ করুন। আর এর বিশদ বর্ণনা আমারই দায়িত্বে"। (সূরা কিয়ামাহ: ১৮-১৯) আবার তাঁর প্রতি দায়িত্ব দিয়েছেন কুরআনের বাণী উম্মাতকে ব্যাখ্যা করে শুনাতে। ইরশাদ হচ্ছে: وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ "আমি আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি যেন মানুষের জন্যে যা অবতীর্ণ হয়েছে আপনি তাদেরকে তা বুঝিয়ে দেন।" (সূরা নাহল: ৪৪) এ নির্দেশটি বিশেষভাবে আহকামের সাথে সম্পর্কিত। আল্লাহ তাআলার এ নির্দেশ পালনে রসূলুল্লাহ স. ছিলেন সদা তৎপর। তিনি সাহাবায়ে কিরামকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে কুরআন বুঝিয়েছেন এবং তাঁদের পক্ষ থেকে দায়িত্ব আদায়ের স্বীকৃতিও পেয়েছেন। (বুখারী: ৬৩২৮) অতঃপর সাহাবায়ে কিরাম তাবিঈদেরকে কুরআন বুঝিয়েছেন, তাঁরা তাঁদের পরবর্তীদেরকে। আর এটাই কুরআন থেকে ব্যাখ্যা গ্রহণের সঠিক পদ্ধতি। এ নিয়মের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে সাহাবায়ে কিরাম কুরআনের ওই ব্যাখ্যাই তুলে ধরেছেন যা রসূলুল্লাহ স. থেকে শুনেছেন ও বুঝেছেন। যদিও বর্ণনার ক্ষেত্রে কখনও কখনও রসূলুল্লাহ স.-এর নাম উহ্য রেখেছেন। এ ধারাবাহিকতায় তাবিঈন, তাবে তাবিঈন ও তাঁদের পরবর্তী মুফাসসিরগণ কুরআনের কোন ব্যাখ্যা তুলে ধরার পূর্বেই বর্ণনা করে থাকেন যে, "আমি আমার উসতাদ অমুকের নিকট থেকে এ ব্যাখ্যা শুনেছি; তিনি তাঁর উসতাদ থেকে এ ব্যাখ্যা শুনেছেন"। এ নিয়ম অগ্রাহ্য করে শুধু নিজের বুদ্ধি-বিবেক খাটিয়ে

কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বা কুরআন সম্পর্কে কোন মন্তব্য করার বিরুদ্ধে রসূলুল্লাহ স. কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেন:

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْكَلْبِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " اتَّقُوا الْحَدِيثَ عَنِّي إِلاَّ مَا عَلِمْتُمْ فَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَمَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (رَوَاه التِرْمِذِيُّ فِىْ بَابِ مَا جَاءَ فِي الَّذِي يُفَسِّرُ الْقُرْآنَ بِرَأْيِهِ).

হাদীস নং- ১ : হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন: তোমরা আমার থেকে নিশ্চিতভাবে না জেনে হাদীস বর্ণনা করার ব্যাপারে সাবধান থাকবে। যে ব্যক্তি জেনে-শুনে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে সে যেন জাহান্নামে তার আবাস বানিয়ে নেয়। আর যে ব্যক্তি কুরআনে নিজের মতানুসারে কথা বলে সেও যেন তার আবাস জাহান্নামে বানিয়ে নেয়। (তিরমিজী: ২৯৫১)

হাদীসটির স্তর : হাসান। ইমাম তিরমিজী রহ. বলেন: এ হাদীসটি হাসান।

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, কুরআনুল কারীমে নিজের মতানুসারে কিছু বলার অর্থ হলো জাহান্নামের পথ অবলম্বন করা। তবে জটিল বিষয়ের ব্যাখ্যা গ্রহণের ক্ষেত্রে কুরআন-হাদীসে পারদর্শী গবেষক আলিমগণ বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসের ইঙ্গিত থেকে এমন ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে পারেন যা অন্য কোন আয়াত বা হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়।

ইমাম তিরমিজী রহ. ২৯৫২ নম্বর হাদীসের আলোচনায় বলেন:

رُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ، أَنَّهُمْ شَدَّدُوا فِي هَذَا فِي أَنْ يُفَسَّرَ القُرْآنُ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَأَمَّا الَّذِي رُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَقَتَادَةَ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّهُمْ فَسَّرُوا القُرْآنَ فَلَيْسَ الظَّنُّ بِهِمْ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي القُرْآنِ أَوْ فَسَّرُوهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَوْ مِنْ قِبَلِ أَنْفُسِهِمْ وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُمْ مَا يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَا أَنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوا مِنْ قِبَلِ أَنْفُسِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ

অনুবাদ : সাহাবায়ে কিরাম এবং অন্যান্যদের মধ্যে যারা পারদর্শী আলিম তাদের থেকে বর্ণিত আছে যে, গভীর জ্ঞান ব্যতীত কুরআনের তাফসীর করার বিষয়ে তারা

খুব কঠোরতা অবলম্বন করতেন। আর হযরত মুজাহিদ, হযরত কতাদা এবং অন্যান্যদের থেকে তাফসীর করার যে বিষয় বর্ণিত রয়েছে সে সম্পর্কে এ ধারণা করা যায় না যে, তাঁরা কুরআন-হাদীসের গভীর জ্ঞান ব্যতীত কুরআনের তাফসীর করেছেন বা কুরআন সম্পর্কে কিছু বলেছেন। বরং তাদের থেকে যা বর্ণিত আছে তা এটাই প্রমাণ করে যে, কুরআন-হাদীসের গভীর জ্ঞান ব্যতীত তারা নিজেদের পক্ষ থেকে কিছুই বলেননি।

হযরত আমর বিন শুআইব সূত্রে তাঁর দাদা থেকে একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا، بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا، فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ، فَاعْمَلُوا بِهِ ، وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ، فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ (রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন:) "কুরআন এ জন্য অবতীর্ণ হয়নি যে, তার কিয়দাংশ দ্বারা অন্য অংশকে মিথ্যা প্রমাণ করা হবে। বরং কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে কিয়দাংশ দ্বারা অন্য অংশকে সত্যায়ন করার জন্য। সুতরাং যা পরিপূর্ণ অনুধাবন করতে পারো তার ওপর আমল কর। আর যে বিষয়ে তোমার অজ্ঞতা রয়েছে তা আলিমের নিকট সোপর্দ কর"। (মুসাদে আহমাদ: ৬৭০২)

এ হাদীসের তাহকীকে শায়খ শুআইব আরনাউত বলেন: صحيح "হাদীসটি সহীহ"। এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, পূর্ণ অবগতি ছাড়া আমল করা বৈধ নয়। আর কুরআনের উপর আমল করা যেহেতু জরুরী তাই রসূলুল্লাহ স. আমলের জন্য আলিমের শরণাপন্ন হওয়ার তাকীদ দিয়েছেন।

কুরআন অবতরণের মূল উদ্দেশ্য মানুষের হিদায়াত। (সূরা বাকারা: ১৮৫) আর কুরআন থেকে হিদায়াত পাওয়ার নিরাপদ পদ্ধতিও এটাই যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কারপ্রাপ্ত নেক মানুষের অনুকরণে কুরআন থেকে হিদায়াত আহরণ করা। নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া নিজের বুদ্ধি খাটানোর চেষ্টা না করা। কুরআনী ইলম শিক্ষার এ পদ্ধতির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে সূরা 'ফাতিহা'র মধ্যে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ "হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন। তাদের পথে যাদেরকে আপনি পুরস্কার দিয়েছেন; অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্টদের পথে নয়"। এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা সীরাতে মুস্তাকীম পাওয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করে বলেন: এদের অনুসৃত পথই সীরাতে মুস্তাকীম। যার অর্থ হলো: সীরাতে মুস্তাকীম পেতে হলে পুরস্কারপ্রাপ্ত পথিকদের শরণাপন্ন হও; তাদের চলার পথই সীরাতে মুস্তাকীম। এদের পথ অনুসরণ না করে কুরআন বুঝার

চেষ্টা করা ভ্রষ্টতা থেকে নিরাপদ নয়। কুরআন বুঝার ক্ষেত্রে উপরোক্ত পদ্ধতি অনুকরণ না করে অনেকেই পথভ্রষ্ট হয়েছে।

অন্য আয়াতে পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের পচিয় এভাবে দেয়া হয়েছে যে, নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহগণ হলেন পুরস্কারপ্রাপ্ত পথিক। (সূরা নিসা: ৬৯)

সারকথা হলো: সীরাতে মুস্তাকীমের ওপর চলার জন্য আল্লাহ তাআলা কুরআন নাযিল করেছেন; আর কুরআন অনুযায়ী চলার জন্য নিজের বুদ্ধির উপর নির্ভরশীল না হয়ে পুরস্কারপ্রাপ্ত কোন পথিকের অনুসরণ করা চাই; যিনি কুরআন অনুযায়ী চলার পদ্ধতি শিখিয়ে দিবেন এবং দেখিয়ে দিবেন।

হাদীস থেকে আহকামের দলীল গ্রহণের সঠিক পদ্ধতি

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ المُغِيرَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ، مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» (رَوَاه الْبُخَارِيُّ فِيْ بَابِ مَا يُكْرَهُ مِنَ النِّيَاحَةِ عَلَى المَيِّتِ)

হাদীস নং- ২ : হযরত মুগীরা বিন শু'বা রা. বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.কে বলতে শুনেছি: আমার প্রতি মিথ্যারোপ তোমাদের অন্য কারও প্রতি মিথ্যারোপের মতো নয়। যে আমার প্রতি মিথ্যারোপ করে সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয়। (বুখারী: ১২১৪)

এ হাদীসে রসূলুল্লাহ স.-এর নামে মিথ্যারোপ করাকে জাহান্নামে ঠিকানা বানিয়ে নেয়ার কারণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। হাদীসের মূল বিষয় হলো শব্দের অন্তরালে লুকায়িত বিষয়বস্তু যা রসূলুল্লাহ স.-এর মূল উদ্দেশ্য। এ কারণে মুহাদ্দিসীনে কিরাম কোন এক পর্যায়ে গিয়ে হাদীসের অর্থ ঠিক রেখে শব্দ পরিবর্তনের অনুমতি দিলেও অর্থ পরিবর্তনের অনুমতি দেননি কখনই। বরং রসূলুল্লাহ স.-এর নামে ভিন্ন অর্থের সম্বন্ধ করাকেই তাঁরা মিথ্যারোপ বলে আখ্যা দিয়েছেন।

অতএব, ইচ্ছাকৃতভাবে হাদীসের শব্দ পরিবর্তন যতটা গুরুতর তার চেয়ে বহুগুণ গুরুতর হলো হাদীসের অর্থ পরিবর্তন করা। এ কারণে হাদীস থেকে দলীল গ্রহণ করতে হলে উত্তম যুগের আমলের প্রতি লক্ষ্য রেখে হাদীসের ব্যাখ্যা করা জরুরী

হাদীসের শব্দ থেকে সেই অর্থ গ্রহণ করাই নিরাপদ যা রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট থেকে সাহাবায়ে কিরাম বুঝেছেন। সাহাবাদের নিকট থেকে তাবিঈগণ বুঝেছেন এবং তাবিঈদের নিকট থেকে তাবে তাবিঈগণ বুঝেছেন। কেননা, কারও সংশ্রবে থেকে যা বুঝা যায়; দূরে থেকে শুধু শব্দ শুনে কোন দিনও তা বুঝা যায় না। এ কারণে ইমাম বুখারী রহ.অধিক স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন রাবীর চেয়ে ملازمة الشيخ তথা উস্তাদের সংশ্রবে থাকা রাবীকে বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন। আর এ কারণেই মুহাদ্দিসীনে কিরাম শব্দের প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণের চেয়ে সাহাবায়ে কিরাম, তাবিঈন এবং তাবে তাবিঈগণের বুঝকে বেশী প্রাধান্য দিয়ে থাকেন।

উসতাদগণের সংশ্রবে থেকে হাদীসের শব্দের উদ্দেশ্য আহরণের যে ধারাবাহিকতা রসূলুল্লাহ স. পর্যন্ত পৌছে যায় সেটাই নিরাপদ। উক্ত নিরাপদ পদ্ধতি উপেক্ষা করে শুধু হাদীসের প্রকাশ্য অর্থ দেখে কোন ব্যাখ্যা নির্ধারণ করা এবং তা রসূলুল্লাহ স.-এর নামে চালিয়ে দেয়া কোনক্রমেই রসূলুল্লাহ স.-এর প্রতি মিথ্যারোপের শঙ্কামুক্ত নয়। অতএব, হাদীস থেকে আহকামের দলীল গ্রহণের ক্ষেত্রে জাহান্নামের ভয়ে ভীত মুত্তাকীগণের উচিত হলো সাহাবায়ে কিরাম, তাবিঈন এবং তাবে তাবিঈগণের মন্তব্য ও মতামতকে সামনে রেখে হাদীসের শব্দের অন্তরালে লুকায়িত মূল উদ্দেশ্য বুঝার চেষ্টা করা।

উসতাদের সংশ্রবে থেকে হাদীসের ব্যাখ্যা বুঝে নেয়া

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

আয়াত নং- ১ : সমস্ত মুমিন যেন অভিযানে বেরিয়ে না পড়ে। তাদের প্রত্যেক দল থেকে একটি অংশ দ্বীন শিক্ষার জন্য কেন বের হলো না? যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ শেষে ফিরে এসে স্বজাতিকে সতর্ক করবে যেন তারা বাঁচতে পারে। (সূরা তাওবা: ১২২)

সারসংক্ষেপ : এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইলম অর্জনের জন্য উসতাদের নিকটে ছুটে যেতে হয় এবং তাঁর সংশ্রবে থেকে ইলম শিখতে হয়। ইলম শিক্ষা যদি শুধু কুরআন-কিতাব দিয়ে সম্পন্ন হতো তাহলে সমাজ থেকে কিছু মানুষকে বের হয়ে গিয়ে ইলম শিক্ষার নির্দেশ অনর্থক হয়ে যেত। ফুকাহায়ে কিরাম এবং মুহাদ্দিসগণের শিক্ষাজীবন ইলম শিক্ষার তাগিদে দারে দারে ছুটে যাওয়ার একটি বাস্তব উদাহরণ। আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযী রহ. (মৃত্যু- ৬০৬ হি.) এ বিষয়ে বলেন:

أَمَّا فِي زَمَانِنَا فَقَدْ صَارَتِ الشَّرِيعَةُ مُسْتَقِرَّةً، فَإِذَا أَمْكَنَهُ تَحْصِيلُ الْعِلْمِ فِي الْوَطَنِ لَمْ يَكُنِ السَّفَرُ وَاجِبًا إِلَّا أَنَّهُ لَمَّا كَانَ لَفْظُ الْآيَةِ دَلِيلًا عَلَى السَّفَرِ لَا جَرَمَ رَأَيْنَا أَنَّ الْعِلْمَ الْمُبَارَكَ الْمُنْتَفَعَ بِهِ لَا يَحْصُلُ إِلَّا فِي السَّفَرِ.

অনুবাদ : আমাদের যুগে শরীআত স্থিতিশীল হয়ে গেছে। সুতরাং কেউ যদি নিজ অঞ্চলে থেকে ইলম শিক্ষা করতে পারে তাহলে তার জন্য সফর করা আবশ্যক নয়। অবশ্য আয়াতে ব্যবহৃত শব্দ যখন সফর করা প্রমাণ করে তখন অবশ্যই কল্যাণকর এ মুবারক ইলম সফর ছাড়া হাসিল হয় না। (তাফসীরে কাবীর: সূরা তাওবার ১২২ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যায়)

হাল যামানার তাকলীদ বিরোধী কিছু মানুষ যারা কোন উসতাদ থেকে ইলম শেখেনি; বরং কুরআন-হাদীসের বাংলা অনুবাদদই যাদের পুঁজি। তারা এ বিষয়টিকে অগ্রাহ্য করে বলতে শুরু করেছে যে, সব কিছুই কুরআন-কিতাবে লিখিত রয়েছে তো উস্তাদের প্রয়োজন কী? তাদের মন্তব্যের ভ্রান্তি উক্ত আয়াতটির সঠিক মর্ম না বোঝার কারণেই ঘটেছে।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَسْمَعُونَ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ وَيُسْمَعُ مِمَّنْ سَمِعَ مِنْكُمْ»(رَوَاه ابُوْ دَاود فِيْ بَابِ فَضْلِ نَشْرِ الْعِلْمِ)

হাদীস নং- ৩ : হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন: তোমরা শুনবে এবং তোমাদের থেকে শোনা হবে। এরপর তোমাদের থেকে যারা শুনেছে তাদের থেকে শোনা হবে। (আবু দাউদ: ৩৬১৮)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল্লাহ ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী। আর আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল্লাহ ثقةٌ নির্ভরযোগ্য। (আল কাশেফ: ২৮০৯) শায়খ শুআইব আরনাউত মুসনাদে আহমাদের তাহকীকে বলেন: إسناده صحيح "হাদীসটির সনদ সহীহ"। (মুসনাদে আহমাদ: ২৯৪৫ নম্বর হাদীসের আলোচনায়) শায়খ আলবানীও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (সহীহ-জঈফ আবু দাউদ: ৩৬৫৯)

সারসংক্ষেপ : হাদীসের শব্দ মুখ্য নয় বরং মুখ্য বিষয় হলো অর্থ। সুতরাং হাদীস

শোনার আওতায় হাদীসের শব্দ ও অর্থ উভয়টিই শামিল রয়েছে। এ হিসেবে উক্ত হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, হাদীস গ্রহণ করার মাধ্যম যেহেতু উসতাদ; সেহেতু উস্তাদের মাধ্যম ব্যতীত হাদীস বর্ণনা করা যেমন অগ্রহণযোগ্য তেমনিভাবে উস্তাদের থেকে না বুঝে নিজে বুঝতে যাওয়াও অগ্রহণযোগ্য। তবে জটিল বিষয়ের ব্যাখ্যা গ্রহণের ক্ষেত্রে কুরআন-হাদীসে পারদর্শী গবেষক আলিমগণ বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসের ইঙ্গিত থেকে এমন ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে পারেন যা অন্য কোন আয়াত বা হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়।

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، وَهِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، وَحَدَّثَنَا فُضَيْلٌ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ: وَحَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ، فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ»(رَوَاه مُسْلِمٌ فِىْ بَابِ فِي أَنَّ الْإِسْنَادَ مِنَ الدِّينِ)

হাদীস নং- ৪ : হযরত মুহাম্মাদ বিন সীরীন রহ. থেকে বর্ণিত: নিশ্চয় এ ইলম হলো দ্বীন। অতএব, খুব ভালো করে লক্ষ্য করো– তোমরা কার থেকে দ্বীন গ্রহণ করছ। (মুসলিম শরীফের ভূমিকা: 'সনদ দ্বীনের অংশ' অধ্যায়)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই হাদীসের প্রসিদ্ধ ইমাম এবং অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য রাবী।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُهْزَاذَ مِنْ أَهْلِ مَرْوَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَانَ بْنَ عُثْمَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْمُبَارَكِ، يَقُولُ:الْإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ وَلَوْلَا الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ (رَوَاه مُسْلِمٌ فِىْ بَابِ فِي أَنَّ الْإِسْنَادَ مِنَ الدِّينِ)

হাদীস নং- ৫ : হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুবারক রহ. বলেন: সনদ দ্বীনের অংশ। যদি সনদ না থাকত তাহলে যার যা মন চাইত সে তা-ই বলে দিত। (মুসলিম শরীফের ভূমিকা: 'সনদ দ্বীনের অংশ' অধ্যায়)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই নির্ভরযোগ্য রাবী।

সারসংক্ষেপ : প্রসিদ্ধ তাবিঈ এবং অন্যতম মুহাদ্দিস ও ফকীহ হযরত মুহাম্মাদ বিন সীরীন এবং প্রসিদ্ধ তাবে তাবিঈ ও যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুবারক রহ.-এর আছার থেকে প্রমাণিত হলো যে, নির্ভরযোগ্য উসতাদ ব্যতীত ইলমে দ্বীন গ্রহণ করা যায় না। হাদীস বর্ণনাকারী মুহাদ্দিসগণই হলেন সনদ। অথবা বলা যায়

যে, হাদীস বর্ণনার সূত্র হলো সনদ। আর হাদীস সহীহ হওয়ার জন্য গ্রহণযোগ্য সনদ হলো-প্রত্যেক মুহাদ্দিস তাঁর বর্ণিত হাদীসটি উসতাদ থেকে শোনা এবং এ ধারাবাহিকতা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যমান থাকা। যদিও মাঝে-মধ্যে সংক্ষেপ করার জন্য পূর্ণ সনদ বর্ণনা করা হয় না।

হাদীসের শব্দ বর্ণনার ক্ষেত্রে যেমন সনদের প্রয়োজন। অনুরূপভাবে হাদীসের কোন মর্মার্থ বা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তুলে ধরতে গেলে তারও সনদের প্রয়োজন। কারণ, এটাও দ্বীন। তবে মুজতাহিদ ইমামগণ কুরআন-হাদীসের আলোকে গবেষণা করে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা করতে পারেন। কিন্তু মুজতাহিদ ব্যতীত কুরআন-হাদীসে অনভিজ্ঞ সাধারণ মানুষ নিজের পক্ষ থেকে হাদীসের ব্যাখ্যা প্রদান করা দ্বীন ধ্বংসের নামান্তর। অনভিজ্ঞদের ব্যাখ্যা থেকে দ্বীনের সঠিক রূপ উদ্ধার করতে আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিদেরকে সংস্কারক হিসেবে পাঠিয়ে থাকেন। (সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকী: ২০৯১১, মিশকাত: ২৪৮) যোগ্য উসতাদ থেকে ব্যাখ্যা গ্রহণ না করে নিজে হাদীসের ব্যাখ্যা করা কতটা ঝুকিপূর্ণ তার একটি উদাহরণ বুখারী শরীফের হাদীস থেকে পেশ করছি :

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّنَا أَسْرَعُ بِكَ لُحُوقًا؟ قَالَ أَطْوَلُكُنَّ يَدًا، فَأَخَذُوا قَصَبَةً يَذْرَعُونَهَا، فَكَانَتْ سَوْدَةُ أَطْوَلَهُنَّ يَدًا، فَعَلِمْنَا بَعْدُ أَنَّمَا كَانَتْ طُولَ يَدِهَا الصَّدَقَةُ، وَكَانَتْ أَسْرَعَنَا لُحُوقًا بِهِ (زَيْنَبُ) وَكَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ(رَوَاه الْبُخَارِىُّ فِىْ بَابِ فَضْلِ صَدَقَةِ الشَّحِيحِ الصَّحِيحِ)

হাদীস নং- ৬ : হযরত আয়েশা রা. বলেন: রসূলুল্লাহ স.-এর কোন কোন স্ত্রী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন: আমাদের মধ্যে কে আপনার সাথে সত্বর মিলিত হবে? রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করলেন: তোমাদের মধ্যে যে অধিকতর লম্বা হাতবিশিষ্ট হবে। তাঁরা একটি বাঁশের টুকরো নিয়ে হাত মাপতে লাগলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত সাওদাহ রা. লম্বা হাতবিশিষ্ট প্রমাণিত হলেন। হযরত আয়েশা বলেন: আমরা আরও পরে গিয়ে ঠিক পেলাম যে, লম্বা হাত দ্বারা উদ্দেশ্য অধিক সদকা করা। সে হিসেবে রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে আমাদের মধ্যে সত্বর মিলিত হবেন হযরত যাইনাব রা.। তিনি সদকা করতে ভালোবাসতেন। (মিশকাত: ১৮৭৫, বুখারী: ১৩৩৭)

এ হাদীসের প্রতি লক্ষ্য করুন! রসূলুল্লাহ স.-এর স্ত্রীগণ প্রথমে লম্বা হাতের অর্থ

বুঝেছিলেন হাতের দৈর্ঘ্য বেশী হওয়া। পরে বুঝেছেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দান করায় অগ্রগামী হওয়া। রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট থেকে ব্যাখ্যা না জেনে নেয়ায় তাঁর সাথে এক ঘরে এক বিছানায় থেকেও যখন হাতের দৈর্ঘ্যের মর্মার্থ বুঝতে ভুল করলেন। তখন আমরা উসতাদের সংশ্রব ব্যতীত কোন ব্যাখ্যা নির্ধারণ করে কীভাবে নিশ্চিত হচ্ছি যে, এটা ভুল ব্যাখ্য নয় এবং এর মাধ্যমে রসূলুল্লাহ স.-এর নামে মিথ্যা সম্বন্ধ করা হচ্ছে না?

অতএব, হাদীসের শব্দ বর্ণনার ক্ষেত্রে যেমন সনদ তথা উসতাদের মাধ্যম প্রয়োজন। অনুরূপভাবে হাদীসের মর্মার্থ বা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তুলে ধরতে গেলেও তার সনদ তথা উসতাদের মাধ্যম প্রয়োজন। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. শরহে নুখবা কিতাবে হাদীস শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: ولا يُحدِّثُ ببلدٍ فيهِ مَن هُو أَولى منهُ، بل يُرْشِدُ إِليهِ. "যে অঞ্চলে তার চেয়ে বড় আলিম বিদ্যমান রয়েছে সেখানে সে হাদীস শিক্ষা দেয়ার কাজ করবে না বরং লোকদেরকে উক্ত বড় আলিমের নিকটে যাওয়ার পরামর্শ দিবে"। ইবনে হাজার রহ.-এর কথা থেকে দু'টি বিষয় বেরিয়ে আসে। এক. কুরআন-হাদীসের গভীর জ্ঞান অর্জন করা ব্যতীত কেউ যেন শিক্ষকের আসনে বসার চিন্তা না করে। দুই. দ্বীনী ইলম অর্জনকারী ছাত্রদের জন্য আবশ্যক হলো- তারা যেন এমন কারও নিকট থেকে দ্বীনী ইলম শিখতে না যায় যে নিজেই কুরআন-হাদীসে পারদর্শী নয়; বরং যোগ্য শিক্ষকের নিকট থেকে ইলমে দ্বীন শিক্ষা করবে। কারণ, উসতাদবিহীন বা অযোগ্য উসতাদ থেকে দ্বীনী ইলম শিক্ষা করা কোনক্রমেই নিরাপদ নয়।

জাগতিক শিক্ষায় শিক্ষকের নিকট ক্লাস করা এবং প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি ব্যতীত মানুষ কারও থেকে পরামর্শ গ্রহণ করে না। কোন প্রকৌশলীর প্লানও গ্রহণ করে না এবং ডাক্তারের চিকিৎসা সেবাও গ্রহণ করে না। বরং ডাক্তারদের ক্ষেত্রে মানুষ আরও বেশী সতর্কতা অবলম্বন করে থাকে যে, শিক্ষা শেষে কমপক্ষে এক বৎসর কোন অভিজ্ঞ ডাক্তারের অধীনে থেকে বাস্তব প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা ব্যতীত তাকে চিকিৎসা সেবা প্রদানের অনুমতিই দেয়া হয় না। এমনকি প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি ছাড়া ডাক্তারের চিকিৎসা সেবা এবং প্রকৌশলী কর্তৃক বিল্ডিং-এর নকশা তৈরী রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতারণা ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তাহলে যেখানে মানুষের জান্নাত/ জাহান্নামের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জড়িত সেখানে কেন উস্তাদের শিক্ষা এবং প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি ছাড়া যে কারও নিকট থেকে দ্বীনের ব্যাখ্যা গ্রহণ করব। ভালো চিকিৎসা সেবার জন্য যেমন একজন ভালো ডাক্তারের প্রয়োজন। বিল্ডিং-এর ভালো প্লান তৈরীর জন্য যেমন একজন ভালো প্রকৌশলী প্রয়োজন। ঠিক তেমনই

দ্বীন গ্রহণের জন্য একজন যোগ্য ও অভিজ্ঞ শিক্ষক প্রয়োজন; যার সংশ্রবে থেকে দ্বীন শিখতে পারি। যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার নিদর্শন হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি বা কমপক্ষে স্বীকৃত আলিম থেকে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক। অন্যথায় দ্বীনের শিক্ষা কোনক্রমে সহীহ এবং নিরাপদ রাখা সম্ভব নয়।

হাদীসের বর্ণনা সহীহ হওয়ার পদ্ধতিসমূহ

হাদীসের বর্ণনা সহীহ হওয়ার তিনটি পদ্ধতি রয়েছে। এক. নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন সূত্রে বর্ণিত হওয়া। দুই. خير القرون বা উত্তম যুগের লোকেরা কোন হাদীসকে আমলের জন্য গ্রহণ করা। তিন. কুরআন বা হাদীসের ব্যাপক বর্ণনা দ্বারা হাদীসের বিষয়বস্তু সমর্থিত হওয়া। এর ধারাবাহিক ব্যাখ্যা নিম্নে পেশ করা হলো:

এক. নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে নিরাবাচ্ছিন্ন সূত্রে বর্ণিত হওয়া

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، وَهِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، وَحَدَّثَنَا فُضَيْلٌ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ: وَحَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ، فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ» (رَوَاه مُسْلِمٌ فِيْ بَابِ أَنَّ الْإِسْنَادَ مِنَ الدِّينِ)

হাদীস নং- ৭ : হযরত মুহাম্মাদ বিন সীরীন রহ. থেকে বর্ণিত: নিশ্চয় এ ইলম হলো দ্বীন। অতএব, খুব ভালো করে লক্ষ্য করো- তোমরা কার থেকে দ্বীন গ্রহণ করছ। (মুসলিম শরীফের ভূমিকা: 'সনদ দ্বীনের অংশ' অধ্যায়)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই হাদীসের প্রসিদ্ধ ইমাম এবং অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য রাবী।

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, দ্বীনী ইলম তথা ইলমে হাদীস শিখতে গেলে অবশ্যই দেখে নেয়া দরকার যে, খোদ শিক্ষকের মধ্যে দ্বীনদারী আছে কি না। যার নিজের মধ্যে দ্বীন নেই তার থেকে দ্বীনী ইলম শেখা নিরাপদ নয়।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

আয়াত নং- ২ : হে ঈমানদারগণ, ফাসেক যদি তোমাদের নিকটে কোন সংবাদ নিয়ে আসে তাহলে সেটা ভালো করে যাচাই কর। যেন অজ্ঞতাবশতঃ কোন কওমের ওপর হামলা করে নিজেদের কর্মকান্ডের জন্য লজ্জিত না হও। (সূরা হুজুরাত: ৬)

সারসংক্ষেপ : এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, দ্বীন সংক্রান্ত কোন সংবাদ বিশ্বাস করতে গেলে সংবাদদাতাকে অবশ্যই عادل বা ন্যায়পরায়ণ হতে হবে। আর দ্বীনের বিধিবিধান অমান্যকারী ফাসেক কোন সংবাদ নিয়ে আসলে তা ভালো করে যাচাই করা ব্যতীত বিশ্বাস করা যাবে না। যেন কোন ফাসেকের সংবাদ দ্বীনের ভিত্তি হয়ে না যায়। عدالت তথা ন্যায়পরায়ণতা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো প্রকাশ্যে কবীরা গুনাহ করা থেকে এবং সগীরা গুনাহ'র ওপর স্থায়ী হওয়া থেকে বিরত থাকা।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ (قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ): سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ " نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ، فَرُبَّ مُبَلِّغٍ أَحْفَظُ لَهُ مِنْ سَامِعٍ

হাদীস নং- ৮ : হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.কে বলতে শুনেছি: আল্লাহ তাআলা ওই ব্যক্তিকে সমুজ্জ্বল করুন, যে আমার থেকে কোন হাদীস শুনলো এবং সংরক্ষণ করে অন্যের নিকটে পৌঁছে দিলো। এমনও হতে পারে- যে ব্যক্তি আমার থেকে শুনবে তার চেয়ে বেশী সংরক্ষণকারী হবে ওই ব্যক্তি যার নিকটে পৌঁছানো হবে। (মুসনাদে আহমাদ: ৪১৫৭, তিরমিজী: ২৬৫৮, ইবনে মাজাহ: ২৩২)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। ইমাম তিমিজী রহ. বলেন: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ "হাদীসটি হাসান-সহীহ"। আর মুসনাদে আহমাদের তাহকীকে শায়খ শুআইব আরনাউত বলেন: حديث صحيح "হাদীসটি সহীহ"। (মুসনাদে আহমাদ: ৪১৫৭ নম্বর হাদীসের আলোচনায়) শায়খ আলবানীও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (সহীহ-জঈফ তিরমিজী: ২৬৫৭)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ স.-এর দুআপ্রাপ্ত গ্রহণযোগ্য বর্ণনাকারীর গুণ হতে হবে হাদীস শুনে সেটাকে হিফজ করা এবং

(মুখস্থ করে বা লিখে) যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা। আর এ দায়িত্ব পালন করতে হলে রাবীকে ضَابِطٌ তথা সংরক্ষণে পারদর্শী হতে হবে।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَسْمَعُونَ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ وَيُسْمَعُ مِمَّنْ سَمِعَ مِنْكُمْ»(رَوَاه ابُوْ دَاود فِيْ بَابِ فَضْلِ نَشْرِ الْعِلْمِ)

হাদীস নং- ৯ : হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন: তোমরা শুনবে এবং তোমাদের থেকে শোনা হবে। এরপর তোমাদের থেকে যারা শুনেছে তাদের থেকে শোনা হবে। (আবু দাউদ: ৩৬১৮)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল্লাহ ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী। আর আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল্লাহ ثقةٌ তথা নির্ভরযোগ্য। (আল কাশেফ: ২৮০৯) শায়খ শুআইব আরনাউত মুসনাদে আহমাদের তাহকীকে বলেন: إسناده صحيح "হাদীসটির সনদ সহীহ"। (মুসনাদে আহমাদ: ২৯৪৫ নম্বর হাদীসের আলোচনায়) শায়খ আলবানীও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (সহীহ-জঈফ আবু দাউদ: ৩৬৫৯)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, হাদীস গ্রহণের শর্ত হলো: বর্ণনাকারীগণ সবাই-ই বর্ণিত হাদীসটি নিজ উসতাদ থেকে শুনতে হবে। সনদের এ ধারাবাহিকতা কোথাও গিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে সে বর্ণনার ওপর নির্ভর করা যায় না। অবশ্য উসতাদের মাধ্যমে হাদীস শোনার পরেও অনেক ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণ সনদ সংক্ষেপ করে থাকেন। সেটাকে সনদ বিচ্ছিন্ন বলা হবে না।

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে, হাদীস সহীহ হতে গেলে ১. বর্ণনাকারীকে عادل বা ন্যায়পরায়ণ হতে হবে, ২. ضَابِطٌ তথা সংরক্ষণে পারদর্শী হতে হবে এবং ৩. নিরবচ্ছিন্ন সূত্রে বর্ণিত হতে হবে। সাথে সাথে উপরোক্ত গুণাবলীর মধ্যে কোন ধরণের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয় এমন দোষ-ত্রুটি তথা شَاذٌ (বিরোধের ক্ষেত্রে অপ্রবল) এবং عِلَّة (গোপনীয় দোষ-ত্রুটি) থেকে মুক্ত হতে হবে।

দুই. উত্তম যুগের লোকেরা কোন হাদীসকে আমলের জন্য গ্রহণ করা

হাদীস সহীহ হওয়ার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পন্থা হলো خير القرون বা উত্তম যুগ তথা সাহাবায়ে কিরাম, তাবিঈন এবং তাবে তাবিঈগণ কর্তৃক কোন হাদীসকে আমলের জন্য গ্রহণ করা। অর্থাৎ, উত্তম যুগের লোকেরা যদি কোন হাদীসকে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করে থাকেন, তাহলে সে হাদীসটি সহীহ বলে পরিগণিত হবে। যদিও উক্ত হাদীসের পক্ষে কোন সহীহ সনদ খুঁজে না পাওয়া যায়। কারণ, রসূলুল্লাহ স.-এর আমল সংরক্ষণের একটি পদ্ধতি যেমন বিশুদ্ধ সনদের বর্ণনা, ঠিক অনুরূপ আরেকটি পদ্ধতি হলো দ্বীনদার ব্যক্তিদের আমলের ধারাবাহিকতা। অতএব, হাদীস সহীহ হওয়ার জন্য সর্বক্ষেত্রে সনদ সহীহ হওয়া জরুরী নয়; বরং উক্ত হাদীসটি উম্মাতের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী আমলে গ্রহণ করলে সেটাও দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য। যেমন, বিচারের পদ্ধতি সংক্রান্ত হযরত মুআজ রা.-এর প্রসিদ্ধ হাদীসের ওপর আলোচনা করতে গিয়ে আল্লামা খতীবে বাগদাদী রহ. বলেন:

أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ قَدْ تَقَبَّلُوهُ وَاحْتَجُّوا بِهِ , فَوَقَفْنَا بِذَلِكَ عَلَى صِحَّتِهِ عِنْدَهُمْ كَمَا وَقَفْنَا عَلَى صِحَّةِ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ , وَقَوْلِهِ فِي الْبَحْرِ: هُوَ الطُّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ , وَقَوْلِهِ: إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي الثَّمَنِ وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ تَحَالَفَا وَتَرَادَّا الْبَيْعَ , وَقَوْلِهِ: الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ , وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ لَا تَثْبُتُ مِنْ جِهَةِ الْإِسْنَادِ , لَكِنْ لَمَّا تَلَقَّتْهَا الْكَافَّةُ عَنِ الْكَافَّةِ غَنَوْا بِصِحَّتِهَا عِنْدَهُمْ عَنْ طَلَبِ الْإِسْنَادِ لَهَا

অনুবাদ : উলামায়ে কিরাম এটা গ্রহণ করেছেন এবং দলীল প্রদান করেছেন। এ থেকে আমরা অবগত হয়েছি যে, হাদীসটি তাঁদের নিকটে সহীহ। যেভাবে আমরা জেনেছি রসূলুল্লাহ স.-এর বাণী لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ (ওয়ারিসের জন্য কোন অসিয়াত নেই), هُوَ الطُّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ (সাগরের পানি পবিত্র এবং তার মৃত প্রাণী হালাল) এবং إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي الثَّمَنِ وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ تَحَالَفَا وَتَرَادَّا الْبَيْعَ (ক্রেতা ও বিক্রেতা যদি মূল্যের পরিমাণের ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করে আর মাল উপস্থিত থাকে তাহলে উভয়ে কসম করবে এবং ক্রয়-বিক্রয় ফেরত নিবে)-এর বিশুদ্ধতা। যদিও এ হাদীসগুলো সনদের বিবেচনায় প্রমাণিত নয়; বরং সমগ্র উম্মাত যখন তাদের পূর্ববর্তীদের থেকে এবং তারা তাদের পূর্ববর্তীদের থেকে গ্রহণ

করে নিয়েছে, তখন এর বিশুদ্ধতা প্রমাণের জন্য আর সনদের মুখাপেক্ষী থাকেনি। (আল ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ: সহীহ কিয়াস দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ অধ্যায়)

খতীবে বাগদাদী রহ.-এর এ বক্তব্য থেকে পরিস্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, হাদীস সহীহ হওয়ার একটি মাধ্যম যেমন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিবর্গের নিরবচ্ছিন্ন সূত্রে বর্ণিত হওয়া, ঠিক তেমনই আরেকটি মাধ্যম হলো কোন হাদীসের আমলকে উম্মাত ব্যাপকভাবে গ্রহণ করে নেয়া। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ.-এর কথা থেকেও এরই প্রতিধ্বনি হয়। বুখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফ অন্যান্য হাদীসের কিতাবের চেয়ে কেন প্রাধান্য পাওয়ার দাবী রাখে তা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন: وتلقِّي العلماء لكتابيهما بالقَبُولِ، وهذا التلقِّي وحدَهُ أَقوى في إِفادةِ العِلْم مِن مجردِ كثرةِ الطُّرُقِ القاصرةِ عَنِ التواتر "উলামায়ে কিরাম তাঁদের কিতাবদু'টি গ্রহণ করে নিয়েছেন। আর উলামায়ে কিরামের নিকটে গৃহীত হওয়া এমন একটি কারণ যা কোন বিষয় নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করতে অনেক সনদে বর্ণিত হাদীসের চেয়েও অগ্রগণ্য হয়ে থাকে। অবশ্য কোন বিষয় মুতাওয়াতির সনদে বর্ণিত হয়ে থাকলে তা দ্বারাও মজবুতভাবে নিশ্চিত জ্ঞান লাভ হয়"। (শরহু নুখবাতিল ফিকার) ইবনে হাজার আসকালানী রহ.-এর এ বক্তব্য থেকে পরিস্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, সনদের বিশুদ্ধতা যেমন কোন হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়ার একটি প্রমাণ, তার চেয়েও বেশী শক্তিশালী প্রমাণ হলো কোন হাদীসকে উলামায়ে কিরাম গ্রহণ করে নেয়া। সুতরাং জঈফ সনদে বর্ণিত কোন হাদীসের ওপর خير القرون বা উত্তম যুগের আমল ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করে থাকলে সেটাও উক্ত হাদীস সহীহ এবং দলীলযোগ্য হওয়ার একটি বড় প্রমাণ। উম্মাত এমন বহু হাদীসকে আমলে নিয়েছে যা সহীহ সনদে বর্ণিত হয়নি। উদাহরণ হিসেবে তিরমিজী শরীফ থেকে একটি হাদীস পেশ করা যেতে পারে: عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبِلَالٍ: «يَا بِلَالُ، إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ فِي أَذَانِكَ، وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدُرْ، "হযরত জাবির রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. হযরত বিলাল রা.কে ইরশাদ করেন: হে বিলাল! তুমি যখন আজান দিবে তখন ধীরে ধীরে দাও আর যখন ইকামাত দিবে তখন দ্রুত দাও"। (তিরমিজী: ১৯৫) ইমাম তিরমিজী রহ. এ হাদীসের সনদকে মাজহুল বা অপরিচিত বলেছেন এবং অন্যান্য ইমামগণ এটাকে জঈফ বলেছেন। অথচ আজান ধীরগতিতে দেয়া এবং ইকামাত দ্রুতগতিতে দেয়ার আমল সমগ্র উম্মাতের মধ্যে দৃঢ়ভাবে জায়গা করে নিয়েছে। সুতরাং সনদ জঈফ হলেও এর আমল উম্মাতের মধ্যে ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করায়

হাদীসটি সহীহ এবং দলীলযোগ্য হিসেবে পরিগণিত হবে। এর বিপরীতে خير القرون বা উত্তম যুগে ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভকারী আমলের সাথে সাংঘর্ষিক হলে সহীহ সনদে বর্ণিত হাদীসও আমলহীন হয়ে পড়ে। উদাহরণ স্বরূপ ইমাম মালেক রহ.-এর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বিরোধপূর্ণ মাসআলার মধ্যে যে কোন একটিকে প্রাধান্য দেয়ার ক্ষেত্রে মদীনাবাসীর আমলকে খুব গুরুত্ব দিতেন। তিনি 'মুওয়াত্তা' কিতাবে ثقة তথা নির্ভরযোগ্য রাবীদের মাধ্যমে হযরত উমার রা.-এর আমল বর্ণনা করেছেন ৮ রাকাত তারাবীহ'র পক্ষে। অথচ উত্তম যুগের আমলের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ায় তিনি নিজেও সে মত গ্রহণ করেননি। কেননা, মদীনায় ৮ রাকাত তারাবীহ'র আমল চালু ছিলো না; (আজও নেই) বরং মদীনাবাসীর আমল ছিলো বিতিরসহ ৪১ রাকাত তারাবীহ পড়া। (তিরমিজী: ৮০৪, পৃষ্ঠা: ১/১৬৬) এ কারণে চার ইমামসহ তৎকালীন উল্লেখযোগ্য কোন ফকীহ বা মুহাদ্দিসের এমন কোন মন্তব্য খুঁজে পাওয়া যায় না যিনি আট রাকাত তারাবীহ'র পক্ষে মত দিয়েছেন। এমনকি বর্তমান যুগে এসে যারা আট রাকাত তারাবীহ'র প্রবক্তা হয়েছেন তারাও উম্মাতের শুরু যুগের আমলের প্রতি খেয়াল না করে শুধু হাদীসের শব্দ থেকে দলীল গ্রহণের চেষ্টা করেছেন।

উত্তম যুগের লোকেরা কোন হাদীসকে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করে নিলে সেটা সহীহ হওয়ার বিষয়টি ইমাম তিরমিজী রহ.-এর বর্ণনা থেকে আরও স্পষ্ট হয়ে যাবে বলে আশা করছি। তিনি তিরমিজী শরীফের অসংখ্য জায়গায় মন্তব্য করেছেন যে, وبه أخذ أكثر أهل العلم "অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম এটা গ্রহণ করেছেন", عليه عمل الناس "এ অনুযায়ী মানুষের আমল রয়েছে" ইত্যাদি। অথচ যে সব হাদীসের আওতায় তিনি এ ধরণের মন্তব্যগুলো করেছেন তন্মধ্যে অনেক হাদীসকে তিনি নিজে জঈফ বলেছেন। নমুনা হিসেবে দেখুন: তিরমিজী, হাদীস নম্বর- ৫৪, ৮৮, ৯৭, ১৩১, ১৮৮, ১৯৯, ২৬১ ও ২৮২। হাদীস আমলযোগ্য হওয়ার জন্য যদি সনদ সহীহ হওয়া আবশ্যক হতো তাহলে কোন জঈফ হাদীসকে উলামায়ে উম্মাত আমলের জন্য গ্রহণ করতেন না।

নির্দিষ্ট সনদের ভিত্তিতে কোন হাদীস সহীহ হওয়ার তুলনায় উম্মাতের ব্যাপক গ্রহণের ভিত্তিতে সহীহ হওয়া আরও বেশী শক্তিশালী। এ বিষয়ে এখন কিছু মোটা তথা সহজবোধ্য প্রমাণ পেশ করা হচ্ছে:

এক. ইমাম বুখারী রহ.-এর যে কিতাব নিয়ে উম্মাত গর্ব করে থাকে সে কিতাব যে ইমাম বুখারীই লিখেছেন– এর পক্ষে কোন সনদ খুঁজে পাওয়া যাবে কি? অথচ

সনদ না থাকার দোহাই দিয়ে কেউ এটাকে প্রত্যাখ্যান করতে চাইলে মানুষ তাকে পাগল বলবে।

দুই. জুমআর নামায শুক্রবারে পড়তে হয় এটা কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু আজই শুক্রবার এটার পক্ষে কুরআনের আয়াত বা বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হাদীস না থাকার অজুহাত দাঁড় করাতে চাইলে মানুষ তাকে কাফের/ফাসেক বলবে। রমাযান মাসে রোযা রাখা ফরয। কিন্তু এ মাসটিই যে রমাযান মাস– এটার পক্ষে কুরআনের আয়াত বা বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হাদীস পাওয়া যাবে কি? অথচ এ অজুহাত দাঁড় করিয়ে কেউ রমাযান মাসকে অস্বীকার করতে চাইলে মানুষ তাকে কাফের/ফাসেক বলবে। এমন অগনিত উদাহরণ রয়েছে যার ওপর ইসলামের ভিত্তি নির্ভরশীল। অথচ সেগুলোর প্রমাণে কোন নির্দিষ্ট সনদ নেই। বরং প্রজন্ম পরম্পরায় মানুষের মাঝে এ সব আমল-আকীদার ব্যাপক বিস্তৃতিই এর প্রমাণ– যা প্রত্যাখ্যান করার উপায় নেই।

মোটকথা, কোন হাদীসের আমল যদি উত্তম যুগের উম্মাত ব্যাপকভবে আঁকড়ে ধরে থাকে, তাহলে এটা উক্ত হাদীস সহীহ হওয়ার একটি দলীল; যদিও উক্ত হাদীসের সনদ জঈফ হয়।

তিন. হাদীসের বিষয়বস্তু কুরআন বা গ্রহণযোগ্য হাদীস দ্বারা সমর্থিত হওয়া

শরীআতের দলীলসমূহের মধ্যে প্রথম অবস্থান কুরআনের। এমনকি খোদ রসূলুল্লাহ স.কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে কুরআন মেনে চলার। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ "আপনাকে যেভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে আপনি সেভাবে চলুন"। (সূরা হুদ: ১১২) আর রসূলুল্লাহ স. আল্লাহর নির্দেশ মেনে কুরআন অনুযায়ী তাঁর জীবন পরিচালনা করেছেন। হযরত আয়েশা রা. থেকে সহীহ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ، "তাঁর চরিত্র ছিলো কুরআন"। (মুসনাদে আহমাদ: ২৪৬০১) অতএব, রসূলুল্লাহ স.-এর প্রত্যেকটি কথা, কাজ এবং সমর্থন অবশ্যই কুরআন অনুযায়ী; কুরআন বিরোধী নয়। এখন যদি কোন হাদীসে এমন বর্ণনা পাওয়া যায় যা কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক বা হাদীসের ব্যাপক বর্ণনার পরিপন্থী অথবা রসূলুল্লাহ স. তা করতে পারেন না, তাহলে বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য হলেও সে হাদীসটি সহীহ নয়। বরং তা শাজ বলে পরিগণিত। এ ধরণের বর্ণনা খোদ বর্ণনাকারীকে কলঙ্কিত করে। তাই হাদীস সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত হলো বর্ণিত হাদীসের বিষয়বস্তু কুরআন অথবা হাদীসের ব্যাপক বর্ণনার সাথে সাংঘর্ষিক না হওয়া।

পক্ষান্তরে যদি এমন কোন বর্ণনা পাওয়া যায় যার বিষয়বস্তু কুরআন বা হাদীসের ব্যাপক বর্ণনা দ্বারা সমর্থিত। তাহলে অর্থ তথা বিষয়বস্তুর দিক থেকে উক্ত হাদীস সহীহ বলে পরিগণিত হবে। যদিও তার পক্ষে কোন সহীহ সনদ খুঁজে না পাওয়া যায়। এ কারণে মুহাদ্দিসীনে কিরাম অনেক হাদীসের সনদ জঈফ বলে মন্তব্য করা সত্ত্বেও অর্থ বা বিষয়বস্তুকে সহীহ বলেছেন। উদাহরণসরূপ হযরত মুআজ বিন জাবাল রা.কে ইয়ামান প্রেরণের সময় বিচারের প্রক্রিয়া সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসটির কথা বলা যেতে পারে। আল্লামা ইবনুল জাওযী রহ. সনদের বিবেচনায় এ হাদীসকে জঈফ বলা সত্ত্বেও মন্তব্য করেন যে, ولعمري إن كان معناه صحيحًا "আমার বয়সের কসম, এ হাদীসের অর্থ অবশ্যই সহীহ"। (আল ইলালুল মুতানাহিয়া: বিচার-ফায়সালা অধ্যায়) অনুরূপভাবে ইমাম সাখাবী রহ. হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত হাদীস وَآفَةُ الْعِلْمِ النِّسْيَانُ، -এর ব্যাপারে মন্তব্য করেন যে, وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ إِلا أَنَّهُ صَحِيحُ الْمَعْنَى، "হাদীসটির সনদ জঈফ, তবে অর্থ সহীহ"। (আলমাকাসিদুল হাসানাহ: হাদীস নম্বর- ২) এ হাদীসের ব্যাপারে অনুরূপ মন্তব্য করেছেন আল্লামা আব্দুর রহীম বিন হুসাইন আলইরাকী (মৃত্যু- ৮০৬)। (তাখরীজু আহাদীসি উলূমিদ্দীন: ৩২১৭ নম্বর হাদীস-এর আলোচনায়) তিনি ৩২৯৪ নম্বর হাদীসের আলোচনায়ও অনুরূপ মন্তব্য করেন। তিরমিজী শরীফের বরাত দিয়ে জামিউল উসূলে হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত হাদীস كَبَّرَ على جنازة، فرفع يديه مع أول تكبيرة، -এর তাহকীকে শায়খ আব্দুল কাদির আরনাউত বলেন: وإسناده ضعيف، ولكن صحيح المعنى "হাদীসটির সনদ জঈফ; তবে অর্থ সহীহ"। (জামিউল উসূল: ৪৩০৬ নম্বর হাদীস-এর আলোচনায়) উপরোক্ত মুহাদ্দিসীনে কিরামের বক্তব্য থেকে এ নীতিমালা বের হয়ে আসে যে, কোন হাদীসের বিষয়বস্তু যদি কুরআন বা হাদীসের ব্যাপক বর্ণনা দ্বারা সমর্থিত হয়, তাহলে অর্থ তথা বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে উক্ত হাদীস সহীহ বলে পরিগণিত হবে। যদিও তার পক্ষে কোন সহীহ সনদ খুঁজে না পাওয়া যায়। কারণ, শব্দের অন্তরালে লুকায়িত অর্থই হলো হাদীসের মূল বিষয়। যখন কুরআন বা অন্যান্য সহীহ হাদীসের বর্ণনা দ্বারা তা প্রমাণিত হয়ে যায় তখন ওই হাদীসের বক্তব্য যে রসূলুল্লাহ স.-এর-ই তাতে কোন সন্দেহ থাকে না। আর হাদীস সহীহ-জঈফ নির্ণয়ের মূল উদ্দেশ্য এটাই যে, হাদীসে বর্ণিত বক্তব্যটি রসূলুল্লাহ স.-এর কি না। সুতরাং সে বিষয়টি যখন প্রমাণিত হয়ে গেলো তখন নতুন করে আর সহীহ সনদের আবশ্যকীয়তা থাকে না।

সারসংক্ষেপ : হাদীস সহীহ হওয়ার মাধ্যম কেবল সনদ সহীহ হওয়াই নয়; বরং خير القرون বা উত্তম যুগ তথা সাহাবায়ে কিরাম, তাবিঈন ও তাবে তাবিঈগণ কোন হাদীসকে আমলে গ্রহণ করে থাকলে সেটাও সহীহ। আবার কোন হাদীসের বিষয়বস্তু কুরআন অথবা হাদীসের ব্যাপক বর্ণনা দ্বারা সমর্থিত হলে সেটাও সহীহ। যদিও তার পক্ষে কোন বিশুদ্ধ সনদ খুঁজে না পাওয়া যায়।

সহীহ হাদীস বা উম্মাতের ব্যাপক আমলের সাথে সাংঘর্ষিক না হলে ন্যায়পরায়ণ জঈফ রাবীর বর্ণিত হাদীসও আমলযোগ্য

কোন মানুষের স্মৃতিশক্তি দুর্বল হওয়ার অর্থ এটা নয় যে, সে সবকিছু ভুলে যাবে। তাহলে দুর্বল স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন মানুষের ধার-কর্য, লেন-দেন এবং সাক্ষ্য গ্রহণসহ শরীআতঅনুমোদিত থাকত না। সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য শরীআতে সাক্ষীর عدالت বা দ্বীনদারীকে শর্ত করা হয়েছে। কিন্তু স্মৃতিশক্তি প্রখর হওয়ার শর্ত করা হয়নি। অথচ কোন বিষয় সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে গেলে তা স্মরণে রাখতে হয় এবং তাতে স্মৃতিশক্তির প্রখরতার প্রয়োজন পড়ে। আবার মুহাদ্দিসগণ সবাই-ই এ ব্যাপারে একমত যে, বর্ণনাকারীর তালিকায় সাহাবার নাম আসলেই সেটা গ্রহণযোগ্য। অথচ সাহাবায়ে কিরামের মাঝেও স্মৃতিশক্তির ব্যবধান রয়েছে। কিন্তু সে বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করা হয়নি। এমনকি সব সাহাবার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হওয়ার কারণ হিসেবে মুহাদ্দিসগণের নীতি হলো- الصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُولٌ সাহাবাগণ সবাই-ই ন্যায়পরায়ণ, দ্বীনদার। (তাদরীবুর রাবী) এখানে ন্যায়পরায়ণতা ব্যতীত সাহাবায়ে কিরামের স্মৃতিশক্তির বিষয়ে লক্ষ্য করা হয়নি। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, হাদীস আমলযোগ্য হওয়ার জন্য মুহাদ্দিসগণ عدالت বা দ্বীনদারীকে বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন। হাদীসের সনদ যাচাইয়ের দলীল হিসেবে মুহাদ্দিসীনে কিরাম যে আয়াত পেশ করে থাকেন সে আয়াতেও কেবল ফাসেকের খবর যাচাইয়ের কথা বলা হয়েছে; দ্বীনদারদের সংবাদ যাচাইয়ের কথা বলা হয়নি। (সূরা হুজুরাত: ৬) উপরন্তু, বিস্মৃত হওয়া বা ভুলে যাওয়া এমন একটি মানবীয় সভাব; খোদ নবী কারীম স.ও যার উর্ধ্বে নন। রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي "আমি তোমাদের মতো একজন মানুষ, তোমাদের মতো আমিও বিস্মৃত হই। সুতরাং আমি বিস্মৃত হলে তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিও"। (বুখারী: ৩৯২)

ন্যায়পরায়ণ জঈফ রাবীর হাদীস আমলের অযোগ্য না হওয়ার কারণ হিসেবে আরও বলা যেতে পারে যে, হাদীস সহীহ হওয়া-না হওয়া নির্ভর করে মূলতঃ রাবীগণের নির্ভরযোগ্যতার ওপর। আর এটা একটি ইজতিহাদী বা গবেষণা নির্ভর বিষয়। হাদীস নিরীক্ষণকারী ১০জন ইমাম কোন একজন রাবীর জীবনী পর্যালোচনা করলে তাঁদের সবাই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন–এটা আবশ্যকও নয়; অনেক ক্ষেত্রে সম্ভবও নয়। তাহলে কোন রাবীকে কোন ইমাম জঈফ বললে তার বিপরীত হতে পারবে না; অথবা কোন ইমাম কোন রাবীকে ثِقَةٌ তথা নির্ভরযোগ্য বললে তার বিপরীত হতে পারবে না–বিষয়টি এমন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তমূলক নয়; বরং হাদীস নিরীক্ষণকারী ইমামগণের মতবিরোধ এ ক্ষেত্রে প্রায়ই ঘটে থাকে এবং অধিকাংশের রায়ের ভিত্তিতে বা নির্দিষ্ট দলীলের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সুতরাং কোন একটি হাদীসকে এক বা একাধিক ইমাম কর্তৃক জঈফ বলার অর্থ এটা নয় যে, হাদীসটি ভিত্তিহীন। এ কারণে হাদীসের বড় বড় ইমাম নিজ নিজ কিতাবে প্রয়োজন অনুসারে জঈফ হাদীস বর্ণনা করেছেন। হ্যাঁ, যে হাদীসের সনদ সহীহ, অথবা যে হাদীস অনুযায়ী سلف صالحين-এর আমলও বিদ্যমান রয়েছে সে হাদীস অন্যান্য হাদীসের চেয়ে প্রাধান্য পাওয়ার জোর দাবী রাখে। সুতরাং হাদীসের সনদ সহীহ হলেই কেবল আমলের যোগ্য হবে আর জঈফ হলেই সেটা আমলের অযোগ্য হবে তা সঠিক নয়।

হাদীস সংকলনকারী ইমামগণের কাজের প্রতি লক্ষ্য করলেও এটাই প্রমাণিত হয় যে, তারা জঈফ হাদীসকে আমলের অযোগ্য মনে করতেন না। কারণ, বুখারী-মুসলিম ব্যতীত সকল কিতাবে জঈফ হাদীস স্থান পেয়েছে। তারা যদি এটাকে আমলের অযোগ্য মনে করতেন তাহলে জঈফ হাদীস সংরক্ষণ করা, সংকলন করা, জঈফ হাদীসের ভিত্তিতে শিরোনাম নির্ধারণ করা– সব কিছুই বেকার হয়ে যেত। এর পেছনে তাঁরা তাঁদের মহামূল্যবান সময় ব্যয় করতেন না। অতএব, সহীহ হাদীস বা উম্মাতের ব্যাপক আমলের সাথে সাংঘর্ষিক না হলে ন্যায়পরায়ণ জঈফ রাবীর হাদীস আমলের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। অবশ্য, রাবী মিথ্যাবাদী, ফাসেক বা এ জাতীয় কোন অপরাদের সাথে জড়িত থাকলে তার বর্ণনা বিশ্বাস করা বা তদানুযায়ী আমল করা যায় না।

বিরোধপূর্ণ হাদীসের মাঝে প্রাধান্য দেয়ার সঠিক পদ্ধতি

প্রকৃত অর্থে আল্লাহ তাআলা ও রসূলুল্লাহ স.-এর কথা পরস্পরবিরোধী হতে পারে না। কেননা, এটা মূর্খতার আলামত। তবে উম্মাতের সুবিধার্থে বা ভিন্ন কোন কারণে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন হুকুমের রদবদল হয়েছে– যা প্রকাশের তারিখ না জানার কারণে কোন্‌টি আগের আর কোন্‌টি পরের তা নির্ণয় করা অনেক ক্ষেত্রে কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অথবা কোন্ ক্ষেত্রের জন্য কোন্ হুকুম প্রজোয্য তা স্পষ্টভাবে বুঝতে না পারার কারণে অনেক সময় কুরআন-হাদীসে বর্ণিত বিধি-বিধান একটি আরেকটির বিপরীত বলে মনে হয়। এ জাতীয় কোন সমস্যা দেখা দিলে গবেষক ইমামগণ আপন আপন যোগ্যতা অনুসারে তা নিরসনের চেষ্টা করে থাকেন। কখনও সমন্বয় সাধন করেন আবার কখনও বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করে কোন একটিকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন।

এ ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসীনে কিরাম প্রথমে লক্ষ্য করেন: উলামায়ে উম্মাত এটাকে ব্যাপকভাবে আমলে গ্রহণ করেছেন কি না। পূর্ববর্তী কোন এক বা একাধিক গবেষক এটা দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন কি না। সেটা কোন ফকীহ বা প্রসিদ্ধ সাহাবার বর্ণনা কি না। অথবা হাফেজে হাদীস বা আইম্মায়ে হাদীসের মাধ্যমে বর্ণিত কি না। এরপরে লক্ষ্য করেন: হাদীসটি أصح الأسانيد অর্থাৎ, সর্বোৎকৃষ্ট সনদ বা তার কাছাকাছি কোন সনদে বর্ণিত কি না। কিংবা বিবাদমান হাদীসগুলোর মধ্যে কোন একটির আমল গ্রহণ করলে তা কুরআনের আয়াত বা অন্যান্য হাদীসের সমন্বয়ক হয় কি না। এর বিপরীতে বুখারী-মুসলিম বা নির্ভরযোগ্য অন্য কিতাবে কোন হাদীস বর্ণিত হলে সেটাকে প্রাধান্য দিতে হবে এমনটা অনেক মুহাদ্দিস এবং গবেষক মনে করেন না। আর যে ইমামগণ বুখারী-মুসলিমের হাদীসকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন তাঁরাও এটাকে প্রাধান্য দানের সর্বশেষ কারণ হিসেবে বিবেচনা করেন।

আল্লামা আবু বকর হাঝেমী রহ. তাঁর 'আলই'তিবার' নামক কিতাবে বিবাদমান দুই হাদীসের মধ্যে প্রাধান্য দেয়ার পঞ্চাশটি কারণ উল্লেখ করেছেন; যার মধ্যে বুখারী-মুসলিমের হাদীস হওয়া– প্রাধান্য দেয়ার এমন কোন কারণ বর্ণনা করেননি। আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. তাঁর কিতাব 'তাদরীবুর রাবী'তে প্রাধান্য দেয়ার একশত আটটি কারণ উল্লেখ করেছেন। এ কারণগুলোকে তিনি মৌলিকভাবে সাতটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। তন্মধ্যে সপ্তম ভাগের শিরোনাম দিয়েছেন اَلْقِسْمُ السَّابِعُ: اَلتَّرْجِيحُ بِأَمْرٍ خَارِجِيٍّ "সপ্তম প্রকার : মৌলিক বিষয়বহির্ভূত কোন

বিষয়ের দ্বারা প্রাধান্য দেয়া” । এ শিরোনামের অধীনে তিনি এগারোটি কারণ বর্ণনা করেছেন । তন্মধ্যে সর্বশেষ নম্বরে গিয়ে বলেন: اَتَّفَقَ عَلَى إِخْرَاجِهِ الشَّيْخَانِ ، অর্থাৎ, বুখারী-মুসলিম একযোগে যে হাদীস বর্ণনার করেছেন । (তাদরীবুর রাবী: হাদীসের প্রকার নম্বর- ৩৬)

আল্লামা সুয়ূতী রহ.-এর বর্ণনা থেকে দুটি বিষয় বুঝে আসে । এক. বুখারী-মুসলিমে বর্ণিত হওয়ার কারণে কোন হাদীসকে প্রাধান্য দেয়া হাদীসের মৌলিক কোন গুণ নয় । দুই. বুখারী-মুসলিমে বর্ণিত হওয়ার কারণে কোন হাদীসকে প্রাধান্য দেয়াটা প্রাধান্য দানের সর্বশেষ কারণ– যা দ্বারা সধারণতঃ কোন বিবাদমান হাদীসের মাঝে প্রাধান্য দেয়া হয় না ।

উপরন্তু, এটা সর্বজন স্বীকৃত যে, সার্বিক বিবেচনায় কোন একটি কিতাব প্রাধান্য পাওয়ার অর্থ এই নয় যে, এ কিতাবের প্রত্যেকটি হাদীস অন্য যে কোন কিতাবের সব হাদীসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ । ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বুখারী-মুসলিমে বর্ণিত হাদীসের দৃঢ়তা প্রমাণের ক্ষেত্রে এ শর্ত জুড়ে দিয়েছেন যে, উক্ত হাদীসের ওপর হাদীস নিরীক্ষক ইমামগণের কোন আপত্তি না থাকতে হবে এবং বর্ণিত হাদীসের বক্তব্যের সাথে উক্ত কিতাবে বর্ণিত অন্য কোন হাদীসের অনিরসনযোগ্য দ্বন্দ্বও না থাকতে হবে । যার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, বুখারী-মুসলিমের কোন হাদীসের ওপর যদি হাদীস নিরীক্ষক ইমামগণের কোন আপত্তি থাকে অথবা হাদীসের বিষয়বস্তুর মাঝে অনিরসনযোগ্য দ্বন্দ্ব থাকে তাহলে সে হাদীসগুলো বুখারী-মুসলিমে বর্ণিত হওয়া সত্ত্বেও কাঙ্খিত শ্রেষ্ঠত্বের মান পাবে না । অতএব, বুখারী-মুসলিমে বর্ণিত যে কোন হাদীস অন্যান্য কিতাবের যে কোন হাদীসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ– বিষয়টি এমন নয় ।

বুখারী-মুসলিমের সব হাদীস সহীহ বলে উম্মাতের স্বীকৃতি বিদ্যমান রয়েছে । এতদসত্ত্বেও হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ.-এর অনুসন্ধানে নিরীক্ষক ইমামগণের আপত্তি রয়েছে এমন হাদীসের সংখ্যা বুখারী-মুসলিমে ২১০টি । তন্মধ্যে ‘মুত্তাফাক আলাইহি’ অর্থাৎ, উভয় কিতাবে যৌথভাবে বর্ণিত হয়েছে ৩২টি, শুধু বুখারীতে ৭৮টি এবং শুধু মুসলিম শরীফে ১১০টি । (হাদীউস সারী: ৮ম অধ্যায়) আর শায়খ আবু সুফিয়ান মুস্তাফা বাহু লিখিত الأحاديث المنتقدة فى الصحيحين কিতাবের বিবরণ মোতাবেক বুখারী-মুসলিমে এরকম হাদীসের সংখ্যা ৩৯৫টি । যার মধ্যে ‘মুত্তাফাক আলাইহি’ ৫২টি, শুধু বুখারীতে ১০৪টি এবং শুধু মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে ২৩৯টি । এ ছাড়া উভয় কিতাবে স্বতন্ত্রভাবে বিতর্কিত

রাবীর সংখ্যা বুখারীতে ৮০জন এবং মুসলিমে ১৬০জন । তাহলে নিরীক্ষক ইমামগণের আপত্তি রয়েছে বা বিতর্কিত রাবীগণের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে বুখারী-মুসলিমের এমন হাদীসের বিপরীতে যদি অন্য কিতাবে নির্ভরযোগ্য রাবীগণের মাধ্যমে কোন হাদীস বর্ণিত হয় তাহলে সেগুলোর মান বুখারী-মুসলিমের হাদীসের তুলনায় কোনক্রমে কম নয়; বরং অনেক বেশী ।

উদাহরণ হিসেবে ধরে নেয়া যাক, বুখারীতে চার হাজার হাদীস রয়েছে । তন্মধ্যে দু’হাজার হাদীস উঁচু স্তরের সহীহ । এক হাজার মধ্যম স্তরের সহীহ । অবশিষ্ট এক হাজার সাধারণ স্তরের সহীহ । আর তিরমিজীতেও চার হাজার হাদীস রয়েছে । তন্মধ্যে এক হাজার হাদীস উঁচু স্তরের সহীহ । এক হাজার মধ্যম স্তরের সহীহ । এক হাজার সাধারণ স্তরের সহীহ । আর অবশিষ্ট এক হাজার হাদীস জঈফ । সার্বিক বিবেচনায় বুখারীর মান অনেক ঊর্ধ্বে । কিন্তু তিরমিজী শরীফের উঁচু স্তরের সহীহ এক হাজার হাদীসকে যদি বুখারীর নিম্ন স্তরের এক হাজার হাদীসের বিপরীতে রাখা হয় তাহলে অবশ্যই তিরমিজীর হাদীসগুলো বুখারীর ওই হাদীসগুলোর চেয়ে প্রাধান্য পাবে । যদিও সার্বিক বিবেচনায় বুখারীর মান ঊর্ধ্বে । সুতরাং সার্বিক বিবেচনায় বুখারীর মান ঊর্ধ্বে হওয়ার দোহাই দিয়ে বুখারীর যে কোন হাদীসকে অন্যান্য কিতাবের সব হাদীসের ওপর প্রাধান্য দেয়া বাস্তবও নয়, যৌক্তিকও নয় ।

এর চেয়েও বেশী বাস্তব এই যে, চার ইমামসহ হাদীস নিরীক্ষক ও নীতিনির্ধারক ইমামগণ যথা- ইবরাহীম নাখঈ, (মৃত্যু- ৯৬) মুহাম্মাদ বিন মুসলিম যুহরী, (মৃত্যু- ১২৫), আবু আব্দুর রহমান আওযাঈ (মৃত্যু- ১৫৭), শু’বা বিন হাজ্জাজ (মৃত্যু- ১৬০) সুফিয়ান সাওরী (মৃত্যু- ১৬১), আব্দুল্লাহ বিন মুবারক (মৃত্যু- ১৮১), ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল কত্তান (মৃত্যু- ১৯৮), আব্দুর রহমান বিন মাহদী (মৃত্যু- ১৯৮), ইয়াহইয়া বিন মাঈন (মৃত্যু- ২৩৩), আলী বিন মাদীনী (মৃত্যু- ২৩৪) ও ইসহাক বিন ইবরাহীম রাহওয়াইহ (মৃত্যু- ২৩৮) সহ অধিকাংশ ইমামগণই ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিমের পূর্বে গত হয়ে গেছেন । সঙ্গত কারণেই হাদীস থেকে জীবন চলার বিধি-বিধান বের করা, সহীহ-জঈফ নির্ণয় করা, বিবাদমান হাদীসের মাঝে সমন্বয় সাধন বা প্রাধান্য দেয়াসহ প্রায় সবকিছুই সম্পন্ন হয়ে গেছে ইমাম বুখারী ও মুসলিমের জন্মেরও পূর্বে । আর বুখারী-মুসলিমের সম্মানিত ইমামদ্বয় তাঁদের পূর্বের ইমামদের বাছাইকৃত রাবীদের থেকে সহীহ হাদীসগুলো গ্রহণ করেছেন মাত্র । হ্যাঁ, কোন কোন ক্ষেত্রে সহীহ-জঈফ নির্ণয়, হাদীস থেকে

মাসআলা বের করা এবং বিবদমান হাদীসের মাঝে সমন্বয় সাধন বা প্রাধান্য দেয়াসহ প্রয়োজনীয় অনেক বিষয়ে তাঁরাও গবেষণা করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁদের গবেষণাও অনেক মূল্যবান। কিন্তু আল্লামা সুয়ূতী এবং আবু বকর হাযেমীসহ অন্যান্য নীতিনির্ধারক ইমামগণের ভাষ্য মোতাবেক বিবাদমান হাদীসের মাঝে প্রাধান্য দেয়ার বিষয়টি বুখারী-মুসলিমের বর্ণনার ওপর তেমন নির্ভরশীল নয়। অন্যথায় প্রশ্ন আসে যে, ইমাম বুখারী ও মুসলিমের জন্মের পূর্বে সোয়া দুইশত বছরেরও বেশী সময় যাবত মুসলিম উম্মাহ কিসের ভিত্তিতে আমল করেছেন? সুতরাং যে কোন মাসআলার ক্ষেত্রে নিঃশর্তভাবে বুখারী-মুসলিমের হাদীসকে প্রাধান্য দেয়ার নীতি মুহাদ্দিসীনে কিরামের নিকটে স্বীকৃত নয়; বরং এটা বিরোধপূর্ণ হাদীসের মাঝে প্রাধান্য দেয়ার এমন একটি ভুল পদ্ধতি যা উসূলে হাদীসে অজ্ঞ বা অপরিপক্ক ব্যক্তিদের আবিষ্কৃত।

একই আমলের বিভিন্ন পদ্ধতি শরীআতবিরোধী নয়

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

আয়াত নং- ৩ : যদি তোমরা প্রকাশ্যে সদকা করো তাহলে সেটা কতই না সুন্দর। আর যদি গোপনে সদকা করো এবং তা ফকীরকে দিয়ে দাও তা তোমাদের কল্যাণকর। তিনি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দিবেন। তিনি তোমাদের আমল সম্পর্কে সম্যক অবগত। (সূরা বাকারা: ২৭১)

সারসংক্ষেপ : এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা সদকা দানের দুটি পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। যথা- প্রকাশ্যে সদকা দান এবং গোপনে সদকা দান। সাথে সাথে তিনি উভয় পদ্ধতির প্রসংশা করেছেন। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, একই আমলের বিভিন্ন পদ্ধতি শরীআতসম্মত। যে যেটা ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারে। সবাইকে একই পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে তা জরুরী নয়।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: حَدَّثَنِي لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، أَوْ مِنْ آخِرِهِ؟ فَقَالَتْ: " كُلُّ ذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ، رُبَّمَا أَوْتَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ،

وَرُبَّمَا أَوْتَرَ آخِرَهُ "، قُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً قُلْتُ: كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَتُهُ يُسِرُّ أَوْ يَجْهَرُ؟ قَالَتْ: " كُلُّ ذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ، رُبَّمَا أَسَرَّ، وَرُبَّمَا جَهَرَ " قَالَ: قُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِي الْجَنَابَةِ؟ أَكَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ، أَوْ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ؟ قَالَتْ: " كُلُّ ذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ، رُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ، وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ وَنَامَ " قَالَ: قُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً

হাদীস নং- ১০ : হযরত আব্দুল্লাহ বিন আবু কায়েস রহ. বলেন: আমি হযরত আয়েশা রা.কে জিজ্ঞেস করলাম: রসূলুল্লাহ স. বিতির নামায কি প্রথম রাতে পড়তেন, না শেষ রাতে? জবাবে তিনি বললেন: উভয় প্রকারই করতেন। কখনও রাতের শুরুতে আবার কখনও রাতের শেষাংশে আদায় করতেন। আমি বললাম: সব প্রশংসা সেই আল্লাহ তাআলার যিনি দ্বীনের মধ্যে প্রশস্ততা দান করেছেন। আমি আবার বললাম: তাঁর কিরাত কেমন ছিলো? তিনি কি নীরবে কিরাত পড়তেন, নাকি উচ্চ আওয়াজে? জবাবে তিনি বললেন: কখনও নীরবে, আবার কখনও উচ্চ আওয়াজে– উভয়টিই করতেন। আমি বললাম: সব প্রশংসা সেই আল্লাহ তাআলার যিনি দ্বীনের মধ্যে প্রশস্ততা দান করেছেন। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম: জানাবাতের ক্ষেত্রে অর্থাৎ, গোসল ফরয হলে তিনি কী করতেন? ঘুমানোর আগে গোসল করতেন, নাকি গোসলের পূর্বে ঘুমিয়ে যেতেন? উত্তরে তিনি বললেন: রসূলুল্লাহ স. উভয়টিই করতেন। কখনও গোসল করে ঘুমাতেন, আবার কখনও অযু করে ঘুমাতেন। (ঘুম থেকে উঠে গোসল করতেন) আমি বললাম: সব প্রশংসা সেই আল্লাহ তাআলার যিনি দ্বীনের মধ্যে প্রশস্ততা দান করেছেন। (মুসনাদে আহমাদ: ২৪৪৫৩, আবু দাউদ: ১৪৩৭, তিরমিজী: ৪৪৯)

হাদীসটির স্তর : এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী/মুসলিমের রাবী। সুতরাং হাদীসটির সনদ সহীহ। ইমাম তিরমিজী হাদীসটিকে হাসান, সহীহ, গরীব বলেছেন। শায়খ শুআইব আরনাউত বলেন: إسناده صحيح على شرط مسلم "হাদীসটির সনদ মুসলিমের শর্তে সহীহ"। (মুসনাদে আহমাদ: ২৪৪৫৩ নম্বর হাদীসের আলোচনায়)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, বিতির নামায এবং জানাবাতের গোসলের সময় আর তাহাজ্জুদ নামাযের কিরাতের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ স.-এর আমল একাধিক রকম ছিলো। সুতরাং এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, একই আমলের

একাধিক পদ্ধতি হতে পারে। সবাইকে একই পদ্ধতি অনুসরণ করে চলতে হবে তা জরুরী নয়; এটা দ্বীনের প্রশস্ততার আলামত।

এ ছাড়া অযু করার সময়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধোয়ার পরিমাণের ব্যাপারে বিভিন্ন সংখ্যা বর্ণিত আছে। প্রত্যেক অঙ্গ একবার করে ধোয়া, (বুখারীঃ ১৫৯) দু'বার করে ধোয়া, (বুখারীঃ ১৬০) এবং প্রত্যেক অঙ্গ তিনবার করে ধোয়া। (বুখারীঃ ১৬১) নামায আদায়ের ক্ষেত্রে একই আমলের বিভিন্ন পদ্ধতি সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে। যেমন, বারবার হাত উঠানো আর একবার হাত উঠানো। আমীন উচ্চস্বরে বলা আর নীরবে বলা। এরকম আরও বেশ কিছু মাসআলা রয়েছে যে ব্যাপারে সহীহ হাদীসে একাধিক পদ্ধতি বর্ণিত আছে। কিছু সংখ্যক মানুষ সহীহ হাদীসের আমল যিন্দা করার নামে শরীআতের এ প্রশস্ততার সুযোগ গ্রহণ না করে যে কোন একটি পদ্ধতিকে হক বিশ্বাস করে নিয়েছে। আর মূর্খতাবশতঃ অন্য পদ্ধতির অনুসারীদেরকে বাতিল বা গোমরাহ মনে করছে। অথচ সহীহ হাদীসে বর্ণিত এসব পদ্ধতির মধ্যে তুলনামূলক কোন্‌টি উত্তম তা নিয়ে চার ইমামসহ خير القرون বা উত্তম যুগের মুজতাহিদগণের মাঝে মতবিরোধ থাকলেও কেউ কাউকে বাতিল মনে করেননি; বরং পরস্পরের মধ্যে শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, সম্প্রীতি এবং সৌহার্দপূর্ণ সহাবস্থান ছিলো অনুসরণীয়। অতএব, পৃথিবীর সব মানুষকে একই পদ্ধতিতে একত্রিত করার চিন্তার পেছনে না পড়ে কুরআন-হাদীস মেনে চলা, সবার প্রতি সুধারণা রাখা এবং পরমতসহিষ্ণু হওয়াই বরং উম্মাতের ঐক্য দৃঢ় করা এবং আখেরাতের কল্যাণ হাসিলের জন্য বেশী কার্যকর হবে।

সহীহ্ হাদীস শুধু বুখারী-মুসলিমের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়

সহীহ হাদীস শুধু বুখারী-মুসলিম বা সিহাহ সিত্তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এ ব্যাপারে ইবরাহীম বিন মা'কিল বর্ণিত স্বয়ং ইমাম বুখারী রহ.-এর মন্তব্য হলো: مَا أَدخلتُ فِي هَذَا الكِتَابِ إِلاَّ مَا صَحَّ، وَتركتُ مِنَ الصِّحَاحِ كِي لاَ يطولَ الكِتَابُ "সহীহ ব্যতীত আমি এ কিতাবে কিছুই আনিনি। তবে অনেক সহীহ হাদীস আমি ছেড়ে দিয়েছি যেন কিতাব দীর্ঘ না হয়ে যায়"। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: তবকা- ১৪, রাবী নম্বর- ৭১) আর ইমাম মুসলিম রহ.-এর মন্তব্য হলো: إِنَّمَا قُلْتُ: صِحَاح، وَلَمْ أَقُلْ: مَا لَمْ أُخَرِّجْه ضَعِيْف "আমি বলি: এ কিতাবটি সহীহ। তবে এটা বলি না যে, আমি যেটা আনিনি তা জঈফ"। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১৪ রাবী নম্বর- ২১৭) ইমাম মুসলিম রহ. ৭৯০ নম্বর হাদীসের আলোচনায় হযরত

আবু হুরাইরা রা. বর্ণিত وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا হাদীসটিকে সহীহ বলা সত্ত্বেও তা এ কিতাবে না আনার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বললেন: لَيْسَ كُلّ شَيْءٍ عِنْدِي، صَحِيحٍ وَضَعْتُهُ هَهُنَا "আমার নিকটে যা সহীহ হবে তা-ই এ কিতাবে আনব এমনটি নয়"। বুখারী-মুসলিম-এর সম্মানিত লেখকদ্বয়ের মন্তব্যের দ্বারাই প্রমাণিত, সহীহ হাদীস শুধু এ দুই কিতাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

বুখারী-মুসলিম-এর সম্মানিত লেখকদ্বয়ের মন্তব্যের দ্বারা আরও একটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, হাদীস সহীহ-জঈফ হওয়া নির্ধারিত হয়েছে ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহ.-এর জন্মেরও আগে। তাঁরা সহীহ হদীস বেছে বেছে তাঁদের কিতাবে বর্ণনা করেছেন মাত্র। তাঁদের কিতাবে বর্ণিত হওয়ার কারণে হাদীস সহীহ হয়নি। বুখারী-মুসলিমের হাদীসের মধ্যেই যদি শরীআতের আমল ও দলীল সীমাবদ্ধ হয় তাহলে ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহ.-এর উসতাদগণসহ এ কিতাবদু'টি লেখার পূর্বের মহামনীষীগণ কোন্ কিতাবের হাদীস মেনে চলতেন?

এর আরও একটি প্রমাণ:

ইমাম বুখারী রহ. বলেন: أَحفَظُ مائَةَ أَلْفِ حَدِيْثٍ صَحِيْحٍ، وَأَحفَظُ مَائَتَي أَلفِ حَدِيْثٍ غَيْرِ صَحِيْحٍ "আমি এক লক্ষ সহীহ হাদীস এবং দুই লক্ষ জঈফ হাদীস মুখস্থ করেছি"। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: তবকা- ১৪, রাবী নম্বর -৭১) অথচ তাকরার ব্যতীত বুখারী শরীফের মুত্তাসিল হাদীসের সংখ্যা মাত্র দুই হাজার ছয়শত দুইটি। এ ব্যাপারে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. ফাতহুল বারীর মুকাদ্দামায় বলেন: فجميع ما في صحيح البخاري من المتون الموصولة بلا تكرير على التحرير ألفا حديث وستمائة حديث وحديثان "সহীহ বুখারীতে তাকরার (বারংবার উল্লিখিত) ব্যতীত মুত্তাসিল হাদীসের সংখ্যা দুই হাজার ছয়শত দুইটি। (মুকাদ্দামা ফাতহুল বারী: ১/৪৭৭) বুঝা গেলো, ইমাম বুখারী রহ.-এর নিকটে সহীহ এমন ৯৭ হাজারেরও বেশী হাদীস বিভিন্ন কিতাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

এর প্রমাণ হিসেবে ইমাম বুখারী রহ.-এর নিজের কিতাব 'জুযউ রফইল ইয়াদাইন'-এর প্রতি লক্ষ্য করুন। তিনি হাত উত্তোলন সম্পর্কিত বেশ কিছু হাদীস বর্ণনার পরে ৯১ নম্বর হাদীস শেষে এ মন্তব্য করেন: هذه الأحاديث كلها صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا يخالف بعضها بعضا ، وليس فيها تضاد لأنها في مواطن مختلفة "রসূলুল্লাহ স. থেকে বর্ণিত এ হাদীসগুলো সবই

সহীহ। এগুলোর মাঝে পারস্পারিক কোন বিরোধ নেই। কেননা, এগুলোর ক্ষেত্র ভিন্ন ভিন্ন"। (জুযউ রফইল ইয়াদাইন: ৯১)

ইমাম বুখারী রহ.-এর এ বক্তব্য লক্ষ্য করুন! তিনি নামাযে হাত উত্তোলনের ব্যাপারে বেশ কিছু হাদীসকে সহীহ বলেছেন; কিন্তু সেগুলো তিনি বুখারী শরীফের মধ্যে আনেননি। এ থেকে বুঝা যায় যে, বুখারী শরীফের বাইরেও অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে।

সিহাহ সিত্তার পূর্বে লিখিত হাদীসের কিছু কিতাব

সিহাহ সিত্তার বাইরে এমন অনেক হাদীসের কিতাব রয়েছে যা লিখেছেন ইমাম বুখারী ও মুসলিম বা যে কোন একজনের সরাসরি উসতাদ। অথবা আরও ওপরের উসতাদ, কিংবা তাঁদের উসতাদের তালিকার বাইরের কোন উঁচু মানের মুহাদ্দিস লিখেছেন। সেসব হাদীসের রাবীগণ যদি বুখারী-মুসলিমের রাবী বা তাঁদের শর্ত মোতাবেক ثقة তথা নির্ভরযোগ্য রাবী হন তাহলে সে হাদীসের মান কিছুতেই বুখারী-মুসলিমের হাদীসের চেয়ে কম নয়। যেমন-

মুওয়াত্তা ইমাম মালেক

এ কিতাবের লেখক ইমাম মালেক বিন আনাস রহ.। তিনি হাদীস ও ফিকহ-এর প্রখ্যাত ইমাম। তিনি ইমাম বুখারী রহ.-এরও একশ' বছর পূর্বে ৯৪ হিজরীতে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন। বুখারী-মুসলিমসহ সিহাহ সিত্তার সব ইমাম নিজ নিজ কিতাবে তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। অতএব, ثقة তথা নির্ভরযোগ্য রাবীদের মাধ্যমে তাঁর কিতাবে বর্ণিত হাদীসের মান সিহাহ সিত্তার তুলনায় নিম্নমানের নয়; বরং লেখক থেকে রসূলুল্লাহ স. পর্যন্ত রাবীদের মাধ্যম কম হওয়ায় এটাকে আ'লা বা উঁচু স্তরের সনদ বলা হবে।

মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক

এ কিতাবের লেখক ইমাম আব্দুর রাযযাক বিন হাম্মাম আসসনআনী রহ.। তিনিও বুখারী-মুসলিমসহ সিহাহ সিত্তার সব ইমামের উসতাদের উসতাদ এবং হাদীসের প্রসিদ্ধ ইমাম। তাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ কিতাবে তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। অতএব, ثقة তথা নির্ভরযোগ্য রাবীদের মাধ্যমে তাঁর কিতাবে বর্ণিত হাদীসের মান সিহাহ সিত্তার তুলনায় নিম্নমানের নয়; বরং লেখক থেকে রসূলুল্লাহ

স. পর্যন্ত রাবীদের মাধ্যম কম হওয়ায় এটাকে আ'লা বা উঁচু স্তরের সনদ বলা হবে।

মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা

এ কিতাবের লেখক আবু বকর আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ ইবনে আবী শাইবা রহ.। তিনি বুখারী-মুসলিমসহ সিহাহ সিত্তার সব ইমামের উসতাদ এবং তাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ কিতাবে তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। অতএব, ثقة তথা নির্ভরযোগ্য রাবীদের মাধ্যমে তাঁর কিতাবে বর্ণিত হাদীসের মান সিহাহ সিত্তার তুলনায় নিম্নমানের নয়; বরং লেখক থেকে রসূলুল্লাহ স. পর্যন্ত রাবীদের মাধ্যম কম হওয়ায় এটাকে আ'লা বা উঁচু স্তরের সনদ বলা হবে।

মুসনাদে আহমাদ

এ কিতাবের লেখক আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন হাম্বাল রহ.। তিনি বুখারী-মুসলিমসহ সিহাহ সিত্তার সব ইমামের উসতাদ এবং হাদীস ও ফিকহ-এর জগদ্বিখ্যাত ইমাম। তাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ কিতাবে তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। অতএব, ثقة তথা নির্ভরযোগ্য রাবীদের মাধ্যমে তাঁর কিতাবে বর্ণিত হাদীসের মান সিহাহ সিত্তার তুলনায় নিম্নমানের নয়; বরং লেখক থেকে রসূলুল্লাহ স. পর্যন্ত রাবীদের মাধ্যম কম হওয়ায় এটাকে আ'লা বা উঁচু স্তরের সনদ বলা হবে।

তেমনিভাবে সিহাহ সিত্তার ইমামগণের পরে জন্মগ্রহণকারী উল্লেখযোগ্য মুহাদ্দিস ও হাদীসের ইমামগণ যেমন বাইহাকী, দারা কুতনী, হাকেম আবু আব্দুল্লাহ নিশাপুরী, ইবনে হিব্বান, দারেমী ও তবারানী প্রমুখ ইমামগণের লিখিত হাদীসের কিতাব রয়েছে। রাবীদের জীবনী পর্যালোচনাকারী ইমামগণ এসব মুহাদ্দিসের উচ্চ মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং তাঁদের কিতাবে ثقة তথা নির্ভরযোগ্য রাবীদের মাধ্যমে বর্ণিত হাদীসকে সহীহ বলেছেন। নমুনা হিসেবে এখানে কিছু কিতাবের নাম আনা হয়েছে। এরকম নির্ভরযোগ্য আরও অনেক কিতাব রয়েছে।

এ আলোচনা দ্বারা আমি এ কথা বুঝাতে চাচ্ছি যে, সহীহ হাদীস শুধু সিহাহ সিত্তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে অনেক উঁচু মানের সহীহ হাদীস ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

শরীআতের দলীল চারটি

কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, শরীআতের দলীল চারটি। প্রত্যেকটি দলীলের ভিত্তি একে একে পেশ করা হলো:

প্রথম দলীল: কুরআন এবং দ্বিতীয় দলীল: সুন্নাহ

প্রথম প্রমাণ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

আয়াত নং- ৪ : হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও রসূল এবং তোমাদের দায়িত্বশীলগণের আনুগত্য কর। যদি কোন বিষয়ে মতদ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ো তাহলে আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হয়ে থাকলে তোমরা তা আল্লাহ ও রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। এটা তোমার জন্য কল্যাণকর এবং পরিণামের দিক থেকে উত্তম। (সূরা নিসা: ৫৯)

সারসংক্ষেপ : এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, শরীআতের প্রথম দলীল হলো কুরআনে কারীম– আল্লাহ তাআলার আনুগত্য দ্বারা যেটা বুঝানো হয়েছে। আর দ্বিতীয় দলীল হলো সুন্নাহ– রসূলুল্লাহ স.-এর আনুগত্য দ্বারা যেটা বুঝানো হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রমাণ

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

আয়াত নং- ৫ : হে নবী! আপনি বলে দিন: তোমরা আল্লাহ এবং রসূলের আনুগত্য কর। কেননা, আল্লাহ তাআলা কাফেরদেরকে ভালোবাসেন না। (সূরা আলে ইমরান: ৩২)

সারসংক্ষেপ : এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, শরীআতের প্রথম দলীল হলো কুরআনে কারীম– আল্লাহ তাআলার আনুগত্য দ্বারা যেটা বুঝানো হয়েছে। আর দ্বিতীয় দলীল হলো সুন্নাহ– রসূলুল্লাহ স.-এর আনুগত্য দ্বারা যেটা বুঝানো হয়েছে।

তৃতীয় প্রমাণ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ

আয়াত নং- ৬ : হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর এবং শোনার পরে তা থেকে বিমুখ হয়ো না। (সূরা আনফাল: ২০)

সারসংক্ষেপ : এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, শরীআতের প্রথম দলীল হলো কুরআনে কারীম– আল্লাহ তাআলার আনুগত্য দ্বারা যেটা বুঝানো হয়েছে। আর দ্বিতীয় দলীল হলো সুন্নাহ– রসূলুল্লাহ স.-এর আনুগত্য দ্বারা যেটা বুঝানো হয়েছে।

চতুর্থ প্রমাণ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ

আয়াত নং- ৭ : হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য কর। আর তোমাদের আমলসমূহ বাতিল করো না। (সূরা মুহাম্মাদ: ৩৩)

সারসংক্ষেপ : এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, শরীআতের প্রথম দলীল হলো কুরআনে কারীম– আল্লাহ তাআলার আনুগত্য দ্বারা যেটা বুঝানো হয়েছে। আর দ্বিতীয় দলীল হলো সুন্নাহ– রসূলুল্লাহ স.-এর আনুগত্য দ্বারা যেটা বুঝানো হয়েছে।

তৃতীয় দলীল: ইজমা (উম্মাতের ঐকমত্য)

প্রথম প্রমাণ

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

আয়াত নং- ৮ : হিদায়াত স্পষ্ট হওয়ার পরে যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে মতবিরোধে জড়িয়ে পড়ে এবং মুমিনদের (সম্মিলিত) পথ ছেড়ে ভিন্ন পথ অনুসরণ করে আমি তাকে সে দিকেই ফিরিয়ে দিব যে দিকে সে ফিরেছে। আর তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাব; তা কতই না নিকৃষ্ট ঠিকানা। (সূরা নিসা: ১১৫)

সারসংক্ষেপ : এ আয়াতের বিবরণ অনুযায়ী রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে মতবিরোধে জড়িয়ে পড়া এবং মুমিনদের (সম্মিলিত) পথ ছেড়ে ভিন্ন পথ অনুসরণ করা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার কারণ এবং হারাম। অতএব, জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য রসূলুল্লাহ স.-এর আনুগত্য অতঃপর (প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে) মুমিনদের সম্মিলিত পথের অনুসরণ আবশ্যক। আর এরই নাম ইজমা।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় খ্যাতনামা মুফাসসিরদের তাফসীর

والآية تدل على حرمة مخالفة الإجماع، لأنه سبحانه وتعالى رتب الوعيد الشديد على المشاقة واتباع غير سبيل المؤمنين،

অনুবাদ : এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইজমার বিরোধিতা করা হারাম। কেননা, আল্লাহ তাআলা বান্দাকে ধমক দিয়েছেন দুটি কারণে। এক. রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে মতবিরোধ সৃষ্টি, দুই. মুমিনদের পথ ছেড়ে ভিন্ন পথ অনুসরণ। (তাফসীরে বাইযাবী)

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى رُوِيَ أَنَّ الشَّافِعِيَّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ سُئِلَ عَنْ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالَى تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْإِجْمَاعَ حُجَّةٌ فَقَرَأَ الْقُرْآنَ ثَلَاثَمِائَةِ مَرَّةٍ حَتَّى وَجَدَ هَذِهِ الْآيَةَ وَتَقْرِيرُ الِاسْتِدْلَالِ أَنَّ اتِّبَاعَ غَيْرِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ حَرَامٌ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ اتِّبَاعُ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَاجِبًا

অনুবাদ : ১ম মাসআলা: ইজমা শরীআতের দলীল হওয়া কুরআনের কোন্ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত সে ব্যাপারে ইমাম শইফঈ রহ.কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি তিনশত বার কুরআন পাঠ করে এ আয়াতটি খুঁজে পেলেন। এ আয়াত দ্বারা তা এভাবে প্রমাণিত হয় যে, মুমিনদের পথ ছেড়ে ভিন্ন পথে চলা যখন হারাম তখন মুমিনদের পথ গ্রহণ করা ওয়াজিব। (তাফসীরে কাবীর) ইমাম বাইহাকী রহ. সহীহ সনদে এ বিষয়টি ইমাম শাফিঈ রহ. থেকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। (আহকামুল কুরআন লিশ শাফিঈ)

দ্বিতীয় প্রমাণ

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ

আয়াত নং- ৯ : তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মাত, মানব জাতির কল্যাণে তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দিবে, অসৎ কাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান আনবে। (সূরা আলে ইমরান: ১১০)

সারসংক্ষেপ : এ আয়াতে সমষ্টিগতভাবে উম্মাতে মুহাম্মাদীকে শ্রেষ্ঠ উম্মাত হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়েছে। আর এরই ফলশ্রুতিতে তাদেরকে সৎ কাজের নির্দেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ করার হুকুম করা হয়েছে। সমষ্টিগতভাবে উম্মাতে মুহাম্মাদী সৎকর্মশীল না হলে তাদেরকে সৎ কাজের নির্দেশদাতা বানানো যেতো না। তেমনিভাবে সমষ্টিগতভাবে তারা অন্যায় কাজ থেকে মুক্ত না হলে তাদেরকে

অসৎ কাজে নিষেধকারীর দায়িত্ব দেয়া হতো না। অতএব, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে উম্মাতে মুহাম্মাদীকে সৎ কাজে নির্দেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ করার দায়িত্ব প্রদানই এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, উম্মাতে মুহাম্মাদীর সমষ্টিগত কাজ শরীআতের দলীল।

ফায়দা : كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ বাক্য দ্বারা মুখ্য উদ্দেশ্য সাহাবায়ে কিরাম অতঃপর সমগ্র উম্মাতে মুহাম্মাদী। (তাফসীরে মাযহারী)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় খ্যাতনামা মুফাসসিরদের তাফসীর

واستدل بهذه الآية على أن الاجماع حجة لأنها تقتضي كونهم آمرين بكل معروف وناهين عن كل منكر، إذ اللام فيهما للاستغراق فلو أجمعوا على باطل كان أمرهم على خلاف ذلك.

অনুবাদ : এ আয়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করা হয় যে, ইজমা শরীআতের দলীল। الْمُنْكَرِ এবং الْمَعْرُوفِ শব্দদ্বয়ের শুরুতে ব্যবহৃত আলিফ-লাম সব কিছুকে বুঝানোর জন্য এসেছে। অতএব, এ আয়াতের চাহিদা হলো তারা সব সৎ কাজে নির্দেশদাতা এবং সব অসৎ কাজে নিষেধকারী হবে। যদি তারা কোন বাতিলের ওপর একমত হতো তাহলে তাদের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টি এর বিপরীত হতো। (তাফসীরে বাইযাবী)

فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ مَا أَنْكَرَتْهُ الْأُمَّةُ فَهُوَ مُنْكَرٌ وَمَا أَمَرَتْ بِهِ فَهُوَ مَعْرُوفٌ وَهُوَ حُكْمُ اللّٰهِ تَعَالَى وَفِي ذَلِكَ مَا يَمْنَعُ وُقُوعَ إجْمَاعِهِمْ عَلَى ضَلَالٍ, وَيُوجِبُ أَنَّ مَا يَحْصُلُ عَلَيْهِ إجْمَاعُهُمْ هُوَ حُكْمُ اللّٰهِ تَعَالَى.

অনুবাদ : এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, উম্মাত যা থেকে নিষেধ করে তা নিষিদ্ধ। আর যা নির্দেশ দেয় সেটা আদিষ্ট এবং এটা আল্লাহ তাআলার হুকুম। আরও প্রমাণিত হয় যে, এ উম্মাত কোন ভ্রষ্টতার ওপর একমত হতে পারে না। এ আয়াত থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, যে বিষয়ের ওপরে উম্মাতের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয় তা আল্লাহ তাআলার নির্দেশ। (আহকামুল কুরআন লিল জাসসাস)

তৃতীয় প্রমাণ

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

আয়াত নং- ১০ : অনুরূপভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী উম্মাত বানিয়েছি যেন তোমরা মানবজাতির জন্যে সাক্ষী হতে পারো। আর রসূলুল্লাহ স. হতে পারেন তোমাদের সাক্ষী। (সূরা বাকারাঃ ১৪৩)

সারসংক্ষেপ : এ আয়াতে সমষ্টিগতভাবে উম্মাতে মুহাম্মাদীকে মধ্যপন্থী উম্মাত তথা শ্রেষ্ঠ উম্মাত হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়েছে। এ কথার মধ্যে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে উম্মাতে মুহাম্মাদীর জন্য এ স্বীকৃতি প্রমাণিত হয় যে, এ উম্মাতের সমষ্টিগত কাজ আল্লাহ তাআলার নিকটে গ্রহণযোগ্য। অন্যথায় সামগ্রিকভাবে তাদেরকে শ্রেষ্ঠ উম্মাত বলা যায় না। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, উম্মাতে মুহাম্মাদীর সমষ্টিগত কাজ শরীআতের দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য। আর এরই নাম ইজমা।

সাথে সাথে এ উম্মাতকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সাক্ষী বানানোর ঘোষণা দেয়া হয়েছে। আর সাক্ষী যেহেতু শরীআতের দলীল, তাই এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, উম্মাতে মুহাম্মাদীর সামগ্রিক কাজ শরীআতে দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য। আর এরই নাম ইজমা। অতএব, এ আয়াতের দু'টি অংশ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইজমা তথা উম্মাতের ঐকমত্য শরীআতের দলীল হিসেবে আল্লাহ তাআলার নিকটে স্বীকৃত।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় খ্যাতনামা মুফাসসিরদের তাফসীর

واستدل به على أن الإجماع حجة إذ لو كان فيما اتفقوا عليه باطل لانثلمت به عدالتهم لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

অনুবাদ : এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইজমা শরীআতের দলীল। কেননা, যে বিষয়ের ওপর উম্মাত একমত হয় তা যদি বাতিল বিষয় হতো তাহলে মানবজাতির বিরুদ্ধে সাক্ষী হওয়ার জন্য তাদের প্রয়োজনীয় ন্যায়পরায়ণতা কলঙ্কিত হবে। (তাফসীরে বাইযাবী)

وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ دَلَالَةٌ عَلَى صِحَّةِ إِجْمَاعِ الْأُمَّةِ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا وَصْفُهُ إِيَّاهَا بِالْعَدَالَةِ وَأَنَّهَا خِيَارٌ وَذَلِكَ يَقْتَضِي تَصْدِيقَهَا وَالْحُكْمَ بِصِحَّةِ قَوْلِهَا وَنَافٍ لِإِجْمَاعِهَا عَلَى الضَّلَالِ وَالْوَجْهُ الْآخَرُ قَوْلُهُ [لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ] بِمَعْنَى الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ كَمَا أَنَّ الرَّسُولَ لَمَّا كَانَ حُجَّةً عَلَيْهِمْ وَصَفَهُ بِأَنَّهُ شَهِيدٌ عَلَيْهِمْ وَلَمَّا جَعَلَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى شُهَدَاءَ

عَلَى غَيْرِهِمْ فَقَدْ حَكَمَ لَهُمْ بِالْعَدَالَةِ وَقَبُولِ الْقَوْلِ لِأَنَّ شُهَدَاءَ اللَّهِ تَعَالَى لَا يَكُونُونَ كُفَّارًا وَلَا ضُلَّالًا

অনুবাদ : এ আয়াত দ্বারা দুইভাবে ইজমার প্রমাণ মেলে। এক. তাদেরকে ন্যায়পরায়ণতার গুণসম্পন্ন বলে আখ্যা দেয়া– আর এটা উত্তম গুণ। আল্লাহ তাআলার এ কথার চাহিদাই হলো উম্মাতে মুহাম্মাদীকে সত্যায়ন করা, তাদের কথা বিশুদ্ধ বলে সিদ্ধান্ত দেয়া এবং ভ্রষ্টতার ওপর তাদের একমত হওয়াকে অস্বীকার করা। দুই. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ (যেন তোমরা মানবজাতির জন্যে সাক্ষী হতে পারো)-এর অর্থ মানবজাতির বিরুদ্ধে উম্মাতে মুহাম্মাদীকে প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করানো। যেমনিভাবে রসূলুল্লাহ স. যখন তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ হলেন তখন তাঁকে সাক্ষী বলে আখ্যা দিলেন। আর আল্লাহ তাআলা যখন উম্মাতে মুহাম্মাদীকে অন্যান্য উম্মাতের বিরুদ্ধে সাক্ষী বানালেন তখন তাদের ন্যায়পরায়ণতা এবং কথার গ্রহণযোগ্যতার সিদ্ধান্ত দিয়ে দিলেন। কেননা, আল্লাহ তাআলার সাক্ষী কাফের হতে পারে না এবং পথভ্রষ্টও হতে পারে না। (আহকামুল কুরআন লিল জাসসাস)

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ الْإِجْمَاعِ وَوُجُوبِ الْحُكْمِ بِهِ، لِأَنَّهُمْ إِذَا كَانُوا عُدُولًا شَهِدُوا عَلَى النَّاسِ. فَكُلُّ عَصْرٍ شَهِيدٌ عَلَى مَنْ بَعْدَهُ، فَقَوْلُ الصَّحَابَةِ حُجَّةٌ وَشَاهِدٌ عَلَى التَّابِعِينَ، وَقَوْلُ التَّابِعِينَ عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ. وَإِذْ جُعِلَتِ الْأُمَّةُ شُهَدَاءَ فَقَدْ وَجَبَ قَبُولُ قَوْلِهِمْ. وَلَا مَعْنَى لِقَوْلِ مَنْ قَالَ: أُرِيدَ بِهِ جَمِيعُ الْأُمَّةِ، لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَثْبُتُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ

অনুবাদ : এর মধ্যে প্রমাণ রয়েছে ইজমা সহীহ হওয়ার এবং সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ আবশ্যক হওয়ার। কেননা, তারা ন্যায়পরায়ণ হলেই কেবল মানবজাতির জন্যে সাক্ষী দিবে। সুতরাং প্রত্যেক যুগ পরবর্তী যুগের জন্য সাক্ষী। অতএব, সাহাবায়ে কিরামের কথা তাবিঈগণের জন্য প্রমাণ এবং সাক্ষী। তাবিঈগণের কথা তাদের পরবর্তীদের জন্য প্রমাণ এবং সাক্ষী। আর উম্মাতকে যখন সাক্ষী বানানো হয়েছে তখন তাদের কথা গ্রহণ করা আবশ্যক। যারা বলে যে, এ আয়াতে উল্লিখিত উম্মাত দ্বারা সমগ্র উম্মাত উদ্দেশ্য, তাদের কথার কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। কারণ, কিয়ামত পর্যন্ত কোন বিষয়ে সমগ্র উম্মাতের সিদ্ধান্ত পাওয়া যাবে না। (তাফসীরে কুরতুবী)

واستدل به على حجية الإجماع لان بطلان ما اجمعوا عليه ينافي عدالتهم

অনুবাদ : এ আয়াত দ্বারা ইজমা শরীআতের দলীল হওয়া প্রমাণিত হয়। কেননা, তাদের ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত বাতিল হওয়া তাদের ন্যায়পরায়ণতার পরিপন্থী। (তাফসীরে মাযহারী)

সারসংক্ষেপ : উপরোক্ত খ্যাতনামা মুফাসিসরগণের তাফসীর দ্বারা স্পষ্ট হয়েছে যে, সূরা বাকারার ১৪৩ নম্বর আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইজমা শরীআতের দলীল হিসেবে স্বীকৃত। ইজমা শরীআতের দলীল হওয়ার বিষয়টি হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয়। এখানে হাদীস থেকে কিছু প্রমাণ পেশ করা হলো:

চতুর্থ প্রমাণ

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ المَدَنِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي أَوْ قَالَ: أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ضَلَالَةٍ وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الجَمَاعَةِ وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إِلَى النَّارِ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ وَسُلَيْمَانُ المَدَنِيُّ هُوَ عِنْدِي سُلَيْمَانُ بْنُ سُفْيَانَ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، وَأَبُو عَامِرٍ العَقَدِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، وَتَفْسِيرُ الجَمَاعَةِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ هُمْ أَهْلُ الفِقْهِ وَالعِلْمِ وَالحَدِيثِ(رَوَاه التِرْمِذِىُّ فِىْ بَابِ مَا جَاءَ فِي لُزُومِ الجَمَاعَةِ)

হাদীস নং- ১১ : হযরত ইবনে উমার রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন: আল্লাহ তাআলা আমার উম্মাতকে অথবা বলেছেন: আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ স.-এর উম্মাতকে ভ্রষ্টতার ওপর ঐক্যবদ্ধ করবেন না। আল্লাহর সাহায্য জামাআতের সাথে। যে ব্যক্তি দল থেকে সরে যাবে সে জাহান্নামের দিকে যাবে। ইমাম তিরমিজী রহ. বলেন: এ দিক থেকে হাদীসটি গরীব। আর সুলাইমান মাদানীকে আমি মনে করি সুলাইমান বিন সুফিয়ান। ইমাম আবু দাউদ তাইয়ালীসী, আবু আমের আকাদী এবং আরও অনেক উলামায়ে কিরাম তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর উলামায়ে কিরামের নিকটে জামাআতের ব্যাখ্যা হলো: ফিকহ, ইলম ও হাদীস বিশারদগণ। (তিরমিজী: ২১৭০)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। এ হাদীসের রাবীগণের মধ্যে সুলাইমান বিন সুফিয়ান ব্যতীত সবাই-ই বুখারী/মুসলিমের নির্ভরযোগ্য রাবী। আর সুলাইমান বিন সুফিয়ান জঈফ রাবী। তবে ইবনে হিব্বান তাঁকে নির্ভরযোগ্য রাবীগণের তালিকা সম্বলিত

কিতাবুছ ছিকাত-এ তালিকাভুক্ত করেছেন। (রাবী নম্বর- ৮২০৮) এ হাদীসটি বহু সনদে বর্ণিত হয়েছে এবং গবেষক ইমামগণ এটাকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ইমাম সাখাবী এ হাদীস সম্পর্কে বলেন: فهو حديث مشهور المتن، ذو أسانيد كثيرة، وشواهد متعددة في المرفوع وغيره "হাদীসটির বিষয়বস্তু প্রসিদ্ধ এবং বহু সনদে বর্ণিত। মারফু' এবং অন্যান্য হাদীসের মধ্যে এর বিশুদ্ধতার অনেক সাক্ষী রয়েছে"। (আল মাকাসিদুল হাসানা: ১২৮৮) শায়খ আলবানীও وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إِلَى النَّارِ অংশটি বাদে এ হাদীসকে সহীহ বলেছেন। (সহীহ-জঈফ তিরমিজী: ২১৬৭)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, উম্মাতে মুহাম্মাদী কোন ভ্রষ্টতার ওপর একমত হবে না। সুতরাং উম্মাতে মুহাম্মাদীর ঐকমত্য ভ্রষ্টতামুক্ত হক। আর রসূলুল্লাহ স.-এর এ স্বীকৃতির চাহিদা হলো ইজমা শরীআতের দলীল।

ইমাম তিরমিজী রহ. উলামায়ে কিরামের যে মন্তব্য বর্ণনা করেছেন সে মতে ইজমা দ্বারা ফিকহ, ইলম ও হাদীস বিশারদগণের ঐকমত্য উদ্দেশ্য। আর সূরা বাকারার ১৪৩ নম্বর আয়াতের তাফসীরে ইমাম কুরতুবী রহ. বলেছেন যে, উম্মাতের ইজমা দ্বারা সমগ্র উম্মাত উদ্দেশ্য নয়। অন্যথায় কিয়ামত পর্যন্ত কোন ইজমা সংঘটিত হবে না। বরং যে কোন যুগের উপস্থিত ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিদের ঐকমত্যই উম্মাতের ইজমা দ্বারা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, কোন যুগের উলামায়ে কিরাম যদি কোন বিষয়ের ওপর একমত হন তাহলে সেটা শরীআতের দলীল হিসেবে স্বীকৃত হবে এবং সাধারণ মানুষের জন্য তার অনুসরণ করা জরুরী হবে।

পঞ্চম প্রমাণ

حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ:حَدَّثَنَا لَيْثٌ،عَنْ أَبِي هَانِئٍ الْخَوْلَانِيّ عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَرْبَعًا فَأَعْطَانِي ثَلَاثًا وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً: سَأَلْتُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يَجْمَعَ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يُظْهِرَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يُهْلِكَهُمْ بِالسِّنِينَ كَمَا أَهْلَكَ الْأُمَمَ قَبْلَهُمْ فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يَلْبِسَهُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ فَمَنَعَنِيهَا

হাদীস নং- ১২ : হযরত আবু বাসরাহ গিফারী রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন: আমি আল্লাহ তাআলার নিকটে চারটি জিনিস চেয়েছিলাম। তিনি আমাকে তিনটি জিনিস দান করেছেন। আর একটি দিতে অস্বীকার করেছেন। আমি চেয়েছিলাম: যেন আমার উম্মাত কোন ভ্রষ্টতার ওপর ঐক্যবদ্ধ না হয়। তিনি আমাকে তা দান করেছেন। আমি চেয়েছিলাম: বিজাতি কোন শত্রু যেন তাদের বিরুদ্ধে জয় লাভ করতে না পারে। তিনি আমাকে তা দান করেছেন। আমি চেয়েছিলাম: পূর্ববর্তী উম্মাতগণের মতো যেন দুর্ভিক্ষে আমার উম্মাতকে তিনি ধ্বংস করে না দেন। তিনি আমাকে তা দান করেছেন। আমি চেয়েছিলাম: যেন তিনি আমার উম্মাতকে দলে দলে বিভক্ত করে একদলকে দিয়ে অপরদলকে শাস্তি না দেন। কিন্তু তিনি আমাকে তা দেননি। (মুসনাদে আহমাদ: ২৭২২৪)

হাদীসটির স্তর : সহীহ লিগাইরিহী। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই নির্ভরযোগ এবং সহীহ হাদীসের রাবী। শুধু হযরত আবু বাসরাহ গিফারী রা.-এর ছাত্র কে, তা জানা যায়নি। তবে বহু হাদীস দ্বারা এর সমর্থন হওয়ায় এটিকে সহীহ লিগাইরিহী বলা যায়। মুসনাদে আহমাদের তাহকীকে শায়খ শুআইব আরনাউত বলেন: صحيح لغيره "হাদীসটি সহীহ লিগাইরিহী"। (মুসনাদে আহমাদ: ২৭২২৪ নম্বর হাদীসের তাহকীকে)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, উম্মাতে মুহাম্মাদী কোন ভ্রষ্টতার ওপর একমত হবে না। সুতরাং উম্মাতে মুহাম্মাদীর ঐকমত্য ভ্রষ্টতামুক্ত হক। রসূলুল্লাহ স.-এর এ স্বীকৃতির চাহিদা হলো ইজমা শরীআতের দলীল।

ষষ্ঠ প্রমাণ

ثنا أَبُو بَكْرٍ ثنا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ضَلَالَةٍ

হাদীস নং- ১৩ : হযরত আবু মাসউদ রা. বলেন: তোমাদের জন্য জরুরী হলো ঐক্যবদ্ধ দলের সাথে থাকা। কেননা, আল্লাহ তাআলা উম্মাতে মুহাম্মাদীকে কোন ভ্রষ্টতার ওপর একত্রিত করবেন না। (আসসুন্নাহ লি ইবনে আবী আসেম: ৮৫)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী। মুসনাদে আহমাদের তাহকীকে ২৭২২৪ নম্বর হাদীসের আলোচনায় শায়খ শুআইব আরনাউত এটাকে উত্তম সনদ বলেছেন।

সারসংক্ষেপ : এ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, উম্মাতে মুহাম্মাদী কোন ভ্রষ্টতার ওপর একমত হবে না। সুতরাং উম্মাতে মুহাম্মাদীর ঐকমত্য ভ্রষ্টতামুক্ত হক। রসূলুল্লাহ স.-এর এ স্বীকৃতির চাহিদা হলো ইজমা শরীআতের দলীল।

চতুর্থ দলীল: ইজতিহাদ বা কিয়াস (গবেষণা)

প্রথম প্রমাণ

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

আয়াত নং- ১১ : আর যখন তাদের কাছে শান্তি-সংক্রান্ত কিংবা ভয়ের কোন সংবাদ পৌঁছে তখন তারা সেগুলোকে রটিয়ে দেয়। যদি সেগুলো রসূলুল্লাহ স. কিংবা তাদের দায়িত্বশীলদের নিকটে পৌঁছে দিত তাহলে তাদের মধ্যে অনুসন্ধানকারীগণ (সংবাদের যথার্থতা) জেনে নিতে পারত। বস্তুত আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা বিদ্যমান না থাকলে তোমাদের অল্প কিছু লোক ব্যতীত সবাই শয়তানের অনুসরণ করতে। (সূরা নিসা: ৮৩)

সারসংক্ষেপ : কোন বিষয়ের প্রকৃত তথ্য উদঘাটনের জন্য রসূলুল্লাহ স. কিংবা অনুসন্ধানকারী ব্যক্তিবর্গের নিকটে পেশ করার কথা বলা হয়েছে। রসূলুল্লাহ স. বিদ্যমান থাকতে কোন অনুসন্ধানকারী ব্যক্তিবর্গের শরণাপন্ন হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। বরং রসূলুল্লাহ স. বিদ্যমান থাকলে তাঁর নিকট থেকে আর তাঁর অবর্তমানে অনুসন্ধানকারী ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে যে কোন বিষয়ের প্রকৃত তথ্য উদঘাটন করতে হবে। রসূলুল্লাহ স.-এর অবর্তমানে অনুসন্ধানকারী ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে প্রকৃত তথ্য উদঘাটনের নির্দেশ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অনুসন্ধানকারী ব্যক্তিবর্গের গবেষণালব্ধ জ্ঞানও শরীআতের দলীল। অন্যথায় আল্লাহ তাআলা তাদের নিকটে যাওয়ার কথা বলতেন না। গবেষকদের পরিভাষায় উক্ত গবেষণাকেই কিয়াস বলা হয়ে থাকে। অতএব, এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কিয়াস শরীআতের দলীল।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় খ্যাতনামা মুফাসসিরদের তাফসীর

وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ دَلَالَةٌ عَلَى وُجُوبِ الْقَوْلِ بِالْقِيَاسِ وَاجْتِهَادِ الرَّأْيِ فِي أَحْكَامِ الْحَوَادِثِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ أَمْرٌ بِرَدِّ الْحَوَادِثِ إِلَى الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَيَاتِهِ إِذَا كَانُوا

بِحَضْرَتِهِ وَإِلَى الْعُلَمَاءِ بَعْدَ وَفَاتِهِ وَالْغَيْبَةِ عَنْ حَضْرَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا لَا مَحَالَةَ فِيمَا لَا نَصَّ فِيهِ لِأَنَّ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهِ لَا يَحْتَاجُ إِلَى اسْتِنْبَاطِهِ

অনুবাদ : এ আয়াত দ্বারা নবসৃষ্ট কোন বিষয়ের বিধান নির্ধারণে ইজতিহাদ ও কিয়াসের আবশ্যকতা প্রমাণিত হয়। আর তা এভাবে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ স. যখন জীবিত ছিলেন এবং সাহাবায়ে কিরামের সামনে থাকতেন তখন নবসৃষ্ট যে কোন বিষয় রসূলুল্লাহ স.-এর নিকটে পেশ করার আদেশ দেয়া হয়েছে আর রসূলুল্লাহ স.-এর মৃত্যুর পরে বা জীবিত থেকেও তাঁর অনুপস্থিতিতে উলামায়ে কিরামের নিকটে পেশ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর এটা অবশ্যই সে সব ক্ষেত্রে, যেখানে কুরআন-হাদীসের কোন স্পষ্ট নির্দেশ বর্ণিত নেই। কেননা, কুরআন-হাদীসের সিদ্ধান্ত বিদ্যমান থাকতে গবেষণার কোন প্রয়োজন নেই। (আহকামুল কুরআন লিল জাসসাস)

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: دَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى أَنَّ الْقِيَاسَ حُجَّةٌ فِي الشَّرْعِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ قَوْلَهُ: الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ صِفَةٌ لِأُولِي الْأَمْرِ، وَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ تَعَالَى عَلَى الَّذِينَ يَجِيئُهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَنْ يرجعوا في معرفته إليهم، ولا يخلو إِمَّا أَنْ يَرْجِعُوا إِلَيْهِمْ فِي مَعْرِفَةِ هَذِهِ الْوَقَائِعِ مَعَ حُصُولِ النَّصِّ فِيهَا، أَوْ لَا مَعَ حُصُولِ النَّصِّ فِيهَا، وَالْأَوَّلُ بَاطِلٌ، .... وَلَوْلَا أَنَّ الِاسْتِنْبَاطَ حُجَّةٌ لَمَا أَمَرَ الْمُكَلَّفَ بِذَلِكَ، فَثَبَتَ أَنَّ الِاسْتِنْبَاطَ حُجَّةٌ، وَالْقِيَاسُ إِمَّا اسْتِنْبَاطٌ أَوْ دَاخِلٌ فِيهِ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ حُجَّةً.

অনুবাদ : এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কিয়াস শরীআতের দলীল। কেননা, আল্লাহ তাআলার বাণী الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ (দায়িত্বশীলদের মধ্যে যারা গবেষক) এটা দায়িত্বশীলদের গুণাবলীর বিবরণ। আর ভয় বা নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোন বিষয় যাদের সামনে উপস্থিত হয় তাদের কাজ হলো এর প্রকৃত অবস্থা উদঘাটন করতে গবেষকদের নিকটে যাওয়া। এটার দুই অবস্থা হতে পারে। এক. কুরআন-হাদীসের বিধান থাকতেও গবেষকদের নিকটে যাওয়া। দুই. কুরআন-হাদীসের বিধান না থাকার কারণে গবেষকদের নিকটে যাওয়া। প্রথম অবস্থা অগ্রহণযোগ্য। ...... যদি গবেষণা শরীআতের দলীল না হতো তাহলে আল্লাহ তাআলা দায়িত্ববান তথা গবেষকদের নিকটে যাওয়ার নির্দেশ দিতেন না। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, গবেষণা শরীআতের দলীল। আর কিয়াস হয়তো গবেষণা অথবা

গবেষণার অংশ। সুতরাং সেটা শরীআতের দলীল হওয়া আবশ্যক। (তাফসীরে কাবীর)

وَالِاسْتِنْبَاطُ مَأْخُوذٌ مِنَ اسْتَنْبَطْتُ الْمَاءَ إِذَا اسْتَخْرَجْتُهُ.وَالنَّبَطُ الْمَاءُ الْمُسْتَنْبَطُ أَوَّلَ مَا يَخْرُجُ مِنْ مَاءِ الْبِئْرِ أَوَّلَ ما تحفر وسمي النبط نبطا لأنهم يَسْتَخْرِجُونَ مَا فِي الْأَرْضِ وَالِاسْتِنْبَاطُ فِي اللُّغَةِ الِاسْتِخْرَاجُ وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى الِاجْتِهَادِ إِذَا عُدِمَ النص والإجماع كما تقدم

অনুবাদ : لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ এ বাক্যের মধ্যে الِاسْتِنْبَاطُ শব্দটি গ্রহণ করা হয়েছে اسْتَنْبَطْتُ الْمَاءَ শব্দ থেকে। আর এর ক্রিয়ামূল النَّبَطُ এর অর্থ হলো কূপ খননের পর কূপ থেকে বের হওয়া প্রথম পানি। আর যমীন থেকে ফসল বের করে আনার কারণে কৃষককে النَّبَطُ বলা হয়। الِاسْتِنْبَاطُ শব্দটির আভিধানিক অর্থ বের করে আনা। এ আয়াত থেকে কুরআন-হাদীস এবং ইজমার সিদ্ধান্ত না পাওয়া গেলে গবেষণা করা প্রমাণিত হয়। (তাফসীরে কুরতুবী)

সারসংক্ষেপ : খ্যাতনামা মুফাসসিরগণের তাফসীরের ভিত্তিতে বলা যায় যে, সূরা নিসার ৮৩ নম্বর আয়াত থেকে প্রমাণিত যে, কুরআন-হাদীস ও ইজমা দ্বারা কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত পাওয়া না গেলে ইজতিহাদ বা কিয়াসই তখন শরীআতের দলীল হিসেবে স্বীকৃত।

দ্বিতীয় প্রমাণ

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ

আয়াত নং- ১২ : তিনি ওই সত্ত্বা যিনি আহলে কিতাবের কাফেরদেরকে প্রথমবার একত্রিত করার জন্য তাদের বাড়ি-ঘর থেকে বের করে দিয়েছেন। তোমরা কল্পনাও করনি যে, তারা বের হয়ে যাবে। আর তারা ভেবেছিলো তাদের দুর্গ তাদেরকে আল্লাহর কবল থেকে রক্ষা করবে। অতঃপর তাদের ওপর আল্লাহর আজাব এমন জায়গা থেকে এসে পড়লো যা তারা কল্পনাও করেনি। আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর ভীতি সৃষ্টি করে দিলেন। তারা নিজ হাতে এবং মুমিনদের

হাতে তাদের বাড়ি-ঘর ধ্বংস করছিলো। অতএব, হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ! তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। (সূরা হাশর: ২)

সারসংক্ষেপ : এ আয়াতে ব্যবহৃত فَاعْتَبِرُوا শব্দের ভাবার্থ সহজ বাংলায় বলা হয় উপদেশ গ্রহণ করা। কিন্তু এর মূল অর্থ হলো তুলনা করা। অর্থাৎ, তোমরা নিজেদের অবস্থা তাদের অবস্থার সাথে তুলনা কর। যেন তাদের সে অপরাধ তোমাদের মধ্যে এসে না পড়ে এবং তোমরাও যেন তাদের মতো করুণ পরিণতির শিকার না হও।

তুলনা করার পদ্ধতি এই যে, কুরআন-হাদীসে যখন কোন বিষয়ের বিধান বর্ণনা করা হয় তখন প্রথমে কুরআন-হাদীসের ইঙ্গিত থেকে ওই বিধানের কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করা। অতঃপর কারণ নির্ণয়ের কাজে সফল হলে কুরআন-হাদীসের স্পষ্ট কোন বিধান উল্লেখ নেই এমন যে কোন ক্ষেত্রে ওই কারণ পাওয়া গেলে সেখানে উক্ত বিধান জারী করা। যেমন, এ আয়াতে ইয়াহুদীদের অপরাধ তুলে ধরা হয়েছে আল্লাহর আজাবির মুকাবিলায় নিজেদের শক্তিমত্তা এবং দুর্গের প্রতিরোধের ওপর ভরসা করা। আর তাদের এ অপরাধের শাস্তি হিসেবে আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর ভীতি ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাদের বাড়ি-ঘর ধ্বংস করে দিয়েছেন। এখন গবেষক ইমামগণ যদি কোন জাতি বা ব্যক্তির মধ্যে ওই কারণ খুঁজে পান যা ইহুদীদের মধ্যে ছিলো তাহলে তাদের ব্যাপারে এ বিধান বলে দিতে পারেন যে, তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি পাওয়ার অবস্থায় পৌঁছে গেছে।

অনুরূপভাবে কুরআন-হাদীসে স্পষ্ট বিধান বর্ণিত নেই এমন কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে তার সাথে সর্বাধিক সাদৃশ্যপূর্ণ যে বিষয়ের বিধান কুরআন-হাদীসে বর্ণিত পাওয়া যাবে সে বিধানের কারণ উদঘাটন করা। অতঃপর সমস্যগ্রস্ত বিষয়ের কারণ উক্ত বিধানের কারণের সাথে মিলে গেলে সে বিধান এ বিষয়ের ওপর জারী করা। গবেষকদের ভাষায় এ তুলনা করাকে কিয়াস বলা হয়। উপরোক্ত ব্যাখ্যা মোতাবেক এ আয়াতে ব্যবহৃত فَاعْتَبِرُوا শব্দের অন্তরালে আল্লাহ তাআলা অজানা সমস্যার শরঈ সমাধান উদঘাটন করতে কিয়াস করার নির্দেশ জারী করেছেন। অতএব, এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কিয়াস শরীআতের দলীল হিসেবে স্বীকৃত। তবে এটা তখনই প্রয়োগ করা হবে যখন কোন বিষয়ের বিধান কুরআন-হাদীস বা ইজমা তথা উম্মাতের ঐকমত্যের মধ্যে পাওয়া না যাবে। পূর্ববর্তী তিনটি দলীলের কোনটিতে যদি কোন বিষয়ের বিধান বর্ণিত থেকে থাকে তাহলে কিয়াসের দ্বারা নতুন কোন বিধান নির্ধারণ করা বৈধ নয়।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় খ্যাতনামা মুফাসসিরদের তাফসীর

فَاعْتَبِرُوا يَا أُوْلِي الْأَبْصَارِ فَاتَّعِظُوْا بِحَالِهِمْ فَلا تَغْدِرُوْا وَلَا تَعْتَمِدُوْا على غَيْرِ اللهِ، وَاسْتُدِلَّ بِهِ على أَنَّ الْقِيَاسَ حُجَّةٌ مِنْ حَيْثُ أَنَّه أَمَرَ بِالْمُجَاوَزَةِ مِنْ حَالٍ إِلى حَالٍ وَحَمْلِهَا عَلَيْهَا فِي حُكْمٍ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْمُشَارَكَةِ الْمُقْتَضِيَةِ

অনুবাদ : فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ বাক্যের ব্যাখ্যায় ইমাম বাইযাবী বলেন: তোমরা তাদের অবস্থা থেকে উপদেশ গ্রহণ কর। ফলে বিদ্রোহ করো না এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর ওপর আস্থা রেখো না। এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কিয়াস শরীআতের দলীল। এ হিসেবে যে, তিনি এতে নির্দেশ দিয়েছেন এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় অতিক্রম করার এবং এ অবস্থার বিধান অন্য অবস্থায় গ্রহণ করার। কেননা উভয় অবস্থার চাহিদার মিল রয়েছে। (তাফসীরে বাইযাবী)

قوله تعالى فَاعْتَبِرُوا يا أُوِلي الْأَبْصارِ[المسألة الأولى]اعْلَمْ أَنَّا قَدْ تَمَسَّكْنا بِهَذِهِ الْآيَةِ فِي كِتَابِ الْمَحْصُولُ مِنْ أُصُولِ الْفِقْهِ عَلَى أَنَّ القياس حجة...قَالَ الْمُفَسِّرُونَ الِاعْتِبَارُ هُوَ النَّظَرُ فِي حَقَائِقِ الْأَشْيَاءِ وَجِهَاتِ دَلَالَتِهَا لِيُعْرَفَ بِالنَّظَرِ فِيهَا شيء آخر من جنسها

অনুবাদ : আল্লাহর বাণী فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ বাক্য থেকে আহরিত প্রথম মাসআলা। জেনে রাখ, «الْمَحْصُولُ مِنْ أُصُولِ الْفِقْهِ» নামক কিতাবে আমরা এ আয়াত থেকে প্রমাণ গ্রহণ করেছি যে, কিয়াস শরীআতের দলীল। মুফাসসিরগণ বলেন: فَاعْتَبِرُوا শব্দের ক্রিয়ামূল الِاعْتِبَارُ এর অর্থ হলো: কোন বস্তুর মূল উৎস এবং (তার বিধান) প্রমাণের ধরণের প্রতি লক্ষ্য করে অনুরূপ আরও বিধান বের করা। (তাফসীরে কাবীর)

وَاشْتَهَرَ الْاِسْتِدْلَالُ بِالْآيَةِ عَلى مَشْرُوْعِيَةِ الْعَمَلِ بِالْقِيَاسِ الشَّرْعِيِّ، قَالُوْا: إِنَّه تَعَالى أَمَرَ فِيْهَا بِالْإِعْتِبارِ وَهُوَ الْعُبُوْرُ وَالْإِنْتِقَالِ مِنَ الشَّيْءِ إلى غَيْرِه، وَذلِكَ مُتَحَقَّقٌ فِي الْقِيَاسِ

إِذَا فِيْهِ نَقْلُ الْحُكْمِ مِنَ الأَصْلِ إِلى الْفَرْعِ، وَلِذا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي الأَسْنَانِ: أُعْتُبِرَ حُكْمُهَا بِالْأَصَابِعِ فِي أَنَّ دِيَتَهَا مُتَسَاوِيَةٌ،

অনুবাদ : এ আয়াত দ্বারা শরঈ কিয়াসের ওপর আমলের অনুমোদন প্রমাণ পেশ করার বিষয়টি প্রসিদ্ধ। গবেষকগণ বলেন: আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে اَلِاعْتِبَارُ এর নির্দেশ দিয়েছেন। এর (আভিধানিক) অর্থ হলো: এক জিনিস থেকে অন্য জিনিসে পরিবর্তন হওয়া। আর তা বাস্তবায়িত হবে কিয়াসের দ্বারা। যেহেতু কিয়াসের মধ্যে মূল থেকে শাখা প্রশাখায় বিধান পরিবর্তনের অর্থ পাওয়া যায়। এ কারণে হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন: দাঁতের দিয়াত তথা ক্ষতিপূরণের বিধান নির্ধারণের ক্ষেত্রে আঙ্গুলের ওপর কিয়াস করে বলা যায় এ দু'টি জিনিসের দিয়াত সমান। (তাফসীরে রূহুল মাআনী)

সারসংক্ষেপ : খ্যাতনামা মুফাসসিরগণের তাফসীরের ভিত্তিতে বলা যায় যে, সূরা হাশরের ২ নম্বর আয়াত থেকে প্রমাণিত যে, কুরআন-হাদীস ও ইজমা দ্বারা কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত পাওয়া না গেলে ইজতিহাদ বা কিয়াসই তখন শরীআতের দলীল হিসেবে স্বীকৃত।

তৃতীয় প্রমাণ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو ابْنِ أَخِي الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ مِنْ أَهْلِ حِمْصٍ، عَنْ مُعَاذٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: " كَيْفَ تَصْنَعُ إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ " قَالَ: أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ. قَالَ: " فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ؟ " قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: " فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ " قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي، لَا آلُو. قَالَ: فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرِي، ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللهِ.

হাদীস নং- ১৪ : হযরত মুআজ রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. যখন তাঁকে ইয়ামান প্রেরণ করেন তখন বললেন: তোমার সামনে কোন বিচার এলে তুমি কীভাবে তার সমাধান করবে? তিনি বললেন: আল্লাহর কিতাবে যা আছে আমি সে অনুযায়ী ফায়সালা করব। রসূলুল্লাহ স. পুনরায় বললেন: যদি তুমি আল্লাহর

কিতাবে তা না পাও? হযরত মুআজ রা. বললেন: তাহলে রসূলুল্লাহ স.-এর সুন্নাত দ্বারা ফায়সালা করব। তিনি আবার বললেন: যদি তুমি রসূলুল্লাহ স.-এর সুন্নাতে না পাও? হযরত মুআজ রা. বললেন: তাহলে আমি আমার বিবেচনা দ্বারা গবেষণা করব। আর এ ব্যাপারে আমার চেষ্টায় কোন ত্রুটি করব না। হযরত মুআজ রা. বলেন: এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ স. আমার সিনা চাপড়ে বললেন: সব প্রশংসা সেই আল্লাহ তাআলার যিনি তাঁর রসূলের প্রেরিত দূতকে এমন (বিচারিক যোগ্যতার) তাওফীক দিয়েছেন যে ব্যাপারে আল্লাহর রসূল সন্তুষ্ট। (মুসনাদে আহমাদ: ২২০০৭, আবু দাউদ: ৩৫৫৩, ৩৫৫৪, তিরমিজী: ১৩৩১, ১৩৩২)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শায়খ শুআইব আরনাউত মুসনাদে আহমাদের তাহকীকে ২২০০৭ নম্বর হাদীসের আলোচনায় বলেন: مال إلى القول بصحته غير واحد من المحققين من أهلِ العلم، منهم أبو بكر الرازي وأبو بكر بن العربي والخطيب البغدادي وابن قيم الجوزية. "অনেক মুহাক্কিক ইমাম এ হাদীসের বিশুদ্ধতার মত পোষণ করেছেন। তন্মধ্যে আবু বকর রাযী, আবু বকর ইবনে আরাবী, খতীবে বাগদাদী ও ইবনুল কায়্যিম আল জাওযিয়া প্রমুখ রয়েছেন"।

আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন: ولعمري إن كان معناه صحيحًا "আমার বয়সের কসম, এর অর্থ অবশ্যই সহীহ"। (আল ইলালুল মুতানাহিয়া: বিচার-ফায়সালা অধ্যায়)

আল্লামা খতীবে বাগদাদী রহ. বলেন: أَنَّ قَوْلَ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو , عَنْ أُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ حِمْصٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ , يَدُلُّ عَلَى شُهْرَةِ الْحَدِيثِ , وَكَثْرَةِ رُوَاتِهِ , وَقَدْ عُرِفَ فَضْلُ مُعَاذٍ وَزُهْدُهُ , وَالظَّاهِرُ مِنْ حَالِ أَصْحَابِهِ الدِّينُ وَالثِّقَةُ وَالزُّهْدُ وَالصَّلَاحُ "এ হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত হারিস বিন আমর হাদীসটি মুআজ রা.-এর ছাত্রদের মধ্যে হিমসের অধিবাসী অনেকের থেকে বর্ণনা করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। এটা প্রমাণ করে যে, হাদীসটি মাশহুর এবং এর বর্ণনাকারীর সংখ্যা অনেক। সাথে সাথে হযরত মুআজ রা.-এর ফযীলাত ও দুনিয়াবিমুখিতা প্রসিদ্ধ। অতএব, তাঁর ছাত্রদের অবস্থা দ্বীনদারী, নির্ভরযোগ্যতা, দুনিয়াবিমুখতা এবং সততার গুণে গুণান্বিত হওয়াটাই স্পষ্ট ব্যাপার"। (আল ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ: সহীহ কিয়াস দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ অধ্যায়)

আল্লামা খতীবে বাগদাদী রহ. আরও বলেন: أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ قَدْ تَقَبَّلُوهُ وَاحْتَجُّوا بِهِ , فَوَقَفْنَا بِذَلِكَ عَلَى صِحَّتِهِ عِنْدَهُمْ كَمَا وَقَفْنَا عَلَى صِحَّةِ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ , وَقَوْلِهِ فِي الْبَحْرِ: هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ ,

وَقَوْلِهِ: إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي الثَّمَنِ وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ تَحَالَفَا وَتَرَادَّا الْبَيْعَ , وَقَوْلِهِ: الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ , وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ لَا تَثْبُتُ مِنْ جِهَةِ الْإِسْنَادِ , لَكِنْ لَمَّا تَلَقَّتْهَا الْكَافَّةُ عَنِ الْكَافَّةِ غَنَوْا بِصِحَّتِهَا عِنْدَهُمْ عَنْ طَلَبِ الْإِسْنَادِ لَهَا "উলামায়ে কিরাম এটা গ্রহণ করেছেন এবং দলীল প্রদান করেছেন। এ থেকে আমরা অবগত হয়েছি যে, হাদীসটি তাঁদের নিকটে সহীহ। যেভাবে আমরা জেনেছি রসূলুল্লাহ স.-এর বাণী لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ (ওয়ারিসের জন্য কোন অসিয়াত নেই), هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ (সাগরের পানি পবিত্র এবং মুরদার হালাল) এবং إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي الثَّمَنِ وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ تَحَالَفَا وَتَرَادَّا الْبَيْعَ (ক্রেতা ও বিক্রেতা যদি মূল্যের পরিমাণের ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করে আর মাল উপস্থিত থাকে তাহলে উভয়ে কসম করবে এবং ক্রয়-বিক্রয় ফেরত নিবে)-এর বিশুদ্ধতা। যদিও এ হাদীসগুলো সনদের বিবেচনায় প্রমাণিত নয়; বরং সমগ্র উম্মাত যখন তাদের পূর্ববর্তীদের থেকে এবং তারা তাদের পূর্ববর্তীদের থেকে গ্রহণ করে নিয়েছে, তখন এর বিশুদ্ধতা প্রমাণের জন্য আর সনদের মুখাপেক্ষী থাকেনি। (আল ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ: সহীহ কিয়াস দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ অধ্যায়)

মোটকথা, বহু সংখ্যক ইমাম এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন এবং গবেষক ইমামগণ এটাকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

সারসংক্ষেপ : এ হাদীসে শরীআতের মূলনীতি আলোচনা করা হয়েছে। মূলনীতি এই

যে, কোন বিষয়ে শরীআতের সমাধান বের করার জন্য প্রথমে কুরআনে কারীমের প্রতি লক্ষ্য করতে হবে এবং সেখানে স্পষ্ট সমাধান পাওয়া গেলে সেটাই চূড়ান্ত বলে গৃহীত হবে। যদি কুরআনে এ বিষয়ের সমাধান বর্ণিত না থাকে অথবা অতি সংক্ষিপ্ত হওয়ার কারণে অস্পষ্ট হয় কিংবা একাধিক সমাধান বর্ণিত থাকায় কোন্‌টি চূড়ান্ত তা নির্ধারণ করা না যায়, তাহলে রসূলুল্লাহ স.-এর সুন্নাত থেকে সমাধান বের করার চেষ্টা করতে হবে। কুরআনের ক্ষেত্রে বর্ণিত উপরোক্ত কারণে যদি সুন্নাত থেকে স্পষ্ট সমাধান পাওয়া না যায় তাহলে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে নিজের গবেষণা দ্বারা শরীআতের বিধান বের করতে হবে। গবেষকগণের পরিভাষায় এটাকে কিয়াস বলা হয়। হযরত মুআজ রা.কে সাবাশ জানিয়ে এবং আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করে রসূলুল্লাহ স. এ নীতিমালার স্বীকৃতি দিলেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, কিয়াস শরীআতের দলীল হিসেবে পরিগণিত।

ফায়দা : রসূলুল্লাহ স.-এর জীবদ্দশায় ইজমার প্রয়োজনীয়তা বা অস্তিত্ব না থাকায় এ হাদীসে তার বিবরণ আসেনি। তবে ইজমাও শরীআতের দলীল হওয়ার বিষয়টি পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ প্রমাণ

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، أَخْبَرَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ الْمِصْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السُّلَاسِلِ فَأَشْفَقْتُ إِنِ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ فَتَيَمَّمْتُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي الصُّبْحَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَا عَمْرُو صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟» فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي مَنَعَنِي مِنَ الِاغْتِسَالِ وَقُلْتُ إِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا قَالَ(رَوَاه ابُوْ دَاود فِىْ بَابِ إِذَا خَافَ الْجُنُبُ الْبَرْدَ أَيَتَيَمَّمُ)

হাদীস নং- ১৫ : হযরত আমর ইবনুল আছ রা. বলেন: জাতুস সালাসিল যুদ্ধে শীতের রাতে আমার সপ্নদোষ হয়ে গেল। আমি আশঙ্কা করলাম যে, গোসল করলে ধ্বংস হয়ে যেতে পারি। তাই তায়াম্মুম করলাম এবং সাথীদের ফজরের নামায পড়ালাম। সাথীগণ এ ঘটনা রসূলুল্লাহ স.কে জানিয়ে দিলে তিনি আমাকে বললেন: হে আমর! তুমি জুনুবী অবস্থায় সাথীদের নামায পড়িয়েছ? আমি তাঁকে গোসল না করার কারণ বর্ণনা করলাম এবং আরও বললাম যে, আমি আল্লাহর বাণী শুনেছি: তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না, আল্লাহ তোমাদের প্রতি মেহেরবান। (সূরা নিসা: ২৯) রসূলুল্লাহ স. এ কথা শুনে হাসলেন এবং তাঁকে কিছুই বললেন না। (আবু দাউদ: ৩৩৪)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী/মুসলিমের নির্ভরযোগ্য রাবী। ইমাম বুখারী এটাকে সনদ বিহীন বর্ণনা করেছেন। হফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. ফাতহুল বারীতে এ হাদীসের তাহকীকে বলেন: وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ "হাদীসটির সনদ শক্তিশালী"। ('জুনুবী ব্যক্তি অসুস্থতার আশঙ্কা

করলে' অধ্যায়) শায়খ শুআইব আরনাউত মুসনাদে আহমাদ ১৭৮১২ নম্বর হাদীসের তাহকীকে বলেন: حديث صحيح، "হাদীসটি সহীহ"। শায়খ আলবানীও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (সহীহ-জঈফ আবু দাউদ: ৩৩৪)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আমর ইবনুল আছ রা. ফরয গোসলের স্থলে তায়াম্মুমের আমল কুরআন-হাদীসের কোন দলীলের ভিত্তিতে করেননি এবং এ মর্মে কোন দলীলও তিনি পেশ করেননি; বরং কুরআনের আয়াতের আলোকে তিনি নিজে গবেষণা করে এ আমল করেছিলেন। রসূলুল্লাহ স. তাঁর এ গবেষণালব্ধ দলীল শুনে হাসলেন। আর এটা রসূলুল্লাহ স.-এর পক্ষ থেকে গবেষণা নামক দলীলের স্বীকৃতির বহিঃপ্রকাশ। গবেষকগণের পরিভাষায় এটাকে কিয়াস বলা হয়। যদি এটা শরীআতের দলীল হিসেবে গৃহীত না হতো তাহলে ফরয গোসল বাকী রেখে এত মানুষের ইমামতি করার কারণে অবশ্যই রসূলুল্লাহ স. তাঁকে মারাত্মকভাবে ধমক দিতেন এবং সবার নামায পুনরায় পড়ারও হুকুম দিতেন। কিন্তু তার কিছুই না করে শুধু হেসে শেষ করে দেয়া এরই প্রমাণ বহন করে যে, আমর ইবনুল আছ রা. গবেষণার ভিত্তিতে যা করেছেন তা ঠিক আছে।

পঞ্চম প্রমাণ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنَ الأَحْزَابِ«لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ العَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ» فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمُ العَصْرُ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي، لَمْ يُرِدْ مِنَّا ذَلِكَ، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ (رَوَاه الْبُخَارِىُّ فِىْ بَابُ صَلاَةِ الطَّالِبِ وَالمطْلُوبِ رَاكِبًا وَإِيمَاءً)

হাদীস নং- ১৬ : হযরত ইবনে উমার রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. খন্দকের যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে বললেন: সবাই আছরের নামায পড়বে বনী কুরাইযায় গিয়ে। পথিমধ্যে কারও কারও আছরের ওয়াক্ত হয়ে গেলো। কেউ কেউ বললো: আমরা বনী কুরাইযায় না গিয়ে নামায পড়ব না। আবার অন্যরা বললো: আমরা বরং নামায পড়ব। আমাদের দ্বারা ওটা উদ্দেশ্য নয় (যে, আমরা নামায ছেড়ে দিব)। অতঃপর এ মতবিরোধের ঘটনা নবী কারীম স.-এর নিকটে বলা হলে তিনি তাদের কাউকে তিরস্কার করলেন না। (বুখারী: ৮৯৯)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামিউল উসূল: ৬০৯৬)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী যারা পথে আছরের নামায পড়েছে তারা প্রকাশ্যভাবে রসূলুল্লাহ স.-এর নির্দেশের পরিপন্থী কাজ করেছে। যেহেতু রসূলুল্লাহ স. আছর পড়তে বলেছিলেন বনী কুরাইযায় এসে। এতদসত্ত্বেও রসূলুল্লাহ স. তাদেরকে তিরস্কার না করা বা কিছুই না বলা এটাই প্রমাণ করে যে, ইজতিহাদ বা গবেষণাও শরীআতের দলীল। অন্যথায় রসূলুল্লাহ স.-এর নির্দেশ না মানার কোন অজুহাত তাদের সামনে ছিলো না। গবেষকগণের পরিভাষায় এটাকে কিয়াস বলা হয়। অতএব, কিয়াস শরীআতের দলীল হিসেবে প্রমাণিত।

এ হাদীস থেকে আরও একটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, কুরআন-হাদীস বুঝার ক্ষেত্রে উম্মাতের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হওয়া দোষণীয় বা অগ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং কুরআন-হাদীস যখন একই, তখন তা মানতে গিয়ে উম্মাত কেন বিভক্ত হবে– এ প্রশ্ন তোলা অবান্তর।

আরও বুঝে আসে যে, মতবিরোধপূর্ণ প্রত্যেকটি দলের দালীলিক ভিত্তি সঠিক হলে একই বিষয়ে বিবাদমান সবাই-ই হকের ওপর আছে বলে সাব্যস্ত হবে। একটি হক হলে অপরটি বাতিল হওয়া আবশ্যক নয়। যেহেতু রসূলুল্লাহ স. বিবাদমান দু'দলের কাউকেই তিরস্কার করেননি।

এ হাদীস থেকে আরও একটি মাসআলা বের হয়। তা হলো: ইজতিহাদ বা গবেষণা দ্বারা নির্ধারণকৃত আমল দ্বারা যদি কুরআন-হাদীসের অনেক মৌলিক বিষয় সুরক্ষা হয় তাহলে বাহ্যিক দৃষ্টিতে কোন একটি হাদীসের বিপরীত দেখা গেলেও ইজতিহাদ গ্রহণ করা যেতে পারে।

আল্লামা ইবনু কায়্যিম আল জাওযিয়া রহ. তার 'ই'লামুল মুআক্কিঈন' নামক কিতাবে হযরত আমর ইবনুল আছ এবং ইবনে উমার রা. থেকে বর্ণিত এ হাদীসদু'টি দ্বারা কিয়াসের দলীল পেশ করেছেন।

ষষ্ঠ প্রমাণ

أنا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الصَّوَّافُ نا بِشْرُ بْنُ مُوسَى نا الْحُمَيْدِيُّ نا سُفْيَانُ نا الشَّيْبَانِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى شُرَيْحٍ«إِذَا حَضَرَكَ أَمْرٌ لَا بُدَّ مِنْهُ فَانْظُرْ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَاقْضِ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَبِمَا قَضَى بِهِ الرَّسُولُ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ وَأَئِمَّةُ الْعَدْلِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَأَنْتَ بِالْخِيَارِ فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَجْتَهِدَ رَأْيَكَ فَاجْتَهِدْ رَأْيَكَ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُؤَامِرَنِيَ فَآمِرْنِي وَلَا أَرَى مُؤَامَرَتَكَ إِيَّايَ إِلَّا خَيْرًا لَكَ وَالسَّلَامُ»

হাদীস নং- ১৭ : ইমাম শা'বী রহ. বর্ণনা করেন যে, হযরত উমার রা. কাজী শুরাইহকে পত্র লেখেন যে, কোন জরুরী বিষয় তোমার সামনে হাজির হলে প্রথমে কিতাবুল্লাহর প্রতি লক্ষ্য করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো। যদি সে বিষয়টি কুরআনে না থাকে তাহলে রসূলুল্লাহ স. যে ফায়সালা করেছেন তার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো। যদি রসূলুল্লাহ স.-এর ফায়সালায় সেটা না থাকে তাহলে সৎ মানুষ ও ন্যায়পরায়ণ ইমামগণ যে ফায়সালা করেছেন তার আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো। যদি তাও না থাকে তাহলে তুমি স্বাধীন। নিজে গবেষণা করতে চাও তাহলে গবেষণা করো। আর যদি আমার সঙ্গে পরামর্শ করতে চাও তাহলে করতে পারো। আমি মনে করি আমার সঙ্গে পরামর্শ করা তোমার জন্য কল্যাণকর হবে। ওয়াসসালাম। (আলফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই হাদীসের প্রসিদ্ধ ইমাম। হুমাইদী থেকে ওপরের সবাই বুখারী-মুসলিমের রাবী। আর বিশর বিন মুসার ব্যাপারে খতীবে বাগদাদী বলেন: كَان ثِقَةً، أَمِيْناً، عاقِلاً، رَكِيْناً "তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য, বিশ্বস্ত, বুদ্ধিমান এবং দৃঢ়"। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: তবকা- ১৫, রাবী নম্বর- ১৭০) মুহাম্মাদ বিন আহমাদের ব্যাপারে ইমাম দারাকুতনী বলেন: ما رأت عيناي مثل أبي علي ابن الصواف "ইবনে ছওয়াফের মতো কাউকে আমার চক্ষু দেখেনি"। (তারীখে বাগদাদ: মুহাম্মাদ বিন আহমাদ নামীয় ৯০ নম্বর রাবী) আর আবু নুআইম তারীখে আসফাহানসহ অসংখ্য কিতাবের লেখক জগদ্বিখ্যাত ইমাম। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: তবকা- ২৩, রাবী নম্বর- ৩০৫)

সারসংক্ষেপ : হযরত মুআজ ইবনে জাবাল রা. থেকে বর্ণিত হাদীসের ধারাবাহিকতায় এ হাদীসেও হযরত উমার রা. কর্তৃক শরীআতের মূলনীতি আলোচনা করা হয়েছে। তিনি কাজী শুরাইহকে এ মূলনীতি লিখে পাঠান। এ মূলনীতিতেও শরীআতের দলীলের ধারাবাহিকতা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, প্রথমে কুরআনে কারীমের প্রতি লক্ষ্য করতে হবে এবং সেখানে স্পষ্ট সমাধান পাওয়া গেলে সেটাই চূড়ান্ত বলে গৃহীত হবে। যদি কুরআনে এ বিষয়ের সমাধান বর্ণিত না থাকে অথবা অতি সংক্ষিপ্ত হওয়ার কারণে অস্পষ্ট হয় কিংবা একাধিক

সমাধান বর্ণিত থাকায় কোন্‌টি চূড়ান্ত তা নির্ধারণ করা না যায় তাহলে রসূলুল্লাহ স.-এর সুন্নাত থেকে সমাধান বের করার চেষ্টা করতে হবে। কুরআনের ক্ষেত্রে বর্ণিত উপরোক্ত কারণে যদি সুন্নাত থেকে স্পষ্ট সমাধান পাওয়া না যায় তাহলে সৎ ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিদের ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত তথা ইজমার ভিত্তিতে ফায়সালা করতে হবে। আর পূর্ববর্তী কোন দলীল দ্বারা ফায়সালা করা না গেলে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে নিজের গবেষণা দ্বারা শরীআতের বিধান বের করতে হবে। গবেষকগণের পরিভাষায় এ গবেষণাকে কিয়াস বলা হয়। হযরত উমার রা.এর এ নির্দেশ থেকে প্রমাণিত হয় যে, কিয়াস শরীআতের দলীল হিসেবে পরিগণিত।

সপ্তম প্রমাণ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ هُوَ ابْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: أَكْثَرُوا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: " إِنَّهُ قَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ وَلَسْنَا نَقْضِي، وَلَسْنَا هُنَالِكَ، ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدَّرَ عَلَيْنَا أَنْ بَلَغْنَا مَا تَرَوْنَ، فَمَنْ عَرَضَ لَهُ مِنْكُمْ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ، فَلْيَقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَلَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ، فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَلَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ، فَلْيَجْتَهِدْ رَأْيَهُ، وَلَا يَقُولُ: إِنِّي أَخَافُ، وَإِنِّي أَخَافُ، فَإِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، فَدَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ " قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: «هَذَا الْحَدِيثُ جَيِّدٌ جَيِّدٌ» (رَوَاه النَّسَائِيْ فِيْ بَابِ الْحُكْمِ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ)

হাদীস নং- ১৮ : হযরত আব্দুর রহমান বিন ইয়াযীদ বলেন: হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা.-এর নিকটে অনেকে একত্রিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করতে থাকলো। অতঃপর তিনি বললেন: আমাদের সামনে এখন এমন সময় এসেছে যে, আমরা বিচার-ফায়সালা করতে পারি না। আর সে সক্ষমতাও নেই। তোমরা যা দেখছো

এ অবস্থা সৃষ্টি হওয়াই আল্লাহ তাআলা তাকদীরে রেখেছিলেন। তোমাদের কারও সামনে যদি বিচারকার্য এসে পড়ে তাহলে আল্লাহর কিতাব দ্বারা বিচার করবে। যদি আল্লাহর কিতাবে না থাকে তাহলে রসূলুল্লাহ স.-এর ফায়সালা অনুযায়ী বিচার করবে। যদি আল্লাহর কিতাব এবং রসূলুল্লাহ স.-এর ফায়সালায় না থাকে তাহলে সৎ লোকেরা যে ফায়সালা করেছেন সে মোতাবেক বিচার করবে। আর যদি আল্লাহর কিতাব, রসূলুল্লাহ স.-এর ফায়সালা এবং সৎ লোকদের সিদ্ধান্তের মধ্যে তা না থাকে তাহলে তোমার রায় অনুযায়ী গবেষণা করো। তোমাদের কেউ যেন না বলে যে, আমি আশঙ্কা করি বা আমি ভয় পাই। কেননা, হালাল ও হারাম স্পষ্ট। আর এর মাঝে রয়েছে সন্দেহজনক কিছু বিষয়। অতএব, তুমি এ পর্যন্ত সন্দেহের বিষয় বর্জন করবে যে, তোমার সন্দেহ কেটে যায়। ইমাম নাসাঈ রহ. বলেন: এ হাদীসটি অতি উত্তম। (নাসাঈ: ৫৩৯৮)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই হাদীসের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস এবং বুখারী-মুসলিমের রাবী। ইমাম নাসাঈ রহ. নিজে এটাকে অতি উত্তম বলে মন্তব্য করেছেন। শায়খ আলবানীও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (সহীহ-জঈফ নাসাঈ: ৫৩৯৭)

সারসংক্ষেপ : হযরত মুআজ বিন জাবাল রা. থেকে বর্ণিত হাদীসের ধারাবাহিকতায় হযরত উমার রা. কর্তৃক কাজী শুরাইহকে শরীআতের যে মূলনীতি লিখে পাঠান, এ হাদীসে হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. সেই একই কথার প্রতিধ্বনি করলেন। এ থেকেও প্রমাণিত হয় যে, কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা যদি কোন সমস্যার সমাধান করা না যায় তাহলে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে নিজের গবেষণা দ্বারা শরীআতের বিধান বের করতে হবে। গবেষকগণের পরিভাষায় এ গবেষণাকে কিয়াস বলা হয়। হযরত ইবনে মাসউদ রা.-এর এ উপদেশ থেকে প্রমাণিত হয় যে, কিয়াস শরীআতের দলীল হিসেবে পরিগণিত। আল্লামা খতীবে বাগদাদী রহ. তাঁর লিখিত 'আলফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ' নামক কিতাবে হযরত উমার ও ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত এ হাদীসদু'টি দ্বারা কিয়াসের দলীল পেশ করেছেন।

মোটকথা

কিয়াস শরীআতের দলীল এবং তা প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার্য। এ বিষয়টিকে আমরা একটু বাস্তবতার নীরিখে লক্ষ্য করতে পারি যে, কুরআন-হাদীস কিয়ামত পর্যন্ত আগত সব মানুষেরই জীবন বিধান। যেহেতু আল্লাহ তাআলা নিজে তাঁর

কালামে পাকে ইরেশাদ করেছেন: وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ আমি আপনার প্রতি কুরআন নাজিল করেছি প্রত্যেকটি বিষয়ের সুস্পষ্ট বিবরণ দিয়ে"। (সূরা নাহল: ৮৯) সাথে সাথে তিনি রসূলুল্লাহ স.কেও নির্দেশ দিয়েছেন কুরআনের বাণী মানুষকে ব্যাখ্যা করে বুঝাতে। ইরশাদ হচ্ছে: وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ "আমি আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি যেন মানুষের জন্যে যা অবতীর্ণ হয়েছে আপনি তাদেরকে তা বুঝিয়ে দেন।" (সূরা নাহল: ৪৪) এ আয়াতের নির্দেশ মোতাবেক রসূলুল্লাহ স. তাঁর কথা, কাজ ও সমর্থনের মাধ্যমে উম্মাতকে কুরআন বুঝিয়েছেন। অতএব, এ কথা সবাইকেই বিশ্বাস করতে হবে যে, কিয়ামত পর্যন্ত আগত মানুষের ধর্মীয় সমাধান দিতে কুরআন-হাদীসই যথেষ্ট। এমনকি আমরা ইজমা-কিয়াসকে দলীল হিসেবে বিশ্বাস করি তাও কুরআন-হাদীসের ভিত্তিতে। ইবাদাত-বন্দেগীতে যেহেতু নতুন কোন বৃদ্ধির সুযোগ নেই, তাই সে বিষয়টির আলোচনা না হয় বাদ দিলাম। কিন্তু মুআমালাত বা লেনদেনের ক্ষেত্রে নিত্য নতুন যে সব বিষয় আমাদের সামনে আসছে সে গুলোর স্পষ্ট সমাধান কুরআন-হাদীসে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু কুরআন-হাদীসে এর সমাধান নেই– তা নয়। তবে কোন কোন সমস্যার সমাধান স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আবার কোন কোন সমস্যার সমাধান নীতিমালা আকারে পেশ করা হয়েছে। কারণ, প্রত্যেকটি সমস্যার সমাধান যদি কুরআন-হাদীসে সুস্পষ্টভাবে দেয়া থাকত তাহলে কুরআন-হাদীসের কলেবর আরও অনেক বড় হতো। আবার রসূলুল্লাহ স.-এর জীবদ্দশায় বহু বিষয়ের সমাধান মানুষকে বুঝানোও দুঃসাধ্য হয়ে যেতো। কারণ, সে সব সমস্যার অস্তিত্বও তখন পর্যন্ত পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়নি। তাই সঙ্গত কারণেই অনেক সমস্যার সমাধান নীতিমালা আকারে পেশ করা হয়েছে।

আল্লাহ কর্তৃক রসূলুল্লাহ স.কে جَوَامِعَ الْكَلِم-এর বৈশিষ্ট প্রদানও এর আরেকটি স্পষ্ট ইঙ্গিত। রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন: بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ، "আমাকে বিশদ অর্থবহ সংক্ষিপ্ত কথা বলার বৈশিষ্ট দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে"। ইমাম বুখারী রহ. এ কথার ব্যাখ্যায় বলেন: وَبَلَغَنِي أَنَّ جَوَامِعَ الكَلِمِ: أَنَّ اللَّهَ يَجْمَعُ الأُمُورَ الكَثِيرَةَ، الَّتِي كَانَتْ تُكْتَبُ فِي الكُتُبِ قَبْلَهُ، فِي الأَمْرِ الوَاحِدِ، وَالأَمْرَيْنِ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ " "আমার নিকটে পৌঁছেছে যে, جَوَامِعَ الكَلِمِ: এর ব্যাখ্যা হলো: আল্লাহ তাআলা রসূলুল্লাহ স.-এর এক/দুই কথার মধ্যে এত কিছু একত্রিত করে দিয়েছেন, ইতিপূর্বে যা বর্ণনা করতে কিতাবে লিখতে হতো বা অনুরূপ কোন ব্যবস্থা নিতে হতো"। (বুখারী: ৬৫৪১) যদি রসূলুল্লাহ স.-এর একটি কথা মন্থন করে দশটি

বিধান বের করা না যায় তাহলে রসূলুল্লাহ স.-এর এ বৈশিষ্টের সার্থকতা কোথায়? এতএব, এ কথা অনস্বীকার্য যে, কিয়ামত পর্যন্ত আগত মানুষের সব সমস্যার সমাধান কুরআন-হাদীসে রয়েছে। তবে কোনটি সুস্পষ্ট; আবার কোনটি নীতিমালা আকারে সংক্ষেপে দেয়া রয়েছে– যা উদঘাটন করতে অবশ্যই গবেষণার প্রয়োজন। আর এ গবেষণার নামই কিয়াস। আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযী রহ.-এর ভাষ্য অনুযায়ী এটা সাহাবাদের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। তিনি তাফসীরে কাবীরে সূরা নাহল-এর ৪৩ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যায় কিয়াস অস্বীকারকারীদের জবাবে বলেন:، ثَبَتَ جَوَازُ الْعَمَلِ بِالْقِيَاسِ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ "কিয়াসের ওপর আমল করা প্রমাণিত হয়েছে সাহাবায়ে কিরামের ইজমা বা ঐকমত্য দ্বারা"।

তাকলীদ কী?

প্রিয় মুসলিম ভাইয়েরা! ঈমান কোন বর্ণ-গোত্র বা বেশ-ভূষার নাম নয়; বরং কিছু আকীদা-বিশ্বাস অন্তরে ধারণ করাই হলো ঈমানের মূল– যার পূর্ণতা লাভ হয় মুখের স্বীকারোক্তি এবং তদানুযায়ী আমলের মাধ্যমে। উক্ত আকীদাসমূহের মূলে রয়েছে আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব ও একত্ববাদের বিশ্বাস। তিনিই একমাত্র মা'বুদ ও প্রকৃত মাননীয়। এমনকি রসূলুল্লাহ স.কে মান্য করা আবশ্যক– তাও আল্লাহ তাআলার নির্দেশে এবং এ কারণে যে, তিনি কথা, কাজ ও সমর্থনের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার আহকামেরই প্রচার করে থাকেন। তাই তো আল্লাহ তাআলা রসূলুল্লাহ স. এর আনুগত্যকে নিজের আনুগত্য হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। (সূরা নিসাঃ ৮০) যদি কোন ব্যক্তি ধর্মীয় বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রসূল ব্যতীত ভিন্ন কাউকে স্বতন্ত্র অনুসরণীয় হিসেবে স্বীকার করে, সে অবশ্যই ইসলামের গ- থেকে বেরিয়ে যাবে। সুতরাং আল্লাহ ও তাঁর রসূল ব্যতীত ভিন্ন কাউকে স্বতন্ত্র অনুকরণীয় হিসেবে স্বীকার না করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য একান্ত জরুরী। আল্লাহ ও রসূলের অনুসরণের অর্থই হলো কুরআন ও সুন্নাহ'র আহকামকে যথাযথভাবে মেনে চলা। আর এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে কুরআন-হাদীসের সব আহকাম এক রকম নয়। বরং কোন কোন আহকাম এত স্পষ্ট যে, যে কোন ধরণের মামুলী শিক্ষিত মানুষও তা বুঝতে সক্ষম। যেমন, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ "নিশ্চয় আল্লাহর তাআলার নিকটে সর্বাধিক সম্মানী সেই, যে সর্বাধিক পরহেজগার"। (সূরা হুজুরাতঃ ১৩) উল্লিখিত আয়াতে কোন ধরণের অস্পষ্টতাও নেই। আর অন্য কোন আয়াতের সঙ্গে প্রকাশ্যভাবে এর

কোন বৈপরীত্যও দেখা যায় না। তাই এটা বুঝতে কারও কোন গবেষণার প্রয়োজন হয় না।

অনুরূপভাবে রসূলুল্লাহ স. এর বাণী صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي আমাকে যেভাবে নামায পড়তে দেখ তোমরা সেভাবে নামায পড়। (বুখারী: ৬০৪) এ হাদীস দ্বারা প্রত্যেকেই এ কথা বুঝতে সক্ষম যে, নামাযের পদ্ধতির ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ স.ই একমাত্র অনুকরণীয়। তিনি যেভাবে নামায পড়তেন সেভাবে নামায পড়াই আল্লাহ তাআলার নিকটে গ্রহণযোগ্য ও পছন্দনীয়।

পক্ষান্তরে কুরআন-হাদীসে এমনও অনেক নির্দেশ রয়েছে যা অনুধাবন করা জনসাধারণ তো বটেই, বড় আলিমদের জন্যও কষ্টকর। অবশ্য এই জটিলতার কারণ বিভিন্ন হতে পারে। যেমন,

এক. কুরআন-হাদীসে এমন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যা পরস্পরবিরোধী একাধিক অর্থসম্বলিত। যেমন মহিলাদের ইদ্দাত পালনের হিসাব রক্ষা করা ঋতুস্রাব দ্বারা হবে না কি দুই ঋতুস্রাবের মাঝের পবিত্রতা দ্বারা হবে এ বিষয়ে অবতীর্ণ সূরা বাকারার ২২৮ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা قروء শব্দটি ব্যবহার করেছেন যা উপরোক্ত দু'টি অর্থকেই সমানভাবে বুঝায়। এখন এই আয়াতে কোনটি উদ্দেশ্য হবে তা নির্ধারণ করা জনসাধারণ তো দূরের কথা, বড় আলিম ও কুরআন-হাদীসের গবেষকদের জন্যেও কষ্টসাধ্য। কারণ, কুরআনের ব্যাপারে মনগড়া কিছু বলার ব্যাপারে রসূলুল্লাহ স. সতর্ক করে দিয়ে বলেন: مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» "কুরআনের ব্যাপারে যে মনগড়া কিছু বললো সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয়"। (তিরমিজী: ২৯৫১, হাদীসটি হাসান)

দুই. কুরআন-হাদীসে বর্ণিত আহকাম এত সংক্ষিপ্ত যে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ব্যতীত তার স্বরূপ উদঘাটন করা কষ্টকর। অথচ আমলের জন্য অত্যাবশ্যক হওয়া সত্ত্বেও কোন ব্যাখ্যা কুরআন-হাদীসে উল্লেখ নেই। যেমন হাদীসের বাণী-

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ المخَابَرَةِ، قُلْتُ: وَمَا الْمُخَابَرَةُ، قَالَ: أَنْ تَأْخُذَ الْأَرْضَ بِنِصْفٍ أَوْ ثُلُثٍ أَوْ رُبْعٍ (رَوَاه ابُوْ دَاود فِيْ بَابِ فِي الْمُخَابَرَةِ)

হাদীস নং- ১৯ : হযরত যায়েদ বিন সাবিত রা. বলেন: রসূলুল্লাহ স. মুখাবারা থেকে নিষেধ করেছেন। আমি বললাম: মুখাবারা কী জিনিস? তিনি বললেন: জমি থেকে উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক, এক তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশের বিনিময়ে জমি বর্গা নেয়া। (আবু দাউদ: ৩৩৭২)

হাদীসটির স্তর : মুসনাদে আহমাদের ২১৬৩১ নম্বর হাদীসের তাহকীকে শয়খ শুআইব আরনাউত হাদীসটির সনদ সহীহ বলেছেন এবং আবু দাউদের ৩৪০৭ নম্বর হাদীসের তাহকীকে শায়খ আলবানীও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

সারসংক্ষেপ : উল্লিখিত হাদীসে বর্গা দেয়াকে অতি সংক্ষেপে নিষেধ করা হয়েছে। অথচ রসূলুল্লাহ স. নিজে খায়বারের জমি ইয়াহুদীদের নিকটে বর্গা দিয়েছিলেন। আর বর্গার দেয়ার অনেক প্রয়োজনও রয়েছে। নিম্নবর্ণিত হাদীসের প্রতি লক্ষ্য করুন:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى خَيْبَرَ اليَهُودَ، عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا خَرَجَ مِنْهَا»(رَوَاه الْبُخَارِيُّ فِيْ بَابُ المُزَارَعَةِ مَعَ اليَهُودِ)

হাদীস নং- ২০ : হযরত ইবনে উমার রা. বলেন: রসূলুল্লাহ স. খায়বারের জমি ইয়াহুদীদেরকে এই শর্তে দিয়ে দিলেন যে, এখান থেকে যা উৎপাদিত হবে তারা তার অর্ধেক পাবে। (বুখারী: ২১৮০)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ স. উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক দেয়ার শর্তে খায়বারের জমি ইয়াহুদীদেরকে বর্গা দিয়েছেন।

এখন কোন্ প্রকার বর্গা অবৈধ, আর কোন্ প্রকার বর্গা বৈধ– তার কিছুই এখানে উল্লেখ নেই। যে কারণে সাধারণ মানুষের জন্য এটা বুঝা বেশ কষ্টকর হয়ে পড়েছে। অথচ এটা অনেকের জন্যই জরুরী।

তিন. আল্লাহ তাআলা ও তার প্রেরিত রসূলের কথা প্রকৃত পক্ষে পরস্পরবিরোধী হতে পারে না। এগুলো যেহেতু অজ্ঞতার নিদর্শন, তাই আল্লাহ তাআলা এ থেকে একেবারেই পবিত্র। আর রসূলুল্লাহ স. আল্লাহ কর্তৃক পরিচালিত হওয়ায় তাঁর থেকেও এটা কল্পনা করা যায় না। কিন্তু নাসেখ-মানসূখ সম্পর্কে আমাদের পূর্ণ জ্ঞান না থাকা, বা কোন্ হাদীস পূর্বের আর কোন্‌টি পরের তার তারিখ উল্লেখ না থাকা, অথবা কোন্ ক্ষেত্রে এ হুকুম আর কোন্ ক্ষেত্রে অপর হুকুম প্রযোজ্য হবে তা উল্লেখ না থাকাসহ ইত্যাদি কারণে আমরা বাহ্যিক দৃষ্টিতে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের

কথার মধ্যে পারস্পারিক বিরোধিতা দেখতে পাই। সে ক্ষেত্রে গবেষক ইমামগণের ব্যাপক অনুসন্ধান ও প্রচুর গবেষণার পরে তাদের দৃষ্টিতে স্পষ্ট হতে পারে যে, এ হুকুমটি গ্রহণীয় আর ওই হুকুমটি বর্জনীয়। অথবা সমন্বয় করে আমল করা যেতে পারে। এ জাতীয় সূক্ষ্ম বিষয়ের মূল রহস্য উদঘাটন করা যে কোন মানুষের দ্বারা সম্ভব নয়। অথচ আমল করতে হবে সবাইকে-ই।

একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে বুঝা যেতে পারে। যেমন, একটি হাদীসে রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ (رَوَاه الْبُخَارِيُّ فِيْ بَابُ وُجُوبِ القِرَاءَةِ لِلْإِمَامِ وَالمَأْمُومِ)

হাদীস নং-২১ : যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়লো না তার নামায হলো না। (বুখারী: ৭২০)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, সূরা ফাতিহা পড়া ব্যতীত কোন নামাযই হয় না। ইমাম, মুক্তাদী বা একাকী নামায আদায়কারী কাউকেই ভিন্নভাবে কিছু বলা হয়নি। অপর একটি হাদীসে রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، " إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا،(رَوَاه إِبْنُ مَاجه فِيْ بَابِ إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوا)

হাদীস নং- ২২ : ইমাম নির্ধারণ করা হয়েছে তাঁর অনুসরণ করার জন্য। সুতরাং তিনি তাকবীর দিলে তোমরাও তাকবীর দিবে, তিনি কুরআন পড়লে তোমরা চুপ থাকবে। (ইবনে মাজাহ: ৮৪৬, মুসলিম: ৭৯০)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী/মুসলিমের রাবী। ইমাম মুসলিম রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (মুসলিম: ৭৯০)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুক্তাদী কিছুই পড়বে না।

এখন হয়তো পূর্বের হাদীসকে মূল হুকুম মেনে পরের হাদীসের এই ব্যাখ্যা করতে হবে যে, 'ইমাম যখন কুরআন পড়ে তোমরা তখন চুপ থাক' এই নির্দেশ সূরা ফাতিহা পড়ার ব্যাপারে কার্যকর নয়। বরং সূরা ফাতিহা মুক্তাদীকেও পড়তে হবে।

অথবা পরের হাদীসকে মূল ধরে পূর্বের হাদীসের এই ব্যাখ্যা করতে হবে যে, এ নির্দেশ ইমাম ও একাকী নামায আদায়কারীর জন্য কার্যকর হবে; মুক্তাদীর জন্য নয়।

এখন এ দু'টি ব্যাখ্যার মধ্যে কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে কোন্‌টি গ্রহণীয় ও কোন্‌টি বর্জনীয় তা নির্ণয় করা পারদর্শী আলিমগণ ব্যতীত মুসলিম জনসাধারণের দ্বারা আদৌ সম্ভব নয়। অথচ আমল তো সবাইকে-ই করতে হবে।

উপরোল্লিখিত আলোচনা দ্বারা আশা করি এ কথা সবার নিকটে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, কুরআন-হাদীসের কিছু আহকাম এত সহজ ও স্পষ্ট যা মামুলী শিক্ষিত মানুষও বুঝতে সক্ষম। আর কিছু আহকাম এমন সূক্ষ্ম যা বিজ্ঞ আলিম বা গবেষক ছাড়া জনসাধারণ অনুধাবন করতে পারবে না।

উপরোল্লিখিত দুই প্রকার আহকামের মধ্যে প্রথম প্রকার বুঝার জন্য কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই; বরং প্রত্যেক মুসলমান নিজে বুঝে আমল করতে পারবে। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের আহকাম, যা প্রত্যেকে বুঝতে সক্ষম নয় সেগুলোর ওপর আমল করবে কীভাবে? বিজ্ঞ উলামায়ে কিরাম তো নিজেরা অনুসন্ধান ও গবেষণার দ্বারা বুঝে আমল করবে। কিন্তু সাধারণ জনতা কী করবে? এখন তাদের সম্মুখে দু'টি পথ খোলা আছে। এক. নিজেরা যা বুঝবে তাই মানবে। দুই. বিজ্ঞ কোন আলিমের নিকট থেকে ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করে তাঁর অনুসন্ধান ও গবেষণালব্ধ ব্যখ্যা অনুযায়ী আমল করবে। উপরোক্ত দুই প্রকারের মধ্যে দ্বিতীয় প্রকারের নাম তাকলীদ। অর্থাৎ, কুরআন-সুন্নাহর কোন হুকুম নিজে বুঝতে অক্ষম হলে কোন বিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট থেকে তা বুঝে আমল করা। অজ্ঞ ও মুর্খদের মনগড়া ব্যাখ্যা এবং মনগড়া আমল থেকে দ্বীনকে রক্ষা করার এটাই নিরাপদ পদ্ধতি। আল্লামা খতীবে বাগদাদী রহ. বলেন:

أَمَّا الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ فَضَرْبَانِ: أَحَدُهُمَا: يُعْلَمُ ضَرُورَةً مِنْ دِينِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَالزَّكَوَاتِ وَصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ وَتَحْرِيمِ الزِّنَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَهَذَا لَا يَجُوزُ التَّقْلِيدُ فِيهِ لِأَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ يَشْتَرِكُونَ فِي إِدْرَاكِهِ وَالْعِلْمِ بِهِ فَلَا مَعْنَى لِلتَّقْلِيدِ فِيهِ وَضَرْبٌ آخَرُ: لَا يُعْلَمُ إِلَّا بِالنَّظَرِ وَالِاسْتِدْلَالِ: كَفُرُوعِ الْعِبَادَاتِ , وَالْمُعَامَلَاتِ , وَالْفُرُوجِ , وَالْمُنَاكَحَاتِ , وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَحْكَامِ , فَهَذَا يَسُوغُ فِيهِ التَّقْلِيدُ , بِدَلِيلِ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"আহকামে শরীআত দুই প্রকার। এক. সেসব বিধিবিধান যা রসূলুল্লাহ স.-এর দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত হওয়াটা স্বাভাবিকভাবেই বুঝা যায়। যেমন, পাঁচ ওয়াক্ত নামায, যাকাত, রমাযান মাসের রোযা, হজ্জ এবং ব্যাভিচার ও মদ পান করা হারাম হওয়া

ইত্যাদি। এ ধরণের সুস্পষ্ট বিধিবিধানের মধ্যে তাকলীদ করা জায়েয নয়। কেননা, এ গুলো সবাই-ই সমানভাবে বোঝে এবং জানে। তাই এখানে তাকলীদ করার কোন অর্থ হয় না। দুই. সেসব বিধিবিধান যা রসূলুল্লাহ স.-এর দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত হওয়াটা স্বাভাবিকভাবে বুঝা যায় না; বরং দলীল ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে জানতে হয়। যেমন, ইবাদাত, মুআমালাত (লেনদেন) এবং বিবাহ-শাদী ইত্যাদি। আল্লাহ তাআলার ইরশাদ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ "তোমাদের জানা না থাকলে বিজ্ঞজনদের থেকে জেনে নাও" (সূরা নাহল: ৪৩)-এর ভিত্তিতে এ প্রকার আহকামের মধ্যে তাকলীদ বৈধ। (আল ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ লিল খতীব আল বাগদাদী)

তাকলীদের প্রয়োজনীয়তা

উপরোল্লিখিত আলোচনা দ্বারা আশা করি আপনাদের সামনে তাকলীদের প্রকৃতি বা স্বরূপ ফুটে উঠেছে। এ পর্যায়ে তাকলীদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোকপাত করার চেষ্টা করছি।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ لاَ يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ العِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا (رَوَاه الْبُخَارِيُّ فِيْ بَابٌ: كَيْفَ يُقْبَضُ العِلْمُ)

হাদীস নং- ২৩ : আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আছ রা. বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.কে বলতে শুনেছি: তিনি ইরশাদ করেন: আল্লাহ তাআলা বান্দার অন্তর থেকে ইলম ছিনিয়ে নেয়ার মাধ্যমে দ্বীনী ইলম উঠিয়ে নিবেন না। বরং উলামায়ে কিরামের বিয়োগের মাধ্যমে ইলম দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিবেন। এমনকি যখন তিনি আর কোন আলিম অবশিষ্ট রাখবেন না তখন মানুষ মূর্খদেরকে নেতা বানিয়ে নিবে এবং তাদের নিকটে মাসআলা জিজ্ঞেস করা হবে। তারা না জেনেই ফতওয়া প্রদান করবে। ফলে তারা নিজেরাও গোমরাহ হবে, অন্যদেরকেও গোমরাহ করবে। (বুখারী: ১০১)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বুঝা যায়:

এক. উম্মাত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত (ক) সাধারণ মানুষ, যারা অন্যদের থেকে মাসআলা জিজ্ঞেস করে আমল করে। (খ) সেসব মানুষ যারা মানুষের ধর্মীয়

সমস্যার সমাধান করে। এ দুই শ্রেণীর লোকের মধ্যে সাধারণ জনতার প্রতি রসূলুল্লাহ স.-এর নির্দেশ রয়েছে অযোগ্য লোকের নিকটে মাসআলা জিজ্ঞেস না করে বরং বিজ্ঞ মানুষের থেকে মাসআলা জেনে নিবে। যেন অযোগ্য লোকের ভুল মাসআলা তাকে গোমরাহ করতে না পারে। আর ফতওয়া প্রদানকারীগণের প্রতি রসূলুল্লাহ স.-এর নির্দেশ হলো: কুরআন-হাদীসের সম্যক জ্ঞান অর্জন ব্যতীত যেন কাউকে ফতওয়া প্রদান না করে। এ নিয়ম মেনে চললে উভয় শ্রেণী গোমরাহী থেকে বেঁচে যাবে। আর এটা অমান্য করলে উভয় শ্রেণীই গোমরাহীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে।

দুই. এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, গোমরাহীর মূল কারণ হলো কুরআন-হাদীসের সম্যক জ্ঞান অর্জন করা ব্যতীত কাউকে ফতওয়া প্রদান করা। আর এ জাতীয় অজ্ঞদের নিকটে মাসআলা জিজ্ঞেস করা তাদের গোমরাহীকে আরও উৎসাহিত করে।

তিন. জনসাধারণ যাদের নিকটে মাসআলা জিজ্ঞেস করে গোমরাহীর পথ ধরে, তারা নিশ্চয় কিছু জ্ঞান রাখে। তা না হলে মানুষ তাদের নিকটে মাসআলা জিজ্ঞেস করত না। কারণ, কেউ কারও নিকটে কোন বিষয়ের মাসআলা বা ফতওয়া তখনই জানতে চায় যখন তাকে নিজের থেকে বেশী জ্ঞানী মনে করে। অথচ রসূলুল্লাহ স. এ অল্প জ্ঞানী নেতাদেরকেও মূর্খ বলে আখ্যা দিয়েছেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিশুদ্ধ মাসআলা বলার মতো সম্যক জ্ঞান না থাকলে তারা মৌলিকভাবে মূর্খদের দলভুক্ত। সুতরাং কুরআন-হাদীসের অনুবাদ পড়ে বা কিছু আয়াত-হাদীস মুখস্থ করে কেউ যেন নিজেকে ফতওয়া দানের আসনে সমাসীন মনে না করে। তাহলে এটা হবে আরেকটি মূর্খতা।

চার. অজ্ঞতার কারণে অপরের মাসআলার ভুল জবাব দেয়া যেমন গোমরাহী, অজ্ঞতা সত্ত্বেও নিজের মাসআলার সমাধান নিজে করা বা করতে যাওয়াও অনুরূপ গোমরাহী। উল্লিখিত গোমরাহীর দু'টি কারণ থেকে বাঁচার উপায় হলো পর্যাপ্ত ইলম শিক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞ আলিম ও মুজতাহিদ হয়ে যাওয়া। তাহলে তার ইজতিহাদ বা গবেষণা গোমরাহীর কারণ হবে না; বরং হিদায়াতের কারণ হবে। আর একান্ত যদি কেউ বিজ্ঞ আলিম ও মুজতাহিদ হতে না পারে তাহলে গোমরাহী থেকে বেঁচে থাকার উপায় হলো কোন বড় আলিমের নিকট থেকে ফতওয়া নিয়ে সে অনুযায়ী চলা।

হাদীসের ব্যাখ্যা শেষে এবার আমরা মূল আলোচনায় ফিরে আসি। রসূলুল্লাহ স. যেহেতু কিয়ামত পর্যন্ত আগত সব মানুষের নবী। তাই তাঁর বাণীও কিয়ামত পর্যন্ত আগত সব মানুষের পথনির্দেশ। সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত আগত মানুষের মধ্যে বিজ্ঞ

আলিম ও মুজতাহিদগণের জন্য গোমরাহী থেকে বাঁচার পন্থা হলো সরাসরি কুরআন-হাদীস বুঝে তদানুযায়ী আমল করা। আর যারা সেই পর্যায়ের নয় তাদের জন্য গোমরাহী থেকে বাঁচার পন্থা হলো বিজ্ঞ আলিম ও মুজতাহিদগণের নিকট থেকে কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যা জেনে তদানুযায়ী আমল করা। কেউ যদি গোমরাহী থেকে বাঁচার উল্লিখিত পন্থাদু'টির কোনটিই অবলম্বন না করে অর্থাৎ, বিজ্ঞ আলিম ও মুজতাহিদ হলো না, আবার মূর্খতা থাকা সত্ত্বেও কোন বিজ্ঞজনকে জিজ্ঞেস করলো না; বরং মুজতাহিদ সেজে গবেষণার মতো দুঃসাহসী কাজে আত্মনিয়োগ করলো, তাহলে নিশ্চয় সে হাদীসের ভাষ্য মোতাবেক গোমরাহদের দলভুক্ত হলো। সুতরাং হিদায়াতের ওপর থাকার জন্য প্রথম প্রয়োজন হলো বিজ্ঞ আলিম মুজতাহিদ হওয়া। অন্যথায় মুজতাহিদের থেকে জেনে নিয়ে পথ চলা। এই শেষোক্ত পদ্ধতির নামই তাকলীদ– যার প্রয়োজনীয়তা হাদীসের ভাষ্য দ্বারা স্পষ্ট হয়েছে। এক কথায় বলতে গেলে তাকলীদ জনসাধারণের জন্য গোমরাহী থেকে বেঁচে হিদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার একমাত্র মাধ্যম।

তাকলীদের দলীল

প্রিয় পাঠক! তাকলীদের প্রকৃত স্বরূপ ইতিপূর্বেই আপনাদের খেদমতে পেশ করা হয়েছে। অর্থাৎ, কুরআন-হাদীসের জটিল আহকাম যা জনসাধারণের জন্য বুঝা মুশকিল, তা কোন বিজ্ঞ আলিমের থেকে বুঝে নিয়ে আমল করা এবং দ্বীনের পথে চলতে গেলে যে সব নতুন সমস্যা মানুষের সামনে আসে, যে গুলোর স্পষ্ট সমাধান কুরআন-হাদীসে উল্লেখ নেই, এমন সমস্যার সমাধানের জন্য কোন মুজতাহিদ আলিমের ইজতিহাদকে মেনে নেয়া। কুরআন-হাদীসের বিভিন্ন জায়গায় কোথাও সরাসরি আবার কোথাও ইঙ্গিতে এ বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। আমি আপনাদের সামনে সে আলোচনা থেকে কিঞ্চিত তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

প্রথম প্রমাণ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

আয়াত নং- ১৩ : হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও রসূল এবং তোমাদের দায়িত্বশীলগণের আনুগত্য কর । যদি কোন বিষয়ে মতদ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ো তাহলে আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হয়ে থাকলে তোমরা তা আল্লাহ ও রসূলের দিকে

ফিরিয়ে দাও। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং পরিণামের দিক থেকে উত্তম। (সূরা নিসা: ৫৯)

সারসংক্ষেপ : এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, শরীআতের প্রথম দলীল হলো কুরআনে কারীম– আল্লাহ তাআলার আনুগত্য দ্বারা যেটা বুঝানো হয়েছে। আর দ্বিতীয় দলীল হলো সুন্নাহ– রসূলুল্লাহ স.-এর আনুগত্য দ্বারা যেটা বুঝানো হয়েছে। আর কুরআন-সুন্নাহয় যদি সমাধান না পাওয়া যায় তখন ধর্মীয় সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম এমন ফুকাহায়ে কিরামের শরণাপন্ন হওয়া জরুরী। আর এরই নাম তাকলীদ।

أُولِي الْأَمْرِ বা দায়িত্বশীল বলে কাদেরকে বুঝানো হয়েছে?

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نَا مَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ وَأَبْنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قالا : أولي الفقه والعلم.

হাদীস নং- ২৪ : হযরত হাসান বসরী ও আতা বিন আবী রবাহ রহ. থেকে বর্ণিত: أُولِي الْأَمْرِ দ্বারা উদ্দেশ্য ফকীহ ও আলিম। (তাফসীরে সাঈদ বিন মানসূর হাদীস নম্বর- ৬৫৪ ও ৬৫৫)

হাদীদের স্তর : সহীহ। এ হদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী এবং হাদীসের বিশিষ্ট ইমাম।

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: نا مَعْمَرٌ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ , فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:{وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} قَالَ: «هُمْ أَهْلُ الْفِقْهِ وَالْعِلْمِ»

হাদীস নং- ২৫ : হযরত মুজাহিদ রহ. থেকে বর্ণিত: أُولِي الْأَمْرِ দ্বারা উদ্দেশ্য ফকীহ ও আলিম। (তাফসীরে আব্দুর রাযযাক: হাদীস নম্বর- ৬১০)

হাদীদের স্তর : সহীহ। এ হদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী এবং হাদীসের বিশিষ্ট ইমাম।

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ ثنا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، {وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} قَالَ: أُولُو الْفِقْهِ أُولُو الْخَيْرِ

হাদীস নং- ২৬ : হযরত জাবির রা. থেকে বর্ণিত: أُولِي الْأَمْرِ দ্বারা উদ্দেশ্য ফকীহ ও আলিম। (ইবনে আবী শাইবা: হাদীস নম্বর- ৩৩২০০)

হাদীদের স্তর : হাসান-সহীহ। আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ ব্যতীত এ হদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী। আর আব্দুল্লাহর ব্যাপারে ইমাম তিরমিজী রহ. বলেন: هُوَ صَدُوقٌ "তিনি সত্যনিষ্ঠ" (তিরমিজী: হাদীস নম্বর- ৩)

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ ثنا أَبُو جَعْفَرٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، قَالَ: الْعُلَمَاءُ.

হাদীস নং- ২৭ : হযরত আবুল আলিয়া রহ. থেকে বর্ণিত: أُولِي الْأَمْرِ দ্বারা উদ্দেশ্য উলামায়ে কিরাম। (ইবনে আবী শাইবা: হাদীস নম্বর- ৩৩২০২)

হাদীদের স্তর : হাসান। এ হদীসের রাবীগণের মধ্যে হযরত ওয়াকী' বুখারী-মুসলিমের রাবী এবং প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস। আবু জাফর রাযীকে আবু হাতেম নির্ভরযোগ্য বলেছেন। (আল কাশেফ: ৬৫৬৩) আর রবী' বিন আনাসকে আবু হাতেম রহ. صَدُوقٌ "সত্যনিষ্ঠ" বলেছেন। (আল কাশেফ: ১৫২৪)

حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ يَعْنِي: أَهْلَ الْفِقْهِ وَالدِّينِ، وَأَهْلَ طَاعَةِ اللَّهِ الَّذِينَ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ مَعَانِيَ دِينِهِمْ ويأمرونهم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُوهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، فَأَوْجَبَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ طَاعَتَهُمْ عَلَى الْعِبَادِ.

হাদীস নং- ২৮ : হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত: أُولِي الْأَمْرِ দ্বারা উদ্দেশ্য ফকীহ, দ্বীনদার এবং আল্লাহ তাআলার সে সব অনুগত বান্দা যারা মানুষকে দ্বীনের ব্যাখ্যা বুঝিয়ে দেন। সৎ কাজের আদেশ করেন এবং অসৎ কাজে নিষেধ করেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের জন্য সে সব দ্বীনদার ফকীহগণের অনুসরণ করা আবশ্যক করে দিয়েছেন। (তাফসীরে ইবনে আবী হাতেম: হাদীস নম্বর- ৫৫৩৪, তাফসীরে তাবারী: ৯৮৬৭)

হাদীসটির স্তর : হাসান। আবু সালেহ ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী/মুসলিমের রাবী। আর আবু সালেহকে ইবনুল কত্তান সত্যনিষ্ঠ বলে তাঁর হাদীসকে হাসান বলেছেন। আবু হারুন বলেন: ما رأيت أثبت من أبى صالح "আবু সালেহ'র চেয়ে মজবুত কাউকে দেখিনি"। ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাঁকে স্মরণশক্তি ও লেখনী উভয় দিক দিয়ে দৃঢ় বলেছেন। আবু যুরআহ তাঁকে حسن الحديث "হাদীস বর্ণনায় সুন্দর" এবং ইবনে আদী তাঁকে مستقيم الحديث "তিনি হাদীস বর্ণনায় সঠিক" বলে মন্তব্য করেছেন। (তাহজীবুল কামাল: রাবী নম্বর- ৩৩৩৬)

সারসংক্ষেপ : সূরা নিসার ৫৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা أُولُو الْأَمْرِ তথা দায়িত্বশীলদের অনুসরণের যে নির্দেশ দিয়েছেন তা দ্বারা উদ্দেশ্য কারা– সে ব্যাপারে অনেক মতামত রয়েছে। তন্মধ্যে সাহাবায়ে কিরাম থেকে হযরত জাবির ও ইবনে আব্বাস রা.-এর মতামত, তাবিঈদের মধ্যে হাসান বসরী, আতা বিন আবী রবাহ, মুজাহিদ ও হযরত আবুল আলিয়ার রহ.-এর মতামত নির্ভরযোগ্য সনদে বর্ণনা করা হলো যে, أُولُو الْأَمْرِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মানুষের ধর্মীয় সমস্যার সমাধান দিতে পারে এমন উলামায়ে কিরাম। অতএব, এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কুরআন-হাদীসে যে সব বিষয়ের স্পষ্ট সমাধান দেয়া নেই, বা সমাধানগুলো বাহ্যিক দৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী, সে ক্ষেত্রে গবেষক উলামায়ে কিরামের নিকট থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে আমল করতে হবে। আর এরই নাম তাকলীদ। তাকলীদ অর্থ আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে বাদ দিয়ে ভিন্ন কারও কথা মানা নয়; বরং দ্বীনের ওপর সঠিকভাবে চলার জন্য অভিজ্ঞ আলিমদের ব্যাখ্যা গ্রহণ মাত্র। কুরআন-হাদীসের পূর্ণ জ্ঞান অর্জন ব্যতীত ধর্মীয় বিষয়ে নিজে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা গোমরাহীর কারণ হবে– যা 'তাকলীদের প্রয়োজনীয়তা' শিরোনামে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রমাণ

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

আয়াত নং- ১৪ : সমস্ত মুমিন যেন অভিযানে বেরিয়ে না পড়ে। তাদের প্রত্যেক দল থেকে একটি অংশ দ্বীন শিক্ষার জন্য কেন বের হলো না? যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ শেষে ফিরে এসে স্বজাতিকে সতর্ক করবে যেন তারা বাঁচতে পারে। (সূরা তাওবা: ১২২)

সারসংক্ষেপ : উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তাআলা দুই শ্রেণীর মানুষের কথা আলোচনা করেছেন। অতঃপর তাদের কার কী দায়িত্ব তা আলাদা করে বর্ণনা করেছেন। এক. সে সব মানুষ যারা ধর্মীয় জ্ঞানে পারদর্শী হওয়ার উদ্দেশ্যে নিজের বাসস্থান পরিত্যাগ করে ইলম শিক্ষার কেন্দ্রে গিয়ে উপস্থিত হবে। দুই. সে সব মানুষ যারা মহল্লায় থেকে দ্বীনের অন্যান্য কাজ করবে।

প্রথম শ্রেণীর মানুষের দায়িত্ব দুইটি। (ক) ইলম শিক্ষা করা এবং এ ব্যাপারে পা-িত্য হাসিল করা। কারণ, আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ বাক্য

ব্যবহার করেছেন। আর فقه বলা হয় কোন বিষয়ের অতি গভীরে গিয়ে তার সূক্ষ্মতা অনুধাবন করাকে। অতএব, এর অর্থ হলো ধর্মীয় জ্ঞানে এরূপ পারদর্শিতা অর্জন করা যাতে মানুষের জীবন চলার পথের সব সমস্যার সমাধান সঠিকভাবে দিতে সক্ষম হয়। সে সমাধান হোক কুরআন-হাদীস থেকে কিংবা প্রয়োজন অনুসারে ইজমা বা গবেষণা তথা কিয়াস থেকে। যেহেতু আল্লাহ তাআলা এখানে কুরআন-হাদীসের ইলম অর্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেননি। বরং দ্বীনের فقه শব্দ ব্যবহার করেছেন যার ব্যাপকতা অনেক বিস্তৃত। (খ) দ্বিতীয় দায়িত্ব হলো ইলম শিক্ষা শেষ করে এলাকায় ফিরে এসে এলাকাবাসীকে দ্বীনী ইলম অনুযায়ী চলার ব্যাপারে সতর্ক করা।

আর দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষের দায়িত্ব একটি। তা হলো: উক্ত ধর্মীয় জ্ঞানে পারদর্শী ব্যক্তিগণ যা বলেন তা মেনে নিয়ে সে অনুযায়ী আমল করার মাধ্যমে গুনাহ থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখা। এ আয়াতে দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষকে ধর্মীয় জ্ঞানে পারদর্শী উলামায়ে কিরামের কথা মেনে চলার যে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে এরই নাম তাকলীদ। তাকলীদ অর্থ আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে বাদ দিয়ে ভিন্ন কারও কথা মানা নয়; বরং দ্বীনের ওপর সঠিকভাবে চলার জন্য অভিজ্ঞ আলিমদের ব্যাখ্যা গ্রহণ মাত্র। কুরআন-হাদীসের পূর্ণ জ্ঞান অর্জন ব্যতীত ধর্মীয় বিষয়ে নিজে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা গোমরাহীর কারণ হবে– যা 'তাকলীদের প্রয়োজনীয়তা' শিরোনামে আলোচনা করা হয়েছে। আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযী রহ. (মৃত্যু- ৬০৬ হি.) বলেন:

قُلْنَا إِنَّهُ تَعَالَى أَوْجَبَ عَلَى كُلِّ طَائِفَةٍ أَنْ يَرْجِعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ وَذَلِكَ يَقْتَضِي رُجُوعَ كُلِّ طَائِفَةٍ إِلَى قَوْمٍ خَاصٍّ ثُمَّ إِنَّهُ تَعَالَى أَوْجَبَ الْعِلْمَ بِقَوْلِ تِلْكَ الطَّائِفَةِ وَذَلِكَ يُفِيدُ الْمَطْلُوبَ

অনুবাদ : আমরা বলি যে, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক দলকে (ইলম অর্জনের পরে) নিজ কওমে ফিরে আসা আবশ্যক করেছেন। আর এটা প্রত্যেককে একটি নির্দিষ্ট কওমের নিকটে প্রত্যাবর্তন করার নির্দেশ প্রকাশ করে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা ইলম অর্জনকারী সেই দলের কথা মেনে নেয়া আবশ্যক করে দিয়েছেন। আর এ অর্থেই আয়াতের মূল উদ্দেশ্য প্রকাশ পায়। (অর্থাৎ, শিক্ষিত মানুষের তা'লীম দ্বারা অশিক্ষিত মানুষকে শিক্ষিত করে তোলা)। (তাফসীরে কাবীর)

এ আয়াতে প্রত্যেক মুমিনকে ইলম শিক্ষার জন্য বের হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়নি; বরং সবাই যেন বের না হয় তাই বলা হয়েছে। অথচ রসূলুল্লাহ স. বলেছেন: طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ "দ্বীনি ইলম শিক্ষা করা সব মুসলমানের জন্য ফরয"। (ইবনে মাজাহ: ২২৪, মিশকাত: ২১৮) আয়াত ও হাদীসের মধ্যে

বাহ্যিকভাবে যে বৈপরিত্ব পরিলক্ষিত হচ্ছে তা দূরীকরণে উলামায়ে কিরাম দ্বীনী ইলমকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। এক. দ্বীনের প্রাথমিক ইলম যা দ্বারা মৌলিকভাবে দ্বীনের ওপর চলা যায়। দুই. দ্বীনের গভীর ইলম যা দ্বারা কুরআন-হাদীসের ওপর গবেষণা করে মানুষের জীবন চলার পথের সব সমস্যার সমাধান সঠিকভাবে বের করা যেতে পারে। এ দুই প্রকার ইলমের মধ্যে প্রথম প্রকার অর্থাৎ, প্রাথমিক ইলম শিক্ষা করার বিষয়ে হাদীসে বলা হয়েছে যে, এটা শিক্ষা করা সবার জন্য জরুরী। আর দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ, গভীর ইলম অর্জনের ব্যাপারে আয়াতে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক সমাজ থেকে কিছু মানুষকে এই প্রকার ইলম শিখতে হবে যেন অবশিষ্ট সমাজ পরিচালনার কাজে তা ব্যবহার হয়। আল্লামা আবু বকর ইবনে আরাবী বলেন:

طَلَبُ الْعِلْمِ يَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ فَرْضٌ عَلَى الْأَعْيَانِ كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ......وَفَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ، كَتَحْصِيلِ الْحُقُوقِ وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ وَالْفَصْلِ بَيْنَ الْخُصُومِ وَنَحْوِهِ،

অনুবাদ : ইলম দুই প্রকার এক. ফরযে আইন। যেমন- নামায, যাকাত ও রোযা। দুই. ফরযে কিফায়া। যেমন- অধিকার আদায়, শাস্তি জারী করা, বিচার প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি। (তাফসীরে কুরতুবী)

ইমাম বাগাবী (মৃত্যু- ৫১০হি.) বলেন:

وَالْفِقْهُ: هُوَ مَعْرِفَةُ أَحْكَامِ الدِّينِ وَهُوَ يَنْقَسِمُ إِلَى فَرْضِ عَيْنٍ وَفَرْضِ كِفَايَةٍ، فَفَرْضُ الْعَيْنِ مِثْلُ عِلْمِ الطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ فَعَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ مَعْرِفَتُهُ.. وَأَمَّا فَرْضُ الكفاية هو أَنْ يَتَعَلَّمَ حَتَّى يَبْلُغَ دَرَجَةَ الِاجْتِهَادِ وَرُتْبَةَ الْفُتْيَا، فَإِذَا قَعَدَ أَهْلُ بَلَدٍ عَنْ تَعَلُّمِهِ عَصَوْا جَمِيعًا وَإِذَا قَامَ مِنْ كُلِّ بلد واحد بتعلّمه سَقَطَ الْفَرْضُ عَنِ الْآخَرِينَ، وَعَلَيْهِمْ تَقْلِيدُهُ فِيمَا يَقَعُ لَهُمْ مِنَ الحوادث.

অনুবাদ : ইলমে ফিকহ হলো দ্বীনের বিধিবিধান জানার নাম। এটা দুই ভাগে বিভক্ত। যথা- ফরযে আইন আর ফরযে কিফায়া। ফরযে আইন যেমন- পবিত্রতা, নামায, রোযা। প্রত্যেক দায়িত্বশীলের জন্য জরুরী এ সম্পর্কে অবগতি লাভ করা। আর ফরযে কিফায়া হলো এই পরিমাণ ইলম শিক্ষা করা যে, ইজতিহাদ এবং ফতওয়া প্রদানের অবস্থানে পৌঁছে যায়। কোন শহরবাসী যদি এ শিক্ষা বর্জন করে তাহলে সবাই-ই অপরাধী সাব্যস্ত হবে। আর প্রত্যেক শহর থেকে যদি কমপক্ষে

একজন এ দায়িত্ব পালন করে তাহলে সবার থেকে ফরযের দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে। আর সকলের দায়িত্ব হবে নতুন যে কোন সমস্যায় তাদের তাকলীদ করা। (তাফসীরে মাআলিমুত তানযীল) অনুরূপ মন্তব্য তাফসীরে মাযহারীতেও বর্ণিত হয়েছে।

তাকলীদ বিরোধীদের কথা মোতাবেক প্রত্যেকে যদি নিজের প্রয়োজনীয় সমস্যার সমাধান কুরআন-হাদীস থেকে বের করার দায়িত্বশীল হতো তাহলে সমাজ থেকে কিছু মানুষকে ইলম শিখতে বলার কারণ কী? বরং এ ক্ষেত্রে তো ইলম শিখতে হবে সবাইকেই। কেননা, কুরআন-হাদীসের ইলম অর্জন না করে কুরআন-হাদীস মান্য করা একবারেই অসম্ভব।

এ আয়াতে ইলমে দ্বীন শিক্ষা শেষে প্রত্যাবর্তনকারী প্রত্যেক আলিমের প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে আপন কওমকে সতর্ক করতে। আর কওমের কাজ হবে সেই আলিমের দিকনির্দেশনা মেনে চলা। এ আয়াতের চাহিদা এটাই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত নিজ কওমে সমাধান দেয়ার মতো অভিজ্ঞ মুজতাহিদ আলিম বিদ্যমান রয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন ধর্মীয় বিষয়ের সমাধানের জন্য অন্য কওমের অভিজ্ঞ মুজতাহিদ আলিমের নিকটে না যাওয়া। কেননা, দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিত প্রত্যেক আলিমকে বলা হয়েছে নিজ কওমের লোকদেরকে সতর্ক করতে। অতএব, যে অঞ্চলের অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম কোন মুজতাহিদের মাজহাব অনুসরণ করে চলছেন সে অঞ্চলে থেকে অন্য কোন মুজতাহিদের মাজহাব অনুসরণ করে চলার সুযোগ নেই। আর কেউ এ নীতি পরিহার করে চলতে গেলে উলামায়ে কিরামের নিকটে জিজ্ঞেস করার সহজ সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হবে। কারণ, এ অঞ্চলের উলামায়ে কিরাম ভিন্ন অঞ্চলের মুজতাহিদের মাজহাব মোতাবেক তাকে মাসআলা বলতে পারবেন না বা বলবেন না। আর তার মাজহাবের আলিমও সে এ অঞ্চলে পাবে না।

এ আয়াত দ্বারা আরও প্রমাণিত হয় যে, ইলম অর্জনের জন্য উসতাদের নিকটে ছুটতে হয় এবং তাঁর সংশ্রবে থেকে ইলম শিখতে হয়। ইলম শিক্ষা যদি শুধু কুরআন-কিতাব দিয়ে সম্পন্ন হতো তাহলে সমাজ থেকে কিছু মানুষকে বের হয়ে গিয়ে ইলম শিক্ষার নির্দেশ অহেতুক হয়ে যেত। কেননা, কুরআন-কিতাব তো সংগ্রহ করে বাড়ি বসে ইলম শিক্ষা করা যায়; বের হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। ফুকাহা ও মুহাদ্দিসীনে কিরামের শিক্ষাজীবন এর বাস্তব উদাহরণ। আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযী রহ. (মৃত্যু- ৬০৬ হি.) এ বিষয়ে বলেন:

أَمَّا فِي زَمَانِنَا فَقَدْ صَارَتِ الشَّرِيعَةُ مُسْتَقِرَّةً، فَإِذَا أَمْكَنَهُ تَحْصِيلُ الْعِلْمِ فِي الْوَطَنِ لَمْ يَكُنِ السَّفَرُ وَاجِبًا إِلَّا أَنَّهُ لَمَّا كَانَ لَفْظُ الْآيَةِ دَلِيلًا عَلَى السَّفَرِ لَا جَرَمَ رَأَيْنَا أَنَّ الْعِلْمَ الْمُبَارَكَ الْمُنْتَفَعَ بِهِ لَا يَحْصُلُ إِلَّا فِي السَّفَرِ.

আমাদের যুগে শরীআত স্থিতিশীল হয়ে গেছে। সুতরাং কেউ যদি নিজ অঞ্চলে থেকে ইলম শিক্ষা করতে পারে তাহলে তার জন্য সফর করা আবশ্যক নয়। অবশ্য আয়াতে ব্যবহৃত শব্দ যখন সফর করা প্রমাণ করে তখন অবশ্যই কল্যাণকর এ মুবারক ইলম সফর ছাড়া হাসিল হয় না।

তাকলীদ বিরোধী নবসৃষ্ট কিছু মানুষ যারা কোন উসতাদ থেকে ইলম শেখেনি; বরং কুরআন-হাদীসের বাংলা অনুবাদদই তাদের পুঁজি– তারা এ বিষয়টিকে অগ্রাহ্য করে বলতে শুরু করেছে যে, সব কিছুই কুরআন-কিতাবে লিখিত রয়েছে তো উসতাদের প্রয়োজন কী? এ আয়াতের সহজ উদ্দেশ্য না বুঝা তাদের ভ্রান্তির একটি নমুনা মাত্র।

তৃতীয় প্রমাণ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

আয়াত নং- ১৫ : আমি আপনার পূর্বেও অহীসহ পুরুষদেরকে প্রেরণ করেছিলাম। তোমাদের জানা না থাকলে বিজ্ঞজনদের নিকট থেকে জেনে নাও। (সূরা নাহল: ৪৩)

সারসংক্ষেপ : কুরআনে উল্লিখিত এ বাক্যটি যদিও বিশেষ বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলা হয়েছে, তথাপিও জিজ্ঞেসের নির্দেশ সম্বলিত فَاسْأَلُوا শব্দটির ভাষা ব্যাপক হওয়ায় ধর্মীয় সব বিধানকে শামিল করে নেয়। যারা বিধি বিধানের জ্ঞান রাখে না, তারা বিজ্ঞজনদের নিকট থেকে জেনে নিবে। আর অজ্ঞদের জন্য বিজ্ঞদের কথা মান্য করা আবশ্যক হবে। এরই নাম তাকলীদ। আর এ মান্য করার ব্যাপারে কুরআনের নির্দেশ খুবই স্পষ্ট। অতএব, কুরআন-হাদীসের আহকামের ব্যাপারে যাদের পূর্ণ ধারণা আছে তারা হলেন أَهْلَ الذِّكْرِ বা বিজ্ঞজন। তাই অন্যকে জিজ্ঞেস করার কোন প্রয়োজন তাদের নেই। কিন্তু যদি কেউ কুরআন-হাদীসের আহকাম বুঝার ব্যাপারে এরূপ পারদর্শী না হয় তাহলে সে لَا تَعْلَمُونَ অর্থাৎ, অজ্ঞদের দলভুক্ত। আল্লাহ তাআলার নির্দেশ মোতাবেক এদের দায়িত্ব হলো জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস করা

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় খ্যাতনামা মুফাসিসরদের তাফসীর

عَلى وُجُوْبِ الْمُرَاجَعَةِ إِلى الْعُلَمَاءِ فِيْمَا لَا يَعْلَمُ

“এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অজানা বিষয়ে উলামায়ে কিরামের শরণাপন্ন হওয়া জরুরী”। (তাফসীরে বাইযাবী)

{فَاسْأَلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ} أَيْ أَهلَ الْكِتَابِ أَوْ عُلَمَاءَ الأَخْبَارِ أَوْ كُلَّ مَنْ يُذكرُ بِعِلْمٍ وَتَحْقِيْقٍ لِيُعَلِّمُوْكُمْ ذَلِكَ {إِن كُنْتُم لاَ تَعْلَمُونَ}

“أَهْلَ الذكر ব্যক্তিদের নিকটে জিজ্ঞেস কর। এ আয়াতে أَهْلَ الذكر দ্বারা উদ্দেশ্য আহলে কিতাব বা ইতিহাসবিদ আলিমগণ অথবা ইলম এবং গবেষণায় আলোচিত ব্যক্তিবর্গ– যেন তোমরা না জানলে তাঁরা তোমাদেরকে তা শিখিয়ে দিবেন”। (তাফসীরে আবুস সাউদ)

وَفِى الْأيَةِ دَلِيْلٌ عَلى وُجُوْبِ الْمُرَاجَعَةِ إِلى الْعُلَمَاءِ لِلْجُهَّالِ فِيْمَا لَا يَعْلَمُوْنَ وَإِنَّ الأَخْبَارَ مُفِيْدَةٌ لِلْعِلْمِ إِنْ كَانَ الْمُخْبِرُ ثِقَةً يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ.

“এ আয়াতে প্রমাণ রয়েছে যে, মূর্খ লোকদের জন্য অজানা বিষয়ে উলামায়ে কিরামের শরণাপন্ন হওয়া আবশ্যক। আরও প্রমাণ রয়েছে যে, সংবাদদাতা নির্ভরযোগ্য হলে সংবাদ উপকারী”। (তাফসীরে মাযহারী)

উল্লিখিত আয়াতের এই ব্যাখ্যা আল্লামা খতীবে বাগদাদী, জালালুদ্দীন সুয়ূতী, আল্লামা মাহমুদ আলূসীসহ অনেক প্রখ্যাত আলিম ও মুফাসসির থেকে বর্ণিত রয়েছে।

সারসংক্ষেপ : এ আয়াতের অর্থ এবং খ্যাতনামা মুফাসসিরগণের তাফসীর থেকে প্রমাণিত হয় যে, ধর্মীয় যে সব বিষয়ে যাদের জানা নেই তাদের জানার উপায় হলো তারা ধর্মীয় জ্ঞানে পারদর্শী অভিজ্ঞ আলিমদের থেকে জেনে নিবে। আর এরই নাম তাকলীদ এবং এটা দ্বীনের ওপর সঠিকভাবে চলার মাধ্যম। নিজের অজ্ঞতা সত্ত্বেও অভিজ্ঞ আলিমদের থেকে জানা ব্যতীত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা গোমরাহীর কারণ; যা **‘তাকলীদের প্রয়োজনীয়তা’** শিরোনামে উল্লেখ করা হয়েছে।

চতুর্থ প্রমাণ

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي الْعِشْرِينَ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يُخْبِرُ أَنَّ رَجُلاً، أَصَابَهُ

جُرْحٌ فِي رَأْسِهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ أَصَابَهُ احْتِلاَمٌ فَأُمِرَ بِالاِغْتِسَالِ فَاغْتَسَلَ فَكُزَّ فَمَاتَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَوَلَمْ يَكُنْ شِفَاءَ الْعِيِّ السُّؤَالُ (رَوَاه إِبْنُ مَاجَه فِيْ بَابِ الْمَجْرُوحِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ...)

হাদীস নং- ২৯ : হযরত ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন: রসূলুল্লাহ স.-এর যামানায় এক ব্যক্তির মাথায় আঘাত লাগলো। অতঃপর তাঁর স্বপ্নদোষ হলো। (সাথীদের তরফ থেকে) তাঁকে গোসলের নির্দেশ দেয়া হলো এবং তিনি গোসল করলেন আর সর্দিজ্বরে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন। এ সংবাদ রসূলুল্লাহ স.-এর নিকটে পৌঁছলে তিনি বললেন: তারা (অর্থাৎ, গোসলের নির্দেশ দানকারী সাথীরা) তাঁকে হত্যা করেছে; আল্লাহ তাদেরকে হত্যা করুন। অজ্ঞতার চিকিৎসা কি জিজ্ঞেস করা নয়? (ইবনে মাজাহ: ৫৭২, পৃষ্ঠা: ১/২৯, আবু দাউদ: ৩৩৬) আবু দাউদ শরীফের বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ স.-এর নিকটে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি তাঁদের জন্য বদ দুআ করে বললেন: তারা যখন জানে না তখন কেন জিজ্ঞেস করলো না? অজ্ঞতাজনিত অক্ষমের আরোগ্য তো জিজ্ঞেস করায়"।

হাদীসটির স্তর : সহীহ। আব্দুল হামীদ ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী/মুসলিমের রাবী। আর আব্দুল হামীদ صدوق (সত্যনিষ্ঠ)। ইমাম আহমাদ রহ. তাঁকে ثِقَةٌ নির্ভরযোগ্য বলেছেন। (তাকরীব: ৪১৭৯) মুসতাদরাকে হাকেমে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। সে হাদীসের তাহকীকে ইমাম জাহাবী রহ. তাঁর তালখীছ কিতাবে বলেন: على شرطهما "হাদীসটি বুখারী-মুসলিমের শর্তে সহীহ"। (মুসতাদরাকে হাকেম: ৬৩০) শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। (সহীহ-জঈফ ইবনে মাজাহ: ৫৭২)

এ হাদীসটি আবু দাউদ, মুসনাদে আহমাদ এবং দারেমীতেও বর্ণিত হয়েছে। (জামিউল উসূল: ৫২৯৫)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, শরীআতে মাসআলা না জেনে অন্ধের মতো সমাধান দেয়া চরম অপরাধ। এ কারণে রসূলুল্লাহ স. ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ হয়েছেন। এমনকি সাহাবাগণ রসূলুল্লাহ স.-এর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হওয়া সত্ত্বেও এহেন কাজের জন্য তাদেরকে কঠিন বদ দোয়া দিয়েছেন। এর পরে যে কথাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাহলো: অজানা বিষয়ে অনুমাননির্ভর সমাধান না দিয়ে

বিজ্ঞজনদের কাছে জিজ্ঞেস করা। আর এটাই তাকলীদের হাকীকত। জনসাধারণ শরীআতের যে সব বিষয় জানে না সে ব্যাপারে নিজে মুজতাহিদ না সেজে কোন বিজ্ঞ ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করে আমল করবে। "আমি যা বুঝেছি তাই করেছি" এ জাতীয় কোন ওজর শরীয়তে গ্রহণযোগ্য নয়। অন্যথায় রসূলুল্লাহ স. সাহবায়ে কিরামকে এভাবে ভর্ৎসনা করতেন না।

যদি কেউ বলে যে, যেহেতু উল্লিখিত হাদীসের ঘটনা রসূলুল্লাহ স.-এর যুগের ঘটনা; তাই সেখানে রসূলুল্লাহ স.-এর নিকটে জিজ্ঞেস করার কথা বলা হয়েছে। আর রসূলুল্লাহ স. নিজে তো সাহিবুশ শরীআত; তাই তাঁকে জিজ্ঞেস করা আর আপনাদের তাকলীদ করা তো আর এক কথা নয়।

জবাবে আমরা বলব: ঘটনাটি রসূলুল্লাহ স.-এর যুগের হলেও তা ঘটেছিলো সফররত অবস্থায়। আর সেখান থেকে মদীনায় ফিরে এসে মাসআলা জিজ্ঞেস করার মতো অবস্থাও ছিলো না; বরং নামাযের সময় শেষ হওয়ার আগে আগেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, গোসল করে নামায পড়বে নাকি তায়াম্মুম করে?। সুতরাং উল্লিখিত ঘটনায় রসূলুল্লাহ স. যাদের কাছে জিজ্ঞেস করার কথা বলেছেন তারা অবশ্যই উক্ত লোকটির সফরসঙ্গী সাহাবায়ে কিরাম হবেন। বুঝা গেলো শরীআতের অজানা বিষয়ে নবী-রসূলগণের অবর্তমানে অন্য বিজ্ঞ আলিমের নিকটে জিজ্ঞেস করার প্রতিই ছিলো রসূলুল্লাহ স.-এর নির্দেশ। আর এটাই সরাসরি তাকলীদ।

তাকলীদ বিষয়ক একটি অনস্বীকার্য বাস্তবতা

রসূলুল্লাহ স.-এর তেইশ বছর নবুওয়াতী জীবনে ইসলামের বিধিবিধানে ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। সংক্ষিপ্ত বিধানের ব্যাখ্যা এসেছে, ব্যাপক বিধান সংকুচিত হয়েছে, আবার সংকুচিত বিধান ব্যাপক হয়েছে। কোন কোন বিধানের মধ্যে একাধিকবারও পরিবর্তন হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে পরিবর্তিত সব বিধানই কুরআন-হাদীসে বিদ্যমান রয়েছে। যেমন- মদের নিষেধাজ্ঞার বিধান, কিবলা পরিবর্তনের বিধান, আগুনে রান্না করা খাবার খেয়ে অযু করার বিধান, নামাযে কথা বলা এবং সালাম দেয়ার বিধান ইত্যাদি। কুরআনের আয়াত থেকে বিবাদমান বিধিবিধান খুঁজে পাওয়া অনেকটা সহজ হলেও হাদীসের কিতাব থেকে তা খুঁজে পাওয়া অনেক কঠিন। গবেষক ইমামগণও মাঝে মধ্যে এ কাজে হিমশিম খেয়ে যান। তাহলে কুরআন-হাদীসের ব্যাপারে যার পারদর্শিতা নেই, নিজেই হাদীস-কুরআনের

অনুবাদ দেখে আমল করতে চাইলে সে এ নিশ্চয়তা কোথা থেকে পাবে যে, তার আমলটি কোন রহিত আয়াত বা হাদীসের ওপর হচ্ছে না? কিংবা এমন আয়াত বা হদীসের ওপর হচ্ছে না যার ওপর আমল করার বৈধতা এখন আর নেই? বা এমন বিধান পরিত্যাগ করা হচ্ছে না যা ইতিমধ্যে আবশ্যক সাব্যস্ত হয়েছে। তাহলে জান্নাত/জাহান্নামের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে দ্বীনের ব্যাপারে এত বড় অসতর্ক পন্থা গ্রহণ কীভাবে অনুমোদিত হতে পারে? সুতরাং কুরআন-হাদীসের ওপর আমল করার নিরাপদ পন্থা এটাই যে, কুরআন-হাদীসে পারদর্শী গবেষক ইমামগণের কারও থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ এবং দিকনির্দেশনা ব্যতীত নিজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে বিরত থাকা। এরই নাম তাকলীদ।

তাকলীদে শখছী

তাকলীদের প্রয়োজনীয়তা শিরোনামের অধীনে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা যাদেরকে কুরআন-হাদীসের গভীর জ্ঞান এবং গবেষণার যোগ্যতা দান করেছেন তারা সরাসরি কুরআন-হাদীস থেকে তাদের জীবন চলার পথের সব সমস্যার সমাধান বের করবেন। আর যারা সেই পর্যায়ের জ্ঞান রাখে না তাদের ভ্রান্তি থেকে মুক্ত থাকার এবং সঠিকভাবে কুরআন-হাদীস পালন করার জন্য কোন গবেষক ইমামের অধীনে থেকে তাঁর দেয়া ব্যাখ্যা মেনে চলা আবশ্যক। নির্দিষ্ট কোন একজন গবেষক ইমামের তাকলীদ না করে বিভিন্ন মাসআলায় বিভিন্ন ইমামের তাকলীদ করতে চাইলে তা اِتِّبَاعِ هَوَى বা মন চাহিদার অনুকরণের কারণে অবৈধ সাব্যস্ত হবে। কেননা, দ্বীনের ফায়দা সামনে রেখে দলীলের দৃঢ়তা অনুধাবন করা এবং বিভিন্ন মুজতাহিদের দলীলের মধ্যে তুলনামূলক প্রাধান্য বিবেচনা করার যোগ্যতা অর্জন করা মুজতাহিদ বা গবেষকের বৈশিষ্ট। সাধারণ মুকাল্লিদগণের মাঝে এটা পাওয়া যায় না। একান্ত কারও মধ্যে এ যোগ্যতা মোটামুটি বিদ্যমান থাকলে তিনি কোন মুজতাহিদের মৌলিক নীতিমালার অনুসরণ করে শাখাগত মাসআলার প্রাধান্য নিরূপণে দলীলের সূক্ষ্মতা বিশ্লেষণ করে কোন একটিকে প্রাধান্য দিতে পারেন। যেমন করেছেন ইমাম আবু ইউসুফ, মুহাম্মাদ, ইমাম নববী, হাফেজ ইবনে হাজার ও ইবনু আব্দিল বারসহ অনেক গবেষক মুকাল্লিদ। তাঁদের মতো যোগ্যতার অধিকারী না হলে বিভিন্ন মাসআলায় বিভিন্ন ইমামের অনুসরণ اِتِّبَاعِ هَوَى বা মন চাহিদার অনুকরণ ব্যতীত ভিন্ন কিছু বলার সুযোগ থাকে না। হ্যাঁ, যদি কোন ক্ষেত্রে এমন ঘটে যায় যে, আমি যে ইমামকে অনুসরণ করে চলছি তাঁর বর্ণিত মাসআলার পক্ষে কোন দলীল নেই। অথচ এর

বিপরীতে প্রকাশ্য আয়াত বা হাদীস বিদ্যমান রয়েছে সে ক্ষেত্রে ওই মাজহাবের অনুসারী উলামায়ে কিরামের দায়িত্ব হলো ইমামের মতামত ছেড়ে দিয়ে কুরআন-হাদীসের প্রকাশ্য বিধানের দিকে ফিরে আসা। কারণ, জগদ্বিখ্যাত চার ইমাম থেকেই বর্ণিত আছে যে, إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي "হাদীস সহীহ হলে সেটা আমার মাজহাব"।

তাকলীদে শখছীর প্রমাণ

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ أَهْلَ المَدِينَةِ سَأَلُوا ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ ثُمَّ حَاضَتْ، قَالَ لَهُمْ: تَنْفِرُ، قَالُوا: لاَ نَأْخُذُ بِقَوْلِكَ وَنَدَعُ قَوْلَ زَيْدٍ قَالَ: إِذَا قَدِمْتُمُ المَدِينَةَ فَسَلُوا، فَقَدِمُوا المَدِينَةَ، فَسَأَلُوا، فَكَانَ فِيمَنْ سَأَلُوا أُمُّ سُلَيْمٍ، فَذَكَرَتْ حَدِيثَ صَفِيَّةَ رَوَاهُ خَالِدٌ، وَقَتَادَةُ، عَنْ عِكْرِمَةَ(رَوَاه الْبُخَارِيُّ فِيْ بَابُ إِذَا حَاضَتِ المَرْأَةُ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ)

হাদীস নং- ৩০ : হযরত ইকরামা রহ. থেকে বর্ণিত, মদীনাবাসীরা হযরত ইবনে আব্বাস রা.কে ওই মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো যে তওয়াফে যিয়ারাতের পরে ঋতুমতী হয়ে গেছে। অর্থাৎ, বিদায়ী তওয়াফ করতে পারেনি। হযরত ইবনে আব্বাস রা. তাদেরকে বললেন: সে চলে যাবে। (অর্থাৎ, বিদায়ী তওয়াফ করতে হবে না) এর জবাবে মদীনাবাসী বললো: আমরা আপনার কথা শুনে যায়েদ বিন সাবিতের কথা পরিত্যাগ করতে পারব না। হযরত ইবনে আব্বাস রা. বললেন: তোমরা মদীনায় গিয়ে জিজ্ঞেস করো। তারা মদীনায় এসে জিজ্ঞেস করলো। তার যাদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলো তাদের একজন ছিলেন হযরত উম্মে সুলাইম রা.। তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত ছফিয়ার হাদীস শুনিয়ে দিলেন। (অর্থাৎ, বিদায়ী তওয়াফ করতে হবে না) হাদীসটি খালিদ ও কতাদা হযরত ইকরামা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। (বুখারী: ১৬৪৭)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামিউল উসূল: ১৪৮৭)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীসের প্রতি লক্ষ্য করুন! হযরত ইবনে আব্বাস রা.কে মদীনাবাসী যে মাসআলা জিজ্ঞেস করেছিলো হযরত ইবনে আব্বাস রা. তার সঠিক জবাব দেয়া সত্ত্বেও মদীনার মুফতী যায়েদ বিন সাবিতের মতের সাথে অমিল হওয়ায় মদীনাবাসী সে মাসআলা গ্রহণ করতে চাইলো না। এমনকি হযরত ইবনে

আব্বাস রা.ও তাদেরকে নিজের মাসআলা মানার জন্য জোর দিলেন না; বরং বললেন যে, তোমরা মদীনায় গিয়ে জিজ্ঞেস করো। এ হাদীসটি মদীনাবাসী কর্তৃক যায়েদ বিন সাবিতের একক সিদ্ধান্ত পালনের প্রমাণ। আর এরই নাম তাকলীদে শখছী; হযরত ইবনে আব্বাস রা.ও যার প্রতি মৌনসম্মতি জানালেন।

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو قَيْسٍ، سَمِعْتُ هُزَيْلَ بْنَ شُرَحْبِيلَ، قَالَ: سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنْ بِنْتٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ، فَقَالَ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَسَيُتَابِعُنِي، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ المُهْتَدِينَ، أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ» فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: لاَ تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الحَبْرُ فِيكُمْ (رَوَاه الْبُخَارِىُّ فِىْ بَابُ مِيرَاثِ ابْنَةِ الِابْنِ مَعَ بِنْتٍ)

হাদীস নং- ৩১ : হযরত হুযাইল বিন শুরাহবীল রা. থেকে বর্ণিত, হযরত আবু মুসা আশআরী রা.কে এক কন্যা, এক পৌত্রী এবং এক বোনের প্রাপ্য সম্পর্কে ফারায়েজ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন: কন্যা অর্ধেক এবং বোন অর্ধেক পাবে। তুমি ইবনে মাসউদের নিকটে যাও, তিনিও আমার মতো বলবেন। অতঃপর হযরত ইবনে মাসউদ রা.কে জিজ্ঞেস করা হলো এবং আবু মুসা আশআরীর মন্তব্যও তাঁকে শোনানো হলো। হযরত ইবনে মাসউদ রা. বললেন: তাহলে তো আমি ভ্রষ্ট হয়ে যাব এবং হিদায়াতপ্রাপ্তদের দলভুক্ত থাকব না। এ ব্যাপারে আমি এমন সিদ্ধান্ত করব যা রসূলুল্লাহ স. করেছেন। কন্যা পাবে অর্ধেক। (কন্যাদের জন্য বরাদ্দকৃত) দুই তৃতীয়াংশ পূর্ণ করতে পৌত্রী পাবে এক ষষ্ঠমাংশ। অতঃপর যা বাকী থাকে তা বোনের জন্য। এরপরে আমরা হযরত আবু মুসা রা.-এর নিকটে এসে ইবনে মাসউদ রা.-এর মাসআলা শোনালাম। অতঃপর তিনি বললেন: এ বড় আলিম যতদিন তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকেন ততদিন তোমরা আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করো না। (বুখারী: ৬২৮০)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবু দাউদ, তিরমিজী এবং ইবনে মাজাহ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে।

সারসংক্ষেপ : হযরত আবু মুসা আশআরী রা. মাসআলা বলার পরে হযরত ইবনে মাসউদের নিকটে যাচাইয়ের জন্য পাঠানো, আবার ফিরে আসার পরে এ কথা বলা যে, ‘এ বড় আলিম যতদিন তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকেন ততদিন তোমরা আমাকে কিছুই জিজ্ঞেস করো না’ এ কথারই প্রমাণ বহন করে যে, তাঁরা হযরত ইবনে মাসউদ রা.কে তাঁদের ধর্মীয় সমস্যার সমাধানদাতা ইমাম হিসেবে বিশ্বাস করতেন। আর এরই নাম তাকলীদে শখছী– যা সাহাবায়ে কিরামের মাঝেও প্রচলিত ছিলো।

حَدَّثَنَا الشَّيْخُ الحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ أَحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي قال: أنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ , أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ الْخُطَبِيُّ , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ , حَدَّثَنِي أَبِي , نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , أنا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ: سُئِلَ أَبُو بَكْرٍ عَنِ الْكَلَالَةِ , فَقَالَ: " إِنِّي سَأَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي , فَإِنْ يَكُ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ , وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ , أُرَاهُ: مَا خَلَا الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ قَالَ: إِنِّي لَأَسْتَحِي مِنَ اللَّهِ , أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا قَالَهُ أَبُو بَكْرٍ "

হাদীস নং- ৩২ : ইমাম শা’বী রহ. থেকে বর্ণিত, হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা.কে কালালার বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন: আমি এ ব্যাপারে আমার নিজস্ব মত বলছি। যদি সঠিক হয় তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে; আর ভুল হলে আমার এবং শয়তানের পক্ষ থেকে। আমি মনে করি কালালা হলো ওই ব্যক্তি যার সন্তানও নেই পিতা-মাতাও নেই। অতঃপর যখন হযরত উমার রা. খলীফা হলেন তখন বললেন: হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা.-এর কথা প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে আমি আল্লাহ তাআলা থেকে লজ্জা বোধ করি।

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মুরসাল। ইমাম আহমাদ রহ. থেকে ওপরের সবাই বুখারী-মুসলিমের প্রসিদ্ধ রাবী। আর ইমাম আহমাদের ছেলে আব্দুল্লাহ حافظ “হাদীসের হাফেজ” (আল কাশেফ: ২৬২৫) ইসমাঈল বিন আলী আলখুতাবী وَثَّقَهُ الدَّارَقُطْنِيّ “ইমাম দারাকুতনী তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন”। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: তবকা- ২০, রাবী নম্বর- ৩০০) মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন রিয্ক قَالَ الخَطِيْبُ: كَانَ ثِقَةً صَدُوْقاً كَثِيْرَ السَّمَاعِ وَالكِتَابَةِ، حَسَنَ الاعْتِقَادِ، “খতীবে বাগদাদী বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্য, সত্যনিষ্ঠ, হাদীস শ্রবণ ও লেখনীতে অগ্রগণ্য

এবং সুন্দর আকীদার অধিকারী। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: তবকা- ২২, রাবী নম্বর- ১৫৫)

ইমাম শা'বী রহ. হযরত উমার রা. থেকে শোনেননি– এ কারণে হাদীসটি মুরসাল। তবে আহমাদ বিন আব্দুল্লাহ আল ইজলী বলেন: مرسل الشعبى صحيح "ইমাম শা'বীর মুরসাল সহীহ"। ইমাম আবু দাউদ রহ. থেকে বর্ণিত: مرسل الشعبى أحب إلى من مرسل النخعى "ইমাম শা'বীর মুরসাল আমার নিকটে ইবরাহীম নাখঈর মুরসাল থেকে বেশী পছন্দনীয়"। (তাহজীবুল কামাল: রাবী নম্বর- ৩০৯২) আর ইবরাহীম নাখঈর মুরসালকে রিজাল শাস্ত্রের একদল ইমাম সহীহ বলেছেন। (তাহজীবুত তাহজীব: রাবী নম্বর- ৩২৫) সুতরাং তার চেয়ে বেশী পছন্দনীয় শা'বীর মুরসাল অবশ্যই সহীহ।

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত উমার রা. কালালার বিষয়ে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা.-এর একক সিদ্ধান্ত মেনে নিলেন এবং এ মন্তব্যও করলেন যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা.-এর কথা প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে আমি আল্লাহ তাআলা থেকে লজ্জা বোধ করি। এটা তাকলীদে শখছী বা দ্বীনের বিষয়ে নির্দিষ্ট কোন একজন আলিমের মতামত গ্রহণের স্পষ্ট প্রমাণ। সাথে সাথে ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমার রা. থেকে প্রমাণিত হওয়ায় এটা দ্বীনের দলীল হিসেবে স্বীকৃত। কারণ, হযরত আবু বকর সিদ্দীক ও উমার রা.-এর অনুসরণের বিষয়ে খোদ রসূলুল্লাহ স. অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। (তিরমিজী: ৩৭৯৯)

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ يَعْنِي ابْنَ بُرْقَانَ، حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ مَسْجِدَ حِمْصَ فَإِذَا فِيهِ نَحْوٌ مِنْ ثَلَاثِينَ كَهْلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا فِيهِمْ شَابٌّ أَكْحَلُ الْعَيْنَيْنِ، بَرَّاقُ الثَّنَايَا سَاكِتٌ، فَإِذَا امْتَرَى الْقَوْمُ فِي شَيْءٍ أَقْبَلُوا عَلَيْهِ فَسَأَلُوهُ. فَقُلْتُ: لِجَلِيسٍ لِي مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ...

হাদীস নং- ৩৩ : হযরত আবু মুসলিম খওলানী রহ. বলেন: আমি হিমসের মসজিদে প্রবেশ করলাম। সেখানে প্রায় ত্রিশজন বয়োবৃদ্ধ সাহাবায়ে কিরাম উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে সুরমালো চোখ এবং উজ্জল দাঁতের অধিকারী এক নীরব যুবক ছিলেন। উপস্থিত সাহাবায়ে কিরামের মাঝে কোন বিষয়ে বিতর্ক দেখা দিলে ওই যুবককে জিজ্ঞেস করতেন। আমি আমার এক সাথীকে জিজ্ঞেস করলাম:

ওই যুবক কে? তিনি বললেন: ওই যুবক হলেন হযরত মুআজ বিন জাবাল রা.। (সংক্ষেপিত, মুসনাদে আহমাদ: ২২০৮০)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। এ হাদীসের রাবীগণের মধ্যে হাবীব বিন আবী মারঝুক ব্যতীত সবাই-ই বুখারী/মুসলিমের রাবী। আর হাবীব ثقة "নির্ভরযোগ্য, মর্যাদাবান" (তাহজীবুত তাহজীব: ৩৪৮) মুসনাদে আহমাদের তাহকীকে শায়খ শুআইব আরনাউত বলেন: إسناده صحيح "হাদীসটির সনদ সহীহ"।

সারসংক্ষেপ : এ হাদীসের বর্ণনামতে সাহাবায়ে কিরামের ত্রিশ সদস্যের একটি বড় দল কোন বিষয়ে সংশয় বা বিতর্কের পর্যায়ে গেলে হলে হযরত মুআজ রা.-এর দেয়া সিদ্ধান্ত মেনে নিতেন। এটা সাহাবা কর্তৃক তাকলীদে শখছীর প্রমাণ।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ دُحَيْمٌ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي حَسَّانُ يَعْنِي ابْنَ عَطِيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيِّ، قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ الْيَمَنَ رَسُولُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْنَا، قَالَ: فَسَمِعْتُ تَكْبِيرَهُ مَعَ الْفَجْرِ رَجُلٌ أَجَشُّ الصَّوْتِ، قَالَ: فَأُلْقِيَتْ عَلَيْهِ مَحَبَّتِي فَمَا فَارَقْتُهُ حَتَّى دَفَنْتُهُ بِالشَّامِ مَيِّتًا، ثُمَّ نَظَرْتُ إِلَى أَفْقَهِ النَّاسِ بَعْدَهُ فَأَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَلَزِمْتُهُ حَتَّى مَاتَ،...(رَوَاه ابُوْ دَاود فِيْ بَابِ إِذَا أَخَّرَ الْإِمَامُ الصَّلَاةَ عَنِ الْوَقْتِ)

হাদীস নং- ৩৪ : হযরত মাইমূন আলআওদী রহ. বলেন: রসূলুল্লাহ স.-এর প্রেরিত দূত হিসেবে হযরত মুআজ রা. আমাদের নিকটে ইয়ামানে আসলেন। আমি ফজরের নামাযে তাঁর তাকবীর শুনলাম। তিনি উচ্চ আওয়াজের অধিকারী ছিলেন। তাঁর প্রতি আমার ভালোবাসা সৃষ্টি হলো। তাঁকে সিরিয়ায় মৃত দাফন করা পর্যন্ত আমি তাঁর থেকে পৃথক হইনি। অতঃপর মানুষের মাঝে সবচেয়ে বড় ফকীহ অনুসন্ধান করে হযরত ইবনে মাসউদ রা.কে আঁকড়ে ধরলাম এবং তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর সাথেই থাকলাম। (সংক্ষেপিত, আবু দাউদ: ৪৩২)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী/মুসলিমের রাবী। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, নাসাঈ এবং ইবনে মাজাহ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। আবু দাউদ শরীফের তাহকীকে শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (সহীহ-জঈফ আবু দাউদ: ৪৩২)

সারসংক্ষেপ : রসূলুল্লাহ স.-এর জীবদ্দশায় হযরত মুআজ রা.-এর হাতে ইসলাম

গ্রহণকারী হযরত আমর বিন মাইমূন রহ.-এর জীবনী থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি দ্বীন শিক্ষার জন্য প্রথমে হযরত মুআজ রা.কে এককভাবে এবং পরবর্তীতে হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা.কে এককভাবে গ্রহণ করেছিলেন। এটা সাহাবায়ে কিরামের উপস্থিতিতে তাবিঈ কর্তৃক তাকলীদে শখছী গ্রহণের প্রমাণ।

সহীহ সনদে বর্ণিত তাকলীদে শখছীর অনুরূপ বহু প্রমাণ হাদীসের কিতাবে বিদ্যমান রয়েছে। শুধু নমুনা হিসেবে এখানে কিছু পেশ করা হলো।

তাকলীদে শখছী অনুসরণকারী কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তি

১। **ইমাম আবু দাউদ** সুলাইমান বিন আশআস আসসিজিস্তানী (মৃত্যু- ২৭৫ হি.)। নির্ভরযোগ্য মতানুসারে ইমাম আবু দাউদ রহ. ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রহ.-এর মাজহাব অনুসরণ করে চলতেন। ইমাম জাহাবী বলেন: كَانَ أَبُو دَاوُدَ مَعَ إِمَامَتِهِ فِي الحَدِيْثِ وَفُنُوْنِهِ مِنْ كِبَارِ الفُقَهَاءِ، فَكِتَابُهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، وَهُوَ مِنْ نُجَبَاءِ أَصْحَابِ الإِمَامِ أَحْمَدَ، "ইমাম আবু দাউদ রহ. হাদীস এবং তৎসম্পর্কিত বিষয়ের ইমাম এবং বড় মাপের ফকীহ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কিতাব থেকে প্রমাণ হয় যে, তিনি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ.-এর অনুসারীদের অন্যতম ব্যক্তি ছিলেন"। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: তবকা- ১৫, রাবী নম্বর- ১১৭, তবাকাতুল হানাবিলা: সুনানে আবু দাউদ- ইসলামিক ফউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক অনুদিত, পৃষ্ঠা: ৩৪)

২। **ইমাম দারাকুতনী** আবুল হাসান আলী বিন উমার (মৃত্যু- ৩৮৫ হি.)। ইমাম দারাকুতনী রহ. ইমাম শাফিঈ রহ.-এর মাজহাবের অনুসারী এবং উক্ত মাজহাবের বিশিষ্ট ইমাম ছিলেন। আল্লামা খতীবে বাদাদী রহ. বলেন: درس فقه الشافعى على أبى سعيد الإصطخرى "ইমাম দারাকুতনীর রহ. শাফিঈ মাজহাবের ইলমে ফিকহ শিক্ষা গ্রহণ করেছেন আবু সাঈদ আল ইসতাখরী থেকে। (তারীখে বাগদাদ: রাবী নম্বর- ৬৩৫৭)

৩। **হাকেম আবু আব্দুল্লাহ** মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ নিশাপুরী রহ. (মৃত্যু- ৪০৫ হি.)। তিনি শাফিঈ মাজহাবের অনুসারী এবং উক্ত মাজহাবের বিশিষ্ট ইমাম ছিলেন। (আল্লামা সুবকী লিখিত তবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ আলকুবরা, তবকা-৪ ক্রমিক ৩২৯

৪। **আব্দুর রহমান বিন মাহদী** রহ. (মৃত্যু- ১৯৮ হি.)। তিনি রিজাল শাস্ত্রের বিশিষ্ট ইমাম এবং শাফিঈ মাজহাবের অনুসারী ছিলেন। তাঁর অনুরোধে ইমাম শাফিঈ রহ. 'উসূলুল ফিকহ' নামক প্রসিদ্ধ কিতাব লিখে পাঠিয়ে দেন। (তাহজীবুল কামাল: ইমাম শাফিঈ রহ.-এর জীবনী আলোচনায়) তবে ইমাম আহমাদ রহ.-এর

মন্তব্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি মদীনাবাসীদের মাজহাব তথা মালেকী মাজহাবের দিকে আকৃষ্ট ছিলেন। (তাহজীবুল কামাল: আব্দুর রহমান বিন মাহদী রহ.-এর জীবনী আলোচনায়)

৫। **ইমাম বাইহাকী** আহমাদ বিন হুসাইন বিন আলী রহ. (মৃত্যু-৪৫৮হিঃ)। ইমাম বাইহাকী রহ. শাফিঈ মাজহাবের অনুসারী এবং উক্ত মাজহাবের বিশিষ্ট ইমাম ছিলেন। (তবাকাতুশ শাফিয়্যীন {আল্লামা ইবনে কাসীর লিখিত}: তবকা- ৬)

৬। **ইমাম আবু ইউসুফ** ইয়াকুব বিন ইবরাহীম আল কাযী রহ. (মৃত্যু- ১৮১ হি.)। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর আনুসারী এবং তাঁর বিশিষ্ট শাগরিদ ছিলেন। সাথে সাথে তিনি তৎকালীন ইসলামী খিলাফাতের প্রধান বিচারপতির দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। (তারীখে বাগদাদ: ৭৫৫৮)

৭। **ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান** আশশাইবানী রহ. (মৃত্যু- ১৮৯ হি.)। ইমাম মুহাম্মাদ রহ. হযরত ইমাম আবু হানফা রহ.-এর আনুসারী এবং তাঁর বিশিষ্ট শাগরিদ ছিলেন। সাথে সাথে তিনি মুওয়াত্তা, সিয়ার এবং জামে'সহ অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ কিতাব লিখেছেন। হানাফী মাজহাবের ইলমের ভা-ার তাঁরই মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী প্রচার হয়েছে। ইমাম জাহাবী তাঁকে ইলম ও ফিকহ-এর সাগর আখ্যা দিয়েছেন। (মীযানুল ই'তিদাল: ইমাম মুহাম্মাদের জীবনী আলোচনায়, রাবী ননম্বর- ৭৩৭৪)

৮। **ইমাম ত্বহাবী** আবু জাফর মুহাম্মাদ বিন সালামা রহ. (মৃত্যু- ৩২১ হি.)। ইমাম ত্বহাবী রহ. ছিলেন হাদীস ও ফিকহের বড় ইমাম। হাদীস, আহকামে কুরআন, আকাইদ এবং ফিকহ বিষয়ক বহু গ্রন্থের রচয়িতা। সাথে সাথে তিনি ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর অনুসারী এবং হানাফী মাজহাবের অনেক বড় ইমাম ছিলেন। হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন: وقال مسلمة بن قاسم الأندلسي في كتاب الصلة كان ثقة جليل القدر فقيه البدن عالما باختلاف العلماء بصيرا بالتصنيف وكان يذهب مذهب أبي حنيفة وكان شديد العصبية فيه "মাসলামা বিন কাসেম উন্দুলুসী 'কিতাবুছ ছিলা'য় বর্ণনা করেন: ইমাম ত্বহাবী ছিলেন নির্ভরযোগ্য, উঁচু মর্যাদার অধিকারী, আপদমস্তক ফিকহবিদ, উলামাদের মতানৈক্যের ব্যাপারে পারদর্শী এবং লেখনীতে অভিজ্ঞ। তিনি আবু হানীফা রহ.-এর মাজহাব অনুসরণ করে চলতেন এবং এ ব্যাপারে খুব কট্টর ছিলেন"। (লিসানুল মীযান: ইমাম ত্বহাবীর জীবনী আলোচনায়)

৯। **ওয়াকী’ ইবনুল জাররাহ** (মৃত্যু- ১৯৭ হি.)। যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস এবং রিজাল শাস্ত্রের বিশিষ্ট ইমাম ওয়াকী’ ইবনুল জাররাহ হযরত ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর মাজহাব অনুসরণ করতেন। হযরত ইয়াহইয়া বিন মাঈন রহ. বলেন: مَا رَأَيْت أفضل من وَكِيع ... ويفتي بقول أبي حنيفَة وَكَانَ قد سمع مِنْهُ شَيْئًا كثيرا "আমি ওয়াকী’র চেয়ে উত্তম মানুষ কাউকে দেখিনি....। তিনি ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর মতানুসারে ফতওয়া দিতেন। (তাহজীবুল কামাল: হযরত ওয়াকী’ রহ.-এর জীবনী আলোচনায়)

১০। **ইয়াহইয়া বিন সাঈদ** আল কত্তান রহ. (মৃত্যু- ১৯৮ হি.)। যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস এবং রিজাল শাস্ত্রের বিশিষ্ট ইমাম ইয়াহইয়া বিন সাঈদ হযরত ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর মাজহাব অনুসরণ করতেন। হযরত ইয়াহইয়া বিন মাঈন রহ. বলেন: وَكَانَ يحيى بن سعيد الْقطَّان يُفْتِي بقوله "হযরত ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল কত্তান রহ. ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর মতানুসারে ফতওয়া দিতেন"। (তাহজীবুল কামাল: হযরত ওয়াকী’ রহ.-এর জীবনী আলোচনায়) ইয়াহইয়া বিন মাঈন আরও বলেন: سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول لا تكذب الله ما سمعنا أحسن من رأى أبي حنيفة وقد أخذنا بأكثر اقواله "আমি ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল কত্তান থেকে শুনেছি: আল্লাহকে অস্বীকার করো না। ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর থেকে উত্তম মত আমি আর কারও শুনিনি। তাঁর অধিকাংশ মতামত আমরা গ্রহণ করেছি"। (তাহজীবুল কামাল: হযরত ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর জীবনী আলোচনায়) ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রহ. বলেন: كان يحيى يميل إلى قول الكوفيين "ইয়াহইয়া বিন সাঈদ রহ. কুফাবাসী (হানাফী মাজহাব)-এর প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন"। (তাহজীবুল কামাল: হযরত আব্দুর রহমান বিন মাহদী রহ.-এর জীবনী আলোচনায়)

১১। **ইমাম নববী** আবু যাকারিয়া মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া বিন শরফ (মৃত্যু- ৬৭৬ হি.)। ইমাম নববী রহ. মুসলিম শরীফের সর্ববৃহৎ ব্যাখ্যগ্রন্থ ‘আল মিনহাজ’-এর লেখক। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট মুহাদ্দিস এবং রিজাল ও ফিকহ শাস্ত্রের বিশিষ্ট ইমাম। এতদসত্ত্বেও তিনি শাফিঈ মাজহাবের অনুসারী ছিলেন।

১২। **হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী** আবুল ফজল আহমাদ বিন আলী রহ. (মৃত্যু- ৮৫২ হি.)। তিনি বুখারী শরীফের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাগ্রন্থ ‘ফাতহুল বারী’র লেখক এবং হাদীস ও রিজাল শাস্ত্রের যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম হওয়া সত্ত্বেও শাফিঈ মাজহাবের অনুসারী ছিলেন।

১৩। **বদরুদ্দীন আইনী** আবু মুহাম্মাদ মাহমুদ বিন আহমাদ রহ. (মৃত্যু- ৮৫৫ হি.)। তিনি বুখারী শরীফের অপর ব্যাখ্যাগ্রন্থ ‘উমদাতুল কারী’র লেখক এবং হাদীস ও রিজালের বিশিষ্ট ইমাম হওয়া সত্ত্বেও হানাফী মাজহাবের অনুসারী ছিলেন।

এখানে নমুনা হিসেবে মাত্র কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের নাম উল্লেখ করা হলো। এর উদ্দেশ্য শুধু সে সব মানুষদেরকে সামনে পেশ করা যারা কুরআন-হাদীস, ফিকহ ও রিজাল শাস্ত্রের পা-িত্য থাকার পরেও এসব ব্যক্তিবর্গ ইমাম মানার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতেন। এর বিপরীতে কিছু মানুষ যারা সহীহ-শুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াতও করতে পারে না। আবার কেউ আরবীতে লিখিত হাদীস পড়তে জানে না বরং অনুবাদই তাদের পুঁজি। কারও আবার অনুবাদ জানা থাকলেও ইলমের গভীরতা নিতান্তই সীমিত– তারা ইমাম মানার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে না; বরং নিজেরাই সব কিছুর সমাধান করতে পারার দাবীদার। জানি না এটা কি নিজেকে অতি প-িত ভাবার ধোকা নাকি মূর্খতার কারণে নিজেকেও না চেনার পরিণাম।

তাকলীদে শখছী বিষয়ক একটি অনস্বীকার্য বাস্তবতা

কুরআন-হাদীসের মধ্যে যে সব বিষয়ের আলোচনা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং তার বিপরীতে কোন আয়াত বা হাদীস বর্ণিত হয়নি– এমন বিষয় নিয়ে উম্মাতের মধ্যে মতানৈক্য দেখা যায় না; বরং মতানৈক্য সে সব বিষয়ে ঘটে থাকে যে সব বিষয়ে পরস্পরবিরোধী আয়াত বা হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কিংবা কুরআন-হাদীসের বর্ণনা অস্পষ্ট বা অতি সংক্ষিপ্ত হওয়ায় ব্যাখ্যা অনিবার্য হয়ে পড়েছে। আর তাকলীদের প্রয়োজন মূলতঃ এ সব ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। এখন ব্যাখ্যাদাতা চারজন হলে আমলের পদ্ধতি নিয়ে মুসলিম উম্মাহ’র মধ্যে সর্বোচ্চ চারটি দল সৃষ্টি হতে পারে। আর ব্যাখ্যাদাতা দশজন হলে আমলের পদ্ধতি নিয়ে মুসলিম উম্মাহ’র মধ্যে দশটি দল সৃষ্টি হতে পারে। আর ব্যাখ্যাদাতা অগণিত হলে আমলের পদ্ধতি নিয়ে মুসলিম উম্মাহ’র মধ্যে অগণিত দল সৃষ্টি হতে পারে। এ বিষয়টি মাথায় রেখেই হয়তো পূর্বোক্ত মুজতাহিদ আলিমগণ জটিল বিষয়ের ব্যাখ্যা নিজেরা না দিয়ে চার ইমামের ব্যাখ্যার মধ্যে নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করেছেন। উম্মাতের ঐক্য অটুট রাখতে এটাই উত্তম পন্থা নয় কি?

ছুন্নাতের অনুসরণে রয়েছে হিদায়েতের নিশ্চয়তা

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، وَأَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الشَّعْرَانِيُّ، ثنا جَدِّي، ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَ: «قَدْ يَئِسَ الشَّيْطَانُ بِأَنْ يُعْبَدَ بِأَرْضِكُمْ وَلَكِنَّهُ رَضِيَ أَنْ يُطَاعَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا تُحَاقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ، فَاحْذَرُوا يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّ كُلَّ مُسْلِمٍ أَخٌ مُسْلِمٍ، الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ، وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلَّا مَا أَعْطَاهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ، وَلَا تَظْلِمُوا، وَلَا تَرْجِعُوا مِنْ بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ» . " وَقَدِ احْتَجَّ الْبُخَارِيُّ بِأَحَادِيثِ عِكْرِمَةَ وَاحْتَجَّ مُسْلِمٌ بِأَبِي أُوَيْسٍ، وَسَائِرُ رُوَاتِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمْ،

হাদীস নম্বর-৩৫ : হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. বিদায়ী হজ্বে মানুষের উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে ইরশাদ করলেন, শয়তান তোমাদের যমীনে তাকে পূজা করার আশা ছেড়ে দিয়েছে। তবে তোমাদের দৃষ্টিতে নগণ্য কাজের মাধ্যমে তার আনুগত্য করা হবে তাতে সে সন্তুষ্ট হয়েছে। সুতরাং হে লোক সকল তোমরা সতর্ক থেকো। আমি তোমাদের নিকট এমন জিনিস রেখে যাচ্ছি যা তোমরা আঁকড়ে ধরলে কোন দিন পথভ্রষ্ট হবে না। তা হলো আল্লাহ তাআলার কিতাব এবং নবী কারীম স.-এর ছুন্নাত। প্রত্যেক মুসলমান মুসলমানের ভাই। সকল মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই। কোন মুসলমানের জন্য অপর মুসলমান ভাইয়ের সম্পদ গ্রহণ করা বৈধ নয়; কেবল যা সে খুশী মনে প্রদান করে তা ব্যতীত । তোমরা জুলুম করো না। আর আমার পরে কুফরী হালাতে ফিরে গিয়ে তোমরা একজন অপর জনের গর্দান উড়িয়ে দিও না। হাকেম আবু আব্দুল্লাহ রহ. বলেন, হযরত ইকরামার হাদীস দ্বারা ইমাম বুখারী রহ. এবং আবি উআইসের হাদীস দ্বারা ইমাম মুসলিম রহ. দলীল গ্রহণ করেছেন। এ ছাড়া অবশিষ্ট রাবীগণের গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে সকলের ঐকমত্য রয়েছে। (মুসতাদরাকে হাকেম-৩১৮)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। হাকেম আবু আব্দুল্লাহ এ হাদীসের বর্ণনাকারীদেরকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। ইমাম জাহাবী রহ.ও ইকরামা উআইসের ব্যাপারে হাকেমের মন্তব্য সমর্থন করেছেন।

مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ. (رواه مالك فى الموطأ فى كتاب القدر)

হাদীস নম্বর-৩৬ : ইমাম মালেক রহ. বলেন, তাঁর নিকট খবর পৌঁছেছে যে, রসূললুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন: আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস রেখে গেলাম। যতদিন তোমরা এটাকে আঁকড়ে ধরবে ততদিন পথভ্রষ্ট হবে না। তা হলো আল্লাহ তাআলার কিতাব এবং তাঁর নবী স.-এর ছুন্নাত। (মুয়াত্তা মালেক, অধ্যায়: তাকদীর সম্পর্কে মন্তব্য করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা)

হাদীসটির স্তর : হাসান। আল্লামা ঝুরকানী রহ. বলেন, أن بلاغه صحيح كما قال ابن عيينة আমার নিকট পৌঁছেছে বলে ইমাম মালেক রহ. যা বর্ণনা করে থাকেন তা সহীহ। যেমনটি বলেছেন ইবনে উইয়াইনা। (শরহুল মুয়াত্তা লিঝ ঝুরকানী-১৬১৪) এ ছাড়া পূর্ববর্ণিত হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর হাদীস দ্বারাও এটা সর্থিত। মিশকাত শরীফের তাহকীকে শায়খ আলবানীও হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। (মিশকাত-১৮৬)

সারসংক্ষেপ : উপরোক্ত হাদীস দুটি থেকে প্রমাণিত হয় যে, হিদায়াতের ওপর অটল থাকার জন্য রসূলুল্লাহ স. আমাদেরকে কিতাবুল্লাহ এবং ছুন্নাত মেনে চলার তাকিদ দিয়েছেন। সাথে সাথে এ নিশ্চয়তাও দিয়েছেন যে, তোমরা এটা আঁকড়ে ধরে থাকলে পথভ্রষ্ট হবে না।

বর্তমান কালের কিছু মানুষ নিজেদেরকে ছুন্নাত থেকে সরিয়ে নিয়ে উম্মতকে হাদীস মানার আহবান করছে। অথচ হিদায়াতের নিশ্চয়তা রয়েছে ছুন্নাতে। আবার অন্যদিকে রসূল স. কর্তৃক ছুন্নাত মানার আহবানকে সংকীর্ণ করে ছুন্নাতের সাথে সহীহ হওয়ার শর্ত জুড়ে দিয়ে মানুষকে সহীহ ছুন্নাহ'র দিকে আহবান করছে। অথচ সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন এবং তাবে তাঈগণ এমন বহু ছুন্নাতের ওপর আমল করেছেন যা সহীহ সনদে প্রমাণিত নয়। তাঁরা এটাকে হিদায়াতের মাধ্যম হিসেবেই গ্রহণ করেছেন। তাহলে উত্তম যুগের আমলের পথকে সংকীর্ণ করে ছুন্নাতের সাথে শর্তযুক্ত করা কোন্ হাদীসের অনুকরণ তা মোটেই পরিস্কার নয়।

উল্লেখ্য: হাদীস এবং ছুন্নাতের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে যা নিম্ন রূপ ।

এক. রসূল স.-এর কথা কাজ ও সমর্থনের নাম হাদীস । আর উম্মতের করণীয় বা দ্বীনের সন্তোষজনক পন্থার নাম সুন্নাত ।

দুই. সুন্নাত হলো আমল আর হাদীস হলো আমলের দলীল । সব দলীলই বিশ্বাস করতে হবে, তবে সবটাই পালনযোগ্য নয় ।

তিন. হাদীসের মধ্যে মানছুখ(রহিত)আছে কিন্তু ছুন্নাতের মধ্যে কোন মানছুখ নেই । মানছুখ কয়েক প্রকার হতে পারে :

ক. মানছুখ তবে আমল করা জায়েয । যেমন, আগুনে পাকানো কোন কিছু খেয়ে অযু করা । (আবু দাউদ-১৯১)

খ. এমন মানছুখ যার ওপর আমল করাও জায়েয নয় । যেমন, বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামায আদায় করা । (বুখারী-৪১৩৪)

চার. হাদীসের মধ্যে রসূল স.-এর এমন বৈশিষ্টের বিবরণ রয়েছে যা অন্যদের জন্য পালন করা জায়েয নয় । যেমন, নবী কারীম স. কর্তৃক বহু বিবাহ করা । (বুখারী-৪৬৯৭) নবী কারীম স. ঘুমালেও অযু ভঙ্গ হতো না । (বুখারী-১৪০) এটা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলেও উম্মতের জন্য করণীয় নয় । অতএব, এটা হাদীস তবে ছুন্নাত নয় ।

পাঁচ. হাদীসের মধ্যে অনেক জায়েয কাজের বিবরণ আছে যেটা স্বাভাবিক অবস্থায় মাকরূহ । যেমন, রসূলুল্লাহ স. কর্তৃক দাঁড়িয়ে পেশাব করা । (বুখারী-২৩০৯) অথবা স্বাভাবিক অবস্থায় অনুত্তম । যেমন, মাগরিবের পূর্বে নফল পড়ার অনুমতি প্রদানের সাথে সাথে মানুষ যেন এটাকে ছুন্নাত বানিয়ে না নেয় তার আশঙ্কা প্রকাশ করা । (বুখারী-১১১২) এ দু'টি বিষয় সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলেও উম্মতকে এর প্রতি আগ্রহান্বিত করা হয়নি । অথচ ছুন্নাতের প্রতি রসূলুল্লাহ স. মানুষকে ঢালাওভাবে আহবান জানিয়েছেন । রসূলুল্লাহ স. হযরত আনাস রা.কে বলেন, «يَا بُنَيَّ وَذَلِكَ مِنْ سُنَّتِي، وَمَنْ أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الجَنَّةِ» হে বৎস! এটা আমার ছুন্নাত । আর যে আমার ছুন্নাত জিন্দা করলো সে আমাকে ভালো বাসলো । আর যে আমাকে ভালো বাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে । (তিমিজী-২৬৭৮) ইমাম তিরমিজী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন । এ ছাড়াও সহীহ হাদীসের বর্ণনায় রসূল স. উম্মতকে তাঁর নিজের ছুন্নাত এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত খলীফাগণের ছুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দিয়েছেন । (তিরমিজী-২৬৭৬, আবু দাউদ-৪৬০৭, ইবনে মাজা-৪২, মুসনাদে আহমাদ-১৭১৪২)

অতএব, হিদায়াতের ওপর অটল থাকতে সকলকেই ছুন্নাতের অনুসারী হতে হবে । আর এতেই রয়েছে ভ্রষ্টতা থেকে মুক্তির নিশ্চয়তা ।

মুসলিম উম্মাহ'র প্রতি উদাত্ত আহ্বান

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

আয়াত নং- ১৬ : "আর যারা সর্বপ্রথম ও অগ্রজ মুহাজির ও আনসার এবং যারা যথাযোগ্যভাবে তাঁদের অনুসরণ করে আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট । আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কাননকুঞ্জ যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত রয়েছে প্রস্রবণসমূহ । সেখানে তারা চিরকাল থাকবে । এটাই হলো মহা সফলতা" । (সূরা তাওবা: ১০০)

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কিয়ামত পর্যন্ত আগত উম্মাতের সফলতা সাহাবায়ে কিরামের অনুসরণের মধ্যে রয়েছে । পরকালীন সফলতার জন্য আমাদের উচিত হবে সর্বক্ষেত্রে সাহাবায়ে কিরামের পদাঙ্ক অনুসরণাকরা ।

কুরআন-হাদীসের মাসআলা বুঝার ক্ষেত্রে যেভাবে বর্তমান সময়ে উলামায়ে কিরামের মধ্যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয় এভাবে মুজতাহিদ ইমামগণ, তাবিঈ, তাবে তাবিঈ এমনকি সাহাবায়ে কিরামের মধ্যেও মতবিরোধ সৃষ্টি হতো । উদাহরণ হিসেবে নিম্নবর্ণিত হাদীসের প্রতি লক্ষ্য করুন:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنَ الأَحْزَابِ: لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ العَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمُ العَصْرُ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي،لَمْ يُرَدْ مِنَّا ذَلِكَ، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ (رَوَاه الْبُخَارِىُّ فِىْ بَابُ صَلاَةِ الطَّالِبِ وَالمطْلُوبِ رَاكِبًا وَإِيمَاءً)

হাদীস নং- ৩৭ : হযরত ইবনে উমার রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ স.আমাদেরকে খন্দকের যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে বললেন: সবাই-ই আছর পড়বে বনী কুরাইযায় গিয়ে । পথিমধ্যে কারও কারও আছরের ওয়াক্ত হয়ে গেলো । কেউ কেউ বললো: আমরা বনী কুরায়যায় না গিয়ে নামায পড়বো না । আবার অন্যরা

বললো: আমরা বরং নামায পড়ব। আমাদের দ্বারা ওটা উদ্দেশ্য নয় (যে আমরা নামায ছেড়ে দিব)। অতঃপর এ মতবিরোধের ঘটনা নবী কারীম স.-এর নিকটে বলা হলে তিনি তাদের কাউকে তিরস্কার করলেন না। (বুখারী: ৮৯৯)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামিউল উসূল: ৬০৯৬)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ স.-এর নির্দেশ বুঝার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যেও মতবিরোধ সৃষ্টি হতো– যার বহু উদাহরণ রয়েছে। নমুনা হিসেবে একটি মাত্র উদাহরণ পেশ করা হলো। তবে লক্ষণীয় বিষয় হলো: মাসআলা বা আমলগত মতবিরোধ তাঁদের পারস্পারিক সৌহার্দ্যপূর্ণ সুসম্পর্কে কোন ফাটল সৃষ্টি করত না। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে এভাবে তার সাক্ষ্য দিয়েছেন: أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ "তাঁরা কাফিরদের ব্যাপারে ছিলেন বজ্রকঠিন; তবে নিজেদের ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত দয়াপরবশ"। (সূরা ফাতাহ: ২৯) কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি খুবই হতাশাব্যঞ্জক। আমলের পদ্ধতিগত পার্থক্যের কারণে মনের দূরত্ব, সামাজিক দূরত্ব এমনকি মুসলিম ভ্রাতৃত্ব বন্ধনেও বিরূপ প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। এহেন পরিস্থিতিতে কোন একজন ইমামের অনুসরণে সুন্নাতের ওপর ঐক্যবদ্ধ সমাজকে সহীহ হাদীসের দিকে আহবানের নাম ব্যবহার করে নতুন করে দ্বিআবীভক্ত করা হচ্ছে। তাকলীদের কুৎসা রটিয়ে প্রত্যেকের হাতে কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যার গুরুদায়িত্ব তুলে দেয়া হচ্ছে। এটা ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহকে অগণিত দলে বিভক্তের চরম পরিণতির দিকে ঠেলে দেয়া নয় কি? সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত উম্মাতের কোন অংশ নিশ্চিত বিদআতের ফাঁদে আটকে না পড়ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের আমলী ঐক্য নষ্ট করার যে কোন আহ্বান থেকে বিরত থাকার বিনীত অনুরোধ করছি।

ঈমানের কালিমা

نُعَيْمُ الْغِفَارِيُّ بْنُ عَمِّ أَبِيْ ذَرٍّ لَه صُحْبَةٌ ذَكَرَه يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ فِيْ زِيَادَاتِ الْمَغَازِيْ وَأَخْرَجَه الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيْقِ يُوْنُسَ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ إِنْطَلَقَ أَبُوْ ذَرٍّ وَنُعَيْمُ بْنُ عَمِّ أَبِيْ ذَرٍّ وَأَنَا مَعَهُمْ يَطْلُبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُسْتَتِرٌ بِالْجَبَلِ فَقَالَ بِه أَبُوْ ذَرٍّ يَا مُحَمَّدُ أَتَيْنَاكَ لِنَسْمَعَ مَا تَقُوْلُ قَالَ أَقُوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدُ رَّسُوْلُ اللهِ فَآمَنَ بِه أَبُوْ ذَرٍّ وَصَاحِبُه– الاصابة ٤٦٣/٦

হাদীস নম্বর-৩৮ : হযরত বুরাইদা বিন হুসাইব রা. থেকে বর্ণিত, হযরত আবু জার রা. ও তার চাচাতো ভাই নুআইম রা. নবী কারীম স.কে তালাশ করছিলেন আর আমি তাদের সাথে ছিলাম। নবী কারীম স. তখন পাহাড়ে লুকিয়েছিলেন। হযরত আবু জার রা. বললেন: হে মুহাম্মাদ! স. আমরা আপনার কাছে আপনার কথা শুনতে এসেছি। তখন নবী কারীম স. ইরশাদ করলেন: আমি তোমাদেরকে لاإله الا الله محمد رسول الله বলি অর্থাৎ, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই। মুহাম্মাদ স. আল্লাহ তাআলার রসূল। অতঃপর আবু জার রা. ও তার সাথী এ কথার ওপর ঈমান আনলেন। (আল ইসাবা: ৬/৪৬৩, সাহাবী নম্বর- ৮৭৯২)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। ইউসুফ বিন সুহাইব ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী/মুসলিমের রাবী। আর ইউসুফ বিন সুহাইব ثقة "নির্ভরযোগ্য"। (তাকরীব: ৮৮৭৬)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلْتُ الجَنَّةَ فَرَأَيْتُ فِي عارِضَتِي الجَنَّةِ مَكْتُوباً ثَلاَثَةَ أَسْطُرٍ بالذَّهَبِ السَّطْرُ الأَوَّل لاَإلهَ إلا الله محمَّدٌ رَسوُلُ الله والسَّطرُ الثَّانِي ماقَدَّمْنا وَجَدْنا وما أَكَلْنا رَبِحْنا وما خَلَّفْنا خَسِرْنا والسَّطْرُ الثَّالِثُ أُمَّةٌ مُذْنِبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ. (رواه ابن النجار في تاريخ بغداد والرافعي في تاريخ قزوين)

হাদীস নম্বর-৩৯ : হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন: আমি জান্নাতে প্রবেশ করে জান্নাতের উভয় পাশে স্বর্ণাক্ষরে ৩টি লাইন লেখা দেখলাম।

১ম লাইন : لاإله الا الله محمد رسول الله অর্থাৎ, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই মুহাম্মাদ স.আল্লাহ তাআলার রসূল। ২য় লাইন : যা আমরা আগে পাঠিয়েছি তার প্রতিদান পেয়েছি, যা দুনিয়াতে পানাহার করেছি তা দ্বারা লাভবান হয়েছি। আর যা দুনিয়াতে ছেড়ে এসেছি তাতে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। ৩য় লাইন : উম্মাত গুনাহগার এবং রব ক্ষমাকারী। (জামে' সগীর: হাদীস নম্বর- ৪১৮৬)

হাদীসটির স্তর : হাসান লিগইরিহী। আল্লাহ তাআলার একত্ববাদ এবং রসূলুল্লাহ স.-এর নবুওয়াতের প্রতি বিশ্বাস প্রকাশের একটি বাক্য হলো لاإله الا الله محمد رسول الله উক্ত বিশ্বাস প্রকাশের আরও অনেক বাক্য রয়েছে। তন্মধ্যে এ বাক্যটি বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হওয়ার সাথে সাথে উম্মাতের মধ্যে এর ব্যাপক প্রসিদ্ধিও রয়েছে। তাই আমরা এটাকে ঈমানের কালিমা হিসেবে পড়ে থাকি। পূর্ববর্ণিত সহীহ হাদীস ছাড়াও এ কালিমা বর্ণিত হয়েছে:

হযরত হারেস বিন খঝরায রা. থেকে (মু'জামে কাবীর লিত তবারানী:৪১৮৮, মু'জামে আওসাত লিত তবারানী:২১৯, মু'জামে ছগীর লিত তবারানী:৯৪৮,৯৯২)
হযরত উমর রা. থেকে (মু'জামে আওসাত লিত তবারানী:৫৯৯৬ ও ৬৫০২)
হযরত আবু যর রা. থেকে (মুসনাদে বাযযার:৪০৬৫ নং হাদীসে) এবং
হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে (মু'জামে কাবীর-১১০৯৩ নং হাদীসে)
হযরত আনাস বিন মালেক রা. থেকে (জামে' সগীর: হাদীস নম্বর- ৪১৮৬)

ঢেলা-কুলুখ দ্বারা পেশাব থেকে পরিচ্ছন্ন হওয়া

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّرْقُفِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ غَيْلاَنَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ مَوْلَى عُمَرَ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ : كَانَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا بَالَ قَالَ: نَاوِلْنِى شَيْئًا أَسْتَنْجِى بِهِ قَالَ فَأُنَاوِلُهُ الْعُودَ وَالْحَجَرَ أَوْ يَأْتِى حَائِطًا يَتَمَسَّحُ بِهِ أَوْ يُمِسُّهُ الأَرْضَ وَلَمْ يَكُنْ يَغْسِلُهُ. وَهَذَا أَصَحُّ مَا رُوِىَ فِى هَذَا الْبَابِ وَأَعْلاَهُ. (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ فِى السُّنَنِ الْكُبْرى فِىْ بَابِ مَا وَرَدَ فِي الِاسْتِنْجَاءِ بِالتُّرَاب)

হাদীস নম্বর-৪০ : ইয়াসার বিন নুমাইর রহ. বলেন: হযরত উমার রা. পেশাব করতে গিয়ে বলতেন: আমাকে এমন কিছু দাও যা দিয়ে ইস্তিঞ্জা করতে পারি। ইয়াসার বলেন: অতঃপর আমি তাঁকে এক টুকরো কাঠ বা পাথর দিতাম অথবা

তিনি দেয়ালের নিকটে এসে তাতে মুছে ফেলতেন কিংবা মাটিতে স্পর্শ করাতেন; আর ধুতেন না। (সুনানুল কুবরা লিলবাইহাকী: ৫৪০)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। ইমাম বাইহাকী রহ. বলেন: হাদীসটি এ অধ্যায়ের সবচেয়ে সহীহ ও শ্রেষ্ঠ। এ হাদীসের রাবীগণের মধ্যে ইয়াসার বিন নুমাইর ثِقَةٌ "নির্ভরযোগ্য"। (তাকরীব: রাবী নম্বর- ৮৮০০) আব্বাস বিন আব্দুল্লাহ ثِقَةٌ "নির্ভরযোগ্য"। (তাকরীব: রাবী নম্বর- ৩৫১৫) ইসমাঈল বিন মুহাম্মাদ ثِقَةٌ "নির্ভরযোগ্য"। (তারীখে বাগদাদ রাবী নম্বর- ৩৩৪৪) আব্দুল্লাহ বিন ইয়াহইয়া صدوق "সত্যনিষ্ঠ"। (তারীখে বাগদাদ রাবী নম্বর- ৫৩৪৭) আর অবশিষ্ট রাবীগণ সবাই বুখারী/মুসলিমের রাবী।

সারসংক্ষেপ : হযরত উমার রা.-এর আমল দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, পেশাবের পরে কুলুখ ব্যবহার জরুরী এবং কুলুখ ঠিকমতো ব্যবহার করার পরে পানি ব্যবহার আবশ্যক নয়। তবে অন্যান্য বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, পরিচ্ছন্নতার জন্য পানি ব্যবহার করা উত্তম। পেশাবের পরে কুলুখ ব্যবহারের সময় হাঁটা-চলা বা ওঠা-বসা করা বা কাশি দেয়া ভালো। হাঁটা-চলা করার কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ নেই যে, এত কদম হাঁটতে হবে। তবে এতটুকু সময় হাঁটা-চলা করা উচিত যাতে নতুন করে পেশাবের ফোঁটা বের হওয়ার সম্ভাবনা আর না থাকে। কুলুখ ব্যবহারের সময় লোকচক্ষুর আড়ালে থাকার চেষ্টা করা বাঞ্ছনীয়। জনসম্মুখে নির্লজ্জের মতো চলাফেরা না করা এবং সতরের প্রতি খুব খেয়াল রাখা– যেন কুলুখ ব্যবহারের সময় মানুষের সামনে তা প্রকাশ না পায়।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِحَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ أَوْ مَكَّةَ، فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " يُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ ، ثُمَّ قَالَ " بَلَى، كَانَ أَحَدُهُمَا لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَكَانَ الآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ". ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ فَكَسَرَهَا كِسْرَتَيْنِ، فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ قَبْرٍ مِنْهُمَا كِسْرَةً. فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ " لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ تَيْبَسَا أَوْ إِلَى أَنْ يَيْبَسَا ".(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِىْ بَابٌ: مِنَ الكَبَائِرِ أَنْ لاَ يَسْتَتِرَ مِنْ بَوْلِهِ)

হাদীস নম্বর-৪১ : হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন: রসূলুল্লাহ স. একবার মদীনা বা মক্কার কোন এক বাগানের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় দু'জন ব্যক্তির আর্তনাদ শুনতে পেলেন যাদেরকে কবরে শাস্তি দেয়া হচ্ছিলো। তখন রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করলেন: এদেরকে আজাব দেয়া হচ্ছে। তবে তা বড় কোন কারণে নয়। অতঃপর ইরশাদ করলেন: তাদের একজন পেশাব থেকে সতর্কতা অবলম্বন করত না। আর অপরজন চোগলখুরী করত (একের কথা অপরের নিকট অসদুদ্দেশ্যে বলত)। তারপর তিনি খেজুরের একটি ডাল আনিয়ে তা ভেঙ্গে দু'খন্ড করে প্রত্যেক কবরের ওপর এক এক খন্ড রাখলেন। তখন রসূলুল্লাহ স.কে জিজ্ঞেস করা হলো: ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি এমনটি কেন করলেন? জবাবে তিনি ইরশাদ করলেন: এতে ডালটি শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত হয়তো তাদের আজাব কিছুটা লাঘব হবে। (বুখারী: ২১৬)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ ইবনে মাজাহ ও তিরমিজী শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামিউল উসূল: ৮৬৯৩)

সারসংক্ষেপ : পেশাবের পরে কুলুখ ব্যবহারের নির্দেশ মারফু' হাদীসে সরাসরি না পাওয়া গেলেও কবর আজাব থেকে বাঁচার জন্য পেশাব থেকে পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। আমীরুল মুমিনীন হযরত উমার রা. নিজ আমলের মাধ্যমে আমাদেরকে পেশাব থেকে সতর্কতা অবলম্বনের পদ্ধতি দেখিয়েছেন।

মাথার এক চতুর্থাংশ মাসেহ করা ফরয

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

আয়াত নং- ১৭ : হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নামাযে দাঁড়াবে তখন তোমাদের চেহারা ও কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত কর, মাথা মাসেহ কর এবং টাখনু পর্যন্ত পা ধৌত কর। আর যদি জুনুবী হও (অর্থাৎ, গোসল ফরয হয়) তাহলে খুব ভালো করে পবিত্রতা অর্জন কর। (সূরা মায়েদা: ৬)

সারসংক্ষেপ : উপরোক্ত আয়াতের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয় যে, মাথা মাসেহ করা ফরয। তবে তার পরিমাণ এ আয়াতে বর্ণিত হয়নি। এ কারণে মুজতাহিদ ইমামগণ হাদীসের ইঙ্গিত এবং নিজেদের গবেষণার ভিত্তিতে পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। ইমাম আবু হানীফা রহ. নিম্নবর্ণিত হাদীসের আলোকে বলেন: সর্বনিম্ন পরিমাণ এক-চতুর্থাংশ।

حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالاَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَمُقَدَّمِ رَأْسِهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ (رَوَاه مُسْلِمٌ فِيْ بَابِ الْمَسْحِ عَلَى النَّاصِيَةِ وَالْعِمَامَةِ)

হাদীস নম্বর-৪২ : হযরত মুগীরা বিন শু'বা রা. থেকে বর্ণিত: রসূলুল্লাহ স. উভয় মোজা, মাথার সম্মুখভাগ এবং পাগড়ির ওপর মাসেহ করেছেন। (মুসলিম: ৫২৭)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি বুখারী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, তিরমিজী, মুওয়াত্তা মালেক এবং নাসাঈ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামিউল উসূল: ৫২৬৯)

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ بَكْرٌ وَقَدْ سَمِعْتُ مِنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى الْخُفَّيْنِ.(رَوَاه مُسْلِمٌ فِيْ بَابِ الْمَسْحِ عَلَى النَّاصِيَةِ وَالْعِمَامَةِ)

হাদীস নম্বর-৪৩ : হযরত মুগীরা বিন শু'বা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. অযু করলেন এবং মাথার সম্মুখভাগ, পাগড়ী ও উভয় মোজার ওপর মাসেহ করলেন। (মুসলিম: ৫২৯)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি বুখারী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, তিরমিজী, মুওয়াত্তা মালেক এবং নাসাঈ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামিউল উসূল: ৫২৬৯)

সারসংক্ষেপ : উভয় হাদীসে মাথার সম্মুখভাগ মাসেহ করার কথা বর্ণিত হয়েছে। বিভিন্ন হাদীসে মাথার চারটি ভাগ পাওয়া যায়। যথা- সম্মুখ ও পশ্চাৎভাগ (তিরমিজী: ৩৪) এবং ডান ও বাম পাশ। (বুখারী: ৫২৯৬) এ হিসেবে সম্মুখভাগের অর্থই হলো মাথার এক চতুর্থাংশ। উপরন্তু, দ্বিতীয় হাদীসে উল্লিখিত নাসিয়া শব্দের আরেক অর্থ হলো কপাল– যা মাথার এক-চতুর্থাংশ বা তার চেয়েও কম হয়ে থাকে। আতএব সার্বিক বিবেচনায় এক-চতুর্থাংশ মাসেহ করলে মাথা মাসেহ করার ফরয দায়িত্ব সন্দেহাতীতভাবে আদায় হয়ে যাবে।

পূর্ণ মাথা একবার মাসেহ করা উত্তম

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ، أَنَّهَا رَأَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ قَالَتْ مَسَحَ رَأْسَهُ وَمَسَحَ مَا أَقْبَلَ مِنْهُ وَمَا أَدْبَرَ وَصُدْغَيْهِ وَأُذُنَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَجَدِّ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ أَبُو عِيسَى وَحَدِيثُ الرُّبَيِّعِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (رَوَاه الِّرمِذِىُّ فِىْ بَابِ مَا جَاءَ أَنَّ مَسْحَ الرَّأْسِ مَرَّةً)

হাদীস নম্বর-৪৪ : রুবাই বিনতে মুআবীবজ বিন আফরা রা. রসূলুল্লাহ স.কে অযু করতে দেখলেন। তিনি মাথার সামনের দিক, পেছনের দিক অর্থাৎ, পূর্ণ মাথা এবং উভয় কানের ভেতরে-বাইরে একবার মাসেহ করলেন। এ অধ্যায়ে হযরত আলী ও তালহা বিন মুছররিফ বিন আমর-এর দাদা থেকে বর্ণিত হাদীস রয়েছে। (তিরমিজী: ৩৪)

হাদীসটির স্তর : হাসান-সহীহ। ইমাম তিরিমিজী রহ. বলেন: রুবাই বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামিউল উসূল: ৫১৪৯)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, সম্পূর্ণ মাথা একবার মাসেহ করা সুন্নাত; তিনবার নয়।

গর্দান মাসেহ করা

فَإِنَّ عَلِيَّ بْنَ ثَابِتٍ , وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ حَدَّثَانَا عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ , قَالَ: «مَنْ مَسَحَ قَفَاهُ مَعَ رَأْسِهِ وُقِيَ الْغُلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (كِتَابُ الطَّهُورِ لِأَبِي عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ الْخُزَاعِيِّ)

হাদীস নম্বর-৪৫ : হযরত মুসা বিন তালহা রহ. বলেন: যে ব্যক্তি মাথার সাথে তার গর্দান মাসেহ করবে সে কিয়ামতের দিন (গলায়) বেড়ী পরানো থেকে রেহাই পাবে। (কিতাবুত তুহুর লিআবী উবাইদ: ৩৬৮, পৃষ্ঠা: ৩৭৪) হাফেজ ইবনে হাজার রহ.ও তালখীছুল হাবীরে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (তালখীছুল হাবির: ৯৮ নম্বর হাদীসের আলোচনায়)

হাদীসটির স্তর : সনদ হিসেবে হাসান। উল্লিখিত হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই নির্ভরযোগ্য। কেবল মাসউদীকে নিয়ে এতটুকু আপত্তি পাওয়া যায় যে, শেষ বয়সে তাঁর স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু উক্ত অভিযোগ এ কারণে ক্ষতিকর হবে না যে, আবু হাতিমের বর্ণনানুযায়ী তাঁর মৃত্যুর এক বা দুই বছর পূর্বে স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে গিয়েছিলো। আর তাঁর মৃত্যুর দুই বছর পূর্বে আব্দুর রহমান বিন মাহদী তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন; কিন্তু তখন তাঁকে কিছুই জিজ্ঞেস করেননি। (তাহজীবুত তাহজীব: ৩৯১৯)। তাহলে বুঝা যায়, আব্দুর রহমান তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন স্মৃতিশক্তি দুর্বল হওয়ার পূর্বেই। সুতরাং এ বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। হযরত আবু উবাইদ এ হাদীসটি আরও একটি সনদে বর্ণনা করেছেন যা নিম্নরূপ:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ (হাদীস নম্বর- ৩৬৯)

ফায়দা : ইবনে হাজার রহ. তালখীছুল হাবির-এর ৯৮ নম্বর হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন: قُلْتُ : فَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ : هَذَا وَإِنْ كَانَ مَوْقُوفًا فَلَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ ، لِأَنَّ هَذَا لَا يُقَالُ مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ ، فَهُوَ عَلَى هَذَا مُرْسَلٌ “এ হাদীসটি যদিও মাওকুফ তবু মারফু’র হুকুম রাখে। কারণ এটা এমন একটি বিষয় যা বুদ্ধি-বিবেক খাটিয়ে বলা যায় না (বরং রসূলুল্লাহ স. থেকে জেনেই বলতে হয়)। এতদসত্ত্বেও (সাহাবার নাম উল্লেখ না থাকায়) হাদীসটি মুরসাল”। ইবনে হাজার রহ. শরহু নুখবাতিল ফিকারে বলেন, ثِقَةٌ “নির্ভরযোগ্য” রাবীদের মুরসাল বর্ণনার পক্ষে কোন সমার্থক বর্ণনা পাওয়া গেলে চার ইমামের নিকটেই তা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য। (সংক্ষেপিত, শরহু নুখবাতিল ফিকার: ৫০-৫১)

وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ مَسَحَ قَفَاهُ مَعَ رَأْسِهِ. هَذَا مَوْقُوفٌ وَالْمُسْنَدُ فِى إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

হাদীস নম্বর-৪৬ : হযরত ইবনে উমার রা. থেকে বর্ণিত: তিনি যখন মাথা মাসেহ করতেন তখন মাথার সাথে গর্দানও মাসেহ করতেন। (সুনানুল কুবরা লিলবাইহাকী: ২৭৯)

হাদীসটির স্তর : মাওকুফ হিসেবে গ্রহণযোগ্য। ইমাম বাইহাকী রহ. এ হাদীসটিকে মুসনাদ তথা মারফু' হিসেবে জঈফ বলেছেন; তবে মাউকুফ হিসেবে কোন আপত্তি করেননি। যার অর্থ হলো মাউকুফ হিসেবে এটা অগ্রহণযোগ্য নয়।

حَدَّثنا إبراهيم بن سَعِيد، قَال: حَدَّثنا مُحمد بْنُ حُجْر، قَالَ: حَدَّثني سَعِيد بْنُ عَبد الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْر، عَن أَبيهِ، عَن أُمِّهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْر، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ شَهِدْتُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم وَأُتِيَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ فَأَكْفَأَهُ عَلَى يَمِينِهِ ثَلاثًا..... ثُمَّ مَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثًا وَظَاهِرَ أُذُنَيْهِ ثَلاثًا وَظَاهِرَ رَقَبَتِهِ

হাদীস নম্বর-৪৭ : হযরত ওয়াইল বিন হুজ্‌র রা. বলেন: আমি দেখেছি যে, রসূলুল্লাহ স.-এর জন্য পানির পাত্র আনা হলো। তিনি তা থেকে তিনবার ডান হাতের ওপর ঢাললেন। ....অতঃপর মাথা, কান ও গরদানের উপরিভাগ তিনবার করে মাসেহ করলেন। (মুসনাদে বাযযার: ৪৪৮৮)

হাদীসটির স্তর : জঈফ।

عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ بِيَدَيْهِ عَلَى عُنُقِهِ وُقِيَ الْغُلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" وَقَالَ هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ. قُلْتُ: بَيْنَ ابْنِ فَارِسٍ وَفُلَيْحٍ مَفَازَةٌ فَيُنْظَرُ فِيهَا.

হাদীস নম্বর-৪৮ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি অযু করলো আর উভয় হাত দ্বারা আপন গর্দান মাসেহ করলো তাকে কিয়ামতের দিন (গলায়) বেড়ী পরানো থেকে রেহাই দেয়া হবে। (আল্লামা রুইয়ানী বলেন: ইনশাআল্লাহ হাদীসটি সহীহ। (তালখীছুল হাবির: ৯৮ নম্বর হাদীসের আলোচনায়)

হাদীসটির স্তর : সনদ জানা যায়নি। সুতরাং দলীল গ্রহণ স্থগিত। হাফেজ ইবনে হাজার রহ বলেন: ইবনে ফারেস ও ফুলাইহ-এর মধ্যে দীর্ঘ দূরত্ব রয়েছে; তাই বিশুদ্ধতার বিষয়টি আরও ভাবা উচিত। উপরোক্ত প্রত্যেকটি হাদীসের সনদ স্বতন্ত্রভাবে দুর্বল হলেও পারস্পারিক সমর্থনের কারণে সম্মিলিতভাবে যে শক্তি সৃষ্টি হয়েছে মুহাদ্দিসীনে কিরাম সেটাকে হাসান লিগইরিহী বলে থাকেন। যেমনটি বলেছেন শায়খ আব্দুল হক রহ. মিশকাত শরীফের ভুমিকায়। (মুকাদ্দামায়ে মিশকাত: পৃষ্ঠা- ৫ ও ৬)

গর্দান মাসেহ করার যে পদ্ধতি আমাদের মাঝে প্রচলিত আছে সেটা হাদীসসম্মত না হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লামা তাহতাবী রহ. 'মারাকিল ফালাহ'র টিকায় বলেন:

وهو يقتضي أن مسح الرقبة مع مسح الرأس عند ذهاب اليدين إلى مؤخر الرأس وهو خلاف المتداول بين الناس وما في الفتح من أنه يستحب مسح الرقبة بظهر اليدين لعدم استعمال بلتهما فموهم لأن مفهومه إن بلة باطنهما مستعملة وليس كذلك

গর্দান মাসেহ সম্পর্কিত হাদীসসমূহের দাবী হলো: মাথা মাসেহ করার সাথে হাত টেনে নিয়ে গর্দান মাসেহ করা। অথচ এটা প্রচলিত পদ্ধতির পরিপন্থী। হাতের পাতার সিক্ততা অন্য কোন অঙ্গ মাসেহ করার কাজে ব্যবহৃত হয়নি বলে তা দ্বারা গর্দান মাসেহ করা মুস্তাহাব মর্মে ফাতহুল কাদীরে উল্লিখিত বিবরণ লেখকের উদ্ভাবিত। কেননা, তাঁর কথার ফলাফল হলো: হাতের তালুর সিক্ততা ব্যবহৃত। অথচ তা সঠিক নয়। (তাহতাবী আলাল মারাকী: ৪১)

অতএব, হাদীসের বর্ণনা থেকে যেটা তুলনামূলক বেশী স্পষ্ট অর্থাৎ, মাথা মাসেহ করার সময় হাত টেনে আরও নীচ পযর্ন্ত নিয়ে গিয়ে গর্দান মাসেহ করা–এটাই উত্তম হবে।

গর্দান মাসেহ করার উক্ত পদ্ধতি মেনে নেয়া হলে বুখারী-মুসলিমসহ বহু হাদীসের কিতাবে গর্দান মাসেহ করার দলীল মিলবে। তন্মধ্য থেকে নমুনা হিসেবে বুখারী শরীফে বর্ণিত একটি হাদীস নিম্নে পেশ করা হচ্ছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلاً، قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي، كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ نَعَمْ. فَدَعَا بِمَاءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَ يَدَهُ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِيْ بَابِ مَسْحِ الرَّأْسِ كُلِّهِ)

হাদীস নম্বর-৪৯ : এক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ রা.কে জিজ্ঞেস করলো: আপনি কি আমাদেরকে রসূলুল্লাহ স. কীভাবে অযু করতেন তা দেখাতে পারবেন? তিনি বললেন: হ্যাঁ। অতঃপর তিনি পানি আনালেন। হাতের ওপর পানি ঢেলে দু'বার হাত ধুলেন। তারপর কুলি করলেন এবং তিনবার নাকে পানি দিয়ে ঝেড়ে পরিস্কার করলেন। এরপর তিনবার চেহারা ধুলেন। তারপর দুই হাত কনুই পর্যন্ত দুইবার করে ধুলেন। তারপর দুই হাত দিয়ে মাথা মসেহ করলেন। তো উভয় হাত সামনে ও পেছনে নিলেন। মাথার সামনের দিক থেকে শুরু করে উভয় হাত গর্দান পর্যন্ত নিলেন। তারপর আবার যেখান থেকে শুরু করেছিলেন সেখানেই ফিরিয়ে আনলেন। তারপর দুই পা ধুলেন। (বুখারী: ১৮৫)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, তিরমিজী, মুওয়াত্তা মালেক এবং নাসাঈ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামিউল উসূল: ৫১৪৪)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, মাথা মাসেহের সময় হাত টেনে গর্দান পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে পুনরায় ফিরিয়ে আনার মধ্যে গর্দানের উপরিভাগ মাসেহ করতে হয়।

এর বিপরীতে ইমাম নববী রহ. শরহুল মুহাজ্জাব কিতাবে বলেছেন যে, مَسْحُ الرَّقَبَةِ بِدْعَةٌ، وَأَنَّ حَدِيثَهُ مَوْضُوعٌ "গর্দান মাসেহ করা বিদআত এবং এ ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসগুলো মাউযু' বা বানোয়াট"। দলীল বিহীন কারও কথা না মানার দাবীদারগণ অনেকেই বিনাবাক্যে ইমাম নববী রহ.-এর এ উক্তি মনে-প্রাণে মেনে নিলেও বিশিষ্ট গইরে মুকাল্লিদ আলিম আল্লামা শাওকানীসহ যুগশ্রেষ্ঠ বহু মুহাদ্দিস এর কঠোর সমালোচনা করেছেন।

আল্লামা শাওকানী রহ.

আল্লামা শাওকানী রহ. গর্দান মাসেহ করার কিছু দলীল বর্ণনা করে বলেন:

وَبِجَمِيعِ هَذَا تُعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ النَّوَوِيِّ مَسْحُ الرَّقَبَةِ بِدْعَةٌ، وَأَنَّ حَدِيثَهُ مَوْضُوعٌ مُجَازَفَةً، وَأَعْجَبُ مِنْ هَذَا قَوْلُهُ: وَلَمْ يَذْكُرْهُ الشَّافِعِيُّ وَلَا جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ، وَإِنَّمَا قَالَهُ ابْنُ الْقَاصِّ وَطَائِفَةٌ يَسِيرَةٌ فَإِنَّهُ قَالَ الرُّويَانِيُّ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ فِي كِتَابِهِ الْمَعْرُوفِ

بِالْبَحْرِ مَا لَفْظُهُ: قَالَ أَصْحَابُنَا: وَهُوَ سُنَّةٌ، وَتَعَقَّبَ النَّوَوِيُّ أَيْضًا ابْنَ الرِّفْعَةِ بِأَنَّ الْبَغَوِيَّ وَهُوَ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ قَدْ قَالَ بِاسْتِحْبَابِهِ، قَالَ: وَلَا مَأْخَذَ لِاسْتِحْبَابِهِ إِلَّا خَبَرٌ أَوْ أَثَرٌ لِأَنَّ هَذَا لَا مَجَالَ لِلْقِيَاسِ فِيهِ (نيل الاوطار-١/٢٠٧)

অনুবাদ : এসব কিছু থেকে জানা যায় যে, "গর্দান মাসেহ করা বিদআত এবং এ ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসগুলো মাউযু' বা বানোয়াট" বলে ইমাম নববী রহ. যে মন্তব্য করেছেন তা মনগড়া। আরও আশ্চর্যের বিষয় হলো তাঁর এ মন্তব্য যে, 'ইমাম শাফিঈ এবং তাঁর অনুসারীগণ কেউ গর্দান মাসেহ করার কথা বলেননি'। অথচ ইবনুল কাছ এবং ছোট একটি একটি দল গর্দান মাসেহ করার কথা বলেছেন। শাফিঈ মাজহাবের ইমাম রুইয়ানী 'আল বাহ্‌র' নামক কিতাবে বলেন: আমাদর সাথীগণ বলেছেন: গর্দান মাসেহ করা সুন্নাত।

ইমাম শাওকানী আরও বলেন: ইবনুর রফআহ রহ.ও এ বিষয়ে ইমাম নববীর পিছু ধাওয়া করে বলেন: হাদীসের প্রসিদ্ধ ইমাম বাগাবী রহ. গর্দান মাসেহ করা মুস্তাহাব বলেছেন। আর এ কথার ভিত্তি হতে পারে কেবল হাদীস বা আছার। কারণ, এরকম বিষয়ে বিবেক খাটিয়ে কিছু বলা যায় না। (নাইলুল আওতার: ১/২০৭)

মুল্লা আলী কারী রহ.

حَدِيثُ مَسْحُ الرَّقَبَةِ أَمَانٌ مِنَ الْغُلِّ : قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ إِنَّهُ مَوْضُوعٌ : قُلْتُ لَكِنْ رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ مَنْ مَسَحَ قَفَاهُ مَعَ رَأْسِهِ وُقِيَ مِنَ الْغُلِّ وَالْحَدِيثُ مَوْقُوفٌ إِلَّا أَنَّهُ فِي الْحُكْمِ مَرْفُوعٌ لِأَنَّ مِثْلَهُ لَا يُقَالُ بِالرَّأْيِ وَيُقَوِّيهِ مَا رُوِيَ مَرْفُوعًا مِنْ مُسْنَدِ الْفُرْدَوْسِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ لَكِنَّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ وَالضَّعِيفُ يُعْمَلُ بِهِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ اتِّفَاقًا وَلِذَا قَالَ أَئِمَّتُنَا إِنَّ مَسْحَ الرَّقَبَةِ مُسْتَحَبٌّ أَوْ سُنَّةٌ

অনুবাদ : গর্দান মাসেহ করা বেড়ী থেকে নিরাপদ (হাদীস)। ইমাম নববী শরহুল মুহাজ্জাবে বলেন: এটা মাউযু'। আমি (মুল্লা আলী কারী রহ.) বলি: আবু উবাইদ কাসেম সূত্রে মুসা বিন তলহা থেকে বর্ননা করেন: যে ব্যক্তি মাথার সাথে তার গর্দান মাসেহ করবে সে কিয়ামতের দিন (গলায়) বেড়ী পরানো থেকে রেহাই পাবে। হাদীসটি যদিও মাউকুফ তবে মারফু'-এর শ্রেণীভুক্ত। কারণ, এরকম

বিষয়ে বিবেক খাটিয়ে কিছু বলা যায় না। এ হাদীসটিকে আরও শক্তিশালী করে মুসনাদে ফিরদাউসে ইবনে উমার থেকে জঈফ সনদে বর্ণিত মারফু হাদীস। আর ফযীলাতের ক্ষেত্রে জঈফ হাদীস সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণযোগ্য। এ কারণে আমাদের ইমামগণ বলেন: গর্দান মাসেহ করা সুন্নাত বা মুস্তাহাব। (আল মাউযুআতুল কুবরা: ৪৩৪) এ বর্ণনা দ্বারা মুল্লা আলী কারী রহ. ইমাম নববী রহ.-এর কথা প্রত্যাখ্যান করে গর্দান মাসেহ করার আমলকে কমপক্ষে মুস্তাহাব প্রমাণ করেছেন।

ইমাম আহমাদ রহ.-এর আমল

وَذَكَرَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ أَنَّ فِيهِ رِوَايَةً أُخْرَى: أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ. وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ أَنَّ فِي خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «امْسَحُوا أَعْنَاقَكُمْ مَخَافَةَ الْغُلِّ» . وَالَّذِي وَقَفْت عَلَيْهِ عَنْ أَحْمَدَ فِي هَذَا، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ: رَأَيْت أَبِي إذَا مَسَحَ رَأْسَهُ وَأُذُنَيْهِ فِي الْوُضُوءِ مَسَحَ قَفَاهُ. [فَصْل مَا يُسْتَحَبّ فِي الْوُضُوء]

অনুবাদ : কাজী আবু ইয়া'লা রহ. সহ অন্যান্য মনীষীগণ বলেন: গর্দান মাসেহ করা মুস্তাহাব মর্মে আরও একটি বর্ণনা রয়েছে। আবার কেউ কেউ দলীল পেশ করেছে যে, ইবনে আব্বাস রা.-এর হাদীসে রয়েছে যে, বেড়ী পরানোর আশংকায় তোমরা গর্দান মাসেহ কর। এ ব্যাপারে ইমাম আহমাদ থেকে আমি যা জানতে পেরেছি তা এই যে, ইমাম আহমাদ রহ.-এর ছেলে আব্দুল্লাহ বলেন: আমি আমার পিতাকে দেখেছি অযুতে যখন তিনি মাথা এবং কান মাসেহ করতেন তখন গর্দানও মাসেহ করতেন। (আলমুগনী লিইবনি কুদামা: অযুর মুস্তাহাব অধ্যায়)

ফায়দা : হযরত ইবনে উমার রা. থেকে বর্ণিত মারফু' হাদীস (তারীখে আসফাহান, মুসনাদে ফেরদাউস), হযরত ইবনে উমার রা. থেকে বর্ণিত মাউকুফ হাদীস (সুনানুল কুবরা লিলবাইহাকী, ইবনুল ফারেস), বিশিষ্ট তাবিঈ হযরত মুসা বিন তলহার আছার (কিতাবুত তুহুর লিআবী উবাইদ), শাফিঈ মাজহাবের ইমামগণের মধ্যে আল্লামা বাগাবী (রাফিঈ আল কাবীর), রুয়ানী (রাফেঈ আল কাবীর), ইবনে হাজার আসকালানী (তালখীছুল হাবীর), হানাফী মাজহাবের ইমামগণ থেকে আল্লামা আইনী (আল বিনায়াহ), মুল্লা আলী কারী, (আল মাউযুআতুল কুবরা), হাম্বলী মাজহাবের ইমাম হযরত আহমাদ বিন হাম্বাল, (আলমুগনী লিইবনি কুদামা) ও বিশিষ্ট গইরে মুকাল্লিদ আলিম আল্লামা শাওকানী (নাইলুল আওতার) প্রমুখসহ

অসংখ্য মুহাদ্দিসীনে কিরাম গর্দান মাসেহ করার আমল গ্রহণ করেছেন। আমার অনুসন্ধানে ইমাম নববী রহ. ব্যতীত কোন মুহাদ্দিস এটাকে ভিত্তিহীন বলেননি। ভাবতে বড়ই আশ্চর্য লাগে! কিছু মানুষ উম্মাতে মুসলিমার আমল এবং হাদীস গ্রহণের নীতিমালাকে জলাঞ্জলি দিয়ে নতুন কিছু বলা বা করার নেশায় বিভোর হয়ে পড়েছে। সহীহ হাদীস না পাওয়ার অজুহাতে গর্দান মাসেহ-এর ফযীলাতকে অস্বীকার করে বসেছে। এটাকে বিদআত বলে সমাজে অপপ্রচার চালাচ্ছে। অথচ যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসগণসহ উম্মাতে মুসলিমার বিরাট অংশ এটাকে গ্রহণ করেছে। কেবল ইমাম নববী রহ.-এর দলীলবিহীন উক্তি ব্যতীত এর বিপরীতে পেশ করার মতো তেমন কিছু নেই। অতএব, পূর্ববর্তী বিষয়ের আলোকে নিরপেক্ষ পর্যালোচনাপূর্বক সবার প্রতি সত্য গ্রহণের বিনীত অনুরোধ রাখছি।

মোটা সুতার মোজার ওপর মাসেহ করা জায়েয

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ قَالُوا يَمْسَحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ نَعْلَيْنِ إِذَا كَانَا ثَخِينَيْنِ (رَوَاه التِّرْمِذِيُّ فِيْ بَابِ الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ)

হাদীস নম্বর-৫০ : হযরত মুগীরা বিন শু'বা রা. থেকে বর্ণিত: রসূলুল্লাহ স. অযু করলেন আর সুতার মোজা ও জুতোর ওপর মাসেহ করলেন। ইমাম তিরমিজী রহ. বলেন: হাদীসটি হাসান-সহীহ। হযরত সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারক, ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমাদ ও ইসহাক বিন রাহওয়াইহ রহ.সহ বহু উলামায়ে কিরামের অভিমত এটাই যে, জুতো পায়ে না থাকলেও সুতার মোজা মোটা হলে তার ওপর মাসেহ করা যাবে। (তিরমিজী: ৯৯)

হাদীসটির স্তর : হাসান। ইমাম তিরমিজী রহ. বলেন: হাদীসটি হাসান-সহীহ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (সহীহ-জঈফ তিরমিজী: ৯৯)। তবে আবু কয়েসের একক বর্ণনার কারণে শায়খ শুআইব আরনাউত মুসনাদে

আহমাদ-এর ১৮২০৬ নম্বর হাদীসের তাহকীকে এ হাদীসটির ওপর পূর্ববর্তী অনেক মুহাদ্দিসের আপত্তির কথা তুলে ধরেছেন। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবু দাউদ এবং ইবনে মাজাহ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামিউল উসূল: ৫২৭৯)

সারসংক্ষেপ : হযরত ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর সিদ্ধান্ত এই যে, সুতার মোজা মোটা হলে তার ওপর মাসেহ করা যাবে। মোটা মোজা বলতে ওই মোজাকে বুঝায়: যার মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট থাকবে: ১. বাঁধা ছাড়াই পায়ে আটকে থাকে, ২. জুতোবিহীন শুধু মোজা পায়ে দিয়ে চললেও সহজে ছিড়ে যায় না এবং ৩. মোজার উপরে পানি ঢেলে দিলে সহজে ভিতরে প্রবেশ করে না। এই তিনটি বৈশিষ্ট পাওয়া গেলে সুতার তৈরী উক্ত মোটা মোজার ওপর মাসেহ করা জায়েয। (হিদায়াহ: ১/৬১)

ফায়দা : সুতি মোজার ক্ষেত্রে ইমামগণ যে কঠোরতা করেছেন তার মূল কারণ হলো: কুরআন বলেছে পা ধোয়ার কথা; আর অন্য একটি আয়াত দ্বারাই কেবল কুরআনের উক্ত হুকুমের বিকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। কোন হাদীস দ্বারাও কুরআনের হুকুমের বিকল্প গ্রহণ করা যায় না; যদি সে হাদীস মুতাওয়াতির না হয়। এ শর্ত মোতাবেক خفّ অর্থাৎ, চামড়ার মোজার ওপর মাসেহ করার হাদীসগুলো মুতাওয়াতির পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়ায় তা দ্বারা কুরআনে বর্ণিত পা ধোয়ার হুকুমের বিকল্প হিসেবে চামড়ার মোজার ওপর মাসেহ করা বৈধ সাব্যস্ত হয়েছে। কিন্তু جورب অর্থাৎ, মোটা সুতার মোজার ওপর মাসেহ করার হাদীস যেহেতু সে মানের নয়, তাই এর দ্বারা কুরআনের হুকুমের বিকল্প গ্রহণ করার কোন সুযোগ নেই। তবে মোজা যদি পূর্বোক্ত বর্ণনা মোতাবেক খুব মোটা হয় তাহলে চামড়ার মোজার সাথে বৈশিষ্টগত সাদৃশ্যের কারণে উক্ত হুকুমের আওতায় আসতে পারে।

রক্ত বের হওয়া

مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا رَعَفَ، انْصَرَفَ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَجَعَ فَبَنَى وَلَمْ يَتَكَلَّمْ.

হাদীস নম্বর-৫১ : নাফে' রহ. থেকে বর্ণিত: হযরত ইবনে উমার রা.-এর নাক দিয়ে রক্ত বের হলে তিনি নামায থেকে ফিরে গিয়ে অযু করে পুনরায় অবশিষ্ট নামায আদায় করতেন; আর এ সময় তিনি কথা বলতেন না। (মুওয়াত্তা মালেক: ৭৮, পৃষ্ঠা: ১/১৩)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, হুকমী মারফু'। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী এবং হাদীসের প্রসিদ্ধ ইমাম।

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا رَعَفَ الرَّجُل فِي الصَّلَاةِ أو ذَرَعَه الْقَيْءُ أَوْ وَجَدَ مَذْيًا فَإِنَّهُ يَنْصَرِفُ وَيَتَوَضَّأْ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ عَلَى مَا مَضَى مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ

হাদীস নম্বর-৫২ : হযরত ইবনে উমার রা. বলেন: নামাযের মধ্যে কারও নাক দিয়ে রক্ত বের হলে বা বমি বেরিয়ে আসলে অথবা মজী দেখলে সে নামায থেকে সরে গিয়ে অযু করবে। অতঃপর ফিরে এসে ছুটে যাওয়া নামায পুরো করবে যতক্ষণ সে কথা না বলে। (আব্দুর রযযাক: ৩৬০৯, পৃষ্ঠা: ২/৩৩)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, হুকমী মারফু'। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী এবং হাদীসের প্রসিদ্ধ ইমাম।

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ رُزْءًا أَوْ رُعَافًا أَوْ قَيْئًا فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَضَعْ يَدَه عَلى أَنْفِه فَلْيَتَوَضَّأْ فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَقْبَلَ وَإِلَّا اعْتَدَّ بِمَا مَضَى

হাদীস নম্বর-৫৩ : হযরত আলী রা. বলেন: তোমাদের কেউ যখন তার পেটে (বায়ুজনিত) পীড়া অথবা নাক দিয়ে রক্ত বের হওয়া বা বমি লক্ষ্য করে, সে যেন নাকে হাত দিয়ে বের হয়ে গিয়ে অযু করে নেয়। যদি কথা বলে থাকে তাহলে নতুন করে নামায পড়বে। আর কথা না বলে থাকলে যা পড়েছে সেটাকে গণনা করবে। (আব্দুর রযযাক: ৩৬০৭)

হাদীসটির স্তর : হাসান, হুকমী মারফু'। আসেম বিন যমরা ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী। আর আসেম বিন যমরা صدوق "সত্যনিষ্ঠ" (তাকরীব: ৩৩৮৪) ইমাম জাহাবী বলেন: وثقه بن المديني "আলী বিন মাদীনী" তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। (আল কাশেফ: ২৫০৪)

مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ اللَّيْثِيِّ، أَنَّهُ رَأَى سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ رَعَفَ وَهُوَ يُصَلِّي، فَأَتَى حُجْرَةَ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأُتِيَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ. ثُمَّ رَجَعَ فَبَنَى عَلَى مَا قَدْ صَلَّى.

হাদীস নম্বর-৫৪ : ইয়াযীদ বিন আব্দুল্লাহ বিন কুসাইত রহ. হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব রহ.-এর নাক দিয়ে নামাযরত অবস্থায় রক্ত ঝরতে দেখলেন। অতঃপর তিনি হযরত উম্মে সালামা রা.-এর হুজরার নিকটে আসলেন এবং তাঁকে অযুর পানি দেয়া হলে তিনি অযু করলেন। তারপর ফিরে গিয়ে আদায়কৃত নামাযের ওপর ভিত্তি করলেন। (মুওয়াত্তা মালেক: ৮০)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু' বা আছার। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের ثِقَةٌ "নির্ভরযোগ্য" রাবী।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ , أَنَّ دَاوُدَ بْنَ رُشَيْدٍ حَدَّثَهُمْ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ أَبِيهِ , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا قَاءَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ , أَوْ قَلَسَ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ , ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ». قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَأْنَفَ

হাদীস নম্বর-৫৫ : হযরত আয়েশা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন: নামাযরত অবস্থায় যদি কেউ বমি করে অথবা কারও পেট থেকে খাদ্য বা পানীয় বেরিয়ে আসে তাহলে সে যেন নামায থেকে ফিরে যায়। অতঃপর অযু করে এবং আদায়কৃত নামাযের ওপর ভিত্তি করে; যতক্ষণ সে এ অবস্থায় কথা না বলে। ইবনে জুরাইয বলেন, কথা বললে নতুন করে নামায পড়বে। (দারাকুতনী: ৫৬৩, আত তাহকীক লিইবনিল জাওযী: ১৯৫, ইবনে মাজাহ: ১২২১)

হাদীসটির স্তর : হাসান। এ হাদীসের রাবীগণের মধ্যে আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আলবাগাবী الحَافِظُ، الإِمَامُ، الحُجَّةُ "হাফেজ, ইমাম, প্রমাণ"। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: তবকা- ৮, রাবী নম্বর- ৮২) ইসমাঈল বিন আইয়াশ নিজ শহরের রাবীদের থেকে বর্ণনা করলে তিনি সবার নিকটে গ্রহণযোগ্য। তবে অন্য শহরের লোকদের থেকে তাঁর বর্ণনার ব্যাপারে অনেকে আপত্তি করেছেন। কিন্তু ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাঁকে সাধারণভাবে ثِقَةٌ "নির্ভরযোগ্য" বলেছেন। অনুরূপ মন্তব্য ইমাম আহমাদ রহ. থেকেও বর্ণিত রয়েছে। (আল ইলমাম: ৮৯ নম্বর হাদীসের আলোচনায়) আব্দুল আযীয বিন জুরাইয সম্পর্কে ইমাম জাহাবী বলেন: তাঁর বর্ণিত হাদীসকে ইমাম তিরমিজী রহ. হাসান বলেছেন। (তিরমিজী: ৪৬৩) আব্দুল আযীয বিন জুরাইয ছাড়াও হযরত আয়েশা রা. থেকে এ হাদীসটি ইবনে আবী মুলাইকা

বর্ণনা করেছেন যিনি বুখারী-মুসলিমের নির্ভরযোগ্য রাবী। অবশিষ্ট রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের নির্ভরযোগ্য রাবী। ইমাম দারাকুতনী রহ. হাদীসটিকে মুরসাল বলে প্রত্যাখ্যানের চেষ্টা করলেও ইবনুল জাওঝযী রহ. এ হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন: قُلْنَا قد قَالَ يَحْيَى بن معِين إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش ثِقَة و الزِّيَادَة من الثِّقَة مَقْبُولَة والمرسل عندنَا حجَّة "ইয়াহইয়া বিন মাঈন ইসমাঈল রহ.কে ثِقَةٌ "নির্ভরযোগ্য" বলেছেন। আর ثِقَةٌ রাবীর বাড়তি বর্ণনা গ্রহণযোগ্য। উপরন্তু, মুরসাল হাদীস আমাদের নিকটে দলীল হিসেবে গণ্য।

حَدَّثَنَا عَبد اللَّهِ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ الْمَوْصِلِيُّ، حَدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ، حَدَّثنا بَقِيَّةُ، حَدَّثنا شُعْبَة عَنْ مُحمد بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ عَبد الرَّحْمَنِ بْنِ أَبَان بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَال: قَال رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوُضُوءُ مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ.

হাদীস নম্বর-৫৬ : হযরত যায়েদ বিন সাবিত রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন: প্রবাহিত রক্তের কারণে অযু করতে হবে। (আল কামিল লিইবনিল আদী: আহমাদ ইবনুল ফারাজ-এর জীবনীতে)

হাদীসটির স্তর : হাসান। আহমাদ ইবনুল ফারাজ ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই ثقة "নির্ভরযোগ্য"। আর আহমাদ ইবনুল ফারাজের ব্যাপারে ইবনে আদীসহ কিছু মুহাদ্দিসগণের আপত্তি থাকলেও অনেকে তাঁকে গ্রহণযোগ্য বলেছেন। ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন: هو وسط وقال ابن أبي حاتم محله الصدق... وقال مسلمة ثقة مشهور وذكره ابن حبان في الثقات "তিনি মধ্যম পর্যায়ের রাবী, ইবনে আবী হাতেম বলেন: তিনি সত্যবাদী। হযরত মাসলামা বলেন: তিনি প্রসিদ্ধ নির্ভরযোগ্য রাবী। আর ইবনে হিব্বান তাঁকে 'ছিকাত' কিতাবে উল্লেখ করেছেন। (লিসানুল মীযান: রাবী নম্বর- ৭৬৮) আর বাকিয়্যাহ মুসলিমের রাবী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ব্যাপারে অনেকে আপত্তি করেছেন। ইমাম জাহাবী বলেন: الحافظ ، وثقه الجمهور فيما سمعه من الثقات "তিনি হাফেজ; নির্ভরযোগ্য রাবীদের থেকে বর্ণিত হাদীসের ব্যাপারে ব্যাপক সংখ্যক ইমাম তাঁকে দৃঢ় বলেছেন"। সুতরাং ইমাম শু'বা রহ. থেকে তাঁর বর্ণনা মজবুত। আর স্পষ্টভাবে حَدَّثَنَا (আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন) বলায় তাদলীসের স্বভাবও এ হাদীসে ক্ষতিকর নয়।

সারসংক্ষেপ : উপরোক্ত হাদীসগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পেশাব-পায়খার রাস্তা ব্যতীত শরীরের অন্য কোন স্থান থেকে রক্ত বের হলেও অযু ভেঙ্গে যায়।

মুখ ভরে বমি হওয়া

حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ، وَهُوَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَمْدَانِيُّ الْكُوفِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ حَدَّثَنَا وَقَالَ، إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَعِيشَ بْنِ الْوَلِيدِ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَاءَ فَأَفْطَرَ فَتَوَضَّأَ . فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ صَدَقَ أَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءَهُ قَالَ أَبُو عِيسَى وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ مَعْدَانُ بْنُ طَلْحَةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى وَابْنُ أَبِي طَلْحَةَ أَصَحُّ . قَالَ أَبُو عِيسَى وَقَدْ رَأَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ مِن التَّابِعِينَ الْوُضُوءَ مِنَ الْقَيْءِ وَالرُّعَافِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَحَدِيثُ حُسَيْنٍ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ(رَوَاه التِّرْمِذِيُّ فِيْ بَابِ الْوُضُوءِ مِنَ الْقَيْءِ وَالرُّعَافِ)

হাদীস নম্বর-৫৭ : হযরত আবু দারদা রা. বলেন: রসূলুল্লাহ স. বমি করলেন এবং রোযা ভেঙ্গে দিলেন অতঃপর অযু করলেন। বর্ণনাকারী মা'দান বলেন: আমি দামেশকের মসজিদে হযরত সাওবান রা.-এর সাথে মুলাকাত করে এ বিষয়টি পেশ করলাম। তিনি বললেন: হযরত আবু দারদা সত্য বলেছেন। আমি রসূলুল্লাহ স.-এর জন্য পানি ঢেলে দিয়েছিলাম।

ইমাম তিরমিজী রহ. বলেন: ইসহাক বিন মানসূর তাঁর বর্ণনায় হযরত আবু দারদার ছাত্রের নাম 'মা'দান বিন তলহা' বলেছেন। অথচ সঠিক হল মা'দান বিন আবী তলহা। ইমাম তিরমিজী রহ. বলেন: বমি হলে এবং নাক দিয়ে রক্ত বের হলে অযু করতে হবে বলে সাহাবা এবং তাবিঈগণের মধ্যে অনেক বিশেষজ্ঞ আলিম মত

দিয়েছেন। তন্মধ্যে সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারক, আহমাদ বিন হাম্বল ও ইসহাক বিন ইবরাহীম রাহওয়াঈ রহ. অন্যতম। (তিরমিজী: ৮৭)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। আবু উবাইদা ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী। আর আবু উবাইদা যদিও صدوق "সত্যনিষ্ঠ"। কিন্তু ইমাম তিরমিজী রহ. এ হাদীসটি আরও একজন উসতাদ ইসহাক বিন মানসুর থেকে বর্ণনা করেছেন যিনি বুখারী-মুসলিমের রাবী। ইমাম তিরমিজী রহ. বলেন: হুসাইন কর্তৃক বর্ণিত এ হাদীসটি এ অধ্যায়ের মধ্যে সর্বাধিক সহীহ। (তিরমিজী: ৮৭) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবু দাউদ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামিউল উসূল: ৪৪০৯)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, বমি হলে অযু ভেঙ্গে যায়। বমি দ্বারা অযু ভঙ্গ হওয়ার জন্য মুখভরে বমি হওয়া শর্ত। কারণ, বমির পরিমাণ সামান্য হলে তা পাকস্থলির উপরিভাগ থেকে নির্গত যা সদ্য ভক্ষণকৃত খাবার হয়ে থাকে। আর এটা নাপাক নয়। তবে বমির পরিমাণ বেশী হলে তা পাকস্থলির পরবর্তী স্তরের খাদ্য যা পায়খানায় রূপান্তরের নিকটবর্তী এবং নাপাকের তালিকাভুক্ত। এ কারণে বমির পরিমাণ বেশী হলে তা দ্বারা অযু ভেঙ্গে যায়।

নামাযে উচ্চস্বরে হাসা

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ التُّسْتَرِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي نُعَيْمٍ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَتَرَدَّى فِي حفرة كانت فِي الْمَسْجِدِ وَكَانَ فِي بَصَرِهِ ضَرَرٌ فَضَحِكَ كَثِيرٌ مِنْ الْقَوْمِ وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ضَحِكَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَيُعِيدَ الصَّلَاةَ

হাদীস নম্বর-৫৮ : হযরত আবু মুসা আশআরী রা. থেকে বর্ণিত: রসূলুল্লাহ স. একদিন সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে নামায পড়ছিলেন। এমন সময় চোখে সমস্যাগ্রস্ত এক ব্যক্তি এসে মসজিদের একটি কূপে পড়ে গেলো। অধিকাংশ সাহাবা নামাযের মধ্যে হেসে ফেললেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ স. নির্দেশ দিলেন: যে হেসেছে সে যেন পুনরায় অযু করে নামায পড়ে নেয়। (মুজামে কাবীর লিত তবারানী)

হাদীসটির স্তর : সহীহ লিগইরিহী। আল্লামা হাইসামী বলেন: رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن عبد الملك الدقيقي ولم أر من ترجمه وبقية رجاله موثقون অর্থাৎ,এ হাদীসটি তবারানী তাঁর মুজামে কাবীরে বর্ণনা করেছেন। এর সনদে মুহাম্মাদ বিন আব্দুল মালিক আদ্দাকীকী নামক রাবীর জীবনী কেউ বর্ণনা করেছেন বলে আমার জানা নেই। তবে অবশিষ্ট রাবীগণ সবাই-ই ثقة "নির্ভরযোগ্য"। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ: ১২৭৮) আল্লামা হাইসামী রহ. যে রাবীর জীবনী বর্ণনা দেখেননি বলেছেন, রিজাল শাস্ত্রের বিভিন্ন কিতাবে তার জীবনী রয়েছে তিনি ثقة "নির্ভরযোগ্য" রাবী। (আল কাশেফ: ৫০১৮)

মুহাম্মাদ বিন আবী নুআইম صدوق "সত্যনিষ্ঠ"। (তাকরীব: ৭১৩১) আহমাদ বিন (ইয়াহইয়া) বিন যুহাইর-এর ব্যাপারে ইমাম জাহাবী রহ. বলেন: وكان حجة حافظًا كبير الشأن "তিনি ছিলেন প্রমাণ, হাফেজ এবং উঁচু মর্যাদার ব্যক্তি"। (তারীখুল ইসলাম: ৭/১৫২) অবশিষ্ট সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের নির্ভরযোগ্য রাবী।

মোটকথা, এ হাদীসের রাবীগণের মধ্যে মুহাম্মাদ বিন আবী নুআইম সত্যনিষ্ঠ আর অবশিষ্ট সবাই-ই নির্ভরযোগ্য। উপরন্তু, অন্যান্য বর্ণনা দ্বারা এ হাদীসের বিষয়বস্তুও সমর্থিত।

এ হাদীসটি বেশ কিছু সনদে আবুল আলিয়া থেকে মুরসালভাবে বর্ণিত হওয়ায় কেউ কেউ এটাকে মারফূ' বলতে চাননি; কিন্তু তা সঠিক নয়। কেননা, নির্ভরযোগ্য রাবীদের মাধ্যমে কোন হাদীস মারফূ'ভাবে বর্ণিত হলে তা গ্রহণযোগ্য। অন্য সনদের মুরসাল বর্ণনা মারফূ' হাদীসের বিশুদ্ধতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে না। এ ব্যাপারে ইমাম নববী রহ. বর্ণিত নীতিমালা নিম্নরূপ:

وأما اذا رواه بعض الثقات الضابطين متصلا وبعضهم مرسلا أو بعضهم موقوفا وبعضهم مرفوعا أو وصله هو أو رفعه فى وقت وأرسله أو وقفه فى وقت فالصحيح الذى قاله المحققون من الحديث وقاله الفقهاء وأصحاب الأصول وصححه الخطيب البغدادى أن الحكم لمن وصله أو رفعه سواء كان المخالف له مثله أو أكثر وأحفظ لأنه زيادة ثقة وهى مقبولة

"প্রখর স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন রাবীগণের কেউ কেউ যখন কোন হাদীস মুত্তাসিল বর্ণনা করেন আর অন্যরা মুরসাল বর্ণনা করেন। অথবা কেউ কেউ মাউকুফ বর্ণনা করেন আবার অন্যরা মারফূ' অথবা তিনি নিজেই কখনও মুত্তাসিল বা মারফূ' বর্ণনা করেন, আবার কখনও মুরসাল বা মাউকুফ বর্ণনা করেন। এ ব্যাপারে গবেষক,

মুহাদ্দিস, ফুকাহা এবং নীতিনির্ধারকদের নিকটে গ্রহণযোগ্য এবং খতীবে বাগদাদী কর্তৃক স্বীকৃত মত হলো: মুত্তাসিল ও মারফূ' বর্ণনাটাই গ্রহণযোগ্য। বিপরীত বর্ণনাকারীগণ তার সমসংখ্যক বা বেশী হোক অথবা তার চেয়ে বেশী স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন হোক। কেননা, এটা ثقة "নির্ভরযোগ্য" রাবীদের বাড়তি বর্ণনা যা গ্রহণযোগ্য"। (মুসলিম শরীফের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যগ্রন্থ 'আল মিনহাজ' কিতাবের ভূমিকা: ثقة রাবীদের বাড়তি বর্ণনা গ্রহণযোগ্য অধ্যায়)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ يَوْمًا إِذْ فَجَاءَ رَجُلٌ ضَرِيْرُ الْبَصَرِ فَوَقَعَ فِي رَكِيَّةٍ فِيْهَا مَاءٌ فَضَحِكَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ضَحِكَ فَلْيُعِدْ وُضُوءَه ثُمَّ لِيُعِدْ صَلَاتَه

হাদীস নম্বর-৫৯ : হযরত আবুল আলিয়া বলেন: রসূলুল্লাহ স. একদিন সাহাবায়ে কিরামকে নামায পড়াচ্ছিলেন। এমন সময় একজন অন্ধ ব্যক্তি এসে পানিভরা একটি কূপে পড়ে গেলো। কিছু সাহাবা এতে হেসে ফেললেন। রসূলুল্লাহ স. নামায শেষ করে বললেন: যে হেসেছে সে যেন পুনরায় অযু করে নামায পড়ে নেয়। (আব্দুর রযযাক: ৩৭৬০, পৃষ্ঠা: ২/৩৭৬)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মুরসাল। ইমাম জাহাবী রহ. 'সিয়ারু আলামিন নুবালা' কিতাবে আবুল আলিয়ার জীবনী বর্ণনান্তে এই মন্তব্য করেন: وَمِنْ مَرَاسِيْلِ أَبِي العَالِيَةِ الَّذِي صَحَّ إِسْنَادُهُ إِلَيْهِ: الأَمْرُ بِإِعَادَةِ الوُضُوْءِ، وَالصَّلاَةِ عَلَى مَنْ ضَحِكَ فِي الصَّلاَةِ.وَبِهِ يَقُوْلُ أَبُو حَنِيْفَةَ، وَغَيْرُهُ مِنْ أَئِمَّةِ العِلْمِ. "আবুল আলিয়ার যেসব মুরসাল বর্ণনার সনদ তাঁর পর্যন্ত সহীহ, তন্মধ্যে একটি হলো নামাযে হাসার কারণে অযু এবং নামায পুনরায় আদায় করার ব্যাপারে রসূলুল্লাহ স.-এর নির্দেশ। আর এ মতই গ্রহণ করেছেন ইমাম আবু হানীফা ও অন্যান্য ইমামগণ"। ইমাম আব্দুর রযযাক আরও বেশ কিছু সহীহ সনদে আবুল আলিয়ার এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আর নির্ভরযোগ্য রাবীর মুরসাল বর্ণনার পক্ষে কোন সমর্থক হাদীস থাকলে চার ইমামসহ অনেক নীতিনির্ধারক ইমামের নিকটে তা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য।

حَدَّثَنَا بْنُ جَوْصَاءَ حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ بَقِيَّةَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ قَيْسٍ السَّكُوْنِيُّ. عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ قَهْقَهَةً فَلْيُعِدْ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ

হাদীস নম্বর-৬০ : হযরত ইবনে উমার রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. বলেন: যে ব্যক্তি নামাযের মধ্যে উচ্চস্বরে হাসে সে যেন অযু এবং নামায উভয়টাই পুনরায় আদায় করে। (আলকামিল লিইবনিল আদী: ৪/১০১)

হাদীসটির স্তর : সহীহ লিগইরিহী। আতা বিন আবী রাবাহ বুখারী-মুসলিমের প্রসিদ্ধ রাবী। (তাকরীব: ৫১৬৪) আমর বিন কয়েস ثقة "নির্ভরযোগ্য"। (তাকরীব: ৫৭৩৩) বাকিয়্যাহ ইবনুল ওয়ালীদ মুসলিমের রাবী। তাঁর ব্যাপারে তাদলীসের অভিযোগ থাকলেও এ হাদীসে তিনি حَدَّثَنِيْ (আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন) স্পষ্টভাবে বলায় সে অভিযোগ এ হাদীসের জন্য ক্ষতিকর নয়। উপরন্তু, ইমাম নাসাঈ রহ. বলেন: 'হাদ্দাসানা' বা 'আখবারানা' শব্দে বর্ণনা করলে তিনি ثقة "নির্ভরযোগ্য"। (আল কাশেফ: ৬১৯) আতিয়্যাহ বিন বাকিয়্যাহ-এর ব্যাপারে ইবনে হিব্বান বলেন: তিনি তাঁর পিতা থেকে তাদলীসমুক্ত যা বর্ণনা করেন তা গ্রহণযোগ্য। (ছিকাত লিইবনে হিব্বান: ১৪৮৪০) আবু হাতেম বলেন: كتبت عنه ومحله الصدق وكانت فيه غفلة "আমি তাঁর থেকে হাদীস লিখেছি। তিনি সত্যবাদী, তবে কিছু অসতর্কতাও আছে"। (আল জারূহু ওয়াত তা'দীল: ২১২০) ইবনুল জাওসার ব্যাপারে ইমাম তবারানী বলেন: ابن جَوْصَاء من ثقات المسلمين "ইবনুল জাওসা মুসলমানদের নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি"। হাফেজ আবু আলী বলেন: وكان ركنا من أركان الحديث "তিনি ছিলেন হাদীসের স্তম্ভ"। ইবনে আসাকির বলেন: كان شيخ الشام في وقته "তাঁর যুগে তিনি শামের শায়খ ছিলেন"। (লিসানুল মীযান: ৬৯১)

মোটকথা, এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই নির্ভরযোগ্য। আবার পূর্বোক্ত বর্ণনা দ্বারা এ হাদীসের বিষয়বস্তুও সমর্থিত।

সারসংক্ষেপ : উপরোক্ত হাদীসগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নামাযে উচ্চস্বরে হাসলে অযু এবং নামায উভয়টাই ভেঙ্গে যায়।

এর বিপরীতে অনেকে বলে থাকেন যে, নামাযে উচ্চস্বরে হাসলে নামায ভেঙ্গে যায় তবে অযু ভাঙ্গে না। কিন্তু উপরোক্ত হাদীসগুলোর আলোকে অযু ভঙ্গ হওয়ার

বিষয়টি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। সাথে সাথে এ নিয়ম পালনের মধ্যে নামাযের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাতে বাড়তি সতর্কতাও রয়েছে যা একান্ত জরুরী।

অযু ভঙ্গ হওয়ার নীতিমালা

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِيْ حَصِيْنٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَلْوُضُوْءُ مِمَّا خَرَجَ وَلَيْسَ مِمَّا دَخَلَ وَلَا يَتَوَضَّأُ مِنَ مُوْطَئٍ

হাদীস নম্বর-৬১ : হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন: শরীর থেকে কোন কিছু বের হলে অযু নষ্ট হয়; কোন কিছু ঢুকলে নয়। আর কোন কিছু পদদলিত করলে সে কারণে অযু করা লাগবে না। (মুসান্নাফে আবদুর রযযাক: ১০০, ইবনে আবী শাইবা: ৫৪২)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, হুকমী মারফু'। এ হাদীসের সনদের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের নির্ভরযোগ্য রাবী।

সারসংক্ষেপ : হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর এ বর্ণনা থেকে এ নীতিমালা বের হয়ে আসে যে, শরীর থেকে কোন কিছু অর্থাৎ, নাপাক জিনিস বেরিয়ে আসলে অযু ভঙ্গ হয়ে যায়। এ নীতিমালার আলোকে রক্ত, পুজ, বমি ও ক্ষতস্থান থেকে পানি বের হওয়াসহ শরীর থেকে যে কোন নাপাক বের হওয়ার দ্বারাই অযু নষ্ট হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত। পেশাব বা পায়খানার রাস্তা ব্যতীত শরীরের অন্য কোন জায়গা থেকে রক্ত বের হলে অযু ভাঙ্গার জন্য রক্ত গড়িয়ে যাওয়া শর্ত। কারণ রক্ত বের হয়ে স্বস্থান অতিক্রম না করলে সেটাকে প্রবাহিত রক্ত হিসেবে ধরা যায় না। আর শরীরের রক্তের মধ্যে কেবল প্রবাহিত রক্তই নাপাক। (সূরা আনআম: ১৪৫) সুতরাং যে রক্ত শুধু ক্ষতস্থানে দেখা যায় কিন্তু গড়িয়ে পড়ে না তা পবিত্র। এ জাতীয় রক্ত দেখা গেলে অযু ভঙ্গ হয় না। পুঁজ হলো রক্তসহ শরীরের অন্যান্য অংশের পঁচা তরল যা রক্তের মতো নাপাক। তেমনিভাবে বমি দ্বারা অযু ভঙ্গ হওয়ার জন্যও মুখভরে বমি হওয়া শর্ত। কারণ, বমির পরিমাণ সামান্য হলে তা পাকস্থলির উপরিভাগ থেকে নির্গত সদ্য ভক্ষণকৃত খাবার হয়ে থাকে। আর এটা নাপাক নয়। তবে বমির পরিমাণ বেশী হলে তা পাকস্থলির পরবর্তী স্তরের খাদ্য যা পায়খানায় রূপান্তরের নিকটবর্তী এবং নাপাকের তালিকাভুক্ত। এ কারণে বমির পরিমাণ বেশী হলে তা দ্বারা অযু ভেঙ্গে যায়।

লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে অযু ভঙ্গ হয় না

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ، هُوَ الْحَنَفِيُّ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " وَهَلْ هُوَ إِلاَّ مُضْغَةٌ مِنْهُ أَوْ بَضْعَةٌ مِنْهُ " قَالَ أَبُو عِيسَى وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَبَعْضِ التَّابِعِينَ أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوُا الْوُضُوءَ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَابْنِ الْمُبَارَكِ . وَهَذَا الْحَدِيثُ أَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ (رَوَاه التِّرْمِذِيُّ فِيْ بَابِ تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ)

হাদীস নম্বর-৬২ : হযরত তল্ক বিন আলী রা. রসূলুল্লাহ স.-এর ইরশাদ বর্ণনা করেন যে, লজ্জাস্থান তো তোমার শরীরেরই একটি অঙ্গ। ইমাম তিরমিজী রহ. বলেনঃ অনেক সাহাবায়ে কিরাম এবং কোন কোন তাবিঈ থেকে এরূপ বর্ণিত আছে যে, তাঁরা লজ্জাস্থান স্পর্শ করার কারণে অযুর প্রয়োজন মনে করতেন না। এটাই কুফাবাসী ও আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ.-এর অভিমত। আর এ হাদীসটি এ অধ্যায়ে বর্ণিত সর্বোত্তম হাদীস। (তিরমিজীঃ ৮৫)
শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবু দাউদঃ ১৮২, নাসাঈঃ ১৬৫ ও ইবনে মাজাহ শরীফঃ ৪৮৩ নম্বরেও বর্ণিত হয়েছে। (জামিউল উসূলঃ ৫২৩২)
হাদীসটির স্তর : সহীহ লিগাইরিহী। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই নির্ভরযোগ্য। ইমাম তিরমিজী রহ. বলেন, এ হাদীসটি এ অধ্যায়ে বর্ণিত সর্বোত্তম হাদীস। শায়খ আলবানী উক্ত চার কিতাবের তাহকীকে এ বর্ণনাকে সহীহ বলেছেন।

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ الأَعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَكَنٍ أَنَّ عَلِيًّا وَعَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ وَأَبَا هُرَيْرَةَ لَا يَرَوْنَ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ وُضُوْءًا وَقَالُوْا لَا بَأْسَ بِهِ

হাদীস নম্বর-৬৩ : হযরত আলী, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ, হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান ও আবু হুরাইরা রা. লজ্জাস্থান স্পর্শের কারণে অযুর প্রয়োজন মনে করেন না। তাঁরা বলেনঃ এতে কোন অসুবিধা নেই। (আব্দুর রযযাকঃ ৪৩৬, পৃষ্ঠাঃ ১/১২০)
হাদীসটির স্তর : সহীহ, হুকমী মারফু'। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের নির্ভরযোগ্য রাবী।

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ،قَالَ مَا أُبَالِي مَسِسْت ذَكَرِي ، أَوْ إِبْهَامِي ، أَوْ أُذُنِي ، أَوْ أَنْفِي.

হাদীস নম্বর-৬৪ : হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেনঃ আমি এ বিষয়ে পরওয়া করি না যে, আমার লজ্জাস্থান স্পর্শ করছি, না কি বৃদ্ধাঙ্গুলি, কান বা নাক স্পর্শ করছি। (ইবনে আবী শাইবাঃ ১৭৫৩)
হাদীসটির স্তর : সহীহ, হুকমী মারফু'। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের নির্ভরযোগ্য রাবী।
সারসংক্ষেপ : উপরোক্ত হাদীসগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে অযু নষ্ট হয় না।
ফায়দা : লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে অযু নষ্ট না হওয়ার ব্যাপারে হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে একটি হাদীস বর্ণনার পরে ইমাম ত্বহাবী রহ. এ মন্তব্য করেন যে, فَلَمْ نَعْلَمْ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْتَى بِالْوُضُوءِ مِنْهُ ، غَيْرَ ابْنِ عُمَرَ وَقَدْ خَالَفَهُ فِي ذَلِكَ أَكْثَرُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "একমাত্র ইবনে উমার রা. ব্যতীত সাহাবায়ে কিরামের কেউ লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে অযু নষ্ট হওয়ার ফতওয়া প্রদান করতেন বলে আমার জানা নেই। আবার ইবনে উমার রা.-এর এ ফতওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে অধিকাংশ সাহাবাগণ তাঁর বিরোধিতা করেছেন"। (ত্বহাবী শরীফঃ ৪৪৯)
লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে অযু নষ্ট হয় না মর্মে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে আরও যাদের মতামত বর্ণিত রয়েছে তাদের মধ্যে হযরত আম্মার বিন ইয়াসার (ইবনে আবী শাইবাঃ ১৭৫৪), হযরত ইমরান বিন হুছইন (ইবনে আবী শাইবাঃ ১৭৫৫), তাবিঈদের মধ্যে সাঈদ বিন যুবাইর (ইবনে আবী শাইবাঃ ১৭৫৮), ইবরাহীম নাখঈ (ইবনে আবী শাইবাঃ ১৭৫৯) অন্যতম।
উল্লিখিত হাদীসের বিপরীতে লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে অযু ভঙ্গ হওয়ার কথাও সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে। সুতরাং সতর্কতামূলক নতুন করে অযু করে নেয়া উত্তম।

নারীকে স্পর্শ করলে

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَبَّلَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ وَلَمْ

يَتَوَضَّأْ قَالَ عُرْوَةُ فَقُلْتُ لَهَا مَنْ هِيَ إِلاَّ أَنْتِ فَضَحِكَتْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا رَوَاهُ زَائِدَةُ وَعَبْدُ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ (رَوَاه ابُوْ دَاود فِىْ بَابِ الْوُضُوء مِنَ الْقُبْلَةِ)

হাদীস নম্বর-৬৫ : হযরত আয়েশা রা. বলেন: রসূলুল্লাহ স. কোন এক স্ত্রীকে চুমু দিলেন অতঃপর নামায আদায় করতে গেলেন; কিন্তু অযু করলেন না। হযরত উরওয়া রহ. বললেন: রসূলুল্লাহ স.-এর উক্ত স্ত্রী আপনি ছাড়া আর কে হবেন? এ কথা শুনে হযরত আয়েশা রা. হাসলেন। (আবু দাউদ: ১৭৯)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের প্রসিদ্ধ ثقةٌ "নির্ভরযোগ্য" রাবী। শায়খ শুআইব আরনাউত মুসনাদে আহমাদের তাহকীকে বলেন: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين وحبيب بن أبي ثابت متابع "হাদীসটির সনদ সহীহ। রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের নির্ভরযোগ্য রাবী। আর হাবীব বিন আবী সাবিত এ হাদীসের অনুগামী"। (মুসনাদে আহমাদ: ২৫৮০৭) শায়খ আলবানীও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (সহীহ-জঈফ আবু দাউদ: ১৭৯) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি তিরমিজী: ৮৬, নাসাঈ: ১৭০ ও ইবনে মাজাহ শরীফ: ৫০২ নম্বরেও বর্ণিত হয়েছে। (জামিউল উসূল: ৫২২৭)

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ بِئْسَمَا عَدَلْتُمُونَا بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ رِجْلَىَّ فَقَبَضْتُهُمَا.(رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِىْ بَابٌ: هَلْ يَغْمِزُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ السُّجُودِ لِكَيْ يَسْجُدَ؟)

হাদীস নম্বর-৬৬ : হযরত আয়েশা রা. বলেন: তোমরা আমাদেরকে কুকুর ও গাধার সাথে তুলনা করে বড়ই খারাপ করেছ। অথচ রসূলুল্লাহ স. নামায পড়ার সময় আমি তাঁর সামনে কিবলার দিকে শুয়ে থাকতাম। তিনি যখন সিজদা করার ইচ্ছা করতেন তখন আমার পায়ে টোকা দিতেন আর আমি পা গুটিয়ে নিতাম। (বুখারী: ৪৯৫)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ এবং মুওয়াত্তা মালেকেও বর্ণিত হয়েছে। (জামিউল উসূল: ৩৭২০)

বিঃ দ্রঃ মুসলিম শরীফের ১০২০ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে যে, নামাযীর সামনে সুতরা না থাকলে গাধা, মহিলা ও কুকুর অতিক্রম করার কারণে নামায ভেঙ্গে যায়। এ কথা শুনে হযরত আয়েশা রা. উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ قَالَ: نا أَبِي قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ، وَلَا يُحْدِثُ وُضُوءًا

হাদীস নম্বর-৬৭ : হযরত উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. (স্ত্রীদেরকে) চুমু দিতেন অতঃপর নামাযে যেতেন কিন্তু অযু করতেন না। (তবারানী আওসাত: ৩৮০৫)

হাদীসটির স্তর : হাসান। আল্লামা হাইসামী বলেন: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الرَّهَاوِيُّ، ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَيَحْيَى وَابْنُ الْمَدِينِيِّ، وَوَثَّقَهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ، وَثَبَّتَهُ مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ مُوَثَّقُونَ. "হাদীসটি তবারানী তাঁর মু'জামে আওসাতে বর্ণনা করেছেন। এর একজন রাবী ইয়াযীদ বিন সিনান; আহমাদ, ইয়াহইয়া ও ইবনুল মাদীনী তাঁকে জঈফ বলেছেন। আর ইমাম বুখারী, আবু হাতেম তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন এবং মারওয়ান বিন মুআবীয়া তাঁকে দৃঢ় বলেছেন। অবশিষ্ট রাবীগণ সবাই-ই নির্ভরযোগ্য। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ: ১২৮০)

সারসংক্ষেপ : উল্লিখিত হাদীসগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নারীদেরকে স্পর্শ করলে অযু ভঙ্গ হয় না। অন্যদিকে কোন কোন ইমাম সূরা মায়েদার ৬ নম্বর আয়াতে বর্ণিত- أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ এবং অন্যান্য হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করে বলে থাকেন যে, নারীকে স্পর্শ করলে অযু করতে হবে। অথচ আকাবির সাহাবাদের গ্রহণযোগ্য তাফসীর অনুযায়ী أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ আয়াত দ্বারা সাধারণ স্পর্শ উদ্দেশ্য নয় বরং স্ত্রী সম্ভোগের রূপক অর্থ উদ্দেশ্য।

আর যে মুজতাহিদগণ নারীকে স্পর্শ করলে অযু ভঙ্গ হবে বলে মত প্রকাশ করেছেন তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ এ ক্ষেত্রে অযু ভঙ্গ হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত আরোপ করে থাকেন ১. যৌন উত্তেজনার সাথে স্পর্শ করা, ২. হাতের তালু দ্বারা স্পর্শ করা এবং ৩. কোন আবরণ ছাড়া স্পর্শ করা। তাদের মতে এই তিন শর্ত

পাওয়া গেলে অযু ভেঙ্গে যাবে। আমাদের বিশ্বাস মতে যদিও অযু ভঙ্গ হয় না; তবুও এই তিন শর্ত পাওয়া গেলে অযু করা উত্তম হবে।

তায়াম্মুমের তরীকা

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

হাদীস নম্বর-৬৮ : হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা নামাযের উদ্দেশ্যে দ-ায়মান হও তখন তোমাদের মুখম-ল ও কনুই পর্যন্ত দুই হাত ধৌত কর; মাথা মাসেহ কর এবং টাখনু পর্যন্ত উভয় পা ধৌত কর। আর যদি তোমরা জুনুবী হও (গোসল জরুরী হয়) তাহলে বিশেষভাবে পবিত্রতা অর্জন কর। আর যদি তোমরা রুগ্ন হও অথবা সফরে থাকো বা তোমাদের কেউ ইস্তিঞ্জা থেকে আসে কিংবা তোমরা স্ত্রীদেরকে স্পর্শ কর অতঃপর পানি না পাও, তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর। তা দ্বারা তোমাদের মুখম-ল ও হাত মাসেহ কর। আল্লাহ তাআলা তোমাদের ওপর কোন সংকীর্ণতা চান না; বরং তিনি চান তোমাদেরকে পবিত্র করতে এবং তোমাদের প্রতি তাঁর নিআমত পূর্ণ করতে; যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (সূরা মায়েদা: ৬)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الأَعْرَجِ، قَالَ سَمِعْتُ عُمَيْرًا، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَسَارٍ، مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الأَنْصَارِيِّ فَقَالَ أَبُو الْجُهَيْمِ أَقْبَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ،

فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ.(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِيْ بَابِ التَّيَمُّمِ فِي الحَضَرِ، إِذَا لَمْ يَجِدِ المَاءَ، وَخَافَ فَوْتَ الصَّلاَةِ)

হাদীস নম্বর-৬৯ : হযরত আবু জুহাইম রা. বলেন: রসূলুল্লাহ স. বীরে জামাল-এর দিক থেকে আসছিলেন। পথিমধ্যে এক ব্যক্তি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে সালাম দিলেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ স. তার সালামের জবাব না দিয়ে একটি দেয়ালের নিকটে গিয়ে তাতে (হাত ঘসে) আপন মুখ ও উভয় হাত মাসেহ করলেন। এরপর তার সালামের জবাব দিলেন। (বুখারী: ৩৩০)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, আবু দাউদ এবং নাসাঈ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামিউল উসূল: ৩৮৭৩)

সারসংক্ষেপ : উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, তায়াম্মুম করার ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় লক্ষণীয়: ১. পবিত্রতা অর্জনের নিয়াত করা। কেননা, এটাই তায়াম্মুমের অর্থ এবং এর ভিত্তিতেই তায়াম্মুমকে এ নামে নামকরণ করা হয়েছে। ২. সমস্ত মুখ একবার মাসেহ করা যেমন অযুতে সমস্ত মুখ ধৌত করতে হয়। ৩. উভয় হাত কনুইসহ মাসেহ করা যেমন অযুতে কনুইসহ ধৌত করতে হয়।

বুখারী শরীফে আবু জুহাইম বর্ণিত হাদীসে হাত মাসেহ করার পরিমাণ নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকলেও অন্যান্য সহীহ হাদীস এবং জলীলুল কদর সাহাবাদের আমল দ্বারা তা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, অযুর মতো উভয় হাত কনুই পর্যন্ত মাসেহ করতে হবে। তন্মধ্যে হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ রা.-এর আমল নিম্নের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ بَالَوَيْهِ، قَالَا: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ عَزْرَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ، وَإِنِّي تَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ، فَقَالَ: «اضْرِبْ هَكَذَا» وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ فَمَسَحَ بِهِمَا إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ – التعليق من تلخيص الذهبي – صحيح

হাদীস নম্বর-৭০ : হযরত জাবির রা. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ স.-এর নিকটে এসে বললো: আমার গোসল ফরয হয়েছে আর আমি মাটিতে গড়াগড়ি করে শরীরে মাটি মেখেছি। রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করলেন: এভাবে হাত মাটিতে

মারবে। এ কথা বলে তিনি উভয় হাত মাটিতে মারলেন এবং মুখ মাসেহ করলেন। এরপর উভয় হাত পুনর্বার মাটিতে মেরে তা দ্বারা কনুই পর্যন্ত মাসেহ করলেন। (মুসতাদরাকে হাকেম: ৬৩৭)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। ইমাম জাহাবী রহ. তালখীছ কিতাবে বলেন: হাদীসটি সহীহ। আর হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। (আদ দিরায়াহ: তায়াম্মুম অধ্যায়) ইমাম দারাকুতনীও উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করে বলেন: رِجَالُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ وَالصَّوَابُ مَوْقُوفٌ "রাবীগণ সবাই-ই নির্ভরযোগ্য। তবে সঠিক হলো হাদীসটি মাউকুফ"। (দারাকুতনী: ৭০৪)

নির্ভরযোগ্য রাবীগণ কোন হাদীসকে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করে থাকলে সেটা মারফু' হিসেবে পরিগণিত। অন্য সনদে মাউকুফ বর্ণনা থাকলেও তা সহীহ সনদে বর্ণিত মারফু' হাদীসের বিশুদ্ধতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে না। বরং উভয় সনদ সহীহ থাকলে দুটিকে স্বতন্ত্র দুটি হাদীস হিসেবে ধরা হবে– যার মধ্যে একটি মারফু' আর অপরটি মাউকুফ। (শরহে নুখবা: শাজের অধ্যায়ের পূর্বে)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তায়াম্মুমের সময় উভয় হাত কনুই পর্যন্ত মাসেহ করতে হবে ।

حَدَّثَنَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ يَتَقَارَبُونَ فِي حَدِيثِهِمْ كُلُّهُمْ ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: كُنْتُ فِي الْقَوْمِ حَتَّى نَزَلَتِ الرُّخْصَةُ فِي الْمَسْحِ بِالتُّرَابِ إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ فَأَمَرَنَا فَضَرَبْنَا وَاحِدَةً لِلْوَجْهِ ثُمَّ ضَرَبْنَا أُخْرَى لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَقَالَ فِي حَدِيثِ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ ظَهْرًا وَبَطْنًا

হাদীস নম্বর-৭১ : হযরত আম্মার রা. বলেন: আমি কওমের মধ্যে ছিলাম যখন পানি না পেলে মাটি দ্বারা মাসেহ করার অবকাশ নাযিল হলো। সুতরাং আমাদেরকে (রসূলুল্লাহ স.) নির্দেশ দিলেন। তাই মুখ মাসেহ করার জন্য আমরা মাটিতে একবার হাত মারলাম। অতঃপর কনুই পর্যন্ত উভয় হাত মাসেহ করার জন্য আরেকবার হাত মারলাম। ইমাম বাযযার বলেন: আহমাদ বিন খালিদের হাদীসে আছে যে, কাঁধ পর্যন্ত হাতের উপর-নীচে মাসেহ করার জন্য মাটিতে আরেকবার হাত মারলাম। (মুসনাদে বাযযার: ১৩৮৪)।

হাদীসটির স্তর : হাসান। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। (আদ দিরায়াহ: তায়াম্মুম অধ্যায়)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তায়াম্মুমের সময়ে উভয় হাত কনুই পর্যন্ত বরং ভিন্ন বর্ণনা মোতাবেক কাঁধ ও বগল পর্যন্ত মাসেহ করতে হবে।

ফায়দা : এর বিপরীতে কোন কোন হাদীসে কব্জি পর্যন্ত মাসেহ করার কথাও উল্লেখ রয়েছে। সে সব হাদীসের ভিত্তিতে কোন কোন ইমাম কব্জি পর্যন্ত হাত মাসেহের কথাও বলে থাকেন। তবে উপরোক্ত দলীলের ভিত্তিতে আমরা বিশ্বাস করি যে, তায়াম্মুমের সময় উভয় হাত কনুই পর্যন্ত মাসেহ করতে হবে। দলীলের বৈপরীত্য থাকায় সতর্কতার চাহিদাও এটাই। এছাড়াও তায়াম্মুম অযুর বদল; সুতরাং তায়াম্মুমে হাত মাসেহের পরিমাণ ওটাই হওয়া উচিত যা অযুতে ধোয়ার পরিমাণ বর্ণিত রয়েছে।

উত্তম পোশাক হিসেবে নামাযে পাগড়ী ও টুপি পরা

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي وَعَلَيْهِ قَلَنْسُوَةٌ ، بِطَانَتُهَا مِنْ جُلُودِ الثَّعَالِبِ ، قَالَ : فَأَلْقَاهَا عَنْ رَأْسِهِ ، وَقَالَ : مَا يُدْرِيك لَعَلَّهُ لَيْسَ بِذَكِيٍّ ؟. (إِبْنُ أَبِيْ شَيْبَة : بَابٌ فِي الصَّلَاةِ فِي جُلُودِ الثَّعَالِبِ)

হাদীস নম্বর-৭২ : হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত: হযরত উমার রা. এক ব্যক্তিকে এমন একটি টুপি পরে নামায পড়তে দেখেলেন যে টুপির ভেতরের অংশ ছিলো শিয়ালের চামড়ার তৈরী। হযরত আনাস বলেন: হযরত উমার রা. সেটা তার মাথা থেকে ফেলে দিলেন এবং বললেন: তোমার জানা আছে কি হয়তো এটা জবাইকৃত না। (অর্থাৎ, হতে পারে যে, জবাইয়ের মাধ্যমে চামড়া পবিত্র করা হয়নি)। (ইবনে আবী শাইবা: ৬৫৩৬)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস এবং বুখারী-মুসলিমের রাবী।

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে কিরামের সময়ে টুপি

মাথায় দিয়ে নামায পড়ার প্রচলন ছিলো। সুতরাং এটা নামাযের আদব বা মুস্তাহাব। হযরত উমার রা. তা ফেলে দিয়েছিলেন কেবল নাপাক হওয়ার আশঙ্কায়; অন্যথায় তিনি তা ফেলতেন না।

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَابِصِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، قَالَ: قَدِمْتُ الرَّقَّةَ، فَقَالَ لِي بَعْضُ أَصْحَابِي: هَلْ لَكَ فِي رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: قُلْتُ: غَنِيمَةٌ، فَدَفَعْنَا إِلَى وَابِصَةَ، قُلْتُ لِصَاحِبِي: نَبْدَأُ فَنَنْظُرُ إِلَى دَلِّهِ، فَإِذَا عَلَيْهِ قَلَنْسُوَةٌ لَاطِئَةٌ ذَاتُ أُذُنَيْنِ، وَبُرْنُسُ خَزٍّ أَغْبَرُ، وَإِذَا هُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى عَصًا فِي صَلَاتِهِ، فَقُلْنَا بَعْدَ أَنْ سَلَّمْنَا، فَقَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ قَيْسٍ بِنْتُ مِحْصَنٍ،أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَسَنَّ وَحَمَلَ اللَّحْمَ، اتَّخَذَ عَمُودًا فِي مُصَلَّاهُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ (رَوَاه ابُوْ دَاود فِيْ بَابِ الرَّجُلِ يَعْتَمِدُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى عَصًا)

হাদীস নম্বর-৭৩ : হযরত হিলাল বিন ইয়াসাফ রহ. বলেন: আমি (শামের একটি শহর) রক্কায় গেলাম। আমার এক বন্ধু আমাকে বললেন: রসূলুল্লাহ স.-এর এক সাহাবার সঙ্গে তুমি সাক্ষাত করবে? আমি বললাম: এটা তো বড় সুযোগ। তখন আমরা দু'জনে হযরত ওয়াবিসা রা.-এর নিকটে গেলাম। আমার বন্ধুকে বললাম: প্রথমে আমরা তাঁর চারিত্রিক সৌন্দর্য দেখব। তখন দেখলাম তিনি লাঠির ওপর ভর দেওয়া অবস্থায় নামাযে রত আছেন। তাঁর গায়ে ছিলো মেটে রঙের টুপিওয়ালা রেশমী জামা এবং মাথায় লেগে থাকা দুই কান বিশিষ্ট টুপি। আমরা তাঁকে সালাম দিয়ে (লাঠির ওপর ভর করে নামায পড়ার বিষয়ে) জিজ্ঞেস করলাম। জবাবে তিনি বললেন: আমাকে উম্মে কায়েস বিনতে মিহসান রা. হাদীস শুনিয়েছেন যে, রসূলুল্লাহ স. যখন বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন এবং শরীর ভারী হয়ে গিয়েছিলো তখন নামাযের স্থানে একটি খুঁটি গেড়ে নিয়েছিলেন যাতে ভর করে তিনি নামায পড়তেন। (আবু দাউদ: ৯৪৮)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, হুকমী মারফু'। হাকেম আবু আব্দুল্লাহ নিশাপুরী তাঁর মুসতাদরাক কিতাবে হাদীসটি বর্ণনা করে এটাকে বুখারী-মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন। (মুসতাদরাকে হাকেম: ৯৭৫) ইমাম জাহাবী রহ.ও হাকেমের উক্ত

মন্তব্য সমর্থন করে এটাকে বুখারী-মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন। শায়খ আলবানী এটাকে মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন। (সহীহ আবু দাউদ: ৮৭৪)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ স.-এর সাহাবা টুপি মাথায় দিয়ে নামায পড়েছেন। সুতরাং টুপি মাথায় দিয়ে নামায পড়া মুস্তাহাব।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: تَخَلَّفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَخَلَّفْتُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ قَالَ: «أَمَعَكَ مَاءٌ؟» فَأَتَيْتُهُ بِمِطْهَرَةٍ، «فَغَسَلَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمُّ الْجُبَّةِ، فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ، وَأَلْقَى الْجُبَّةَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ، وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ رَكِبَ وَرَكِبْتُ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ، وَقَدْ قَامُوا فِي الصَّلَاةِ، يُصَلِّي بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً، فَلَمَّا أَحَسَّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ، فَصَلَّى بِهِمْ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُمْتُ، فَرَكَعْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِي سَبَقَتْنَا» (رَوَاه مُسْلِمٌ فِيْ بَابِ الْمَسْحِ عَلَى النَّاصِيَةِ وَالْعِمَامَةِ)

হাদীস নম্বর-৭৪ : হযরত মুগীরা বিন শু'বা রা. থেকে বর্ণিত, এক সফরে রসূলুল্লাহ স. সাথীদের থেকে পেছনে রয়ে গেলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে পেছনে রয়ে গেলাম। অতঃপর তিনি ইস্তিঞ্জার প্রয়োজন মিটিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন: তোমার সঙ্গে পানি আছে কি? আমি পানির পাত্র এনে দিলাম। তিনি উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত এবং মুখ ধুলেন। অতঃপর উভয় বাহু খুলতে গেলেন। কিন্তু জামার হাতা সংকীর্ণ হয়ে যাওয়ায় জামার ভিতর দিক দিয়ে হাত বের করলেন এবং জামা কাঁধের উপর রেখে দিলেন। এরপর উভয় বাহু ধুলেন। মাথার অগ্রভাগ, পাগড়ী এবং উভয় মোজার ওপর মাসেহ করলেন। অতঃপর তিনি সওয়ার হলেন; আমিও সওয়ার হলাম এবং কওমের নিকটে পৌছলাম– তখন তারা নামায শুরু করে দিয়েছে। হযরত আব্দুর রহমান বিন আওফ রা. তাদের নামায পড়াচ্ছিলেন এবং এক রাকাত পড়িয়ে ফেলেছেন। রসূলুল্লাহ স.-এর আগমন টের পেয়ে তিনি পেছনে সরে আসতে গেলে রসূলুল্লাহ স. তাকে ইশারা করলেন; ফলে তিনি নামায পড়ালেন। অতঃপর যখন হযরত আব্দুর রহমান রা. সালাম ফেরালেন তখন রসূলুল্লাহ স.

দাঁড়ালেন। আমিও দাঁড়ালাম এবং যে রাকাত ছুটে গিয়েছিলো তা আদায় করলাম। (মুসলিম: ৫২৬)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবু দাউদ, নাসাঈ এবং মুয়াত্তা মালেকেও বর্ণিত হয়েছে। (জামিউল উসূল: ৩৮৯৮)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ স. অযুতে পাগড়ীর ওপর মাসেহ করেছেন। আর অযু শেষ করে নামাযে শরীক হয়েছেন যখন পাগড়ী তাঁর মাথায় ছিলো। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, পাগড়ী বেঁধে নামায পড়া সুন্নাত।

ফায়দা : এ হাদীসের বর্ণনা থেকে বুঝে আসে যে, রসূলুল্লাহ স.-এর মাথায় পাগড়ী পূর্ব থেকেই বাঁধা ছিলো। তিনি সে পাগড়ীসহ নামায পড়েছেন; নামাযের জন্য নতুন করে পাগড়ী বাঁধেননি। এ থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, পাগড়ী মূলতঃ পোশাকের সুন্নাত; নামাযের সুন্নাত নয়। তবে নামাযের সাথে পাগড়ীর সম্পর্ক হলো: পাগড়ী উত্তম পোশাকের আওতাভুক্ত। আর পূর্বের অধ্যায়ে বর্ণিত সূরা আ'রাফের ৩১ নম্বর আয়াত দ্বারা প্রমাণিত যে, উত্তম পোশাকে নামায পড়া সুন্নাত। অনুরূপভাবে টুপিও পোশাকের সুন্নাত। শুধু নামাযের জন্য টুপি ব্যবহার করতে হবে এমন নয়; বরং পোশাক হিসেবে যেখানে জামা, পাজামা, লুঙ্গি, গেঞ্জী, রুমাল এবং অন্যান্য কাপড় চোপড় ব্যবহার করা হয়ে থাকে, তেমনিভাবে টুপি ব্যবহার করাও পোশাকের আওতাভুক্ত।

এর বিপরীতে কোন কোন হাদীসে পাগড়ীসহ নামাযকে বিনা পাগড়ীর নামাযের চেয়ে অনেক গুণ ফযীলাতপূর্ণ বলা হয়েছে। যেমন- "পাগড়ীসহ একটি নামায পাগড়ীবিহীন পঁচিশটি নামাযের চেয়ে উত্তম এবং পাগড়ীসহ একটি জুমআ পাগড়ীবিহীন সত্তরটি জুমআর চেয়ে উত্তম"। আল্লামা নূরুদ্দীন কানানী রহ. এটাকে মাউযু' তথা জাল হাদীস বলেছেন। (তানযীহুশ শরীআতিল মারফুআহ আনিল আখবারিশ শানিআতিল মাউযুআহ: হাদীস নম্বর- ১৩৯) অনুরূপভাবে আল্লামা মুল্লা আলী কারী রহ.ও এটাকে জাল হাদীস বলেছেন। তিনি আরও বলেন: قَالَ الْمنوفِيُّ فَذَلِكَ كُلُّهُ بَاطِلٌ "আল্লামা মানুফী রহ. এ জাতীয় সবগুলোকে বাতিল বলেছেন"। (আল মাউযুআতুছ ছুগরা: হাদীস নম্বর- ১৭৭)

অতএব, পাগড়ী ও টুপি পরে নামায পড়া দরকার। তবে এটাকে নামাযের সুন্নাত হিসেবে বিশ্বাস না করে পোশাকের সুন্নাত হিসেবে বিশ্বাস করা উচিত। এমন কাজ থেকেও বিরত থাকা উচিত যা দ্বারা সাধারণ মানুষ এটাকে নামাযের সুন্নাত মনে করে। যেমন- ইকামাতের সময়ে পাগড়ী বাঁধা; আবার সালাম ফিরিয়ে পাগড়ী খুলে

রাখা। অনুরূপভাবে নামাযের সময়ে টুপি মাথায় দেয়া আবার নামায শেষ করে টুপি খুলে রাখা ইত্যাদি।

সময়মতো নামায পড়া জরুরী

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

আয়াত নং- ১৮ : তোমরা নামাযসমূহের প্রতি যত্নবান হও। বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামায এবং আল্লাহ তাআলার জন্য বিনয়ের সাথে দাঁড়াও। (সূরা বাকারা: আয়াত- ২৩৮)

এ আয়াতের তাফসীরে হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন: {حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَات} الْخمس بوضوئها وركوعها وسجودها وَمَا يجب فِيهَا فِي مواقيتها "অযু, রুকু, সিজদা এবং নামাযে যা কিছু আবশ্যকীয় রয়েছে সেগুলোসহ নির্দিষ্ট সময়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সংরক্ষণ কর"। (তাফসীরে ইবনে আব্বাস)

সারসংক্ষেপ : এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সময়মতো নামায পড়া নামায সংরক্ষণের অংশ এবং আল্লাহ তাআলার নির্দেশ।

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

আয়াত নং- ১৯ : মুমিনদের প্রতি নির্দিষ্ট সময়ে নামায আদায় করা ফরয করা হয়েছে। (সূরা নিসা: আয়াত- ১০৩)

এ আয়াতের তাফসীরে আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. বলেন:

يَأْمُرُ اللَّهُ تَعَالَى بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ فِي أَوْقَاتِهَا، وَحِفْظِ حُدُودِهَا وَأَدَائِهَا فِي أَوْقَاتِهَا، كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا". قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: "الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ". قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: "بِرُّ الْوَالِدَيْنِ". قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوِ استزدتُه لَزَادَنِي

অনুবাদ : আল্লাহ তাআলা সময়মতো নামায সংরক্ষণ, নামাযের সীমারেখা সংরক্ষণ এবং নির্দিষ্ট সময়ে নামায আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। বুখারী-মুসলিমে হযরত ইবনে মাসউদ রা. থেকে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে। হযরত ইবনে মাসউদ রা. বলেন: আমি রসূলুল্লাহ স.কে জিজ্ঞেস করলাম: কোন্ আমল সবচেয়ে উত্তম? রসূলুল্লাহ স.

ইরশাদ করেন, সময়মতো নামায পড়া। আমি পুনরায় বললাম, তারপরে কি? তিনি ইরশাদ করলেন: আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম: তারপরে কী? রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করলেন: মাতা-পিতার আনুগত্য। হযরত ইবনে মাসউদ রা. বলেন: রসূলুল্লাহ স. আমাকে এগুলো বললেন; যদি আমি
আরও বেশী চাইতাম তাহলে তিনি আমাকে আরও বেশী বলতেন। (বুখারী: ৫৫৪৫)

সারসংক্ষেপ : এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সময়মতো নামায পড়া নামায সংরক্ষণের অংশ এবং আল্লাহ তাআলার নির্দেশ।

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً قَطُّ إِلَّا لِوَقْتِهَا، إِلَّا أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ».

হাদীস নম্বর-৭৫ : হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. বলেন: আমি রসূলুল্লাহ স.কে কোন নামায নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত আদায় করতে দেখিনি। তবে তিনি (বিদায় হজ্বে) আরাফায় যোহর ও আছর এবং মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করেছেন। (আব্দুর রযযাক: ৪৪২০, বুখারী: ১৫৭৭)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম এবং আবু দাউদ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামিউল উসূল: ৩৩৫১)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ স. কোন নামায নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে আদায় করেননি; বরং প্রত্যেকটি নামায সময়মতো পড়তেন। সুতরাং সময়মতো নামায পড়া আবশ্যকীয় আমল যার ব্যতিক্রম করার সুযোগ নেই।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصُّنَابِحِيِّ، قَالَ زَعَمَ أَبُو مُحَمَّدٍ أَنَّ الْوِتْرَ، وَاجِبٌ، فَقَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ أَحْسَن وُضُوءَهُنَّ وَصَلاَّهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ

أَنْ يَغْفِرَ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ (رَوَاه ابُوْ دَاود فِيْ بَابِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى وَقْتِ الصَّلَوَاتِ)

হাদীস নম্বর-৭৬ : হযরত আব্দুল্লাহ বিন সুনাবিহী রহ. বলেন: আবু মুহাম্মাদ বিতিরের নামাযকে ওয়াজিব মনে করেন। তখন হযরত উবাদা বিন সামিত রা. বললেন:
আবু মুহাম্মাদ ঠিক বলেননি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রসূলুল্লাহ স.কে একথা বলতে শুনেছি: আল্লাহ তাআলা পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। যে উত্তমরূপে অযু করবে এবং সব নামায ওয়াক্তমতো পূর্ণ বিনয়ের সাথে আদায় করবে তার জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ওয়াদা রয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দিবেন। আর যে এমন করবে না তার জন্য আল্লাহ তাআলার কোন ওয়াদা নেই। ইচ্ছা করলে তিনি তাকে ক্ষমা করবেন অথবা শাস্তি দিবেন। (আবু দাউদ: ৪২৫)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। আব্দুল্লাহ বিন সুনাবিহী ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী। আর আব্দুল্লাহ বিন সুনাবিহীকে অনেকে সাহাবাগণের তালিকায় স্থান দিয়েছেন। (তাকরীব: ৪১৪১) অতএব, হাদীসটির সনদ সহীহ। শায়খ শুআইব আরনাউত মুসনাদে আহমাদের তাহকীকে বলেন, إسناده صحيح رجاله ثقات "হাদীসটির সনদ সহীহ আর রাবীগণ সবাই-ই নির্ভরযোগ্য"। (মুসনাদে আহমাদ: ২২৭০৪) শায়খ আলবানীও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (সহীহ-জঈফ আবু দাউদ: ৪২৫) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুয়াত্তা মালেক, ইবনে মাজাহ এবং নাসাঈ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামিউল উসূল: ৪১৩২)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তাআলার নিকটে ক্ষমা এবং মুক্তির জন্য সময়মতো নামায পড়া জরুরী।

حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِى أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِىُّ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِى عِمْرَانَ الْجَوْنِىِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاَةَ

عَنْ وَقْتِهَا أَوْ يُمِيتُونَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا. قَالَ قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِى قَالَ صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ.(رَوَاه مُسْلِمٌ فِىْ بَابِ كَرَاهِيَةِ تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا الْمُخْتَارِ)

হাদীস নম্বর-৭৭ : হযরত আবু জার রা. বলেন, আমাকে রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন: যখন তোমার ওপর এমন সব আমীরের নেতৃত্ব চলবে যারা নামাযকে ওয়াক্ত থেকে দেরী করে আদায় করবে অথবা বলেছেন নামাযের ওয়াক্ত বিনষ্ট করে দিবে, তখন তুমি কী করবে? হযরত আবু জার রা. বললেন: আপনি আমাকে কী নির্দেশ দেন? রসূলুল্লাহ স. বললেন: সময়মতো নামায পড়ে নিও। যদি তাদের সঙ্গে নামায পাও তাহলে আবারও পড়; আর সেটা হবে তোমার জন্য নফল (মুসলিম: ১৩৪০)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবু দাউদ, তিরমিজী, ইবনে মাজাহ এবং নাসাঈ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামিউল উসূল: ৩৯৩১)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে বিলম্ব করা নামায বিনষ্ট করার শামিল। সুতরাং সময়মতো নামায পড়া একান্ত জরুরী কাজ। উল্লিখিত সব আয়াত ও হাদীসে সময়ের প্রতি গুরুত্ব দেয়ার তাকীদ করা হয়েছে। এ ছাড়াও জিবরাঈল আ.-এর ইমামতির হাদীসের শেষাংশে এ কথা উল্লেখ রয়েছে যে, وَالوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الوَقْتَيْنِ "এই দুই প্রান্তের মাঝে রয়েছে নামাযের প্রকৃত সময়"। (তিরমিজী: ১৪৯) এ থেকে বুঝা গেলো যে, নামাযের ওয়াক্তের শুরু ও শেষ নির্দিষ্ট রয়েছে সুতরাং উক্ত গন্ডির ভেতরে থেকে নামায আদায় করা জরুরী।

একাধিক নামায একত্রে আদায় করা সাধারণভাবে জায়েয থাকলে নামাযের সময় নির্ধারণ এবং উক্ত নির্ধারিত সময়কে হেফাজত করার তাকীদ দেয়া সবই অনর্থক সাব্যস্ত হতো।

এর বিপরীতে আরাফা এবং মুজদালিফার ময়দানে হাজ্বীদের নামায ব্যতীত কিছু হাদীসে দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে আদায় করার অনুমতি বা আমল বর্ণিত হয়েছে। নমুনা হিসেবে হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত সে সম্পর্কিত একটি হাদীস পেশ করা হলো:

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيًا جَمِيعًا وَسَبْعًا جَمِيعًا قَالَ قُلْتُ لَهُ يَا أَبَا الشَّعْثَاءِ أَظُنُّهُ أَخَّرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ، وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ، وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ؟ قَالَ: وَأَنَا أَظُنُّ ذَلِكَ

হাদীস নম্বর-৭৮ : হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন: আমি রসূলুল্লাহ স.-এর সঙ্গে পূর্ণ আট রাকাত এবং পূর্ণ সাত রাকাত নামায পড়েছি। বর্ণনাকারী হযরত আমর বিন দীনার রহ. বলেন: আমি জাবির বিন যায়েদকে বললাম: হে আবুশ শা'সা! আমি মনে করি যোহরের নামায দেরী করে ওয়াক্তের শেষে পড়েছেন, আর আছরের নামায ওয়াক্তের শুরুতে পড়েছেন এবং মাগরিব দেরী করে ওয়াক্তের শেষে পড়েছেন, আর ইশা ওয়াক্তের শুরুতে পড়েছেন। হযরত জাবির বিন যায়েদ বললেন: আমিও তা-ই মনে করি। (মুসনাদে আহমাদ: ১৯১৮)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। মুসনাদে আহমাদের তাহকীকে শায়খ শুআইব আরনাউত বলেন: إسناده صحيح على شرط الشيخين "হাদীসটির সনদ বুখারী-মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ"। (মুসনাদে আহমাদ: ১৯১৮)

সারসংক্ষেপ : এরকম কিছু হাদীসের ভিত্তিতে অনেক ইমাম দুই ওয়াক্ত নামায একত্রে আদায় করাকে বৈধ বলে থাকেন। আসলে এটা দ্বারা একত্রিকরণের রূপক অর্থ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, এক ওয়াক্তের নামায তার নির্ধারিত সময়ের শেষ প্রান্তে এবং পরবর্তী ওয়াক্তের নামায পরবর্তী ওয়াক্তের শুরুতে আদায় করা। বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখা যাবে যে, দুই ওয়াক্ত নামায একত্রে আদায় করা হয়েছে। অথচ বাস্তবে তা নয়; বরং উভয় ওয়াক্তের নামাযই তার নির্দিষ্ট ওয়াক্তে আদায় করা হয়েছে। এ হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত আমর বিন দীনার এবং জাবির বিন যায়েদ রহ. এ ব্যাখ্যাই করেছেন। এ ব্যাখ্যার পক্ষে আরও একটি বড় প্রমাণ এই যে, দুই ওয়াক্ত নামায একত্রে আদায় করার আমল সংক্রান্ত সব হাদীসে এমন দুই ওয়াক্ত নামায একত্রে আদায়ের প্রমাণ মেলে, যার এক ওয়াক্ত শেষ হলে কোন বিরতি ছাড়াই পরবর্তী ওয়াক্ত শুরু হয়ে যায়। যেমন যোহর-আছর বা মাগরিব-ইশা। এমন কোন হাদীস মেলে না যাতে এ রকম দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে আদায়ের আমল বর্ণিত হয়েছে, যে দুই ওয়াক্তের মাঝে কোন সংযোগ নেই, যেমন ফজর আর যোহর। অথচ এ ওয়াক্ত দুটিও পাশাপাশি অবস্থিত এবং মাঝে কোন নামাযের ওয়াক্ত নেই। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে আদায় করার অনুমতি বা আমল সংক্রান্ত হাদীসগুলোতে একত্রিকরণের রূপক অর্থই উদ্দেশ্য। এ ব্যাখ্যা

মেনে নেয়া না হলে পূর্ববর্ণিত একাধিক আয়াত ও হাদীসের সাথে একত্রিকরণের হাদীসের বিরোধ সৃষ্টি হবে এবং সেগুলোর ওপর আমল বর্জন করা আবশ্যক হবে– যা কোনক্রমেই কাম্য নয়। উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন অবস্থাতেই দুই ওয়াক্তের নামায এক ওয়াক্তে আদায় করা যাবে না। এ বিষয়ে তাবিঈদের মধ্য থেকে বিশিষ্ট দুইজন মুহাদ্দিস ও ফকীহর মতামত নিম্নে প্রদত্ত হলো।

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ قَالَا مَا نَعْلَمُ مِنَ السُّنَّةِ الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ إِلَّا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ

হাদীস নম্বর-৭৯ : হযরত হাসান বসরী এবং মুহাম্মাদ বিন সীরীন রহ. বলেন: সফর ও হযর (মুকীম অবস্থায় থাকা) কোন অবস্থাতে দুই ওয়াক্ত নামায একত্রিত করা সুন্নাতের আওতাভুক্ত বলে আমরা জানি না। তবে (হজ্বের সময়ে) আরাফায় যোহর ও আছর এবং মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করা সুন্নাতের আওতাভুক্ত। (ইবনে আবী শাইবা: ৮৩৪১)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

সারসংক্ষেপ : উপরোক্ত দু'জন মুহাদ্দিস ও ফকীহর মতামত থেকে প্রমাণিত হলো যে, এক ওয়াক্তের নামায সরিয়ে নিয়ে অন্য ওয়াক্তের সাথে মিলিয়ে পড়া দ্বীনের কোন বিধান নয়। তবে হজ্বের সময় আরাফায় যোহর ও আছর এবং মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করা দ্বীনের বিধান হিসেবে স্বীকৃত।

حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ الأَسْوَدُ وَأَصْحَابُهُ يَنْزِلُونَ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلاَةٍ فِي السَّفَرِ فَيُصَلُّونَ الْمَغْرِبَ لِوَقْتِهَا ، ثُمَّ يَتَعَشَّوْنَ ، ثُمَّ يَمْكُثُونَ سَاعَةً ، ثُمَّ يُصَلُّونَ الْعِشَاءَ.

হাদীস নম্বর-৮০ : হযরত ইবরাহীম নাখঈ রহ. বলেন: আছরয়াদ ও তাঁর সাথীগণ সফরে প্রত্যেক নামাযের জন্য অবতরণ করতেন। মাগরিবের নামায মাগরিবের ওয়াক্তে পড়ে রাতের খান খেতেন। অতঃপর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ইশার নামায আদায় করতেন। (ইবনে আবী শাইবা: ৮৩৩২)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

সারসংক্ষেপ : এ আছার থেকে প্রমাণ হয় যে, বাহ্যিকভাবে দুই নামায একত্রে আদায় মনে হলেও আসলে প্রত্যেক নামায সুনির্দিষ্ট ওয়াক্তেই আদায় করা হতো। একত্রিত করা দ্বারা শুধু রূপক অর্থ উদ্দেশ্য।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের প্রকৃত সময়

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ لِلصَّلاَةِ أَوَّلاً وَآخِرًا وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلاَةِ الظُّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَآخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلاَةِ الْعَصْرِ حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُهَا وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَغِيبُ الأُفُقُ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ حِينَ يَغِيبُ الأُفُقُ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْفَجْرِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ (رَوَاه التِّرْمِذِيُّ فِي بَابٍ من مَوَاقِيتِ الصَّلاَةِ)

হাদীস নম্বর-৮১ : হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন: নিশ্চয় নামাযের ওয়াক্তের শুরু ও শেষ আছে। যোহরের নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয় সূর্য (পশ্চিম আকাশে) ঢলে পড়লে আর শেষ হয় আছরের ওয়াক্ত এলে। আছরের ওয়াক্ত প্রবেশ করলে তা শুরু হয় আর শেষ হয় সূর্যের কিরণ হলুদ হয়ে গেলে। মাগরিবের ওয়াক্ত শুরু হয় সূর্য ডুবে গেলে আর শেষ হয় পশ্চিম আকাশের আভা চলে গেলে। ইশার ওয়াক্ত শুরু হয় আভা চলে গেলে আর শেষ হয় রাত অর্ধেক হলে। আর ফজরের ওয়াক্ত শুরু হয় সুবহে সাদিক উদিত হলে আর শেষ হয় সূর্য উঠলে। (তিরমিজী: ১৫১)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। ইমাম তিরমিজী রহ. হাদীসটির এ সনদের ওপর কিছুটা আপত্তি করলেও ভিন্ন সনদে হাদীসটির এ বক্তব্যকে সহীহ বলেছেন। মুসনাদে আহমাদের তাহকীকে শায়খ শুআইব আরনাউত বলেন: اسناده صحيح "হাদীসটির সনদ সহীহ"। (মুসনাদে আহমাদ: ৭১৭২) শায়খ আলবানীও হাদীসটিকে সহীহ

বলেছেন। (সহীহ-জঈফ তিরমিজী: ১৫১) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুয়াত্তা মালেক এবং নাসাঈ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামিউল উসূল: ৩২৭৪)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ফজরের ওয়াক্ত শুরু হয় সুবহে সাদিক উদিত হওয়া থেকে আর শেষ হয় সূর্য উদয়ের পূর্বক্ষণে। যোহরের ওয়াক্ত শুরু হয় যখন সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়তে আরম্ভ করে। যোহর শেষ ও আছর শুরু হওয়ার ব্যাপারে এ হাদীসে পরিষ্কার সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়নি। তবে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে। আছরের শেষ ওয়াক্তের ব্যাপারে এ হাদীসে বলা হয়েছে সূর্যের কিরণ হলুদ হওয়া পর্যন্ত। তবে এটা আছরের উত্তম ওয়াক্তের শেষ। আর আছরের ওয়াক্ত বাকী থাকে সূর্য ডোবার পূর্ব পর্যন্ত। সামনে তার দলীল আসছে। মাগরিবের ওয়াক্ত শুরু হয় সূর্য ডোবার সাথে সাথে। আর মাগরিবের ওয়াক্ত শেষ হয় সূর্যের আভা মিলিয়ে গেলে। ইশার ওয়াক্ত শুরু হয় মাগরিবের ওয়াক্ত শেষ হলে। আর ইশার শেষ ওয়াক্তের ব্যাপারে এ হাদীসে অর্ধরাতের কথা বলা হয়েছে। তবে এটা উত্তম ওয়াক্তের শেষ। আর ইশার জায়েয ওয়াক্ত ফজরের পূর্ব পর্যন্ত থাকে। সামনে তার দলীল আসছে।

যোহর শেষ ও আছরের ওয়াক্ত শুরু

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، أُوتِيَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ عَجَزُوا، فَأُعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، ثُمَّ أُوتِيَ أَهْلُ الإِنْجِيلِ الإِنْجِيلَ فَعَمِلُوا إِلَى صَلاَةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ عَجَزُوا، فَأُعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، ثُمَّ أُوتِينَا الْقُرْآنَ فَعَمِلْنَا إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَأُعْطِينَا قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ فَقَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ أَىْ رَبَّنَا أَعْطَيْتَ هَؤُلاَءِ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ وَأَعْطَيْتَنَا قِيرَاطًا قِيرَاطًا وَنَحْنُ كُنَّا أَكْثَرَ عَمَلاً قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ مِنْ شَىْءٍ قَالُوا لاَ قَالَ فَهْوَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِىْ بَابُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ الغُرُوبِ)

হাদীস নম্বর-৮২ : হযরত সালেম বিন আব্দুল্লাহ রা. তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি রসূলুল্লাহ স.কে বলতে শুনেছেন: পূর্বেকার উম্মাতের স্থায়িত্বের তুলনায় তোমাদের স্থায়িত্ব হলো আছর থেকে সূর্য অস্ত যাওয়ার মধ্যবর্তী সময়ের মতো। তাওরাতের অনুসারীদেরকে তাওরাত দেয়া হয়েছিলো। তারা সে অনুযায়ী আমল করতে লাগলো। যখন দুপুর হলো তখন তারা অপারগ হয়ে পড়লো। অতঃপর তাদেরকে এক কিরাত করে পারিশ্রমিক দেয়া হলো। এরপর ইনজীলের অনুসারীদেরকে ইনজীল দেয়া হলো। তারা সে অনুযায়ী আমল করতে লাগলো। যখন আছর পর্যন্ত আমল করে অপারগ হয়ে পড়লো তখন তাদেরকেও এক কিরাত করে পারিশ্রমিক দেয়া হলো। এরপর আমাদেরকে কুরআন দেয়া হলো। আমরা সূর্যাস্ত পর্যন্ত আমল করলাম। আমাদেরকে দুই কিরাত করে দেয়া হলো। এতে উভয় আহলে কিতাব সম্প্রদায় বললো: হে আমাদের রব! তাদেরকে দুই কিরাত করে দান করলেন, আর আমাদেরকে এক কিরাত করে দিলেন; অথচ আমরা অধিক আমলকারী। আল্লাহ তাআলা বললেন: তোমাদের পারিশ্রমিকের মধ্যে আমি কি তোমাদের প্রতি কোনরূপ জুলুম করেছি? তারা বললো: না। তখন আল্লাহ তাআলা বললেন: এ হলো আমার অনুগ্রহ, আমি যাকে ইচ্ছা তাকে দেই। (বুখারী: ৫৩০)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি তিরমিজী শরীফেও বর্ণিত হয়েছে।

সারসংক্ষেপ : এ হাদীসে উম্মাতে মুহাম্মাদীর কর্মের সময় ইহুদী-নাসারাদের তুলনায় কম দেখাতে গিয়ে আছর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়কে উদাহরণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। কোন জিনিসের ছায়া তার সমপরিমাণ হলেই যদি আছরের ওয়াক্ত শুরু হয়ে যায়, তাহলে আছর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময় দুপুর থেকে আছর পর্যন্ত সময়ের সমান বা বেশী হবে। তাহলে এ হাদীসের মূল যথার্থতা নষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ, অল্প আমলে বেশী বিনিময়ের ফযীলাত থাকে না। আর উম্মাতে মুহাম্মাদীর ফযীলাত সংক্রান্ত এ হাদীসের যথার্থতা তখনই প্রমাণিত হবে যখন কোন জিনিসের ছায়া তার দ্বিগুণ হলে আছরের ওয়াক্ত শুরু হয় বলে বিশ্বাস করা হয়।

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُهَاجِرٌ أَبُو الحَسَنِ مَوْلَى لِبَنِي تَيْمِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ الغِفَارِيِّ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَأَرَادَ المُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ لِلظُّهْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَبْرِدْ» ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ، فَقَالَ لَهُ: «أَبْرِدْ» حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ، فَقَالَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ» (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِىْ بَابُ الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي السَّفَرِ)

হাদীস নম্বর-৮৩ : হযরত আবু জার গিফারী রা. বলেন: আমরা রসূলুল্লাহ স.-এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। মুআজ্জিন যোহরের আজান দিতে চাইলেন। রসূলুল্লাহ স. বললেন: আর একটু ঠা-া হলে নামায আদায় কর। অতঃপর আবার আজান দিতে চাইলেন। রসূলুল্লাহ স. তাঁকে বললেন: আর একটু ঠা-া হলে নামায আদায় কর। এমনকি আমরা টিলার ছায়া দেখতে পেলাম। অতঃপর রসূলুল্লাহ স. বললেন: গরমের প্রচ-তা জাহান্নামের উত্তাপের অংশ। সুতরাং যখন গরম প্রচ- হয়ে যায় তখন ঠা-া হলে নামায আদায় কর। (অর্থাৎ, বেশ কিছু সময় দেরী করে পড়– যখন সুর্যের প্রখরতা কমে আসে)। (বুখারী: ৫১২)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, তিরমিজী এবং মুওয়াত্তা মালেকেও বর্ণিত হয়েছে। (জামিউল উসূল: ৩৩০৩)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী মুয়াজ্জিন যখন আজান দেয়ার জন্য প্রথমবার প্রস্তুত হলেন তখন অবশ্যই নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গিয়েছিলো। রসূলুল্লাহ স. তাঁকে এই বলে বসিয়ে দিলেন যে, ঠা-া কর। তখন মুয়াজ্জিন দ্বিতীয়বার এমন সময় দাঁড়ানোর কথা যাতে সূর্যের প্রখরতা কমে যাওয়া অনুভব হয় আর এর পরিমাণ বেশ দীর্ঘ। দ্বিতীয়বার আজান দিতে উঠলে আবারও সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলো। দুইবার মিলে যে সময় অতিক্রান্ত হয়েছে তাতে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, যে কোন জিনিসের ছায়া তার সমপরিমাণের চেয়ে বেশী হয়ে প্রায় দ্বিগুণে পরিণত হয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, যে কোন জিনিসের ছায়া দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত যোহরের ওয়াক্ত থাকবে। আর দ্বিগুণ পার হলে আছরের ওয়াক্ত শুরু হবে।

وَحَدَّثَنِي عَنْ مالِكٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ وَقْتِ الصَّلاَةِ.؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا أُخْبِرُكَ «صَلِّ الظُّهْرَ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَكَ وَالْعَصْرَ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَيْكَ، وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَالْعِشَاءَ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ، وَصَلِّ الصُّبْحَ بِغَبَشٍ» يَعْنِي الْغَلَسَ (باب وقوت الصلاة)

হাদীস নম্বর-৮৪ : আব্দুল্লাহ বিন যিয়াদ রহ. হযরত আবু হুরাইরা রা.কে নামাযের ওয়াক্তের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। হযরত আবু হুরাইরা রা. তাকে বললেন: যখন তোমার ছায়া তোমার সমপরিমাণ হবে তখন যোহর পড়বে। আর যখন তোমার ছায়া দ্বিগুণ হবে তখন আছর পড়বে। মাগরিব পড়বে সূর্য ডুবে গেলে। আর ইশা পড়বে তোমার অবস্থান অর্থাৎ, ইশার শুরু থেকে রাতের এক তৃতীয়াংশের মাঝে এবং ফজর পড়বে অন্ধকারে। (মুওয়াত্তা মালেক: ৯)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, হুকমী মারফু’। ইয়াযীদ বিন যিয়াদ ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী/মুসলিমের রাবী। আর ইয়াযীদ বিন যিয়াদ ثقة “নির্ভরযোগ্য”। (তাকরীব: ৮৬৯১) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি নাসাঈ এবং তিরমিজী শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামিউল উসূল: ৩২৭৪)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীসে হযরত আবু হুরাইরা রা. যোহরের নামায তখন পড়তে বললেন যখন কোন বস্তুর ছায়া তার সমান হয়। আর সমান হওয়ার পরে পড়ার অর্থ হলো দ্বিগুণের মধ্যে পড়া। আর আছরের নামায তখন পড়তে বললেন যখন ছায়া দ্বিগুণ হয়। যার অর্থ হলো তিনগুণের মধ্যে পড়া। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন জিনিসের ছায়া তার দ্বিগুণ হলে যোহর শেষ এবং আছর শুরু হয়।

উপরোক্ত দলীলের ভিত্তিতে ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর মাশহুর মত হলো: যে কোন জিনিসের ছায়া মূল ছায়া ব্যতীত তার দ্বিগুণ হলে যোহরের ওয়াক্ত শেষ এবং আছরের ওয়াক্ত শুরু হয়। আর ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ ও ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর দ্বিতীয় মতানুসারে যে কোন জিনিসের ছায়া মূল ছায়া ব্যতীত তার সমপরিমাণ হলেই যোহরের ওয়াক্ত শেষ এবং আছরের ওয়াক্ত শুরু হয়ে যায়। আর এটা জমহুরে উম্মাতেরও মত।

উপরোক্ত হাদীসগুলোর বিপরীতে জিবরাঈল আ.-এর ইমামতির হাদীসসহ আরও বেশ কিছু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যে কোন জিনিসের ছায়া তার সমপরিমাণ ছাড়িয়ে গেলে আছর শুরু হয়ে যায়। এ দুই শ্রেণীর হাদীসের ভেতর থেকে যতটুকু বিষয় সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় তা হলো: কোন জিনিসের ছায়া তার সমপরিমাণ হওয়া পর্যন্ত যোহরের ওয়াক্ত। আর দ্বিগুণ পার হয়ে গেলে আছরের ওয়াক্ত। আর মাঝের অংশ অর্থাৎ, একগুণ পার হওয়ার পর থেকে দ্বিগুণ পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত সময়টুকু কোন্ নামাযের ওয়াক্ত এ বিষয় নিয়ে হাদীসের ভাষ্য বিভিন্নমুখী। উপরোক্ত তিনটি হাদীস থেকে মনে হয় যে, এটা যোহরের ওয়াক্ত। আবার জিবরাঈল আ.-এর ইমামতির হাদীসসহ আরও বেশ কিছু হাদীস থেকে বুঝা যায়

যে, এটা আছরের ওয়াক্ত। দলীলের এ ভিন্নতার কারণে হযরত আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. সহ হানাফী মাজহাবের অনেক আলিম বলেছেন যে, মধ্যবর্তী এ সময়টা যোহর ও আছর উভয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ, যারা প্রথমাংশে যোহর পড়তে পারেনি তারা দ্বিতীয়াংশে পড়বে এবং এটা 'কাযা' নয়; বরং 'আদা' হবে। আর যারা সফরে রওনা হওয়ার কারণে নির্ধারিত সময়ে আছর পড়তে পারবে না, তারা এ সময় পড়ে নিবে। অথবা যদি কোন ব্যক্তি এমন অঞ্চলে থাকে যেখানে আছরের জামাআত জমহুরদের মতানুসারে একগুণ পার হওয়ার পর থেকে দ্বিগুণ পূর্ণ হওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে অনুষ্ঠিত হয় সেখানে ওই মতেই আছরের নামায জামাআতের সাথে পড়বে। ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর মাশহুর মতের ওপর আমল করতে গিয়ে জামাআত বাদ দিয়ে একাকী পড়বে না।

ইশার নামাযের শেষ ওয়াক্ত

وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ:.... لَيْسَ فِيْ النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى،(رَوَاه مُسْلِمٌ فِيْ بَابِ قَضَاءِ الصَّلَاةِ الْفَائِتَةِ، وَاسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ قَضَائِهَا)

হাদীস নম্বর-৮৫ : হযরত আবু কতাদা রা. বলেন: রসূলুল্লাহ স. আমাদেরকে এক আলোচনায় বললেন: ....ঘুমের কারণে নামায ছুটে যাওয়াটা উদাসীনতা নয়; বরং উদাসীনতার অপরাধ ওই ব্যক্তির জন্য যে অন্য নামাযের ওয়াক্ত এসে পড়ার আগ পর্যন্তও নামায পড়লো না। (মুসলিম: ১৪৩৫, সংক্ষেপিত)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ হাদীসটি নাসাঈ, আবু দাউদ, তিরমিজী এবং ইবনে মাজাহ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামিউল উসূল: ৮৯০১)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক নামাযের ওয়াক্ত তার পরবর্তী নামাযের ওয়াক্ত আসা পর্যন্ত বাকী থাকে। সুতরাং ইশার নামাযের ওয়াক্তও ফজরের পূর্ব পর্যন্ত বাকী থাকবে। অনুরূপ বর্ণনা হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকেও বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন: «لَا تَفُوتُ صَلَاةٌ حَتَّى يُنَادَى بِالْأُخْرَى»

"কোন নামাযের ওয়াক্ত পরবর্তী নামাযের আজান দেয়ার পূর্বে শেষ হয়ে যায় না"। (ইবনে আবী শাইবা: ৩৩৮৮) তবে ফজরের নামাযের ওয়াক্ত যোহরের পূর্ব পর্যন্ত থাকবে না। কারণ সূর্য উদিত হলে ফজরের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়ার বিষয়টি বহু হাদীস এবং সূরা ত্বহা-এর ১৩০ নম্বর আয়াত দ্বারা প্রমাণিত।

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى : أَنْ صَلِّ الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، وَصَلِّ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ حَيَّةٌ ، وَصَلِّ الْمَغْرِبَ إِذَا اخْتَلَطَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارِ ، وَصَلِّ الْعِشَاءَ أَيَّ اللَّيْلِ شِئْتَ ، وَصَلِّ الْفَجْرَ إِذَا نَوَّرَ النُّورُ.

হাদীস নম্বর-৮৬ : হযরত নাফে' বিন জুবাইর রহ. বলেন: হযরত উমার রা. হযরত আবু মুসা আশআরী রা.কে পত্র লিখলেন যে, সূর্য (পশ্চিম আকাশে) ঢলে পড়লে যোহরের নামায পড়বে। আছরের নামায পড়বে যখন সূর্য উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ থাকে। মাগরিব পড়বে রাত দিনের সাথে মিলে গেলে। আর ইশার নামায পড়বে রাতের যে কোন সময়ে। আর ফজর পড়বে সকালের আলো উজ্জ্বল হলে। (ইবনে আবী শাইবা: ৩২৫০, ত্বহাবী: ৯৫৭, পৃ: ১/১১৮)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, হুকমী মারফু'। এ হাদীসটির রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী। নাফে' বিন জুবাইর হযরত উমার রা. থেকে না শুনলেও হযরত আবু মুসা আশআরী রা. থেকে তাঁর শ্রবণ সম্ভব। কারণ হযরত আবু মুসা আশআরী রা. মৃত্যুবরণ করেছেন ৫৮ হিজরীতে। তাঁর চেয়ে ২৬ বছর পূর্বে ৩২ হিজরীতে মৃত্যুবরণকারী সাহাবা হযরত আব্বাস রা. থেকেও হযরত নাফে'-এর শ্রবণ প্রমাণিত। অতএব, ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী এ হাদীস সহীহ।

সারসংক্ষেপ : হযরত উমার রা. কর্তৃক হযরত আবু মুসা আশআরী রা.কে দেয়া নির্দেশ থেকে স্পষ্ট হয় যে, ইশার নামাযের প্রকৃত ওয়াক্ত ফজরের পূর্ব পর্যন্ত বাকী থাকে।

حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ ثنا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثنا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ ثنا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (مَا إِفْرَاطُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ؟) قَالَ طُلُوعُ الْفَجْرِ

হাদীস নম্বর-৮৭ : হযরত উবাইদ বিন জুরাইজ রহ. হযরত আবু হুরাইরা রা.কে জিজ্ঞেস করলেন: ইশার নামাযের সীমালংঘন কী? (অর্থাৎ, ওয়াক্তের গণ্ডি পেরিয়ে যায় কীসে?) জবাবে তিনি বললেন: সুবহে সাদিক উদিত হওয়া। (ত্বহাবী: ৯৫৬, পৃ: ১/১১৮)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, হুকমী মারফূ'। রবী' আল মুআজ্জিন ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী। আর রবী' আল মুআজ্জিন ثِقَةٌ "নির্ভরযোগ্য"। (তাকরীব: ২০৭২)

সারসংক্ষেপ : হযরত আবু হুরাইরা রা.-এর উপরোক্ত বাণী থেকে প্রমাণিত হয় যে, সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত রাতের যে কোন অংশে ইশার নামায পড়া জায়েয এবং এটাকে তিনি 'আদা' মনে করতেন; 'কাযা' নয়। তবে অর্ধরাত্রি পর্যন্ত দেরী করে নামায আদায়ের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ স. কোন পরওয়া করতেন না। (বুখারী: ৫১৬) সুতরাং অর্ধরাত পর্যন্ত দেরী করা মাকরূহবিহীন জায়েয। আর সুবহে সাদিক পর্যন্ত যদিও ওয়াক্ত থাকে; কিন্তু অর্ধরাতের পরে ইশার নামায পড়ার কোন আমল রসূলুল্লাহ স. এবং সাহাবায়ে কিরাম থেকে খুঁজে পাওয়া যায় না। অতএব, স্বাভাবিকভাবে ইশার নামায অর্ধরাতের পরে পড়া মাকরূহ হবে।

পূর্ব দিগন্ত ফর্সা হলে ফজরের নামায পড়া উত্তম

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ(رَوَاه النَّسَائِيْ فِيْ بَابِ الْإِسْفَار)

হাদীস নম্বর-৮৮ : হযরত রাফে' বিন খাদীজ রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন: তোমরা ফজরের নামায ফর্সা হলে আদায় করবে। (নাসাঈ: ৫৪৯)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। ইমাম তিরমিজী রহ. বলেন: حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ "রাফে' বিন খাদীজের হাদীসটি হাসান-সহীহ"। (তিরমিজী: ১৫৪) মুসনাদে আহমাদের তাহকীকে শায়খ শুআইব আরনাউত এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (মুসনাদে আহমাদ: ১৭২৮৬, ২৩৬৩৫) শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান-সহীহ বলেছেন। (সহীহ-জঈফ নাসাঈ: ৫৪৮) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ

এ হাদীসটি আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ এবং তিরমিজী শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামিউল উসূল: ৩৩২৯)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস দ্বারা ফজরের নামায ফর্সা হলে আদায় করার ব্যাপারে রসূলুল্লাহ স.-এর নির্দেশ প্রমাণিত হয়।

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ رِجَالٍ مِنْ قَوْمِهِ مِنَ الْأَنْصَارِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا أَسْفَرْتُمْ بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ بِالْأَجْرِ»(رَوَاه النَّسَائِيْ فِيْ بَابِ الْإِسْفَار)

হাদীস নম্বর-৮৯ : হযরত মাহমুদ বিন লাবীদ রা. তাঁর কওমের কিছু আনসারদের থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন: তোমরা ফজরের নামায যতই ফর্সা করে আদায় করবে ততই অধিক সওয়াবের কারণ হবে। (নাসাঈ: ৫৫০)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। ইমাম তিরমিজী রহ. বলেন: حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ "রাফে' বিন খাদীজের হাদীসটি হাসান-সহীহ"। (তিরমিজী: ১৫৪) মুসনাদে আহমাদের তাহকীকে শায়খ শুআইব আরনাউত এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (মুসনাদে আহমাদ: ১৭২৮৬, ২৩৬৩৫) শায়খ আলবানী বলেন: হাদীসটির সনদ সহীহ। (সহীহ-জঈফ নাসাঈ: ৫৪৯) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ এবং তিরমিজী শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামিউল উসূল: ৩৩৩০)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস দ্বারা ফজরের নামায ফর্সা হলে আদায় করার ব্যাপারে রসূলুল্লাহ স.-এর উৎসাহ প্রদান প্রমাণিত হয়।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: «كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ،» يُسْفِرُ بِصَلَاةِ الْغَدَاةِ "

হাদীস নম্বর-৯০ : হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. ফজরের নামায ফর্সা করে আদায় করতেন। (মু'জামে কাবীর: ৯২৮১)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, হুকমী মারফূ'। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের নির্ভরযোগ্য রাবী। আল্লামা হাইসামী বলেন, এ হাদীসটি ইমাম তবারানী

তাঁর মু'জামে কাবীরে বর্ণনা করেছেন এবং হাদীসটির বর্ণনাকারীগণ সবাই-ই ثِقَةٌ "নির্ভরযোগ্য"। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ: ১৭৭৩, পৃষ্ঠা: ২/৬৫)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস দ্বারা ফজরের নামায ফর্সা হলে আদায় করার ব্যাপারে সাহাবার আমল প্রমাণিত হয়। আর দ্বীন সংক্রান্ত বিষয়ে সাহাবাদের আমল প্রায় মারফু' হাদীসের অনুরূপ। যেহেতু সাহাবায়ে কিরাম যা করেন তা রসূলুল্লাহ স.কে দেখে করেন।

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا، يَقُولُ لِمُؤَذِّنِهِ: «أَسْفِرْ أَسْفِرْ» يَعْنِي صَلَاةَ الصُّبْحِ

হাদীস নম্বর-৯১ : হযরত আলী বিন রবীআহ রহ. বলেন: আমি শুনেছি হযরত আলী রা. তাঁর মুআজ্জিনকে বলছেন: ফজরের নামায ফর্সাতে পড়ো, ফর্সাতে পড়ো। (আব্দুর রযযাক: ২১৬৫)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাউকুফ। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের নির্ভরযোগ্য রাবী।

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস দ্বারা ফজরের নামায ফর্সা হলে আদায় করার ব্যাপারে সাহাবার নির্দেশ প্রমাণিত হয়। আর দ্বীন সংক্রান্ত বিষয়ে সাহাবাদের নির্দেশ প্রায় মারফু' হাদীসের অনুরূপ। যেহেতু সাহাবায়ে কিরাম যা বলেন তা রসূলুল্লাহ স. থেকে শুনে বলেন।

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، «أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَانَ يُسْفِرُ بِالْفَجْرِ»

হাদীস নম্বর-৯২ : হযরত উসমান বিন আবী হিন্দ বলেন: হযরত উমার বিন আব্দুল আযীয রহ. ফজরের নামায ফর্সাতে আদায় করতেন। (ইবনে আবী শাইবা: ৩২৬৯)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। এ হাদীসের রাবীগণের মধ্যে ইমাম ওয়াকী' হাদীসের প্রসিদ্ধ ইমাম এবং বুখারী-মুসলিমের রাবী। আর উসমান বিন আবী হিন্দের ব্যাপারে ইমাম আহমাদ রহ. বলেন: شَيخٌ ثِقَةٌ "তিনি শায়খ, নির্ভরযোগ্য"। (আল ইলাল ওয়া মা'রিফাতুর রিজাল: রাবী নম্বর- ২৭৯১)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস দ্বারা ফজরের নামায ফর্সা হলে আদায় করার ব্যাপারে বিশিষ্ট তাবিঈ হযরত উমার বিন আব্দুল আযীয রহ.-এর আমল প্রমাণিত হয়। আর দ্বীন সংক্রান্ত বিষয়ে তাবিঈগণের আমলও অনেক গুরুত্ব বহন করে। যেহেতু

তাবিঈগণ যা করেন তা সাহাবায়ে কিরাম থেকে জেনে বা দেখে করেন। আর সাহাবায়ে কিরামের আমলের ভিত্তি হলেন রসূলুল্লাহ স.।

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ:كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ يُسْفِرُونَ بِالْفَجْرِ

হাদীস নম্বর-৯৩ : হযরত আ'মাশ রহ. বলেন: হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা.-এর ছাত্রগণ সবাই ফজরের নামায ফর্সা করে আদায় করতেন। (ইবনে আবী শাইবা: ৩২৭০)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ফজরের নামায আদায় করার ব্যাপারে তাবিঈগনের আমল ছিলো ফর্সা হলে আদায় করা। আর দ্বীন সংক্রান্ত বিষয়ে তাবিঈগণের আমলও অনেক গুরুত্ব বহন করে। যেহেতু তাবিঈগণ যা করেন তা সাহাবায়ে কিরাম থেকে জেনে বা দেখে করেন। আর সাহাবায়ে কিরামের আমলের ভিত্তি হলেন রসূলুল্লাহ স.।

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «مَا أَجْمَعَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مَا أَجْمَعُوا عَلَى التَّنْوِيرِ بِالْفَجْرِ»

হাদীস নম্বর-৯৪ : হযরত ইবরাহীম নাখঈ রহ. বলেন: ফজরের নামায ফর্সাতে আদায় করার ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরাম যেমন একমত হয়েছেন অন্য কোন বিষয়ে তাঁরা এমন একমত হননি। (ইবনে আবী শাইবা: ৩২৭৫)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী/মুসলিমের রাবী।

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ফজরের নামায ফর্সা হলে আদায় করার ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরাম একমত ছিলেন। আর দ্বীন সংক্রান্ত বিষয়ে সাহাবায়ে কিরামের ইজমা শরীআতের দলীল।

ফজরের নামাযের উত্তম ওয়াক্ত কোনটি তা নিয়ে হাদীসে দুই ধরণের বর্ণনা পাওয়া যায়। এক. ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথে অন্ধকার থাকতে নামায পড়া। দুই. পূর্ব দিগন্ত পূর্ণ ফর্সা হলে ফজরের নামায পড়া। পূর্ববর্ণিত রসূলুল্লাহ স.-এর নির্দেশ, সাহাবায়ে কিরাম এবং তাবিঈগণের কথা ও আমলের ভিত্তিতে আমরা পূর্ব দিগন্ত পূর্ণ ফর্সা হলে ফজরের নামায পড়ে থাকি।

এর বিপরীতে ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথে অন্ধকার থাকতে নামায পড়ার ব্যাপারে অনেক সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইমাম ত্বহাবী রহ. উভয় প্রকারের হাদীসের মধ্যে এভাবে সমন্বয় সাধন করেছেন যে, ফজরের নামাযে লম্বা কিরাত

পড়বে। অন্ধকারে শুরু করবে আর শেষ করতে করতে পূর্ব দিগন্ত ফর্সা হয়ে যাবে। তাহলে শুরু এবং শেষ মিলে উভয় প্রকার হাদীসের ওপর আমল হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য, বিভিন্ন সহীহ হাদীসে আউওয়াল ওয়াক্তে ফজরের নামায পড়ার আমল রসূলুল্লাহ স. থেকে পাওয়া যায়। অথচ আমরা বলেছি: ফর্সা করে পড়া উত্তম। আবার রমাযান মাসে আমরা ফজরের নামায ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথে অন্ধকারে আদায় করে থাকি। আমাদের আমলগত এ ধরণের পার্থক্যের মূল কারণ কী? এ প্রশ্নের জবাবে আমি ভূমিকা হিসেবে বুখারী শরীফ থেকে দুটি হাদীস পেশ করছি: وَالْعِشَاءَ إِذَا كَثُرَ النَّاسُ عَجَّلَ، وَإِذَا قَلُّوا أَخَّرَ، "লোক বেশী হলে ইশার নামায তাড়াতাড়ি আদায় করতেন; অন্যথায় দেরী করতেন"। (বুখারী: ৫৩৮) لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوهَا هَكَذَا "রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন: যদি আমার উম্মাতের জন্য কষ্টকর না হতো, তাহলে তাদেরকে এভাবে (বিলম্ব করে) ইশার নামায আদায় করতে নির্দেশ দিতাম। (বুখারী: ৫৪৩)

লক্ষণীয় বিষয় হলো: ইশার নামাযের মুস্তাহাব ওয়াক্ত দেরী করে পড়া। কিন্তু প্রথম হাদীসের ভাষ্য মোতাবেক মুসল্লী কম হলে রসূলুল্লাহ স. বিলম্ব করতেন। আর মুসল্লী বেশী হলে নামায আগে আগে পড়ে নিতেন। দ্বিতীয় হাদীসের ভাষ্য মোতাবেক রসূলুল্লাহ স. উম্মাতের কষ্টের কথা চিন্তা করে ইশার নামাযের মুস্তাহাব ওয়াক্ত ছেড়ে দিয়ে আগে আগে নামায আদায় করে নিতেন। রসূলুল্লাহ স.-এর এ আমল থেকে একটি মূলনীতি বের হয়। তা হলো: নামাযের প্রকৃত উত্তম ওয়াক্ত যেটাই হোক, জামাআত কায়েমের সময় নির্ধারণের ক্ষেত্রে মাকরুহমুক্ত জায়েয ওয়াক্তের ভিতরে থেকে মুসল্লীদের আগমনের সময় ও সুবিধা খেয়াল রাখা উচিত। এ মূলনীতির ভিত্তিতে আমরা রমাযানে ফজরের নামায শুরু ওয়াক্তে পড়ি। কেননা, ওই সময়ে নামায পড়তে দেরী করলে মুসল্লী কম হবে এবং অনেক নিয়মিত মুসল্লী একাকী নামায পড়ে ঘুমিয়ে যাবে। আবার আমাদের দেশের মানুষের সাধারণতঃ তাহাজ্জুদে ওঠার অভ্যাস না থাকায় রমাযান ব্যতীত অন্য সময়ে ফজর শুরু ওয়াক্তে পড়া হলে মুসল্লীর সংখ্যা খুবই কম হবে। এর বিপরীতে মক্কা-মদীনায় রীতিমতো তাহাজ্জুদের আজান হয় এবং ফজরের ওয়াক্তের পূর্বেই মসজিদ পূর্ণ হয়ে যায়। সেখানে ফজরের নামায দেরীতে পড়া হলে মুসল্লীদের জন্য তা কষ্টকর হয়ে যাবে। সুতরাং এ অধ্যায়ে উল্লিখিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ফজরের নামাযের মুস্তাহাব ওয়াক্ত হলো পূর্ব দিগন্ত ফর্সা হলে নামায পড়া। তবে যেসব

হাদীসে অন্ধকারে নামায পড়ার আমল বর্ণিত হয়েছে তাতে মুসল্লীদের আগমনের সুবিধার বিষয়টি খেয়াল করা হয়েছে।

ফায়দা : যেসব ক্ষেত্রে মুসল্লীদের আগমনের সুবিধা বিবেচনা করতে গিয়ে নামাযের প্রকৃত মুস্তাহাব ওয়াক্ত বর্জন করা হয়েছে সেসব ক্ষেত্রে কেউ একাকী নামায পড়লে তার জন্য উক্ত নামাযের প্রকৃত মুস্তাহাব ওয়াক্তে আদায় করাই উত্তম হবে।

আছরের নামায সামান্য দেরী করে পড়া উত্তম

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَشَدَّ تَعْجِيلاً لِلظُّهْرِ مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ أَشَدُّ تَعْجِيلاً لِلْعَصْرِ مِنْهُ .(رَوَاه التِّرْمِذِىُّ فِىْ بَابِ مَا جَاءَ فِي تَأْخِيرِ صَلاَةِ الْعَصْرِ)

হাদীস নম্বর-৯৫ : হযরত উম্মে সালামাহ রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. যোহরের নামায তোমাদের চেয়ে বেশী তাড়াতাড়ি আদায় করতেন। আর তোমরা রসূলুল্লাহ স.-এর চেয়ে আছরের নামায বেশী তাড়াতাড়ি আদায় কর। (তিরমিজী: ১৬১, পৃষ্ঠা: ১/৪২)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য রাবী। ইমাম তিরমিজী রহ. উম্মে সালামা রা.-এর এ হাদীসটিকে ভিন্ন একটি সনদেও বর্ণনা করেছেন এবং সেটাকে আরও বেশী সহীহ বলেছেন। শায়খ আলবানীও এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (সহীহ-জঈফ তিরমিজী: ১৬১)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, আছরের নামায এতটুকু দেরী করে পড়া মুস্তাহাব। যদি কোন ব্যক্তি ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর দ্বিতীয় মতানুসারে কোন জিনিসের ছায়া তার মূল ছায়া ব্যতীত সমপরিমাণ হলে আছরের নামায পড়তে চায় তাহলে এ হাদীস মোতাবেক একটু দেরী করে পড়াই মুস্তাহাব হবে। তবে হানাফী মাজহাবের প্রসিদ্ধ মতানুসারে কোন জিনিসের ছায়া তার দ্বিগুণ হওয়ার পরে আছর পড়তে চাইলে দেরী না করে বরং শুরু ওয়াক্তে পড়াই উত্তম হবে। কেননা, সূর্যের রং পরিবর্তন হওয়ার পূর্বে আছর পড়ার তাকীদ বহু হাদীসে এসেছে। আর ছায়া দ্বিগুণ হওয়ার পরে আছর পড়লে সূর্যের রং কিছুটা পরিবর্তন হয়ে যায় বলেই মনে হয়; বিশেষ করে শীতের দিনে।

আজানের তরীকা

حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ، مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونٍ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ هَمَّ بِالْبُوقِ وَأَمَرَ بِالنَّاقُوسِ فَنُحِتَ فَأُرِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ فِي الْمَنَامِ قَالَ رَأَيْتُ رَجُلاً عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ يَحْمِلُ نَاقُوسًا فَقُلْتُ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ تَبِيعُ النَّاقُوسَ قَالَ وَمَا تَصْنَعُ بِهِ قُلْتُ أُنَادِي بِهِ إِلَى الصَّلاَةِ . قَالَ أَفَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ قُلْتُ وَمَا هُوَ قَالَ تَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ . اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ . قَالَ فَخَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ بِمَا رَأَى . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُ رَجُلاً عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ يَحْمِلُ نَاقُوسًا . فَقَصَّ عَلَيْهِ الْخَبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ رَأَى رُؤْيَا فَاخْرُجْ مَعَ بِلاَلٍ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأَلْقِهَا عَلَيْهِ وَلْيُنَادِ بِلاَلٌ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ (رَوَاه إِبْنُ مَاجه فِيْ بَابِ بَدْءِ الْأَذَانِ)

হাদীস নম্বর-৯৬ : হযরত আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. (নামাযের জন্য মানুষদেরকে ডাকার উদ্দেশ্যে) শিঙ্গাধ্বনি করার চিন্তা করলেন এবং ঢোলের ব্যাপারে নির্দেশ দিলেন। ফলে তা প্রস্তুত করা হলো। অতঃপর আব্দুল্লাহ বিন যায়েদকে স্বপ্নে দেখানো হলো। তিনি বলেন: আমি সবুজ চাদর পরিহিত এক ব্যক্তিকে শিঙ্গা বহন করে নিয়ে যেতে দেখলাম। আমি তাকে বললাম: হে আল্লাহর বান্দা! শিঙ্গা বিক্রয় করবে? সে বললো: তুমি এটা দিয়ে কী করবে? আমি বললাম: এটা দিয়ে নামাযের জন্য ডাকব। সে বললো: আমি কি তোমাকে এর চেয়েও উত্তম জিনিসের সন্ধান দিব না? আমি বললাম: তা কী? তিনি বললেন: এ কথা বলবে: اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ

أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ বর্ণনাকারী বলেন: আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ রা. বের হয়ে রসূলুল্লাহ স.-এর নিকটে আসলেন এবং যা দেখেছেন তা এভাবে বর্ণনা করলেন যে, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি সবুজ চাদর পরিহিত এক ব্যক্তিকে শিঙ্গা বহন করে নিয়ে যেতে দেখলাম। এ কথা বলে তিনি পূর্ণ ঘটনা শুনালেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ স. বললেন: তোমাদের সাথী স্বপ্ন দেখেছে। এরপর রসূলুল্লাহ তাঁকে বললেন: তুমি বিলালের সাথে মসজিদে যাও এবং এগুলো তার কাছে বল। আর বিলাল আজান দিক, সে তোমার চেয়ে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরের অধিকারী। (ইবনে মাজাহ: ৭০৬, ত্বহাবী: ৭৪৭, পৃষ্ঠা: ১/৯৯)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী/মুসলিমের রাবী। আর মুহাম্মাদ বিন ইসহাক যদিও মুদাল্লিস রাবী কিন্তু এ হাদীসে তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ "আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম"। সুতরাং এ হাদীসে তাঁর বর্ণনা গ্রহণযোগ্য। এ ছাড়া ত্বহাবী শরীফের সনদে ইবনে মারযুক ব্যতীত সব রাবী বুখারী-মুসলিমের। আর ইবনে মারযুক ثقة "নির্ভরযোগ্য"। (তাকরীব: ২৭৬) ইমাম বাইহাকী, ইবনে খুযাইমা এবং ইমাম তিরমিজী রহ. এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (নাসবুর রায়াহ: আজান অধ্যায়) মুসনাদে আহমাদের তাহকীকে শায়খ শুআইব আরনাউত হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। (মুসনাদে আহমাদ: ১৬৪৭৭, ১৬৪৭৮) শায়খ আলবানী ইবনে মাজাহ'র সনদে হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। (সহীহ-জঈফ ইবনে মাজাহ: ৭০৬)

সারসংক্ষেপ : উপরোক্ত হাদীসের ভিত্তিতে আমরা আমাদের আমলে প্রচলিত আজান ও ইকামাতের পদ্ধতি গ্রহণ করেছি। আমাদের গৃহীত পদ্ধতিতে আজানের শুরুতে اَللّٰهُ أَكْبَرُ চারবার বলতে হয়। কোন কোন ইমাম অন্য হাদীসের ভিত্তিতে আজানের শুরুতে দুইবার اَللّٰهُ أَكْبَرُ বলে থাকেন। আবার আমাদের গৃহীত পদ্ধতিতে আজানের মধ্যে কোন তারজী' নেই। তারজী' হলো: উভয় শাহাদাত দু'বার করে নীচু আওয়াজে বলে পুনরায় দুইবার উঁচু আওয়াজে বলা। এর বিপরীতে কোন কোন ইমাম হযরত আবু মাহজুরা রা. থেকে বর্ণিত হাদীসের ভিত্তিতে আজানের মধ্যে তারজী' করে থাকেন। কিন্তু আমাদের গৃহীত পদ্ধতিই উত্তম। কারণ, উপরোল্লিখিত হাদীস দ্বারা আজানের সূচনা হয়েছে। আর এতে যেমন তারজী' নেই, তেমন আজানের শুরুতে اَللّٰهُ أَكْبَرُ দু'বারও বর্ণিত নেই। এ ব্যাপারে ইবনুল জাওযী 'আত তাহকীক ফী আহাদীসিল খিলাফ' কিতাবে বর্ণনা করেন যে,

وَهَذَا الحَدِيث أصل التأذين و لَيْسَ فِيهِ تَرْجِيع فَدلَّ عَلَى أَنه الْمُسْتَحبّ و عَلَيْهِ عمل أهل الْمَدِينَة وَالْأَخْذ بالمتأخر من حَال رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

"এ হাদীসটি আজানের মূল। আর এখানে তারজী' নেই। এটা প্রমাণ করে যে, তারজী' না করা মুস্তাহাব। আর এটা মদীনাবাসীদের আমল এবং এটাকেই রসূলুল্লাহ স.-এর শেষ আমল হিসেবে গ্রহণ করা হয়"। (আত তাহকীক: ৩৫৮ নম্বর হাদীসের আলোচনায়)

ইকামাতের তরীকা

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَا : حَدَّثَنَا عَفَّانَ قَالَ : ثنا هَمَّامٌ قَالَ : حَدَّثَنِي عَامِرٌ الْأَحْوَلُ قَالَ : حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَيْرِيزٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا مَحْذُورَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ رَوْحٍ سَوَاءً أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ ، قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

হাদীস নম্বর-৯৭ : হযরত আবু মাহজুরা রা. বলেন: রসূলুল্লাহ স. আমাকে সতেরো শব্দে ইকামাত শিক্ষা দিয়েছেন। اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ অবশিষ্ট শব্দগুলো রওহ'-এর বর্ণিত (৭৬৪ নম্বর) হাদীসের অনুরূপ যা এই:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ ، قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (ত্বহাবী: ৭৬৫, পৃষ্ঠা: ১/১০২)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। ইমাম ত্বহাবীর দুই উসতাদ আবু বাকরাহ ও আলী বিন আব্দুর রহমান ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী। আর আবু বাকরাহ ثِقَةٌ "নির্ভরযোগ্য"। (আছ ছিকাত মিম্মাল লাম ইয়াকা' ফিল কুতুবিস সিত্তাহ: রাবী নম্বর- ২০৫৫) আল্লামা জাহাবী তাঁকে 'আল্লামাতুল মুহাদ্দিস' বলে প্রশংসা করেছেন। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: তবকা- ১৪, রাবী নম্বর- ২২৯) আর

আলী বিন আব্দুর রহমানকে ইমাম জাহাবী উঁচু মরতবার শব্দ (হাফেজ, মুতকিন এবং নাবিল) দ্বারা প্রশংসা করেছেন। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: তবকা- ১৫, রাবী নম্বর- ৭১) হাফেজ ইবনে হাজার তাঁকে صدوق "সত্যনিষ্ঠ" বলেছেন। (তাকরীব: ৫৩৪৭) ইমাম তিরমিজী রহ. হাদীসটিকে সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করে এটাকে সহীহ বলেছেন। (তিরমিজী: ১৯২) শায়খ শুআইব আরনাউত মুসনাদে আহমাদের তাহকীকে বলেন: صحيح بطرقه "বিভিন্ন সনদের ভিত্তিতে হাদীসটি সহীহ"। (মুসনাদে আহমাদ: ২৭২৫২) শায়খ আলবানীও তিরমিজীর হাদীসটিকে হাসান-সহীহ বলেছেন। (সহীহ-জঈফ তিরমিজী: ১৯২) এ ছাড়া নাসাঈ শরীফে হযরত আবু মাহজুরা রা. থেকে সহীহ সনদে ইকামাতের অনুরূপ পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। (নাসাঈ: ৬৩১) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ এবং তিরমিজী শরীফেও বর্ণিত আছে। (জামিউল উসূল: ৩৩৫৮)

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي وَأُمُّ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ قَالَ: لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُنَيْنٍ خَرَجْتُ عَاشِرَ عَشْرَةٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ نَطْلُبُهُمْ، فَسَمِعْنَاهُمْ يُؤَذِّنُونَ بِالصَّلَاةِ فَقُمْنَا نُؤَذِّنُ نَسْتَهْزِئُ بِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ سَمِعْتُ فِي هَؤُلَاءِ تَأْذِينَ إِنْسَانٍ حَسَنِ الصَّوْتِ». فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا، فَأَذَّنَّا رَجُلٌ رَجُلٌ وَكُنْتُ آخِرَهُمْ، فَقَالَ حِينَ أَذَّنْتُ: «تَعَالَ». فَأَجْلَسَنِي بَيْنَ يَدَيْهِ، فَمَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِي وَبَرَّكَ عَلَيَّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: «اذْهَبْ فَأَذِّنْ عِنْدَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ». قُلْتُ كَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَعَلَّمَنِي كَمَا تُؤَذِّنُونَ الْآنَ بِهَا: «اللَّهُ أَكْبَرُ. اللَّهُ أَكْبَرُ. اللَّهُ أَكْبَرُ. اللَّهُ أَكْبَرُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ. حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ فِي الْأُولَى مِنَ الصُّبْحِ». قَالَ: وَعَلَّمَنِي الْإِقَامَةَ مَرَّتَيْنِ: «اللَّهُ أَكْبَرُ. اللَّهُ أَكْبَرُ.

اللَّهُ أَكْبَرُ. اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، اللَّهُ أَكْبَرُ. اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ هَذَا الْخَبَرَ كُلَّهُ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ أُمِّ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ أَنَّهُمَا سَمِعَا ذَلِكَ مِنْ أَبِي مَحْذُورَةَ (رَوَاه النَّسَائِيْ فِيْ بَابِ الْأَذَانُ فِي السَّفَرِ)

হাদীস নম্বর-৯৮ : হযরত আবু মাহজুরা রা. বলেন: রসূলুল্লাহ স. যখন হুনাইন থেকে বের হলেন তখন মক্কার দশ ব্যক্তিসহ আমি রসূলুল্লাহ স.কে খুঁজতে বের হলাম। অতঃপর আমরা মুসলমানদেরকে নামাযের আজান দিতে শুনে তাদের সাথে ঠাট্টা করার জন্য আজান দিতে দাঁড়ালাম। তারপর রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করলেন: আমি এদের মধ্যে সুন্দর আওয়াজের এক ব্যক্তির আজান শুনেছি। অতঃপর তিনি আমাদেরকে ডেকে পাঠালেন। আমরা একে একে আজান দিলাম আর আমি ছিলাম সবার শেষে। আমি আজান দেয়ার পরে তিনি বললেন: এদিকে এসো। অতঃপর আমাকে তাঁর সামনে বসালেন এবং আমার মাথার অগ্রভাগ মুছে দিয়ে তিনবার বরকতের দুআ দিলেন। এরপর আমাকে বললেন: মসজিদুল হারামে গিয়ে আজান দাও। আমি আরয করলাম: ইয়া রসূলাল্লাহ! কীভাবে আজান দিব? তিনি আমাকে আজান শিক্ষা দিলেন– যেভাবে তোমরা এখন আজান দিয়ে থাকো। অর্থাৎ, اللَّهُ أَكْبَرُ. اللَّهُ أَكْبَرُ. اللَّهُ أَكْبَرُ. اللَّهُ أَكْبَرُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ. حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ.» আর ফজরের আজানে الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ বলবে। হযরত আবু মাহজুরা রা. বলেন: রসূলুল্লাহ স. আমাকে ইকামাতের শব্দগুলো দু'বার করে বলার শিক্ষা দিলেন। অর্থাৎ, «اللَّهُ أَكْبَرُ. اللَّهُ أَكْبَرُ. اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، اللَّهُ أَكْبَرُ. اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» হযরত ইবনে জুরাইজ বলেন: হযরত উসমান বিন সায়েব আমাকে পূর্ণ হাদীসটি তাঁর পিতা

সায়েব এবং উম্মে আব্দিল মালিকের শ্রবণের মাধ্যমে হযরত আবু মাহজুরা রা. থেকে বর্ণনা করেন। (নাসাঈ: ৬৩৪)

হাদীসটির স্তর : সহীহ লিগাইরিহী। ইবরাহীম ইবনুল হাসান ثقة ثبت "নির্ভরযোগ্য, দৃঢ়"। (আল কাশেফ: ১২৯) উসমান বিন সায়েবকে ثقةٌ "নির্ভরযোগ্য" বলা হয়েছে। (আল কাশেফ: ৩৬৯৮) উম্মে আব্দিল মালিক مقبولة "গ্রহণযোগ্য"। (তাকরীব: ১১৮৩৪) সায়েব مقبول "গ্রহণযোগ্য"। (তাকরীব: ২৪২৮) শেষোক্ত দু'জন রাবী সাধারণ মানের হলেও হযরত আবু মাহজুরা রা. থেকে যৌথভাবে বর্ণনা করায় হাদীসটি সহীহ-এর স্তরে পৌঁছে গেছে। অবশিষ্ট রাবীগণ বুখারী-মুসলিমের। মুসনাদে আহমাদের তাহকীকে শায়খ শুআইব আরনাউত বলেন: حديث صحيح بطرقه "বিভিন্ন সনদের পারস্পারিক সমর্থনের কারণে হাদীসটি সহীহ"। (মুসনাদে আহমাদ: ১৫৩৭৬ নম্বর হাদীসের আলোচনায়) শায়খ আলবানীও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (সহীহ-জঈফ নাসাঈ: ৬৩৩) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ এবং তিরমিজী শরীফেও বর্ণিত আছে। (জামিউল উসূল: ৩৩৫৮)

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ الأَنْصَارِيَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَجُلاً قَامَ وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ عَلَى جِذْمَةِ حَائِطٍ ، فَأَذَّنَ مَثْنَى ، وَأَقَامَ مَثْنَى ، وَقَعَدَ قَعْدَةً ، قَالَ : فَسَمِعَ ذَلِكَ بِلاَلٌ ، فَقَامَ فَأَذَّنَ مَثْنَى ، وَأَقَامَ مَثْنَى ، وَقَعَدَ قَعْدَةً.

হাদীস নম্বর-৯৯ : হযরত আব্দুর রহমান বিন আবী লাইলা বলেন: মুহাম্মাদ স.-এর সাহাবাগণ আমার নিকটে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ আল আনসারী রা. আজান স্বপ্নে দেখে রসূলুল্লাহ স.-এর নিকটে এসে তাঁকে সংবাদ দিলেন। অত:পর রসূলুাহ স. তাকে বললেন: তুমি বিলালকে তা শিখিয়ে দাও। অতঃপর হযরত বিলাল রা. আজান ও ইকামাতের শব্দগুলো দু-দু'বার উচ্চারণ করলেন এবং আজান ও ইকামাতের মাঝে একটু বসলেন। (ইবনে আবী শাইবা: ২১৩১, পৃষ্ঠা: ২/৩১১)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের প্রসিদ্ধ ثقةٌ "নির্ভরযোগ্য" রাবী এবং হাদীসের ইমাম। তবে ইবনে আবী লাইলা হযরত

আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ থেকে শোনেননি। অবশ্য এ কারণে হাদীসের বিশুদ্ধতার ওপর কোন প্রভাব পড়বে না। কারণ, আজানের সূচনা সম্পর্কিত এ হাদীসটি ইবনে আবী লাইলা সাহাবায়ে কিরামের মাধ্যমে হযরত আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ থেকে শুনেছেন। এর প্রমাণ রয়েছে ইবনে আবী শাইবা: ২১৩৭, ইবনে খুযাইমা: ৩৭৯, তৃহাবী: ৮১১ এবং সুনানুল কুবরা লিলবাইহাকী: ১৯৭৫ নম্বর হাদীসে। এ কারণে ইবনে হাযাম এবং ইবনে দাকীকুল ঈদ রহ. এ হাদীসকে সহীহ বলেছেন। (তালখীছুল হাবির: ২৯৮ নম্বর হাদীসের আলোচনায়)

উপরন্তু, ইবনে আবী লাইলা জন্ম গ্রহণ করেন হযরত উমার রা.-এর মৃত্যুর ৮ বছর পূর্বে। আর আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ রা. মৃত্যুবরণ করেন ৩২ হিজরীতে হযরত উসমান রা.-এর খিলাফাতকালে। এ হিসেব মতে আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ রা.-এর মৃত্যুর সময়ে ইবনে আবী লাইলার বয়স কমপক্ষে ১৭ বছর ছিলো যা ইমাম মুসলিমের শর্ত মোতাবেক মুত্তাসিল সনদের জন্য যথেষ্ট।

এছাড়াও ইকামাতের শব্দগুলো জোড়ায় জোড়ায় বলার মত পোষণ করেন সাহাবা ও তাবিঈদের অনেকে। তন্মোধ্যে কয়েকজনের নাম কিতাবের উদ্বৃতিসহ নিম্নে পেশ করছি:

হযরত বিলাল রা.-মুসান্নাফে আব্দুর রযযাক: ১৭৬১, হযরত আলী রা.-মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা: ২১৪৯, হযরত সালামাহ বিন আকওয়া রা.-মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা: ২১৫০, হযরত আবুল আলিয়া-মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা: ২১৫২, ইবরাহীম নাখঈ-মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা: ২১৫৩ এবং হযরত আলী ও ইবনে মাসউদ রা.-এর ছাত্রগণ-মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা: ২১৫৪।

অতএব, ইকামাতের উক্ত পদ্ধতি বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হওয়ার সাথে সাথে উম্মাতের মধ্যে ব্যাপক প্রচলিত হওয়ায় আমরা তা অনুসরণ করে থাকি।

সারসংক্ষেপ : উপরোক্ত হাদীসগুলো দ্বারা ইকামাতের সেই পদ্ধতিই প্রমাণিত হয় যে পদ্ধতিতে আমরা ইকামাত দিয়ে থাকি। অর্থাৎ, اَللهُ أَكْبَرُ ৪বার, أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ২বার, أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ২বার, حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ২বার, حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ২বার, قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ২বার, اَللهُ أَكْبَرُ ২বার, لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ১বার।

দুই পায়ের মাঝখানে স্বাভাবিক ফাঁকা রাখা

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِي فِي الْمَسْجِدِ فَرَأَى رَجُلاً صَافًّا بَيْنَ قَدَمَيْهِ فَقَالَ أَلْزِقْ إِحْدَاهُمَا بِالأُخْرَى لَقَدْ رَأَيْت فِي هَذَا الْمَسْجِدِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا رَأَيْت أَحَدًا مِنْهُمْ فَعَلَ هَذَا قَطُّ

হাদীস নম্বর-১০০ : উয়াইনা বিন আব্দুর রহমান বলেন: আমি আমার পিতার সাথে মসজিদে ছিলাম। অতঃপর তিনি এক ব্যক্তিকে দেখলেন সে দু'পা ছড়িয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি বললেন: এক পায়ের সাথে অপর পা মিলিয়ে দাঁড়াও। আমি এ মসজিদে আঠারো জন সাহাবাকে দেখেছি, তাঁদের কেউ এমন করতেন না। (ইবনে আবী শাইবা: ৭১৩৬)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাউকুফ। এ হাদীসের রাবীগণের মধ্যে হযরত ওয়াকী' প্রসিদ্ধ ইমাম। তাঁর উসতাদ উয়াইনা বিন আব্দুর রহমান ثِقَةٌ "নির্ভরযোগ্য"। (আল কাশেফ: ৪৪১১) আর উয়াইনার পিতা আব্দুর রহমানও ثِقَةٌ "নির্ভরযোগ্য"। (তাকরীব: ৪২৬৯)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীসে বর্ণিত উভয় পা মিলিয়ে রাখার নির্দেশ দ্বারা উদ্দেশ্য একেবারে মিলিয়ে রাখা নয়। বরং সামান্য ফাঁকা রাখা; নিম্নবর্ণিত হাদীসে তার বিবরণ আসছে।

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ رُسْتُمَ أَبُو عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلاَ يَضَعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ وَلاَ عَنْ يَسَارِهِ فَتَكُونَ عَنْ يَمِينِ غَيْرِهِ إِلاَّ أَنْ لاَ يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ(رَوَاه ابُوْ دَاود فِيْ بَابِ الْمُصَلِّي إِذَا خَلَعَ نَعْلَيْهِ أَيْنَ يَضَعُهُمَا)

হাদীস নম্বর-১০১ : হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. বলেন: তোমাদের কেউ যখন নামায পড়ে তখন তার জুতো যেন ডানে না রাখে এবং বামেও না রাখে; কেননা তা অপরের ডান। হ্যাঁ, বামে কেউ না থাকলে ভিন্ন কথা। বরং সে যেন তার জুতো দু'পায়ের মাঝে রাখে। (আবু দাউদ: ৬৫৪)

হাদীসটির স্তর : হাসান। আব্দুর রহমান বিন কায়েস ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

আর আব্দুর রহমান مقبول "গ্রহণযোগ্য"। (তাকরীব: ৪৪৫৯) জামিউল উসূলের তাহকীকে শায়খ আব্দুল কাদের আরনাউত বলেন: وهو حديث حسن "হাদীসটি হাসান"। (জামিউল উসূল: ৩৬২১) শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান-সহীহ বলেছেন। (সহীহ্-জঈফ আবু দাউদ: ৬৫৪)

সারসংক্ষেপ : দু'পায়ের মাঝে জুতো রাখার অনুমতি থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, নামাযী ব্যক্তি তার দু'পায়ের মাঝে এতটুকু ফাঁকা রাখবে যাতে ইচ্ছে করলে জুতো রাখা যায়। আর তার পরিমাণ চার থেকে ছয় ইঞ্চি হতে পারে।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ بْنُ سَعِيدٍ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَيْسَرَةَ، عَنْ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرُو، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ، رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي قَدْ صَفَّ بَيْنَ قَدَمَيْهِ فَقَالَ: «خَالَفَ السُّنَّةَ وَلَوْ رَاوَحَ بَيْنَهُمَا كَانَ أَفْضَلَ» (رَوَاه النَّسَائِيْ فِيْ بَابِ الصَّفُّ بَيْنَ الْقَدَمَيْنِ فِي الصَّلَاةِ)

হাদীস নম্বর-১০২ : হযরত আবু উবাইদা রহ. বলেন: হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. এক ব্যক্তিকে দেখলেন দু'পা ছড়িয়ে দিয়ে নামায পড়ছে। তিনি বললেন: লোকটি সুন্নাত পরিপন্থী কাজ করেছে। যদি সে দু'পায়ের ওপর পালাক্রমে ভর করে নামায আদায় করতো তাহলে সেটা উত্তম হতো। (নাসাঈ: ৮৯৫, ইবনে আবী শাইবা: ৭১৩৫)

হাদীসটির স্তর : হাসান, মারফু'। মাইসারা ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখরীর রাবী। আর মাইসারা ثقةٌ "নির্ভরযোগ্য"। (আল কাশেফ: ৫৭৫২) মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবার তাহকীকে শায়খ মুহাম্মাদ আউওয়ামা বলেন: হাদীসটির সনদ হাসান।

ফায়দা : হযরত আবু উবাইদাহ তাঁর পিতা হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে কিছুই শোনেননি মর্মে অনেকে মন্তব্য করে এ হাদীসটিকে সনদ বিচ্ছিন্ন বলার চেষ্টা করেছেন; কিন্তু আসলে তা সঠিক নয়। ইমাম জাহাবীর লিখিত 'আল কাশেফ' কিতাবের তাহকীকে ২৫৩৯ নম্বর রাবীর জীবনী আলোচনায় শায়খ মুহাম্মাদ আউওয়ামা বিভিন্ন ইমামগণের বরাত দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, তাঁর পিতার নিকট থেকে তিনি শুনেছেন। ইমাম আবু দাউদ রহ. বলেন: আবু উবাইদাহ রহ.-এর পিতা হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা.-এর মৃত্যুর সময়ে তাঁর বয়স

ছিলো ৭ বছর। (তাহজীবুল কামাল: রাবী নম্বর- ৩০৫১) আর হাদীসের নীতিনির্ধারক ইমামগণের নিকটে যেখানে পাঁচ বছর বয়স হাদীস গ্রহণের জন্য যথেষ্ট সেখানে ৭ বছর বয়সে ছেলে তাঁর পিতা থেকে কিছুই শোনেনি এটা কোনক্রমে গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম তবারানী তাঁর মু'জামে আওসাতে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যার সনদে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে, আবু উবাইদা তাঁর পিতার নিকট থেকে শুনেছেন। সনদটি এই: حدثنا مفضل ثنا علي ثناأبو قرة قال ذكر زمعة عن زياد بن سعد عن أبي الزبير حدثني يونس بن خباب الكوفي قال سمعت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود يذكر أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول অর্থাৎ, আবু উবাইদা তাঁর পিতাকে বলতে শুনেছেন। (মু'জামে তবারানী আওসাত: ৯১৮৯) এ হাদীসটির সনদ হাসান। আবু উবাইদা সূত্রে হযরত ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত হাদীসকে ইমাম তিরমিজী রহ. হাসান বলেছেন। (তিরমিজী: ৩৬৬) এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত দেখুন শায়খ মুহাম্মাদ আউওয়ামার তাহকীকসহ আল কাশেফ ৩য় খ-, পৃষ্ঠা ৬১-এ

সারসংক্ষেপ : পালাক্রমে দু'পায়ের মাঝে জিরিয়ে নামায আদায় করার পদ্ধতি হলো এক পায়ের ওপর একটু ওজন বেশী দিয়ে অপর পা'কে বিশ্রাম দেয়া। আবার অপর পায়ের ওপর একটু ওজন বাড়িয়ে দিয়ে পূর্বের পা'কে বিশ্রাম দেয়া। জামাআতের কাতারে দাঁড়ানো অবস্থায় দু'পায়ের মাঝে বেশী ফাঁকা থাকলে যে কোন এক পায়ের ওপর ওজন দিতে গেলে পাশের লোকটিকে ঠেলে সরিয়ে দেয়া ব্যতীত এক পায়ের ওপর ওজন দেয়া সম্ভব নয়। আর দু'পায়ের মাঝে দূরত্ব কম থাকলে এটা সহজে সম্ভব। দীর্ঘ কিয়াম ব্যতীত স্বাভাবিকভাবে জিরিয়ে নামায পড়ার প্রয়োজন হয় না। তবে এ হাদীস থেকে মাসআলা বেরিয়ে আসে যে, দু'পায়ের মাঝে এতটুকু দূরত্ব রাখতে হয় যতটুকু দূরত্ব রাখলে পালাক্রমে দু'পায়ের মাঝে জিরিয়ে নামায আদায় করা যায়। আর তার পরিমাণ হতে পারে চার থেকে ছয় ইঞ্চি– যা পূর্বেও বর্ণনা করা হয়েছে। অবশ্য এটা কোন আবশ্যকীয় বিধান নয়। সুতরাং মোটা মানুষ বা অসুস্থ্য মানুষের জন্য প্রয়োজন অনুসারে পা ছড়িয়ে দাঁড়ানোতে সমস্যা নেই।

উল্লেখ্য: দু'পায়ের মাঝখানে স্বাভাবিক ফাঁকা রেখে দাঁড়ানোর ব্যাপারে বর্ণিত মাসআলার বিপরীতে কোন কোন হাদীসে জামাআতের কাতারে দাঁড়ানো ব্যক্তিদের পরস্পর একজন অপরজনের পায়ের সাথে পা, টাখনুর সাথে টাখনু মিলিয়ে দাঁড়ানোর কথাও বর্ণিত হয়েছে– যা থেকে মুসল্লীর নিজের দু'পায়ের মধ্যের ফাঁকা অনেক বেড়ে যায়। যেমন নিম্নে বর্ণিত হযরত আনাস রা.-এর হাদীস:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِيْ بَابُ إِلْزَاقِ الْمَنْكِبِ بِالْمَنْكِبِ وَالْقَدَمِ بِالْقَدَمِ فِي الصَّفِّ)

হাদীস নম্বর-১০৩ : হযরত আনাস রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন: তোমরা কাতার সোজা কর। কেননা, আমি আমার পেছন দিক থেকেও তোমাদেরকে দেখতে পাই। (হযরত আনাস রা. বলেন:) আর আমাদের প্রত্যেকে তার পার্শ্ববর্তী ব্যক্তির কাঁধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা মিলাতো। (বুখারী: ৬৮৯)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাউকুফ। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ এবং ইবনে মাজাহ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামিউল উসূল: ৩৮৬৪)

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْجَدَلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثَلاَثًا وَاللَّهِ لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ قَالَ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَةِ صَاحِبِهِ وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ.(رَوَاه ابُوْ دَاود فِيْ بَابِ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ)

হাদীস নম্বর-১০৪ : হযরত নু'মান বিন বাশীর রা. বলেন: রসূলুল্লাহ স. লোকদের দিকে ফিরে তিনবার বললেন: তোমরা কাতার সোজা কর। আল্লাহর কসম! তোমরা হয় কাতার সোজা করবে না হয় আল্লাহ তাআলা তোমাদের দিলের মধ্যে ভিন্নতা সৃষ্টি করে দিবেন। হযরত নু'মান বিন বাশীর রা. বলেন: আমি লোকদেরকে দেখেছি নিজের ঘাড় সাথীর ঘাড়ের সাথে, হাঁটু সাথীর হাঁটুর সাথে এবং পায়ের গিট সাথীর পায়ের গিটের সাথে মিলাচ্ছে। (আবু দাউদ: ৬৬২)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। তবে কাতার সোজা করার নির্দেশটি মারফূ'। আর হাঁটুর সাথে হাঁটু মিলিয়ে দাঁড়ানোর অংশটি মাউকুফ। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিজী, নাসাঈ এবং ইবনে মাজাহ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামিউল উসূল: ৩৮৬৩)

বুখারী শরীফে বর্ণিত হযরত আনাস রা.-এর হাদীস, আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত হযরত নু'মান বিন বাশীর রা.-এর হাদীস এবং এ অর্থে বর্ণিত অন্যান্য হাদীসের ছত্রছায়ায় বর্তমান কালের কিছু লোকজন নিজের দু'পায়ের মধ্যে অনেক ফাঁকা করে অন্যের পায়ের সাথে লাগিয়ে দেয় এবং এটাকে রসূলুল্লাহ স.-এর সুন্নাত বলে প্রচার করে থাকে।

এসব হাদীসের ব্যাপারে আমাদের মন্তব্য হলো: এটা আসলে রসূলুল্লাহ স.-এর হাদীস নয়; বরং সাহাবার আমল এবং এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ স. অবগত ছিলেন কি না তার কোন প্রমাণও হাদীসে বর্ণিত নেই। সুতরাং পায়ের সাথে পা, টাখনুর সাথে টাখনু মিলিয়ে দাঁড়ানোকে রসূলুল্লাহ স.-এর হাদীস হিসেবে প্রচার করা কোনক্রমেই ঠিক নয়। তবে সাহাবাগণের আমল হিসেবে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত– যার অনুসরণ আমাদের করা উচিত এবং আমরা করেও থাকি। অবশ্য, তারা মিলানোর বাহ্যিক অর্থ করে থাকে। আর হাদীস বিশারদগণ এর উদ্দিষ্ট অর্থ করে থাকেন। অর্থাৎ, গায়ে গায়ে মিলে দাঁড়ানো আর কাতার সমান রাখা বা আগে/পিছে না হওয়া। পায়ের সাথে পা, টাখনুর সাথে টাখনু মিলিয়ে দাঁড়ানোর বাহ্যিক অর্থ যেমন এ হাদীসের উদ্দেশ্য নয়; ঠিক তেমনই তা সম্ভবও নয়। কারণ, কাঁধ এবং কদম লাগিয়ে দাঁড়ালে হাঁটুর সাথে হাঁটু লাগানো অসম্ভব। আবার পায়ের পেছনের অংশ তুলনামূলক সরু হওয়ায় গিটের সাথে গিট লাগিয়ে দাঁড়ালে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পা হুবহু কিবলামুখী রাখাও অসম্ভব। বুখারী শরীফের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যাকার যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম, হাফেজ ইবনে হাজার আসকালনী রহ.-এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন:

(قَوْلُهُ بَابُ إِلْزَاقِ الْمَنْكِبِ بِالْمَنْكِبِ وَالْقَدَمِ بِالْقَدَمِ فِي الصَّفِّ) الْمُرَادُ بِذَلِكَ الْمُبَالَغَةُ فِي تَعْدِيلِ الصَّفِّ وَسَدِّ خَلَلِهِ وَقَدْ وَرَدَ الْأَمْرُ بِسَدِّ خَلَلِ الصَّفِّ وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ أجمعها حَدِيث بن عمر عِنْد أَبِي دَاوُد وَصَححهُ بن خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ

"উক্ত হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সর্বাধিক গুরুত্বের সাথে কাতার সোজা করা এবং ফাঁকা বন্ধ করে পরস্পর মিলেমিলে দাঁড়ানো। তিনি আরও বলেন: ফাঁকা বন্ধ করে দাঁড়ানোর ব্যাপারে অনেক হাদীস আছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত হযরত ইবনে উমার রা.-এর হাদীস। ইবনে খুযাইমা ও হাকেম উক্ত হাদীসকে সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন"।

পূর্ববর্ণিত হযরত আব্দুর রহমান, আবু হুরাইরা এবং হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা.-এর হাদীস এবং ইবনে হাজার আসকালানী রহ.-এর উপরোক্ত ব্যাখ্যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, নিজের দু'পায়ের মধ্যে অনেক ফাঁকা করে অন্যের পায়ের সাথে লাগিয়ে দেয়া রসূলুল্লাহ স.-এর সুন্নাতও নয় আর সাহাবায়ে কিরামের আমলের সঠিক রূপও নয়; বরং এটা কারও কল্পনাপ্রসূত আমল। আর তা বাস্তবায়নের জন্য হাদীসের শব্দ থেকে আশ্রয় গ্রহণ মাত্র।

তাকবীরে তাহরিমায় কানের উপর পর্যন্ত হাত উঠানো

حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدوري الْعَلَاءِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْعَطَّارِ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فَحَاذَى بِإِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ رَكَعَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ مَفْصِلٍ مِنْهُ، وَانْحَطَّ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى سَبَقَتْ رُكْبَتَاهُ يَدَيْهِ هذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَا أَعْلَمُ لَهُ عِلَّةً وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

হাদীস নম্বর-১০৫ : হযরত আনাস রা. বলেন: আমি রসূলুল্লাহ স.কে দেখেছি তিনি তাকবীর বলার সময়ে উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল কান বরাবর উঠিয়েছেন। অতঃপর তিনি এমনভাবে রুকু করলেন যে, তাঁর প্রতিটি জোড়া স্থির হয়ে গেলো। আর তাকবীর বলে (সিজদার জন্য) নীচু হলেন এবং সিজদায় যাওয়ার সময় উভয় হাঁটু হাতের আগে রাখলেন।

হাদীসটির স্তর : সহীহ। হাকেম বলেন: "صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ এ হাদীসের সনদ বুখারী-মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ"। ইমাম জাহাবী রহ. তাঁর তালখীস কিতাবেও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। (মুসতাদরাকে হাকেম: ৮২২)

وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ (عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ) أَنَّهُ رَأَى نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ (كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ) حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ (رَوَاه مُسْلِمٌ فِيْ بَابِ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ مَعَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ)

হাদীস নম্বর-১০৬ : হযরত মালেক বিন হুওয়াইরিস রা. রসূলুল্লাহ স.-এর নামাযের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন: তিনি যখন তাকবীর দিতেন তখন উভয় হাত কানের উপরিভাগ পর্যন্ত উঠাতেন। (মুসলিম: ৭৫২)

উল্লেখ্য : ইমাম মুসলিম রহ. بهذا الإسناد বলে যে সনদ বুঝাতে চেয়েছেন তা বন্ধনির মাঝে দেয়া হয়েছে।

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি বুখারী, আবু দাউদ, তিরমিজী, নাসাঈ এবং ইবনে মাজাহ শরীফেও শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামিউল উসূল: ৩৩৯২)

সারসংক্ষেপ : উপরোক্ত হাদীসদু'টি দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, তাকবীরে তাহরিমার সময়ে উভয় হাত কানের লতি পর্যন্ত উঠাতে হবে। তবে কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠানোর কথাও অন্যান্য সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আমরা এসব হাদীসের সমন্বয়ে এভাবে আমল করে থাকি যে, উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল উভয় কানের লতি পর্যন্ত পৌঁছাবে যেন হাতের অনান্য আঙ্গুলের মাথা কানের উপর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আর হাতের পাঞ্জা কান বরাবর এবং কব্জি কাঁধ বরাবর থাকে। এ নিয়ম অনুসরণ করলে এ বিষয়ক সবগুলো হাদীসের ওপরই একত্রে আমল হয়ে যায়। (ফাতহুল কদীর: সিফাতুস সলাত অধ্যায়)

নারীগণ তাহরিমার সময়ে কাঁধ পর্যন্ত হাত উঁচু করবে

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : تُشِيرُ الْمَرْأَةُ بِيَدَيْهَا بِالتَّكْبِيرِ كَالرَّجُلِ ؟ قَالَ : لاَ تَرْفَعُ بِذَلِكَ يَدَيْهَا كَالرَّجُلِ ، وَأَشَارَ فَخَفَضَ يَدَيْهِ جِدًّا ، وَجَمَعَهُمَا إِلَيْهِ جِدًّا وَقَالَ: إِنَّ لِلْمَرْأَةِ هَيْئَةً لَيْسَتْ لِلرَّجُلِ ، وَإِنْ تَرَكَتْ ذَلِكَ فَلاَ حَرَجَ

হাদীস নম্বর-১০৭ : হযরত ইবনে জুরাইয বলেন: আমি হযরত আতা বিন আবী রবাহকে জিজ্ঞেস করলাম: নারীগণ তাকবীরের সময়ে কি পুরুষের মতো হাত ইশারা করবে? তিনি বললেন: না, পুরুষের মতো করবে না। অতঃপর তিনি নিজে হাত ইশারা করে দেখালেন আর দুই হাত খুব নীচু করলেন এবং শরীরের সাথে মিলিয়ে রাখলেন। অতঃপর বললেন: মহিলাদের নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে যা পুরুষের মতো নয়। তবে এটা পরিত্যাগ করলেও সমস্যা নেই। (ইবনে আবী শাইবা: ২৪৮৯)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। এ হাদীসটির রাবীগণ সবাই-ই ثقة "নির্ভরযোগ্য" ও বুখারী-মুসলিমের রাবী। অতএব, সনদের বিবেচনায় হাদীসটি সহীহ।

হাদীসের নীতিমালা অনুযায়ী এটা মাকতু' হাদীস বা 'আছারে তাবিঈ'। যুক্তিগ্রাহ্য নয় এমন সব কথা বা কাজ তাবিঈদের থেকে বর্ণিত হলে তা সাহাবায়ে কিরামকে করতে দেখে বা তাদের থেকে শুনে বলে থাকেন। আর সাহাবায়ে কিরামের ভিত্তি হলো রসূলুল্লাহ স.। এ হিসেবে বর্ণনাটি শরীআতের দলীল; যদিও অবশ্য পালনীয় নয়। হাদীসের কিতাবের লেখকগণ সবাই-ই নিজ নিজ কিতাবে প্রয়োজন অনুসারে তাবিঈদের এ জাতীয় উক্তি বর্ণনা করেছেন। যেমন ইমাম বুখারী রহ. 'আমীন' বলার অধ্যায়ে হযরত আতা রহ থেকেই এ উক্তি উল্লেখ করেছেন যে, :قَالَ عَطَاءٌ «آمِينَ دُعَاءٌ» "হযরত আতা রহ. বলেন: 'আমীন' একটি দুআ। হযরত আতা বিন আবী রবাহ রহ. থেকে বর্ণিত এ আমলকে আমরা মহিলাদের জন্য উত্তম মনে করি। আর সহীহ মারফু' হাদীসেও কাঁধ পর্যন্ত হাত উত্তোলনের আমল বর্ণিত হয়েছে। (বুখারীঃ ৭০০) সুতরাং হযরত আতা রহ.-এর মন্তব্য দ্বারা হাত উত্তোলনের ব্যাপারে বর্ণিত একাধিক সহীহ হাদীসের মধ্যে কেবল একটি হাদীসকে মহিলাদের জন্য প্রাধান্য দেয়া হলো মাত্র। নতুন কোন বিধান প্রমাণিত হলো না। উপরন্তু, এ পদ্ধতির অনুসরণ মহিলাদের রূপ-সৌন্দর্য অন্যের দৃষ্টি থেকে আড়াল করার বেশী উপযোগী। সুতরাং পর্দার প্রতি লক্ষ্য রেখে তাদের জন্য এ আমলটিকে আমরা প্রাধান্য দিয়ে থাকি।

রফউল ইয়াদাইন-এর বিধান

তাকবীরে তাহরিমার সময়ে হাত উঠানো সুন্নাত। এ ব্যাপারে হাদীসে ভিন্ন কোন হুকুম নেই এবং উম্মাতের মধ্যেও এ নিয়ে কোন মতবিরোধ নেই। তবে তাকবীরে তাহরিমা ব্যতীত বাকী অন্যান্য ক্ষেত্রে হাত উঠানো নিয়ে সাহাবায়ে কিরামের যুগ থেকে অদ্যাবধি দুটি আমলই চলে আসছে। আমলগত এ পার্থক্যের প্রতি ইঙ্গিত করে ইমাম তিরমিজী রহ. 'রফউল ইয়াদাইন'-এর পক্ষে বর্ণিত হযরত ইবনে উমার রা.-এর হাদীস পেশ করে বলেন: সাহাবা ও তাবিঈদের মধ্যে কেউ কেউ (রুকু-সিজদাসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে) হাত উঠানোর পক্ষে মতামত দিয়েছেন। আবার 'রফউল ইয়াদাইন' না করার পক্ষে বর্ণিত হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা.-এর হাদীস পেশ করে বলেন: সাহাবা ও তাবিঈদের মধ্যে কেউ কেউ হাত না উঠানোর পক্ষেও মতামত দিয়েছেন।

উল্লিখিত দুটি মতের মধ্যে হযরত ইবনে মাসউদ রা. ও অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম হাত না উঠানোর যে আমল গ্রহণ করেছেন, হানাফী মাজহাবের উলামায়ে কিরাম তদানুযায়ী রসূলুল্লাহ স. কর্তৃক হাত না উঠানোর আমলকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। হাদীসের বিভিন্ন কিতাব থেকে উক্ত আমলের দালীলিক ভিত্তি আপনাদের সামনে তুলে ধরা হবে ইনশাআল্লাহ।

তিরমিজী শরীফ থেকে

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: «أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَصَلَّى، فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ». وَفِي البَابِ عَنْ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ. حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الكُوفَةِ (رَوَاه التِّرمِذِىْ فِىْ بَابِ ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع إلا في أول مرة)

হাদীস নম্বর-১০৮ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. (উপস্থিত লোকদেরকে লক্ষ্য করে) বলেন: আমি কি তোমাদেরকে রসূলুল্লাহ স.-এর নামাযের মতো নামায পড়াব না? এরপর তিনি নামায পড়লেন এবং তাতে প্রথমবার (অর্থাৎ, তাকবীরে তাহরিমা) ব্যতীত আর কোথাও হাত তুললেন না। এ সম্পর্কে বারা বিন আযেব রা. থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইবনে মাসউদ রা.-এর হাদীসটি হাসান। সাহাবা এবং তাবিঈদের একাধিক আলিম এভাবেই আমলের কথা বলেছেন। এটা সুফিয়ান সাওরী এবং কুফাবাসীদেরও মত (তিরমিজী: ২৫৭)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী। ইমাম তিরমিজী রহ. এটাকে হাসান বললেও শায়খ শুআইব আরনাউত বলেন: صححه غير واحد من الأئمة، "বহু সংখ্যক ইমাম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন"। (সহীহ ইবনে হিব্বান: ১৮৭৪ নম্বর হাদীসের আলোচনায়) আল্লামা আবুল হাসান ইবনুল কত্তান রহ. বলেন: وَذكر التِّرْمِذِيّ عَن ابْن الْمُبَارك أَنه قَالَ: لَا يَصح.وَقَالَ الْآخرُونَ: إِنَّه صَحِيح. وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِك الدَّارَقُطْنِيّ، قَالَ: إِنَّه حَدِيث صَحِيح "ইমাম তিরমিজী রহ. ইবনুল মুবারকের বরাত দিয়ে বলেন যে, হাদীসটি সহীহ

নয়। আর অন্যান্যরা বলেন: এটা সহীহ। যারা সহীহ বলেন তাদের একজন ইমাম দারাকুতনী। তিনি বলেন: হাদীসটি সহীহ"। (আল ওয়াহাম ওয়াল ঈহাম: ১১০৯ নম্বর হাদীস-এর আলোচনায়) তিরমিজী, আবু দাউদ এবং নাসাঈ শরীফের তাহকীকে শায়খ আলবানীও এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। মুসনাদে আবু ইয়া'লার তাহকীকে শায়খ হুসাইনও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (মুসনাদে আবু ইয়া'লা: ৫০৪০ নম্বর হাদীসের তাহকীকে) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবু দাউদ: ৭৪৮ ও ৭৪৯, নাসাঈ: ১০২৯ ও ১০৬১, মুসনাদে আহমাদ: ৩৬৮১ ও ৪২১১, আব্দুর রযযাক: ২৫৩৩ ও ২৫৩৪, ইবনে আবী শাইবা: ২৪৫৬ ও ২৪৫৮ এবং আবু ইয়া'লা: ৫০৪০ ও ৫৩০২ নম্বরে বর্ণিত হয়েছে।

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ স. শুধু নামাযের শুরুতে একবার হাত উঠাতেন। ইমাম তিরমিজী রহ. আরও উল্লেখ করেন যে, এটা কুফাবাসীদের আমল। আর কুফাবাসীদের আমল হওয়ার অর্থ হলো আশারায়ে মুবাশশারাহ এবং বদরী সাহাবাগণের একাংশসহ দেড় হাজার সাহাবায়ে কিরামের আমল। কারণ কুফা নগরীতে বসবাস করতেন দেড় হাজার সাহাবায়ে কিরাম। আল্লামা আবুল হাসান আহমাদ বিন আব্দুল্লাহ আল ইযলী (মৃত্যু- ২৬১) বলেন: نَزَلَ الْكُوفَةَ أَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (بَابٌ فِيْمَنْ نَزَلَ الْكُوْفَةَ وَغَيْرِهَا مِنَ الصَّحَابَةِ) "কুফা নগরীতে বসবাস করতেন এক হাজার পাঁচশত সাহাবায়ে কিরাম"। (মা'রিফাতুছ ছিকাত: 'কুফা ও অন্যান্য শহরে বসবাসকারী সাহাবাগণ' অধ্যায়) সুতরাং সাহাবা, তাবিঈন এবং তাবে তাবিঈনের যুগে কুফায় কোন আমল বিস্তার লাভ করে থাকলে নিশ্চিত বলা যায় যে, এটা রসূলুল্লাহ স.-এর আমল। কারণ, দেড় হাজার সাহাবায়ে কিরাম ও তাঁদের সংশ্রবপ্রাপ্ত ছাত্রগণের নগরীতে কোন ভিত্তিহীন আমলের ওপর সবাই একমত হবেন তা কল্পনাতীত। আরও লক্ষণীয় বিষয় এই যে, ইসলামের দলীল হিসেবে সনদের বিশুদ্ধতার চেয়ে আমলের বিস্তৃতির মান কোনক্রমে কম নয়।

নাসাঈ শরীফ থেকে

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِصَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَقَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ لَمْ يُعِدْ

হাদীস নম্বর-১০৯ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন: আমি কি তোমাদেরকে রসূলুল্লাহ স.-এর নামায সম্পর্কে বলব না? রাবী বলেন: অতঃপর তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে প্রথমবার উভয় হাত উঠালেন; তারপর আর উঠালেন না। (নাসাঈ: ১০২৯)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। সুআইদ বিন নাসর ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী। আর সুআইদ ثقةٌ "নির্ভরযোগ্য"। (তাকরীব: ২৯৯০) শায়খ আলবানীও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (সহীহ-জঈফ নাসাঈ: ১০২৯) এ হাদীসটি ইমাম নাসাঈ রহ. ভিন্ন আরেকটি সনদেও বর্ণনা করেছেন। (নাসাঈ: ১০৬১)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ স. শুধু নামাযের শুরুতে একবার হাত উঠাতেন।

ফায়দা : হযরত ইবনে মাসউদ রা.-এর এ হাদীসটি প্রমাণিত নয় বলে তিরমিজী শরীফে আব্দুল্লাহ বিন মুবারক রহ.-এর যে মন্তব্য তুলে ধরা হয়েছে, এ হাদীসের সনদ দ্বারা তারও অবসান ঘটে। কারণ, 'রফউল ইয়াদাইন' না করার ব্যাপারে বর্ণিত এ সহীহ হাদীসটি হযরত ইবনুল মুবারক রহ. নিজেই বর্ণনা করেছেন। অতএব, তাঁর নিকটে এ হাদীস অজানা নয়; বরং ইবনে মাসউদ রা.-এর অপর একটি কওলী হাদীস বর্ণিত আছে। হয়তো সে হাদীসটির ব্যাপারে ইবনুল মুবারক রহ. উক্ত মন্তব্য করেছেন।

আবু দাউদ শরীফ থেকে

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، يَعْنِي ابْنَ كُلَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ أَلاَ أُصَلِّي بِكُمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلاَّ مَرَّةً . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا مُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ وَلَيْسَ هُوَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ (رَوَاه ابُوْ دَاود فِيْ بَابِ مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ عِنْدَ الرُّكُوعِ)

হাদীস নম্বর-১১০ : হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. (উপস্থিত লোকদেরকে লক্ষ্য করে) বলেন: আমি কি তোমাদেরকে রসূলুল্লাহ স.-এর নামাযের মতো নামায পড়াব না? এরপর তিনি নামায পড়লেন এবং তাতে মাত্র একবার হাত উঠালেন। (অর্থাৎ, তাকবীরে তাহরিমার সময়ে) ইমাম আবু দাউদ রহ. বলেন:

এটা একটি দীর্ঘ হাদীসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। আর এ হাদীসটি এই শব্দে সহীহ নয়। (আবু দাউদ: ৭৪৮)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী/মুসলিমের ثقة "নির্ভরযোগ্য" রাবী। সুতরাং সনদের বিবেচনায় হাদীসটি সহীহ। শায়খ আলবানীও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (সহীহ-জঈফ আবু দাউদ: ৭৪৮) এ কারণেই হযরত আবুল হাসান ইবনুল কত্তান রহ. হাদীসটিকে أقرب إِلَى الصِّحَّة "সহীহ'র সাথে ঘনিষ্ঠ" বলে মন্তব্য করেছেন। (আল ওয়াহাম ওয়াল ঈহাম: হাদীস নম্বর- ১১০৯)

ফায়দা : ইমাম আবু দাউদ রহ. এ হাদীসটি বর্ণনান্তে এ মন্তব্য করেছেন যে, "হাদীসটি এই শব্দে সহীহ নয়"। তিনি এ হাদীসের কোন রাবীকে জঈফ বলতে পারেননি; আর তা সম্ভবও নয়। যেহেতু এ সব রাবীর নির্ভরযোগ্যতা উম্মাতের নিকটে স্বীকৃত। এর পরেও উক্ত মন্তব্যটি কেন করলেন তার কোন কারণ তিনি উল্লেখ করেননি। অবশ্য আবু দাউদ শরীফের মূল পাণ্ডুলিপি তাহকীককারী বিজ্ঞ আলিমগণের মন্তব্য হলো: উক্ত কথাটি ইমাম আবু দাউদ রহ.-এর নয়। ভারতবর্ষের মুদ্রণেও এ কথাটি লেখা নেই। বিস্তারিত দেখুন বজলুল মাযহুদ, ৪র্থ খন্ড, ৩১৩ পৃষ্ঠায়।

হযরত ইবনে মাসউদ রা.-এর এ হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ রহ. আরও একটি সনদে উল্লেখ করেছেন। (হাদীস নং-৭৪৯) সে সনদে হযরত সুফিয়ান সাওরী রহ. থেকে বর্ণনাকারী তিনজন রাবীর মধ্যে মুআবীয়া মুসলিমের রাবী আর আবু হুজাইফা বুখারীর রাবী। শায়খ আলবানী উক্ত সনদটিকে সহীহ বলেছেন। (সহীহ-জঈফ আবু দাউদ: ৭৪৯)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَكِيلُ , ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ , ثنا هُشَيْمٌ , عَنْ حُصَيْنٍ , وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , وَعُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ , قَالَا: نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى , نا جَرِيرٌ , عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثَهُ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ , قَالَ: صَلَّيْنَا فِي مَسْجِدِ الْحَضْرَمِيِّينَ , فَحَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِينَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا سَجَدَ». فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: مَا أَرَى أَبَاكَ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا ذَلِكَ الْيَوْمَ الْوَاحِدَ فَحَفِظَ ذَلِكَ , وَعَبْدُ اللَّهِ لَمْ يَحْفَظْ ذَلِكَ مِنْهُ , ثُمَّ قَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِنَّمَا رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

হাদীস নম্বর-১১১ : হযরত হুসাইন বিন আব্দুর রহমান বলেন: আমি হযরত ইবরাহীম নাখঈ রহ.-এর নিকটে গেলাম। তখন হযরত আমর বিন মুররাহ তাঁকে হাদীস শুনালেন যে, আমরা হাযরামীদের মসজিদে নামায পড়লাম। অতঃপর আলকামা বিন ওয়ায়েল আমাদেরকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করলেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ স.কে হাত উঠাতে দেখেছেন নামাযের শুরুতে এবং রুকু-সিজদার সময়ে। এ কথা শুনে হযরত ইবরাহীম নাখঈ রহ. বললেন, তোমার পিতা রসূলুল্লাহ স.কে ওই একদিন দেখে স্মরণ রাখলেন আর ইবনে মাসউদ রা. তা স্মরণ রাখতে পালেন না? অতঃপর তিনি বললেন: রফউল ইয়াদাইন শুধু নামাযের শুরুতে হবে। (দারাকুতনী: ১১২১)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। ইমাম দারাকুতনী এ হাদীসটিকে দু'টি সনদে বর্ণনা করেছেন। প্রথম সনদে হাসান বিন আরাফা এবং আহমাদ বিন আব্দুল্লাহ ব্যতীত সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী। আর হাসান বিন আরাফার ثقة "নির্ভরযোগ্য"। (আল কাশেফ: ১০৪২) আহমাদ বিন আব্দুল্লাহও ثقة "নির্ভরযোগ্য"। (তারীখে বাগদাদ: ২২০৬) সুতরাং এ সনদটি সহীহ।

আর দ্বিতীয় সনদে ইমাম দারাকুতনীর উসতাদ দু'জন তথা হুসাইন ও উসমান। এ দু'জনই বুখারীর/মুসলিমের রাবী। আর দারাকুতনীর উক্ত দুই উসতাদের মধ্যে হুসাইন বিন ইসমাঈলের ব্যপারে আল্লামা খতীবে বাগদাদী বলেন: وكان فاضلا، صادقا، دينا، "তিনি ছিলেন মর্যাদাসম্পন্ন, সত্যনিষ্ঠ এবং দ্বীনদার"। (তারীখে বাদাদ: ৪০১৮) সুতরাং এ সনদটিও সহীহ। ইবরাহীম নাখঈ আব্দুল্লাহ বিন মাসউদকে না পেলেও তাঁর মুরসাল সহীহ। (তাহজীবুত তাহজীব)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. রসূলুল্লাহ স.কে বহুবার দেখেছেন যে, তিনি কেবল নামাযের শুরুতে একবার হাত উঠাতেন।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، حَدَّثَنَا سَالِمٌ الْبَرَّادُ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ: " أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي؟ " قَالَ: " فَقَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ رَكَعَ فَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَجَافَى بَيْنَ إِبْطَيْهِ. قَالَ: ثُمَّ قَامَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ

مِنْهُ، ثُمَّ سَجَدَ فَوَضَعَ كَفَّيْهِ وَجَافَى بَيْنَ إِبِطَيْهِ. ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ، ثُمَّ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ هَكَذَا

হাদীস নম্বর-১১২ : হযরত সালেম রহ. বলেন: আমরা হযরত আবু মাসউদ আনসারী রা.-এর নিকটে গিয়ে রসূলুল্লাহ স.-এর নামায সম্পর্কে জানতে চাইলাম। তিনি বললেন: রসূলুল্লাহ স. যেমন নামায পড়তেন আমি কি তোমাদেরকে অনুরূপ নামায পড়াব না? হযরত সালেম বলেন: অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে তাকবীর দিলেন এবং উভয় হাত উঁচু করলেন। এরপর রুকু করলেন এবং উভয় পাঞ্জা হাঁটুর ওপর রাখলেন। আর হাত দু'টি বগল থেকে ফাঁকা রাখলেন। হযরত সালেম বলেন: তারপর এমনভাবে দাঁড়ালেন যে, শরীরের প্রতিটি অঙ্গ যথাস্থানে স্থির হলো। এরপর সিজদা করলেন এবং সিজদায় উভয় হাতের পাঞ্জা যমীনে রাখলেন। আর হাত দু'টি বগল থেকে ফাঁকা রাখলেন। অতঃপর সিজদা থেকে মাথা উঠালেন (এবং বসলেন) এমনকি শরীরের প্রতিটি অঙ্গ যথাস্থানে স্থির হলো। এভাবে তিনি চার রাকাত নামায আদায় করলেন। (মুসনাদে আহমাদ: ২২৩৫৯)

হাদীসটির স্তর : সহীহ লিগাইরিহী। সালেম বাররাদ ব্যতীত সবাই-ই বুখারীর রাবী। আর সালেম ثقة "নির্ভরযোগ্য"। (তাকরীব: ২৪০৫) শায়খ শুআইব আরনাউত বলেন: إسناده حسن "হাদীসটির সনদ হাসান"। (মুসনাদে আহমাদ: ২২৩৫৯ নম্বর হাদীসের আলোচনায়) হযরত ইবনে মাসউদ এবং বারা বিন আযেব রা. থেকে বর্ণিত হাদীস দ্বারাও এ পদ্ধতির সমর্থন রয়েছে।

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ স. শুধু নামাযের শুরুতে একবার হাত উঠাতেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ لَا يَعُودُ (رَوَاه اَبُوْ دَاود فِيْ بَابِ مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ عِنْدَ الرُّكُوعِ)

হাদীস নম্বর-১১৩ : হযরত বারা বিন আযেব রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. যখন নামায শুরু করতেন তখন উভয় কানের কাছাকাছি হাত উঠাতেন। এর পরে আর উঠাতেন না। (আবু দাউদ: ৭৫০)

হাদীসটির স্তর : হাসান। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী/মুসলিমের রাবী। তবে ইয়াযীদ বিন আবী যিয়াদের ব্যাপারে প্রসিদ্ধি আছে যে, বার্ধক্যে তাঁর

স্মৃতিশক্তির বিকৃতি ঘটেছিলো। এ কারণে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়ে থাকে যে, ثُمَّ لَا يَعُودُ (তাকবীরে তাহরিমার পরে তিনি আর হাত উঠাননি) এ বাক্যটি হাদীসের অংশ নয়; বরং এটা কারও শিখিয়ে দেয়া। কিন্তু একাধিক কারণে এ অভিযোগ সঠিক নয়।

প্রথম কারণ: ইয়াযীদ বিন আবী যিয়াদের উসতাদ হযরত আব্দুর রহমান বিন আবী লাইলা। তাঁর থেকে এ বাক্যটি হযরত ইয়াযীদ বিন আবী যিয়াদ একাই বর্ণনা করেননি; বরং আরও একাধিক মুহাদ্দিস অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। যেমন- ঈসা বিন আব্দুর রহমান (ইবনে আবী শাইবা: ২৪৫৫, ত্বহাবী: ১৩৪৮, জুযউ রফইল ইয়াদাইন লিলবুখারী: ৩৪) ও হাকাম বিন উতাইবা (ইবনে আবী শাইবা: ২৪৫৫, ত্বহাবী: ১৩৪৮, জুযউ রফইল ইয়াদাইন: ৩৪) সুতরাং ইয়াযীদ বিন আবী যিয়াদের একার স্মৃতিশক্তি বিকৃত হলেও সবার স্মৃতিশক্তি তো আর বিকৃত হয়নি।

দ্বিতীয় কারণ: হযরত ইয়াযীদ বিন আবী যিয়াদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হলো: তাঁর বার্ধক্যে স্মৃতিশক্তির বিকৃতি ঘটেছিলো; কিন্তু উক্ত বাক্যটি হযরত ইয়াযীদ বিন আবী যিয়াদের বৃদ্ধ বয়সের বর্ণনা নয়। কারণ, ইয়াযীদ বিন আবী যিয়াদের যুবক বয়সের ছাত্রদের মধ্যে বড় বড় মুহাদ্দিসগণ হাদীসটি অনুরূপ শব্দে বা অনুরূপ অর্থে বর্ণনা করেছেন। যেমন- সুফিয়ান সাওরী (ত্বহাবী: ১৩৪৬), শু'বা বিন হাজ্জাজ (দারাকুতনী: ১১২৭), ইসমাঈল বিন যাকারিয়া (দারাকুতনী: ১১২৯), মুহাম্মাদ বিন আবী লাইলা (দারাকুতনী: ১১৩২), হামযা আয যাইয়াত (তবারানী আওসাত: ১৩২৫), শারীক বিন আব্দুল্লাহ (আবু দাউদ: ৭৫০) ও ইসরাঈল বিন ইউনুস (খিলাফিয়্যাত লিল বাইহাকী)। এ ছাড়াও ইবনে আদী তাঁর 'কামিল' কিতাবে বলেন: وَرَوَاهُ هُشَيْمٌ وشَرِيك وَجَمَاعَةٌ مَعَهُمَا عَنْ يَزِيدَ بِإِسْنَادِهِ وَقَالُوا فيه ثم لم يعد "হুশাইম, শারীক ও তাঁদের সাথে একদল মুহাদ্দিস ইয়াযীদ বিন আবী যিয়াদ থেকে হাদীসটি উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁরা সবাই ثُمَّ لم يعد বাক্যটি বলেছেন"। (কামিল: ইয়াযীদ বিন আবী যিয়াদের জীবনী আলোচনায়)

অতএব, মুসলিম শরীফের রাবী ইয়াযীদ বিন আবী যিয়াদের স্মৃতিশক্তির আংশিক দুর্বলতার কারণে বিখ্যাত মুহাদ্দিসীনে কিরামের সমর্থিত বর্ণনাকে উপেক্ষা করে হাদীসটিকে জঈফ বলা উসূলে হাদীসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

উপরোক্ত সমর্থন ছাড়াও হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ এবং আবু মাসউদ আনসারী রা. থেকে বর্ণিত সহীহ মারফু' হাদীস, আমীরুল মুমিনীন হযরত উমার রা., হযরত আলী রা., হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. এবং হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমার

রা.সহ একদল সাহাবায়ে কিরাম আর সেই সাথে বিশিষ্ট তাবিঈগণের আমল হযরত বারা বিন আযেব রা.-এর বর্ণিত হাদীসকে আরও শক্তিশালী করে।

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ عَبَّادِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ لَمْ يَرْفَعْهَا فِي شَيْءٍ حَتَّى يَفْرُغَ،

হাদীস নম্বর-১১৪ : হযরত আব্বাদ বিন যুবাইর রহ. থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ স. যখন নামায শুরু করতেন তখন নামাযের শুরুতে হাত উঠাতেন। অতঃপর নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত আর উঠাতেন না। (ইমাম বাইহাকীর খিলাফিয়্যাতের বরাতে নাসবুর রায়াহ)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মুরসাল। এ সনদের রাবীগণ সবাই-ই উঁচু মানের মুহাদ্দিস। ইমাম বাইহাকীর উসতাদ হাকেম আবু আব্দুল্লাহ নিশাপুরী প্রসিদ্ধ হাফেজ এবং মুসতাদরাকের লেখক। মুহাম্মাদ বিন ইয়াকুব হাফেজে হাদীস (তারীখুল ইসলাম: ৭/৬১৮) মুহাম্মাদ বিন ইসহাক ছগানী মুসলিমের রাবী। (তাকরীব: ৬৪২০) হাসান বিন রবী’ বুখারী-মুসলিমের রাবী। (তাকরীব: ১৩৬৭) হাফস বিন গিয়াছ বুখারী-মুসলিমের রাবী। (তাকরীব: ১৫৫৯) মুহাম্মাদ বিন আবী ইয়াহইয়া ثقة "নির্ভরযোগ্য"। (আল কাশেফ: ৫২১৯) আর আব্বাদ বিন যুবাইর হলেন হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর রা.-এর ছেলে। তিনি ছিলেন মক্কার কাযী এবং বুখারী-মুসলিমের প্রসিদ্ধ ثقة "নির্ভরযোগ্য" রাবী। (তাকরীব: ৩৪৬৯)

ফায়দা : হযরত আব্বাদ বিন যুবাইর রহ. তাবিঈ হওয়ায় হাদীসটি মুরসাল। আর নির্ভরযোগ্য রাবীর বর্ণিত মুরসাল হাদীসের পক্ষে কোন সমর্থক হাদীস থাকলে চার ইমামসহ হাদীসের অনেক নীতিনির্ধারক ইমামের নিকটে সেটা গ্রহণযোগ্য। (শরহে নুখবা: মুরসাল অধ্যায়) আর এ মুরসাল হাদীসের সমর্থনে পূর্ববর্ণিত মারফু’ হাদীসও রয়েছে। আর নিম্নবর্ণিত আকাবির সাহাবায়ে কিরামের আমলও রয়েছে। সুতরাং এ মুরসাল হাদীসটি গ্রহণযোগ্য। সাহাবায়ে কিরামের সত্যবাদিতা স্বীকৃত হওয়ায় যখন তাঁদের মুরসাল সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণযোগ্য, তখন অন্য রাবীদের সত্যবাদিতা স্বীকৃত হলে তাদের মুরসাল গ্রহণযোগ্য না হওয়ার কী কারণ থাকতে পারে? আর আব্বাদ বিন যুবাইর-এর ব্যাপারে এ স্বীকৃতি রয়েছে যে, و كان

أصدق الناس لهجة "তিনি ছিলেন সর্বাধিক সত্যভাষী"। (তাহজীবুত তাহজীব: ৩১৩৫) সুতরাং যিনি মানুষের সাথে মিথ্যা কথা বলেন না তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চিত না হয়ে রসূলুল্লাহ স.-এর ব্যাপারে কোন কথা বলবেন তা কী করে হতে পারে? উপরন্তু, তাহজীবুত তাহজীবে হযরত আব্বাদ রহ.-এর উসতাদগণের নামের যে তালিকা পেশ করা হয়েছে তাঁরা সবাই-ই সাহাবা। তিনি সাধারণতঃ তাঁদের থেকেই হাদীস বর্ণনা করে থাকেন। সুতরাং সর্বাধিক সম্ভাবনাময় কথা এটাই যে, তিনি রসূলুল্লাহ স.-এর উক্ত আমলটি যার মাধ্যমে শুনেছেন তিনি কোন সাহাবা হবেন। আর হাদীস গ্রহণের নীতিমালা অনুযায়ী সাহাবার নাম উল্লেখ না করলেও হাদীস সহীহ।

তাকবীরে তাহরিমা ব্যতীত নামাযের অন্যান্য জায়গায় হাত উত্তোলন না করার আমল উল্লিখিত মারফু’ হাদীস ব্যতীত আরও বহু আকাবির সাহাবা ও তাবিঈ থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হলো।

রফউল ইয়াদাইন-এর ব্যাপারে বিশিষ্ট সাহাবায়ে কিরামের আমল

আমীরুল মুমিনীন হযরত উমার রা.-এর আমল

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ حَسَنِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ، فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّا حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ» قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : وَرَأَيْت الشَّعْبِيَّ ، وَإِبْرَاهِيمَ ، وَأَبَا إِسْحَاقَ ، لاَ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِلاَّ حِينَ يَفْتَتِحُونَ الصَّلاَةَ.

হাদীস নম্বর-১১৫ : হযরত আসওয়াদ রহ. বলেন: আমি হযরত উমার রা.-এর সাথে নামায পড়েছি। তিনি নামায শুরু করার সময় ব্যতীত নামাযে আর কোথাও হাত উঠাননি। আব্দুল মালেক বলেন: আমি শা’বী, ইবরাহীম ও আবু ইসহাককে দেখেছি; তাঁদের কেউ নামাযের শুরু ব্যতীত হাত উঠাননি। (ইবনে আবী শাইবা: ২৪৬৯, ত্বহাবী: ১৩৬৪)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। এ হাদীসটির রাবীগণ সবাই-ই বুখারী/মুসলিমের ثقة "নির্ভরযোগ্য" রাবী। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন: وَهَذَا رِجَاله ثِقَات "এ হাদীসের বর্ণনাকারীগণ সবাই-ই নির্ভরযোগ্য"। (আদ দিরায়াহ: ১৮১

নম্বর হাদীসের আলোচনায়) আল্লামা যাইলাঈ রহ. বলেন: وَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ، "হাদীসটি সহীহ" । (নাসবুর রায়াহ: সিফাতুস সলাত অধ্যায়, ৩৯ নম্বর হাদীস-এর আলোচনায়)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, আমীরুল মুমিনীন হযরত উমার রা. নামাযের শুরুতে শুধু একবার হাত উঠাতেন। আর বিশিষ্ট তাবিঈ হযরত ইমাম শা'বী, ইবরাহীম নাখঈ এবং আবু ইসহাক রহ.ও নামাযের শুরুতে শুধু একবার হাত উঠাতেন।

আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী রা.-এর আমল

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قِطَافٍ النَّهْشَلِيِّ،عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ«أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ ثُمَّ لَا يَعُودُ» قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: «وَرَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ، وَإِبْرَاهِيمَ، وَأَبَا إِسْحَاقَ، لَا يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِلَّا حِينَ يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ»

হাদীস নম্বর-১১৬ : হযরত আছেম বিন কুলাইব তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন: হযরত আলী রা. শুধু নামাযের শুরুতে হাত উঠাতেন পরবর্তীতে আর উঠাতেন না। (ইবনে আবী শাইবা: ২৪৫৭, ত্বহাবী: ১৩৫৩ ও ১৩৫৪)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। হযরত আছেমের পিতা কুলাইব ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী/মুসলিমের রাবী। আর কুলাইব ثقة "নির্ভরযোগ্য"। (আল কাশেফ: ৪৬৭১) হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন: وَرِجَاله ثِقَات وَهُوَ مَوْقُوف "এ হাদীসের বর্ণনাকারীগণ সবাই-ই নির্ভরযোগ্য আর হাদীসটি মাউকুফ"। (আদ দিরায়াহ: ১৮১ নম্বর হাদীসের আলোচনায়) আল্লামা যাইলাঈ রহ. বলেন: وَهُوَ أَثَرٌ صَحِيحٌ، "এ হাদীসটি সহীহ"। (নাসবুর রায়াহ: সিফাতুস সলাত অধ্যায়, ৩৯ নম্বর হাদীস-এর আলোচনায়)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী বিন আবী তালিব রা. নামাযের শুরুতে শুধু একবার হাত উঠাতেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর আমল

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرحمن بْنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : أَلاَ أُرِيكُمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ؟ فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلاَّ مَرَّةً.

হাদীস নম্বর-১১৭ : হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. (উপস্থিত লোকদেরকে লক্ষ্য করে) বলেন: আমি কি তোমাদেরকে রসূলুল্লাহ স.-এর নামাযের মতো নামায দেখাব না? এরপর তিনি নামায পড়লেন এবং তাতে মাত্র একবার হাত তুললেন। (অর্থাৎ, তাকবীরে তাহরিমার সময়ে)। (ইবনে আবী শাইবা: ২৪৫৬, আব্দুর রযযাক: ২৫৩৩ ও ২৫৩৪, ত্বহাবী: ১৩৪৯)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী/মুসলিমের রাবী।

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. নামাযের শুরুতে শুধু একবার হাত উঠাতেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রা.-এর আমল

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «مَا رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَا يَفْتَتِحُ»

হাদীস নম্বর-১১৮ : হযরত মুজাহিদ রহ. বলেন: আমি ইবনে উমার রা.কে তাকবীরে তাহরিমা ব্যতীত হাত উঠাতে দেখিনি। (ইবনে আবী শাইবা: ২৪৬৭, ত্বহাবী: ১৩৫৭)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাউকুফ। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের ثقةٌ "নির্ভরযোগ্য" রাবী।

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমার রা. নামাযের শুরুতে শুধু একবার হাত উঠাতেন। রফউল ইয়াদাইনের হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবাগণের মধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমার রা. অন্যতম। অথচ তিনি নিজে নামায পড়েছেন রফউল ইয়াদাইন করা ব্যতীত। হযরত ইবনে উমার রা.-এর এ আমল দেখে বলা যেতে পারে যে, হয়তো তিনি রফউল ইয়াদাইনের আমলকে রহিত মনে করতেন অথবা কমপক্ষে রফউল ইয়াদাইন না করার আমলকে তুলনামূলক উত্তম মনে করতেন। অন্যথায় তিনি রসূলুল্লাহ স.কে রফউল ইয়াদাইন করে নামায পড়তে দেখে নিজে তা ছেড়ে দিবেন এটা হতে পারে না।

ফায়দা : হযরত ইবনে উমার রা. থেকে রফউল ইয়াদাইন করে নামায পড়ার হাদীসও বর্ণিত রয়েছে। (বুখারী: ৭০৩) কিন্তু এ হাদীসের ব্যাপক বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এটা মূলতঃ রসূলুল্লাহ স.-এর আমলের বর্ণনা; ইবনে উমার রা.-এর নিজের আমল নয়। কারণ, এ হাদীসটি হযরত ইবনে উমার রা. থেকে তাঁর ছেলে সালেমও বর্ণনা করেছেন। আর তিনি এটাকে রসূলুল্লাহ স.-এর আমল

হিসেবে বর্ণনা করেছেন। দেখুন, বুখারী: ৭০২, ৭০০ ও ৬৯৯। এমনকি এ হাদীসটি বর্ণনা শেষে ইমাম বুখারী রহ. নিজেও মন্তব্য করেছেন যে, এ হাদীসটি হাম্মাদ বিন সালামা আইয়ূব সূত্রে নাফে' থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এটা রসূলুল্লাহ স.-এর আমল। এ বর্ণনাটি ইমাম বাইহাকী রহ. তাঁর সুনানে কুবরাতেও সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন। (২৫১০) এ হাদীসের ব্যাপারে হযরত ইবনে আব্দুল বার রহ. বলেন:

هَذَا الْحَدِيثُ أَحَدُ الْأَحَادِيثِ الْأَرْبَعَةِ الَّتِي رَفَعَهَا سَالِمٌ عَنِ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَوْقَفَهَا نَافِعٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ فَمِنْهَا مَا جَعَلَهُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ وَفِعْلِهِ وَمِنْهَا مَا جَعَلَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ وَالْقَوْلُ فِيهَا قَوْلُ سَالِمٍ وَلَمْ يَلْتَفِتِ النَّاسُ فِيهَا إِلَى نَافِعٍ

"এ হাদীসটি ওই চার হাদীসের একটি যা হযরত সালেম তাঁর পিতার সূত্রে রসূলুল্লাহ স. থেকে বর্ণনা করেছেন। আর হযরত নাফে' এটাকে ইবনে উমার রা.-এর নিজের আমল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি কখনও এটাকে বনে উমার রা.-এর আমল বর্ণনা করেন, আবার কখনও ইবনে উমার সূত্রে হযরত উমার রা.-এর আমল বর্ণনা করেন। এ ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য কথা হলো সেটা যেটা সালেম বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ, রসূলুল্লাহ স.-এর আমল আর নাফে'র বর্ণনার দিকে মানুষ ভ্রুক্ষেপ করেনি। (আত তামহীদ: ইমাম যুহরীর ২৪ নম্বর হাদীস-এর আলোচনায়) প্রথমে ইমাম বুখারীর মন্তব্য থেকে প্রমাণিত হলো যে, হযরত নাফে' থেকেই এ ব্যাপারে ভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। আর ইবনে আব্দুল বার রহ.-এর বিশ্লেষণ থেকে প্রমাণিত হলো যে, এটা হযরত ইবনে উমার রা.-এর আমল না হওয়ার বিষয়টিই সঠিক।

হযরত ইবনে উমার রা. মৃত্যু পর্যন্ত রফউল ইদাইন করতেন মর্মে ইমাম বাইহাকী যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন সে হাদীসের একজন রাবী হলেন ইসমা বিন মুহাম্মাদ। ইমামগণ তাঁকে পরিত্যাক্ত, মিথ্যাবাদী, জঈফসহ বহু মারাত্মক দোষে দোষী সাব্যস্ত করেছেন। (মীযানুল ই'তিদাল: ৫৬৩১) অপর বর্ণনায় আরও একজন রাবী রয়েছেন যার নাম আব্দুর রহমান বিন কুরাইশ। তিনি হাদীস জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত। হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন: اتهمه السليماني بوضع الحديث، "আল্লামা সুলাইমানী তাকে হাদীস জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন"। (লিসানুল মীযান: ৪৬৬৯) সুতরাং ইবনে উমার রা. মৃত্যু পর্যন্ত রফউল ইয়াদাইন করতেন– তা প্রমাণিত নয়।

রফউল ইয়াদাইন-এর ব্যাপারে বিশিষ্ট তাবিঈনে কিরামের আমল

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ حَسَنِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ، فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّا حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ» قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : وَرَأَيْت الشَّعْبِيَّ ، وَإِبْرَاهِيمَ ، وَأَبَا إِسْحَاقَ ، لاَ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِلاَّ حِينَ يَفْتَتِحُونَ الصَّلاَةَ.

হাদীস নম্বর-১১৯ : হযরত আছরয়াদ রহ. বলেন: আমি হযরত উমার রা.-এর সাথে নামায পড়েছি। তিনি নামায শুরু করার সময় ব্যতীত নামাযে আর কোথাও হাত উঠাননি। আব্দুল মালেক বলেন: আমি শা'বী, ইবরাহীম ও আবু ইসহাককে দেখেছি: তাঁদের কেউ নামাযের শুরু ব্যতীত হাত উঠাননি। (ইবনে আবী শাইবা: ২৪৬৯, ত্বহাবী: ১৩৬৪)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী/মুসলিমের ثِقَة "নির্ভরযোগ্য" রাবী। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন: وَهَذَا رِجَاله ثِقَات "এ হাদীসের বর্ণনাকারীগণ সবাই-ই নির্ভরযোগ্য"। (আদ দিরায়াহ: ১৮১ নম্বর হাদীসের আলোচনায়)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, আমীরুল মুমিনীন হযরত উমার রা. নামাযের শুরুতে শুধু একবার হাত উঠাতেন। আর বিশিষ্ট তাবিঈ হযরত ইমাম শা'বী, ইবরাহীম নাখঈ এবং আবু ইসহাক রহ.ও নামাযের শুরুতে শুধু একবার হাত উঠাতেন।

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ وَأَصْحَابُ عَلِيٍّ لاَ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِلاَّ فِي افْتِتَاحِ الصَّلاَةِ ، قَالَ وَكِيعٌ : ثُمَّ لاَ يَعُودُونَ.

হাদীস নম্বর-১২০ : হযরত আবু ইসহাক রহ. বলেন: হযরত আলী বিন আবী তালিব এবং হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা.-এর ছাত্রগণ শুধু নামাযের শুরুতে হাত উঠাতেন। (ইবনে আবী শাইবা: ২৪৬১)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

সারসংক্ষেপ : হযরত আলী রা.-এর ছাত্রদের নামের যে তালিকা ইমাম মিজ্জী রহ. 'তাহজীবুল কামাল'-এ পেশ করেছেন তার সংখ্যাই ৩৫৪ জন। এর মধ্যে অনেক সাহাবায়ে কিরামও রয়েছেন এবং তাবিঈগণও রয়েছেন। এর উপর হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা.-এর ছাত্রদেরকে হিসেব করা হলে এর পরিমাণ আরও

কোথায় গিয়ে পৌঁছবে আল্লাহই ভালো জানেন। সহীহ হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী এরা সবাই-ই কেবল নামাযের শুরুতে হাত উঠাতেন। এরপরে আর উঠাতেন না।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : كَانَ قَيْسٌ يَرْفَعُ يَدَيْهِ أَوَّلَ مَا يَدْخُلُ فِي الصَّلاَةِ ، ثُمَّ لاَ يَرْفَعُهُمَا.

হাদীস নম্বর-১২১ : হযরত ইসমাঈল বিন আবী খালিদ বলেন: হযরত কয়েস বিন আবী হাযেম রহ. নামাযের শুরুতে প্রথমে হাত উঠাতেন; এরপরে আর উঠাতেন না। (ইবনে আবী শাইবা: ২৪৬৪)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিশিষ্ট তাবিঈ হযরত কয়েস বিন আবী হাযেম রহ. শুধু নামাযের শুরুতে হাত উঠাতেন এরপরে আর উঠাতেন না।

حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هُشَيْمٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُسْلِمٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَرْفَعُ يَدَيْهِ أَوَّلَ شَيْءٍ إِذَا كَبَّرَ.

হাদীস নম্বর-১২২ : হযরত আব্দুর রহমান বিন আবী লাইলা রহ. নামাযের শুরুতে তাকবীর দেয়ার সময় হাত উঠাতেন। (ইবনে আবী শাইবা: ২৪৬৬)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী/মুসলিমের রাবী।

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিশিষ্ট তাবিঈ হযরত আব্দুর রহমান বিন আবী লাইলা রহ. শুধু নামাযের শুরুতে হাত উঠাতেন।

রুকু-সিজদার সময়ে হাত উঠানোর ব্যাপারেও বেশ কিছু সহীহ হাদীস বুখারী-মুসলিমসহ অন্যান্য হাদীসের কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। সেগুলোর ওপর আমল করায় কোন দোষ নেই। তবে হানাফী মাজহাবের ইমামগণের অনুসন্ধান অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত কারণে রুকু-সিজদার সময়ে হাত না উঠানোর হাদীস আমলের জন্য বেশী উপযোগী।

রফউল ইয়াদাইন না করার আমল প্রাধান্য পাওয়ার কিছু কারণ

১। রফউল ইয়াদাইন না করার হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবা হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা.-এর আমলও তাঁর বর্ণিত হাদীস মোতাবেক। (ইবনে আবী শাইবা: ২৪৫৬, আব্দুর রযযাক: ২৫৩৩, ২৫৩৪ ত্বহাবী: ১৩৪৯)। পক্ষান্তরে রফউল ইয়াদাইন করার হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবা হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমার রা.-এর আমল তাঁর বর্ণিত হাদীসের বিপরীতেও রয়েছে। (ইবনে আবী শাইবা: ২৪৬৭, ত্বহাবী: ১৩৫৭)

২। রফউল ইয়াদাইন না করার আমল বর্ণিত হয়েছে আকাবির সাহাবাদের থেকে। যেমন আমীরুল মুমিনীন হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (ইবনে আবী শাইবা: ২৪৬৯, ত্বহাবী: ১৩৬৪), আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী বিন আবী তালিব (ইবনে আবী শাইবা: ২৪৫৭, ত্বহাবী: ১৩৫৩ এবং ১৩৫৪), হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (ইবনে আবী শাইবা: ২৪৫৬, আব্দুর রযযাক: ২৫৩৩ ও ২৫৩৪ ত্বহাবী: ১৩৪৯) প্রমুখ। পক্ষান্তরে রফউল ইয়াদাইন করার আমল বর্ণিত হয়েছে অল্পবয়স্ক নওজোয়ান সাহাবাদের থেকে। যেমন আব্দুল্লাহ বিন উমার রা., আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা., আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর রা., আনাস বিন মালেক রা., জাবির বিন আব্দুল্লাহ ও হযরত আবু হুরাইরা রা.। (তিরমিজী: ২৫৬ নম্বর হাদীসের আলোচনায়)

৩। রসূলুল্লাহ স. নিজে হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা.-এর বর্ণনা মেনে নেয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন: وَمَا حَدَّثَكُمْ ابْنُ مَسْعُودٍ فَصَدِّقُوهُ "ইবনে মাসউদ তোমাদেরকে যা বলে তোমরা সেটা সত্য বলে মেনে নাও"। (তিরমিজী: ৩৭৯৯) ইমাম তিরমিজী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। শায়খ আলবানী এটাকে সহীহ বলেছেন। (সহীহ-জঈফ তিরমিজী: ৩৭৯৯) শায়খ শুআইব আরনাউত এটাকে হাসান বলেছেন। (মুসনাদে আহমাদ: ২৩২৭৬) এ হাদীসের ভিত্তিতে হযরত ইবনে মাসউদ রা. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত রফউল ইয়াদাইন না করার আমল মেনে নেয়ার অর্থ রসূলুল্লাহ স.-এর নির্দেশ মেনে নেয়া। আর সেটা পরিত্যাগ করার অর্থ .....।

৪। হাদীস পরখকারী প্রসিদ্ধ ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ.-এর মন্তব্য:

فَقَالَ يَحْيَى عَنْ مَنْ قَالَ سُفْيَانُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَنْ هُزَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَإِذَا اجْتَمَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عُمَرَ وَاخْتُلِفَ فَابْنُ مَسْعُودٍ أَوْلَى أَنْ يُتَّبَعَ فَقَالَ لَهُ أَحْمَدُ نَعَمْ

"কোন বিষয়ে যদি ইবনে মাসউদ ও ইবনে উমার রা.-এর মত থাকে আর তা পরস্পরবিরোধী হয় তাহলে ইবনে মাসউদের মত গ্রহণ করা বেশী উত্তম; ইমাম আহমাদ বললেন: হ্যাঁ, তাই"। (দারাকুতনী: ৫৫৫, সুনানুল কুবরা লিলবাইহাকী: ৬৪৮ ও মুসতাদরাকে হাকেম: ৪৮২ নম্বর হাদীসের আলোচনায়)। অতএব, হাদীস পরখকারী ইমামদের মতানুসারে ইবনে মাসউদ রা.-এর মতকে আমরা বেশী প্রাধান্য দিয়ে থাকি।

৫। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. ছিলেন রসূলুল্লাহ স.-এর আমল-আখলাকের হুবহু নমুনা। (বুখারীঃ ৩৪৯০)
অতএব, তাঁর আমলকে রসূলুল্লাহ স.-এর আমল বলার বেশী উপযুক্ত। অবশ্য রসূলুল্লাহ স.-এর অনুকরণের ক্ষেত্রে হযরত ইবনে উমার রা.-এর মর্যাদাও অনেক উর্ধ্বে।

৬। সূরা বাকারার ২৩৮ নম্বর আয়াত وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ -এর তাফসীরে হযরত মুজাহিদ রহ. থেকে হাসান সনদে বর্ণিত আছে যে, قَانِتِينَ -এর অর্থ হলো শান্ত থাকা, নড়াচড়া না করা। (তাফসীরে তাবারীঃ হাদীস নম্বর- ৫৫৩১) আর মুসলিম শরীফের ৮৫২ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে যে, اسْكُنُوا فِى الصَّلَاةِ "তোমরা নামাযে শান্ত থাক"।
উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসের চাহিদা অনুসারে নামাযে নড়াচড়া করা বা না করা সংক্রান্ত যে কোন বিবাদমান বিষয়ে শান্ত থাকার হুকুম প্রাধান্য পাওয়ার দাবী রাখে। এর ভিত্তিতে আমরা রফউল ইয়াদাইন না করার হাদীসকে প্রাধান্য দিয়ে থাকি। কেননা, এর দ্বারা নামাযে শান্ত থাকার হুকুম বেশী পালিত হয়।

৭। নামাযের আহকামের ক্রমবিকাশের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, নামাযে হাঁটা-চলা, কথা বলা এবং সালাম-কালামসহ বিভিন্ন বিষয়ের অনুমতি ছিলো ইসলামের শুরু দিকে। আর নিষেধাজ্ঞা এসেছে শেষ দিকে। অন্য দিকে হযরত ইবনে উমার রা. রসূলুল্লাহ স.কে রফউল ইয়াদাইন করতে দেখেও তাঁর ইন্তেকালের পরে নিজে রফউল ইয়াদাইন করেননি। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, রফউল ইয়াদাইন না করার আমলটিই হয়তো রসূলুল্লাহ স.-এর শেষ আমল ছিলো। তাই আমরা রফউল ইয়াদাইন না করার আমলটিকে প্রাধান্য দিয়ে থাকি। সাথে সাথে হাত উঠানোকে হাদীসসম্মত মনে করি। অতএব, যারা হাত উত্তোলন করেন তাদের উচিত হবে হাত উত্তোলন না করার আমলকেও স্বীকার করা। কারণ, এ আমলও হাদীসসম্মত।

৮। জেনে রাখা উচিত, কোন কাজ করার পক্ষে দলীল থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু না করার পক্ষে দলীল থাকা অস্বাভাবিক। এ কারণে 'রফউল ইয়াদাইন' না করার পক্ষের দলীল দৃশ্যতঃ কম। তবে যে সব হাদীসে রসূলুল্লাহ স.-এর নামাযের পূর্ণ রূপ তুলে ধরা হয়েছে অথবা রসূলুল্লাহ স. কাউকে নামায শিক্ষা দিয়েছেন; কিন্তু তিনি 'রফউল ইয়াদাইন' করার কথা বলেননি, সেসব হাদীস প্রকৃত পক্ষে 'রফউল ইয়াদাইন' না করার দলীল। কারণ, 'রফউল ইয়াদাইন' করণীয় আমল হলে উক্ত

বর্ণনাসমূহে অবশ্যই তার উল্লেখ থাকত। এ হিসেবে 'রফউল ইয়াদাইন' না করার হাদীসের সংখ্যাই বেশী।

একটি পরামর্শ

একই ইবাদাত আদায়ের বিভিন্ন পদ্ধতি শরীআতে স্বীকৃত। সুতরাং শরীআতে স্বীকৃত আমলের পদ্ধতিগত পার্থক্যের কারণে মুসলিম ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে কোনরূপ ফাটল সৃষ্টি হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়; যার নমুনা সাহাবায়ে কিরাম দেখিয়ে গেছেন। কিন্তু আমাদের মনের সঙ্কীর্ণতার কারণে অনেক ক্ষেত্রেই এ বিষয় নিয়ে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে ফাটল পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাই মুসলমানদের পারস্পারিক ভ্রাতৃত্ব বন্ধনকে সুসংহত রাখতে আমলের পদ্ধতিগত পার্থক্য মিটিয়ে ফেলা বা কমপক্ষে কমিয়ে আনা একান্ত জরুরী। তার একটি পদক্ষেপ এটা হতে পারে যে, পদ্ধতিগত পার্থক্যের কারণে সৃষ্ট আমলের প্রত্যেকটির পক্ষে যদি গ্রহণযোগ্য দলীল থাকে তাহলে পার্থক্য সৃষ্টি না করে মতভেদ দূরীকরণে আমরা বড় দলের আমলে যুক্ত হয়ে যেতে পারি; যেহেতু রসূলুল্লাহ স. বড় দলে যুক্ত হওয়ার প্রতি বিশেষভাবে তাকীদ দিয়েছেন। (মুসতাকদাকে হাকেমঃ ৩৯১)
অতএব, যেখানে রফউল ইয়াদাইন করার আমল ব্যাপকভাবে চালু রয়েছে সেখানে আমরা সেটার অনুসরণ করব। আর যেখানে রফউল ইয়াদাইন না করার আমল ব্যাপকভাবে চালু রয়েছে সেখানে আমরা সেটার অনুসরণ করব। আশা করা যায়, এতে আমলের পদ্ধতিগত পার্থক্যও কমে আসবে এবং নিজেদের ভ্রাতৃত্ব বন্ধন আরও সুদৃঢ় হবে। অবশ্য বর্ণিত পদ্ধতিসমূহের মধ্যে কোনটিকে যদি আমরা দলীলের ভিত্তিতে অবৈধ মনে করি তাহলে ভিন্ন কথা।

ডান হাত দ্বারা বাম হাতের কব্জি ধরা

وَقَالَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى ثنا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي زِيَادٍ مَوْلَى آلِ دَرَّاجٍ قَالَ " مَا رَأَيْتُ فَنَسِيتُ فَإِنِّي لَمْ أَنْسَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ قَامَ هَكَذَا وَأَخَذَ بِكَفِّهِ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى لَازِقًا بِالْكُوعِ

হাদীস নম্বর-১২৩ : হযরত আবু যিয়াদ রা. বলেনঃ আমি আর যা-ই কিছু ভুলি, তবে এটা ভুলিনি যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. যখন নামাযে দাঁড়াতেন এভাবে দাঁড়াতেন। একথা বলে তিনি ডান হাতের তালু দ্বারা বাম হাতের কব্জির সাথে মিলিত গিরা ধরতেন। (আল মাতালিবুল আলিয়াঃ ৪৬০)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাউকুফ। আবু যিয়াদ ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী/মুসলিমের রাবী। আর আবু যিয়াদের ব্যাপারে হযরত ইবনে হাজার রহ. বলেন: له إدراك. ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه أنه روى عن أبي بكر الصّديق، "তিনি রসূলুল্লাহ স. কে পেয়েছেন। (অর্থাৎ, তিনি সাহাবা) ইবনে আবী হাতেম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, আবু যিয়াদ রা. হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. থেকে বর্ণনা করেন"। (আল ইসাবা: রাবী নম্বর- ৩০০১)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. নামাযে দাঁড়িয়ে ডান হাতের তালু দ্বারা বাম হাতের কব্জি ও তার সাথে মিলিত অংশ ধরতেন। আর হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা.-এর আমল অবশ্যই রসূলুল্লাহ স.-এর আমল থেকে গৃহীত।

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ شَدَّادٍ الْجُرَيري أَبُو طَالُوتَ ، عَنْ غَزْوَان بْنُ جَرِيرٍ الضَّبِّيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ إِذَا قَامَ فِي الصَّلاَةِ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى رُسْغِهِ ، فَلاَ يُزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَرْكَعَ مَتَى مَا رَكَعَ إِلاَّ أَنْ يُصْلِحَ ثَوْبَهُ أَوْ يَحُكَّ جَسَدَهُ.

হাদীস নম্বর-১২৪ : হযরত জারীর যব্বী রহ. থেকে বর্ণিত: হযরত আলী রা. নামাযে দাঁড়ালে ডান হাত বাম হাতের কব্জির ওপর রাখতেন। রুকুতে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি হাত এভাবেই রাখতেন। তবে কাপড় ঠিক করতে বা শরীর চুলকানোর জন্য সরাতে হলে ভিন্ন কথা। (ইবনে আবী শাইবা: ৩৯৬১)

হাদীসটির স্তর : হাসান, মাউকুফ। এ হাদীসের রাবীগণের মধ্যে হযরত ওয়াকী' রহ. বুখারী-মুসলিমের মাশহুর রাবী। আব্দুস সালাম ثقةٌ "নির্ভরযোগ্য"। (তাকরীব: ৪৫৫৬), গযওয়ান বিন জারীর مقبول "গ্রহণযোগ্য"। (তাকরীব: ৬০১৯) এবং জারীরও مقبول "গ্রহণযোগ্য"। (তাকরীব: ১০১৮)

ইমাম বুখারী রহ. এ হাদীসটিকে সনদবিহীন এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, ووضع على رضى الله عنه كفه على رسغه الايسر الا ان يحك جلدا او يصلح ثوبا "আর হযরত আলী রা. আপন বাম হাতের কব্জির ওপর (ডান) হাতের তালু রাখতেন। তবে শরীর চুলকাতে হলে বা কাপড় ঠিক করতে হলে ভিন্ন কথা"। (বুখারী শরীফ: নামাযের মধ্যে হাত দ্বারা সাহায্য গ্রহণ অধ্যায়, ১/১৫৯ {মূল আরবী})

দুইজন বিখ্যাত সাহাবা এবং খলীফায়ে রশেদের আমল থেকে প্রমাণিত হলো যে, নামাযে দাঁড়িয়ে হাত ধরার পদ্ধতি হলো ডান হাতের তালু দ্বারা বাম হাতের কব্জি ও তার সাথে মিলিত অংশ ধরা।

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الحَجَّاجُ بْنُ حَسَّانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا مِجْلَزٍ ، أَوْ سَأَلْتُهُ ، قَالَ : قُلْتُ : كَيْفَ أَصْنَعُ ؟ قَالَ : يَضَعُ بَاطِنَ كَفِّ يَمِينِهِ عَلَى ظَاهِرِ كَفِّ شِمَالِهِ ، وَيَجْعَلُهَا أَسْفَلَ مِنَ السُّرَّةِ.

হাদীস নম্বর-১২৫ : হাজ্জাজ বিন হাসসান রহ. বলেন: আমি হযরত আবু মিযলাজ রহ.কে বলতে শুনেছি যে, অথবা আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছি যে, আমি কীভাবে করব? তিনি বললেন: ডান হাতের পাঞ্জা বাম হাতের পাঞ্জার ওপর রেখে নাভির নীচে রাখবে। (ইবনে আবী শাইবা: ৩৯৬৩)

হাদীসটির স্তর : হাসান, মাকতু'। এ হাদীসের রাবীদের মধ্যে ইয়াযীদ বিন হারুন বুখারী-মুসলিমের রাবী। আর হাজ্জাজ বিন হাসসান صدوق "সত্যনিষ্ঠ"। (আল কাশেফ: ৯৩২)

সারসংক্ষেপ : বিশিষ্ট তাবিঈ এবং মুহাদ্দিস ও ফকীহ হযরত আবু মিযলাজের সিদ্ধান্ত থেকে জানা গেলো যে, নামাযে ডান হাতের পাঞ্জা বাম হাতের পাঞ্জার ওপর রাখতে হবে।

সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈদের পরবর্তী বিজ্ঞ উলামায়ে কিরামের আমল দেখলে এ বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে বলে আশা করি। অতএব, এ ব্যাপারে এখন সাহাবায়ে কিরামের পরবর্তী যুগের কয়েকজন বিশিষ্ট ইমামের মন্তব্য পেশ করা হচ্ছে।

আল্লামা ইবনে কুদামা বলেন:

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَّضَعَهَا عَلى كُوْعِهِ وَمَا يُقَارِبُه

মুস্তাহাব হলো ডান হাত বাম হাতের কব্জি এবং তার নিকটবর্তী অংশে রাখবে। (আল মুগনী: 'নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় হাত রাখার স্থান' নামক মাসআলায়)

আল্লামা ইবনে হাযাম বলেন:

مَسْأَلَةٌ: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَضَعَ الْمُصَلِّي يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى كُوعِ يَدِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ، فِي وُقُوفِهِ كُلِّهِ فِيهَا.... وَرُوِّينَا فِعْلَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، وَأَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيُّ، وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ: أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَدَاوُد

মুসল্লী নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় তার ডান হাত বাম হাতের কব্জির ওপর রাখা মুস্তাহাব। (একটু পরে গিয়ে তিনি বলেন:) ইবরাহীম নাখঈ, সাঈদ বিন যুবাইর, আমর বিন মাইমূন, মুহাম্মাদ বিন সীরীন, আইয়ূব সিখতিয়ানী ও হাম্মাদ বিন সালামা থেকে আমাদের নিকটে অনুরূপ আমল বর্ণিত হয়েছে । আর এটা আবু হানীফা, শাফিঈ, আহমাদ এবং দাউদ জাহেরী রহ.-এরও মত। (আল মুহাল্লা: মাসআলা নম্বর- ৪৪৮)

আল্লামা শাওকানী বলেনঃ

وَالْحَدِيْثُ يَدُلُّ عَلى مَشْرُوْعِيَّةِ وَضْعِ الْكَفِّ عَلى الْكَفِّ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُوْرُ

এ সংক্রান্ত হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, পাঞ্জার ওপর পাঞ্জা রাখা শরীআতসম্মত এবং বিপুল সংখ্যক মানুষ এ মত গ্রহণ করেছেন। (নাইলুল আওতার: বাম হাতের ওপর ডান হাত রাখা অধ্যায়)

আবুল ওয়ালিদ আল বাজী বলেনঃ

قَوْلُهُ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى يُرِيدُ أَنْ يَضَعَهَا عَلَى رَسْغِهِ لِأَنَّ يَدَهُ الْيُمْنَى لَا يَضَعُهَا عَلَى كَفِّ يَدِهِ الْيُسْرَى

হাদীসের ভাষ্য 'ডান হাত বাম জিরা'র ওপর রাখবে'-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ডান হাত বাম হাতের কব্জির ওপর রাখা। যেহেতু (পূর্ণ) ডান হাত বাম হাতের পাঞ্জার ওপর রাখা যায় না। (আল মুনতাকা শরহে মুয়াত্তা: ২/১৬৪)

অনুরূপ মন্তব্য আল্লামা ইবনে তাইমিয়া থেকেও বর্ণিত রয়েছে। তাহলে পূর্ববর্তী মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের আমল ও মন্তব্য থেকে এটাই প্রমাণিত হলো যে, নামাযে দাঁড়িয়ে হাত ধরার পদ্ধতি হলো ডান হাতের তালু দ্বারা বাম হাতের কব্জি ও তার সাথে মিলিত অংশ ধরা।

বর্তমান আমাদের সমাজের চিহ্নিত কিছু মানুষ সাহাবায়ে কিরাম, তাবিঈন, তাবে তাবিঈন এবং পূর্ববর্তী মহামনীষীদের আদর্শ ছেড়ে দিয়ে হাদীসের শব্দের ছত্রছায়ায় উম্মাতের মধ্যে নতুন আমল সৃষ্টির চেষ্টা করে যাচ্ছে। তারা বলে থাকে: ডান হাতের জিরা তথা কনুই থেকে নিচের অংশ বাম হাতের জিরার ওপর রাখতে হবে। তারা নিজেদের দাবীর পক্ষে হযরত সাহল বিন সাআদ রা. থেকে নিম্নবর্ণিত হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণের চেষ্টা করে থাকে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِيْ بَابُ وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ)

হাদীস নম্বর-১২৬ : হযরত সাহল বিন সা'দ রা. বলেন: লোকদেরকে নির্দেশ দেয়া হতো যে, নামাযে প্রত্যেকে ডান হাত বাম হাতের জিরার ওপর রাখবে। (বুখারী: ৭০৪)

এ হাদীস থেকে তাদের বক্তব্য : উল্লিখিত হাদীসে ডান হাতকে বাম হাতের জিরা'র ওপর রাখতে বলা হয়েছে। আর জিরা' হলো হাতের কনুই থেকে নিচের অংশ। সে হিসেবে ডান হাতকে বাম হাতের পূর্ণ জিরা'র ওপর রাখবে।

বিশ্লেষণ : এ হাদীসে জিরা'র ওপর হাত রাখতে হবে কথাটি বলা হয়েছে তবে পূর্ণ জিরা' বা তার অংশবিশেষের ওপর রাখতে হবে এমন কোন কথা বলা হয়নি। আর সাধারণভাবে কোন একটি অঙ্গের নাম উল্লেখ করে যেমনিভাবে পূর্ণ অঙ্গ বুঝানো হয়ে থাকে, তেমনিভাবে উক্ত অঙ্গের অংশবিশেষকেও বুঝানো হয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলার ইরশাদ: يجعلون أصابعهم فى اذانهم "তারা কানের মধ্যে আঙ্গুল দেয়"। (বাকারা: ১৯) এটা অত্যন্ত স্পষ্ট কথা যে, কানের পূর্ণ ছিদ্রের মধ্যে পূর্ণ আঙ্গুল কোনক্রমেই দেয়া সম্ভব নয়। অথচ আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে পূর্ণ বা আংশিক কোন ব্যাখ্যা ছাড়াই কানে আঙ্গুল দেয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। উক্ত আয়াতে শব্দের ব্যবহার থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, কোন অঙ্গের কথা উল্লেখ করে তার অংশবিশেষ উদ্দেশ্য নেয়ার প্রচলন কুরআনেও বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং উল্লিখিত হাদীসে পূর্ণ-অপূর্ণের ব্যাখ্যাবিহীন সাধারণভাবে ব্যবহৃত 'জিরা' শব্দের দ্বারা যদি 'জিরা'র অংশবিশেষ অর্থাৎ হাতের কব্জি উদ্দেশ্য নেয়া হয় তাহলে কুরআন-হাদীসের কোন নিয়ম লংঘন হবে না। উপরন্তু, হযরত আলী রা. থেকে পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি বাম হাতের কব্জির ওপর ডান হাতের তালু রাখতেন। আর সাহাবায়ে কিরামের পরবর্তী যুগের বিজ্ঞ উলামায়ে কিরামের আমলও পূর্বে তুলে ধরা হয়েছে। এসব কিছুর ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে, পূর্ববর্তী কোন মুহাদ্দিস হযরত সাহল বিন সাআদ রা.-এর উক্ত হাদীসের ভিত্তিতে বাম হাতের পূর্ণ জিরার ওপর ডান হাত রাখার আমল করেননি; বরং এটা নবসৃষ্ট পদ্ধতি– যা প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

আর যদি জিরা’ শব্দ দ্বারা পূর্ণ জিরা’ উদ্দেশ্য নেয়া হয় তাহলে হাত দ্বারা অবশ্যই পূর্ণ হাত উদ্দেশ্য হবে আর পূর্ণ ডান হাত বাম হাতের জিরা’র ওপর রাখা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। তাহলে জিরা দ্বারা পূর্ণ জিরা হাত দ্বারা আংশিক হাত এটা কোন দলীলের অনুসরণে করা হলো? নাকি উম্মাতের পূর্ববর্তী বিজ্ঞজনদের দিকনির্দেশনা মান্য করা হলো? বরং হাদীসের শব্দ স্পষ্ট থাকলে তার অনুসরণ করা অন্যথায় উম্মাতের পূর্ববর্তী বিজ্ঞজনদের থেকে তার পদ্ধতি গ্রহণ করা দরকার। এটাই ভ্রান্তি থেকে মুক্তির সঠিক পথ।

ডান হাত দ্বারা বাম হাতের কব্জি ধরে নাভির নীচে রাখা

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلاَةِ تَحْتَ السُّرَّةِ.

হাদীস নম্বর-১২৭ : হযরত ওয়াইল বিন হুজর রা. বলেন: আমি রসূলুল্লাহ স.কে নামাযের মধ্যে ডান হাত বাম হাতের ওপর নাভির নীচে রাখতে দেখেছি। (ইবনে আবী শাইবা: ৩৯৫৯)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। মুসা বিন উমাইর ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী। আর মুসা বিন উমাইর ثِقَةٌ “নির্ভরযোগ্য”। (তাকরীব: ৭৮৭৪)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ স. নামাযে ডান হাত বাম হাতের ওপর রেখে নাভির নীচে রাখতেন।

ফায়দা : হাদীসে উল্লিখিত تحت السرة শব্দটি ইবনে আবী শাইবার মূল পাণ্ডুলিপিতে নেই বলে কোন কোন মুহাদ্দিস মন্তব্য করেছেন। কিন্তু আরবের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস শায়খ মুহাম্মাদ আউয়ামার অনুসন্ধান অনুযায়ী উক্ত শব্দটি মূল পাণ্ডুলিপিতে বিদ্যমান রয়েছে এবং প্রমাণ হিসেবে তিনি মূল পাণ্ডুলিপির ফটোকপি কিতাবের শুরুতে পেশ করেছেন। (শায়খ মুহাম্মাদ আউয়ামার তাহকীকসহ ইবনে আবী শাইবার টিকায় বিস্তারিত দেখুন)

নামাযে হাত কোথায় বাঁধতে হবে- এ ব্যাপারে হযরত আলী রা. থেকে একটি মারফু’ হাদীস আবু দাউদ শরীফে বিদ্যমান আছে। হাদীসটি নিম্নরূপ:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ زِيَادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ أَنَّ عَلِيًّا رضى الله عنه قَالَ السُّنَّةُ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلاَةِ تَحْتَ السُّرَّةِ (رَوَاه ابُوْ دَاود فِيْ بَابِ وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ)

হাদীস নম্বর- ১২৮ : হযরত আলী রা. বলেন: নামাযে নাভির নীচে বাম হাতের পাতার ওপর ডান হাতের তালু রাখা সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। (আবু দাউদ: ৭৫৬)

হাদীসটির স্তর : হাসান লিগইরিহী তবে এই সনদটি জঈফ। এ হাদীসের মধ্যে আব্দুর রহমান বিন ইসহাক নামক রাবী জঈফ আর যিয়াদ বিন যায়েদ অপরিচিত হওয়ার কারণে অনেক মুহাদ্দিস হাদীসটিকে জঈফ বলেছেন। তবে ইমাম তিরমিজী রহ. আব্দুর রহমান বিন ইসহাকের বর্ণিত হাদীসকে হাসান বলেছেন। (তিরমিজী: ৭৩৯) উপরন্তু, হযরত আলী রা.-এর নিজের আমল নাভির নীচে হাত বাঁধা বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। যেমন ইবনে আবী শাইবা: ৩৯৬১, মুসনাদে আহমাদ: ৮৭৫, দারাকুতনী: ১১০২ ও ১১০৩, সুনানুল কুবরা লিলবাইহাকী: ২৩৪০, ২৩৪১ ও ২৩৪২। তন্মধ্যে ইবনে আবী শাইবার হাদীসটি হাসান। সব মিলে একটি সম্মিলিত শক্তি সৃষ্টি হয়। আর দ্বীনদার জঈফ রাবীর বর্ণিত হাদীসের পক্ষে সমর্থক বর্ণনা পাওয়া গেলে সেটাকে হাসান লিগইরিহী হিসেবে গণ্য হয়। (মুকাদ্দামায়ে মিশকাত: তাদরীবুর রাবী)

উল্লেখ্য : আবু দাউদ শরীফের চারটি সংকলন রয়েছে। তন্মধ্যে হিন্দুস্তানী মুদ্রণে আবুল কাসেম লুলুঈর সংকলনের অনুসরণ করা হয়েছে। আবু দাউদ শরীফের উক্ত সংকলনে এ হাদীসটি নেই। তবে হযরত ইবনে আরাবী, ইবনে দাসা এবং অন্যদের সংকলনে এ হাদীসটি বিদ্যমান রয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক অনুদিত আবু দাউদ শরীফেও হাদীসটি রয়েছে। ইমাম মিজ্জী বলেন: هذا الحديث في رواية أبي سعيد بن الأعرابي وابن داسه وغير واحد عن أبي داود , ولم يذكره أبو القاسم. “এ হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ রহ. থেকে আবু সাঈদ ইবনে আরাবী, ইবনে দাসা এবং অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন। তবে আবুল কাসেম এ হাদীসটি বর্ণনা করেননি”। (তুহফাতুল আশরাফ: হাদীস নম্বর-১০৩১৪)

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَضَعُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلاَةِ تَحْتَ السُّرَّةِ.

হাদীস নম্বর-১২৯ : হযরত ইবরাহীম নাখঈ রহ. বলেন: নামাযে ডান হাত বাম হাতের ওপর রেখে নাভির নীচে রাখবে। (ইবনে আবী শাইবা: ৩৯৬০)

হাদীসটির স্তর : হাসান, মাকতু'। রবী' ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী/মুসলিমের রাবী। আর রবী'র ব্যাপারে হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন: صدوق سيء الحفظ ، و كان عابدا مجاهدا "তিনি সত্যনিষ্ঠ, আবেদ এবং মুজাহিদ; তবে স্মৃতিশক্তি খারাপ"। (তাকরীব: ২০৭৩)

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا الحَجَّاجُ بْنُ حَسَّانَ ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مِجْلَزٍ أَوْ سَأَلْتُهُ ، قَالَ : قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ ؟ قَالَ يَضَعُ بَاطِنَ كَفِّ يَمِينِهِ عَلَى ظَاهِرِ كَفِّ شِمَالِهِ ، وَيَجْعَلُهَا أَسْفَلَ مِنَ السُّرَّةِ.

হাদীস নম্বর-১৩০ : হাজ্জাজ বিন হাসসান রহ. বলেন: আমি হযরত আবু মিজলায রহ.কে বলতে শুনেছি যে, অথবা আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছি যে, আমি কীভাবে করব? তিনি বললেন: ডান হাতের পাঞ্জা বাম হাতের পাঞ্জার ওপর রেখে নাভির নীচে রাখবে। (ইবনে আবী শাইবা: ৩৯৬৩)

হাদীসটির স্তর : হাসান, মাকতু'। এ হাদীসের রাবীদ্বয়ের মধ্যে ইয়াযীদ বিন হারুন বুখারী-মুসলিমের রাবী। আর হাজ্জাজ বিন হাসসান صدوق "সত্যনিষ্ঠ"। (আল কাশেফ: ৯৩২)

সারসংক্ষেপ : বিশিষ্ট দু'জন তাবিঈ এবং মুহাদ্দিস ও ফকীহ হযরত ইবরাহীম নাখঈ এবং হযরত আবু মিজলায রহ.-এর সিদ্ধান্ত থেকে জানা গেলো যে, নামাযে হাত রাখতে হবে নাভির নীচে।

উল্লেখ্য, নামাযের মধ্যে হাত কোথায় বাঁধতে হবে, এ ব্যাপারে বিভিন্ন রকম আমল বর্ণিত আছে। নাভি বরাবর, নাভির উপরে ও নাভির নীচে। বুকের ওপরে হাত বাঁধার স্পষ্ট কোন সহীহ হাদীস সিহাহ সিত্তার ভিতরে বা বাইরে কোন কিতাবে নেই। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক অনুদিত আবু দাউদ শরীফের ৭৫৯ নম্বর হাদীসে হযরত তাউস রহ. বুকের ওপর হাত বাঁধাকে রসূলুল্লাহ স.-এর আমল বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সাহাবার মাধ্যম না থাকায় হাদীসটি মুরসাল। আমরা মুরসাল হাদীসকে দলীল হিসেবে স্বীকার করি। তবে ইবনে আবী শাইবার ৩৯৫৯ নম্বরে সহীহ সনদে বর্ণিত হযরত ওয়ায়েল বিন হুজ্র রা.-এর হাদীসের বিপরীত হওয়ায় আমরা তাউস রহ.-এর বর্ণিত হাদীসটিকে অপ্রবল মনে করি। কিন্তু যারা এর দ্বারা দলীল দেয় তারা মুরসাল হাদীসকে দলীলযোগ্য মনে করে

না। সহীহ ইবনে খুযাইমার ৪৭৯ নম্বরে বুকের ওপর হাত বাঁধার একটি স্পষ্ট হাদীস বর্ণিত থাকলেও হাদীসটি জঈফ। উক্ত হাদীসের বর্ণনাকারী মুআম্মাল বিন ইসমাঈল রিজাল শাস্ত্রের ইমামগণের নিকটে বিতর্কিত। ইমাম বুখারী রহ. তাঁকে মুনকারুল হাদীস বলেছেন। শায়খ শুআইব আরনাউত হাদীসটিকে জঈফ বলেছেন। (মুসনাদে আহমাদ: ১৮৮৭১ নম্বর হাদীসের আলোচনায়) শায়খ আলবানীও হাদীসটিকে জঈফ বলেছেন। (ইবনে খুযাইমা: ৪৭৯ নম্বর হাদীসের তাহকীকে) মুসনাদে আহমাদের ২১৯৬৮ নম্বর হাদীসে হযরত হুলাব রা. থেকে বুকের ওপর হাত বাঁধার একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। উক্ত হাদীসের সনদে কবীসা নামক রাবীকে শায়খ শুআইব আরনাউত অপরিচিত মন্তব্য করে হাদীসটির সনদ জঈফ বলেছেন। আর উক্ত হাদীসের অন্নান্য বর্ণনা পেশ করে বুকের ওপর হাত রাখার অংশটিকে জঈফ বলেছেন। তিনি আরও বলেন: وقول الألباني رحمه الله في صفة الصلاة: وضعهما على الصدر هو الذي ثبت في السنة، تعنُّت لا وجه له، "শায়খ আলবানী রহ. 'সিফাতুস সলাত' কিতাবে বুকের ওপর হাত বাঁধাকে বহাল সুন্নাত বলে যে মন্তব্য করেছেন সেটা নিছক একগুঁয়েমী"। (মুসনাদে আহমাদ: ২১৯৬৮ নম্বর হাদীসের আলোচনায়) এ কারণে হয়তো চার ইমামসহ কোন বিজ্ঞ ফকীহ বা মুহাদ্দিস বুকের ওপর হাত বাঁধার আমল গ্রহণও করেননি। আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন: নামাযে হাত বেঁধে কোথায় রাখতে হবে তা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আহমাদ রহ. থেকে নাভি বরাবর, নাভির উপরে এবং নাভির নীচে তিনটি মতই বর্ণিত হয়েছে। (বাদায়েউল ফাওয়ায়েদ: ৩/৯১) ইমাম আহমাদের মতো জগদ্বিখ্যাত মুহাদ্দিসও বুকের ওপর হাত বাঁধার কোন মত পেশ করেননি। অবশ্য সতর সংরক্ষণে বেশী কার্যকর হওয়ায় নারীদেরকে আমরা উক্ত আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে থাকি।

আউজুবিল্লাহ-বিসমিল্লাহ নীরবে পড়া

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَلْفَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكَانُوا لَا يَجْهَرُونَ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

হাদীস নম্বর-১৩১ : আনাস রা. বলেন: আমি রসূলুল্লাহ স.-এর পেছনে নামায পড়েছি, হযরত আবু বকর, উমার ও উসমান রা.-এর পেছনেও নামায পড়েছি,

তাঁরা কেউই بسم الله الرحمن الرحيم উচ্চস্বরে পড়তেন না। (মুসনাদে আহমাদ: ১২৮৪৫)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী। শায়খ শুআইব আরনাউত এ হাদীসের তাহকীকে বলেন: إسناده صحيح على شرط الشيخين "হাদীসটির সনদ বুখারী-মুসলিমের শর্তে সহীহ"। (মুসনাদে আহমাদ: ১২৮৪৫)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ স. এবং প্রথম তিন খলীফা নিঃশব্দে বিসমিল্লাহ পাঠ করতেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَبْدَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَجْهَرُ بِهَؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ يَقُولُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ. وَعَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يُخْبِرُهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ يَذْكُرُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلاَ فِي آخِرِهَا(رَوَاه مُسْلِمٌ فِيْ بَابِ حُجَّةِ مَنْ قَالَ لَا يُجْهَرُ بِالْبَسْمَلَةِ)

হাদীস নম্বর-১৩২ : হযরত উমার ইবনুল খত্তাব রা. এ কালিমাগুলো সশব্দে পড়তেন: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ হযরত কতাদা থেকে বর্ণিত, তিনি নিজ শাগরিদকে পত্র মারফত জানিয়েছেন যে, আনাস রা. তাকে বলেছেন: আমি রসূলুল্লাহ স., আবু বকর, উমার ও উসমান রা.-এর পেছনে নামায পড়েছি, তাঁরা সবাই-ই الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ দিয়ে কুরআন পড়া শুরু করতেন। তাঁরা কুরআন পড়ার শুরুতে ও শেষে কোথাও بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ উল্লেখ করেননি। (মুসলিম: ৭৭৭, পৃষ্ঠা: ১/১৭২)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি বুখারী, আবু দাউদ, নাসাঈ এবং তিরমিজী শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামিউল উসূল: ৩৪১৯)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ স. এবং প্রথম তিন খলীফা নিঃশব্দে বিসমিল্লাহ পাঠ করতেন।

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رضى الله عنهما كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلاَةَ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِيْ بَابِ مَا يَقُولُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ)

হাদীস নম্বর-১৩৩ : হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স., আবু বকর ও উমার রা. সবাই-ই الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ দিয়ে নামায শুরু করতেন। (বুখারী: ৭০৭)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। এ হাদীসটি মুসলিম, নাসাঈ, মুওয়াত্তা মালেক, আবু দাউদ এবং তিরমিজী শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামিউল উসূল: ৩৪১৯)

কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, তিলাওয়াতের শুরুতে 'আউজু বিল্লাহ' এবং 'বিসমিল্লাহ' পড়তে হবে। আর এ হাদীসে জানা গেলো যে, রসূলুল্লাহ স. এবং প্রথম তিন খলীফা 'আলহামদু' থেকে কিরাত শুরু করতেন। এছাড়া সামুরা বিন জুনদুব রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ স. তাকবীরে তাহরিমার পরে একটু সময় নীরব থাকতেন। (আবু দাউদ: ৭৭৯) এ হাদীসগুলোর সমষ্টি থেকে বুঝা যায় যে, 'আলহামদু'র পূর্বে পঠনীয় 'ছানা', 'আউজুবিল্লাহ' এবং 'বিসমিল্লাহ' নীরবে পড়তে হবে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بن وُهَيْبٍ الْغَزِّيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن أَبِي السَّرِيِّ ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بن سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسِرُّ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

হাদীস নম্বর-১৩৪ : হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স., হযরত আবু বকর রা. ও হযরত উমার রা. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ নীরবে পড়তেন। (তবারানী কাবীর: ৭৩৯, তবারানী আওসাত: ৮২৭৭)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই নির্ভরযোগ্য। আবার পূর্ববর্ণিত বুখারী-মুসলিমের হাদীস দ্বারাও এ হাদীসের মূল বিষয় সমর্থিত। আল্লামা নূরুদ্দীন হাইসামী বলেন: হাদীসটি তবারানী তাঁর 'মু'জামে কাবীর' ও 'আওসাতে' বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই ثِقَةٌ "নির্ভরযোগ্য"। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ: ২৬৩১, পৃষ্ঠা: ২/২৮১)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ স. এবং প্রথম তিন খলীফা নিঃশব্দে বিসমিল্লাহ পাঠ করতেন।

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " خَمْسٌ يُخْفَيْنَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَالتَّعَوُّذُ، وَبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَآمِينَ، وَاللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ "

হাদীস নম্বর-১৩৫ : হযরত ইবরাহীম নাখঈ রহ. বলেন: পাঁচটি জিনিস নীরবে বলতে হয়: সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা, আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ, আমীন এবং আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হামদ। (আব্দুর রযযাক: ২৫৯৭)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

মুক্তাদী সূরা ফাতিহা পাঠ না করে নীরবে শুনবে

ইমাম যখন নামাযে কুরআন পাঠ করতে থাকেন তখন মুক্তাদীর কাজ চুপ থাকা, নাকি ইমামের সাথে সূরা ফাতিহা বা কুরআনের অন্য কোন সূরা তিলাওয়াত করা। এ বিষয়টি নিয়ে সাহাবায়ে কিরামের যুগ থেকে অদ্যাবধি আমলের ভিন্নতা চলে আসছে। উভয় আমলের পক্ষেই সাহাবা, তাবিঈন ও উলামায়ে কিরামের অসংখ্য খ্যাতনামা বক্তিবর্গ অবস্থান নিয়েছেন। বিবাদমান দুটি বিষয়ের মধ্যে হানাফী মাজহাবের উলামায়ে কিরাম ইমামের কুরআন পাঠের সময় মুক্তাদীর নীরব থাকার মত গ্রহণ করেছেন। উক্ত মতের দালীলিক ভিত্তি তুলে ধরা হচ্ছে।

প্রথম দলীল

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

আয়াত নং- ২০ : যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তা মনোযোগের সাথে শ্রবণ কর এবং চুপ থাক। তাহলে তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হবে। (সূরা আ'রাফ: ২০৪)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবু হুরাইরা ও আব্দুল্লাহ বিন মুগাফফাল রা. বলেন: এ আয়াত নামায ও খুতবা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। (ইবনে কাসীর: ২/২৮১) অর্থাৎ, খুতবা চলাকালীন ও নামাযে তিলাওয়াত চলাকালীন চুপ থাকতে হবে এবং শুনতে হবে। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল রহ. বলেন: أجمع الناس على ان هذه الآية فى الصلواة "উম্মাত একমত যে, এ আয়াতটি নামাযের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে"। (আলমুগনী: ১/৪৯০) ইমাম ইবনে জারীর তাবারী রহ. তাঁর তাফসীরে তাবারীতে ৩৮টি সনদে সেসব সাহাবায়ে

কিরাম ও তাবিঈদের মন্তব্য তুলে ধরেছেন– যাঁরা বলেন যে, এ আয়াতে ইমামের কুরআন পাঠের সময়ে মুক্তাদীদেরকে চুপ থাকা এবং কুরআন শোনার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে হযরত ইবনে আব্বাস, আবু হুরাইরা রা., আতা বিন আবী রবাহ, মুজাহিদ, যাহহাক, ইবরাহীম নাখঈ, কতাদা, যুহরী, আমের, শা'বী, হাসান বসরী, সাঈদ বিন যুবাইর ও সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব রহ. উল্লেখযোগ্য। অবশেষে ইবনে জারীর তাবারী রহ. এ ব্যাপারে নিজে এ মন্তব্য করেন:

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَأَوْلَى الْأَقْوَالِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ قَوْلُ مَنْ قَالَ: أُمِرُوا بِاسْتِمَاعِ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ وَكَانَ مَنْ خَلْفَهُ مِمَّنْ يَأْتَمُّ بِهِ يَسْمَعُهُ، وَفِي الْخُطْبَةِ. وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ أَوْلَى بِالصَّوَابِ، لِصِحَّةِ الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوا» وَإِجْمَاعُ الْجَمِيعِ عَلَى أَنَّ مَنْ سَمِعَ خُطْبَةَ الْإِمَامِ مِمَّنْ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ، الِاسْتِمَاعَ وَالْإِنْصَاتَ لَهَا

"এ ব্যাপারে সর্বাধিক সঠিক কথা তাঁদেরটি যাঁরা বলেন যে, ইমাম যখন নামাযে কুরআন পাঠ করবেন তখন তাদেরকে (মুক্তাদী) মনোযোগ দিয়ে শোনার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং ইমামের পেছনে যারা ইক্তিদা করেছে তারা ইমামের কুরআন পাঠ শুনবে। এ আয়াতটি খুতবার ব্যাপারেও অবতীর্ণ হয়েছে। এ মতটিকে আমি এ কারণে সর্বাধিক সঠিক বলেছি যে, রসূলুল্লাহ স. থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত রয়েছে: اذا قرأ الإمام فانصتوا "ইমাম যখন কুরআন পাঠ করেন তখন তোমরা চুপ থাক"। আর সবার ঐকমত্য বিদ্যমান রয়েছে যে, যাদের ওপর জুমআর নামায জরুরী তাদের মধ্যে যারা খুতবার সময় উপস্থিত থাকবে তাদের দায়িত্ব নীরব থাকা এবং মনোযোগের সাথে শোনা। (তাফসীরে তাবারী: সূরা আ'রাফ, ২০৪ নম্বর আয়াতের তাফসীর)

এ আয়াতে নামাযের মধ্যে কুরআন তিলাওয়াতের সময় উপস্থিত ব্যক্তিদেরকে দু'টি নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে: এক. মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা, দুই. চুপ থাকা। যে সব নামাযে ইমাম উচ্চস্বরে তিলাওয়াত করেন এবং ইমামের তিলাওয়াতের শব্দ মুক্তাদীগণের কান পর্যন্ত পৌঁছে সেখানে উক্ত আয়াতের দু'টি নির্দেশই পালন করা সম্ভব। আর যে সব নামাযে ইমাম নীরবে তিলাওয়াত করেন অথবা ইমামের তিলাওয়াতের শব্দ মুক্তাদীগণের কান পর্যন্ত না পৌঁছে সেখানেও দ্বিতীয় নির্দেশটি পালন করা অর্থাৎ, চুপ থাকা সম্ভব। আর যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার নির্দেশ

পালন করা সম্ভব হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তা অমান্য বা প্রত্যাখ্যান করার কোন সুযোগ শরীআতে নেই। সুতরাং ইমাম যখন নামাযে কুরআন তিলাওয়াত করেন, তা সরবে হোক বা নীরবে– সর্বাবস্থায় মুক্তাদীগণের দায়িত্ব হলো নীরব থাকা। সূরা ফাতিহা বা অন্য কোন সূরা তিলাওয়াত না করা।

কুরআনের উক্ত স্পষ্ট আয়াতের ওপর আমল করতে যদিও কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় না, তবুও উক্ত আয়াতে প্রদত্ত নির্দেশ সমর্থন করে রসূলুল্লাহ স. যে হুকুম জারী করেছেন, তা থেকেও কিঞ্চিত আপনাদের খেদমতে তুলে ধরা হচ্ছে।

দ্বিতীয় দলীল

حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا (رَوَاه إِبْنُ مَاجه فِيْ بَابِ إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوا)

হাদীস নম্বর-১৩৬ : হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. বলেন: ইমাম বানানো হয়েছে তাকে অনুসরণ করার জন্য। যখন তিনি তাকবীর দেন তোমরাও তাকবীর দিবে। যখন তিনি কুরআন পাঠ করেন তখন তোমরা চুপ থাকবে। (ইবনে মাজাহ: ৮৪৬, পৃষ্ঠা: ১/৬১, মুসলিম: ৭৯০, ইবনে আবী শাইবা: ৩৮২০)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী/মুসলিম রাবী যাদের নির্ভরযোগ্যতা সমগ্র উম্মাতের নিকটে স্বীকৃত। ইমাম মুসলিম রহ.-এর নিকটে তাঁর ছাত্র আবু বকর রহ. জিজ্ঞেস করেন যে, فَحَدِيثُ أَبِى هُرَيْرَةَ فَقَالَ هُوَ صَحِيحٌ يَعْنِى وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا. "ইমাম যখন কুরআন পাঠ করে তখন তোমরা চুপ থাক– হযরত আবু হুরাইরা রা. বর্ণিত এ হাদীসটি কেমন? ইমাম মুসলিম রহ. বলেন: ওটা আমার নিকটে সহীহ"। (মুসলিম: ৭৯০)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইমামের কুরআন পাঠের সময়ে মুক্তাদীর কাজ হলো চুপ করে থাকা। সুতরাং মুক্তাদী কুরআন পাঠ করবে না।

তৃতীয় দলীল

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي غَلَّابٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوا، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ ذِكْرِ أَحَدِكُمْ التَّشَهُّدُ» رَوَاه إِبْنُ مَاجه فِيْ بَابِ إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوا)

হাদীস নম্বর-১৩৭ : হযরত আবু মুসা আশআরী রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. বলেন: ইমাম যখন কুরআন পাঠ করে তখন তোমরা চুপ থাক। যখন বৈঠকের সময় হয় তখন তোমাদের প্রথম জিকির হবে তাশাহহুদ। (ইবনে মাজাহ: ৮৪৭, মুসলিম: ৭৯০)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী/মুসলিমের রাবী– যাদের নির্ভরযোগ্যতা সমগ্র উম্মাতের নিকটে স্বীকৃত। "ইমাম যখন কুরআন পাঠ করে তখন তোমরা চুপ থাক" বাক্যটি কোন কোন বর্ণনায় উল্লেখ না থাকার কারণে ইমাম মুসলিমের ছাত্র আবু বকর রহ. এ হাদীসের ওপর আপত্তি করলে ইমাম মুসলিম রহ. এ হাদীস সহীহ হওয়ার বিষয়ে জোর দিয়ে বলেন: تُرِيدُ أَحْفَظَ مِنْ سُلَيْمَانَ؟ "তুমি কি এটা বুঝাতে চাচ্ছো: যারা এ বাক্যটি বর্ণনা করেনি তারা সুলাইমান থেকে বেশী স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন?" (তা মেটেই নয়; বরং এ বাক্যটি বর্ণনাকারী সুলাইমানই অন্যদের তুলনায় বেশী স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন) শায়খ আলবানীও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (সহীহ-জঈফ ইবনে মাজাহ: ৮৪৭)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ স.-এর নির্দেশ হলো ইমামের কুরআন পাঠের সময়ে মুক্তাদীগণের চুপ থাকা।

ফায়দা : হযরত আবু মুসা আশআরী রা.-এর উপরোক্ত বর্ণনায় إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوا "ইমাম যখন কুরআন পাঠ করে তখন তোমরা চুপ থাক" বাক্যটিকে ইমাম আবু দাউদ রহ. অসংরক্ষিত বলে মন্তব্য করেছেন। (আবু দাউদ: ৯৭৩) কিন্তু বেশ কিছু কারণে ইমাম আবু দাউদ রহ.-এর উক্ত মন্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়।

এক. খ্যাতনামা অনেক মুহাদ্দিস এটাকে সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন। তন্মধ্যে ইমাম মুসলিম রহ.-এর মন্তব্য পূর্বে পেশ করা হয়েছে। ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ.ও ইমাম মুসলিমের পক্ষ সমর্থন করে বলেন: فِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى: ..وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا} فَإِنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ صَحَّحَهَا مُسْلِمٌ وَقَبِلَهُ أَحْمَد بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ "হযরত আবু মুসা আশআরী রা. থেকে বর্ণিত হাদীস, 'ইমাম যখন যখন কুরআন পাঠ করেন তখন তোমরা চুপ থাক'-এর মধ্যে وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا বাড়তি বাক্যটিকে

ইমাম মুসলিম রহ. সহীহ বলেছেন এবং ইমাম আহমাদ ও অন্যন্যরা এটি গ্রহণ করেছেন। (মাযমুউল ফাতাওয়া: 'হাদীসের পরিভাষা ও অন্যান্য বিষয়ে কিছু প্রশ্ন' অধ্যায়) হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন: وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ "ইমাম যখন কুরআন পাঠ করে তখন তোমরা চুপ থাক- হাদীসটি সহীহ"। (ফাতহুল বারী: 'ইমাম ও মুক্তাদীর জন্য কিরাত আবশ্যক' অধ্যায়) হযরত ইবনে জারীর তাবারী রহ.ও এ হাদীটিকে সহীহ বলেছেন। (তাফসীরে তাবারী: সূরা আ'রাফের ২০৪ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যায়) ইবনে হাযাম রহ. وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا বাড়তি বাক্যসহ এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (আলমুহাল্লা বিল আছার: ইমামের পেছনে মুক্তাদীর কুরআন পাঠ অধ্যায়) উল্লিখিত ইমামগণের বিপরীতে ইমাম আবু দাউদ রহ.-এর প্রমাণবিহীন মন্তব্যকে মেনে নেয়া যায় না।

দুই. ইমাম আবু দাউদ রহ.-এর ভাষ্য অনুযায়ী অভিযুক্ত রাবী হলেন আবু খালিদ আহমার। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ হলো: তিনি উল্লিখিত হাদীসের মধ্যে উক্ত অংশটি বৃদ্ধি করেছেন। অথচ আবু খালিদ আহমার একজন নির্ভরযোগ্য রাবী। বুখারী-মুসলিমসহ সিহাহ সিত্তার সব ইমাম তার বর্ণনার ওপর নির্ভর করেছেন। এ মানের একজন নির্ভরযোগ্য রাবীর বর্ণনায় যদি এমন কোন শব্দ বা বাক্য বেশী পাওয়া যায় যা অন্যদের বর্ণনায় নেই, তাহলে হাদীস গ্রহণের নীতিমালা অনুযায়ী উক্ত বর্ধিত শব্দ বা বাক্যটি হাদীসের অবশিষ্ট অংশের সাথে সাংঘর্ষিক না হলে তা সবার নিকটে গ্রহণযোগ্য। (নুযহাতুন নজর: ৩৭) আর উক্ত বর্ধিত অংশের সাথে অবশিষ্ট অংশের কোন বৈপরিত্য নেই; বরং প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র হুকুম। অতএব, উসূলে হাদীস অনুযায়ী وإذا قرء فانصتوا "ইমাম যখন পাঠ করে তখন তোমরা চুপ থাক" বাক্যটি সর্বসম্মতভাবে গ্রহণযোগ্য।

তিন. হাদীসের উক্ত বর্ধিত অংশটি আবু খালিদ আহমার একাই বর্ণনা করেননি; বরং আবু খালিদের উসতাদ মুহাম্মাদ বিন আজলান থেকে তাঁর অপর নির্ভরযোগ্য ছাত্র মুহাম্মাদ বিন সা'দ আনসারীও তা বর্ণনা করেছেন। (নাসাঈ: ৯২৫, পৃষ্ঠা: ১/১০৭)

চার. وإذا قرأ فانصتوا বাক্যটি শুধু আবু মুসা আশআরী রা. থেকে বর্ণিত হয়নি; বরং আবু হুরাইরা রা. থেকেও উক্ত বাক্যটি বর্ণিত হয়েছে। (মুসলিম: ৭৯০, ইবনে মাজাহ: ৮৪৭, নাসাঈ: ৯২৫)

চতুর্থ দলীল

حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : ثنا يَحْيَى بْنُ سَلَّامٍ ، قَالَ : ثنا مَالِكٌ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : {مَنْ صَلَّى رَكْعَةً ، فَلَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ ، فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا وَرَاءَ الْإِمَامِ}

হাদীস নম্বর-১৩৮ : হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এক রাকাত নামাযও পড়লো অথচ তাতে সূরা ফাতিহা পড়লো না, সে যেন নামাযই পড়লো না। তবে যদি সে ইমামের ইকতিদা করে নামায আদায় করে তাহলে ভিন্ন কথা। (ত্বহাবী: ১৩০০)

হাদীসটির স্তর : সহীহ লিগইরিহী। বাহ্‌র বিন নাসর এবং ইয়াহইয়া ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী। আর বাহ্‌র বিন নাসর ثقةٌ "নির্ভরযোগ্য"। (তাকরীব: ৭২৩) ইয়াহইয়া বিন সাল্লামের ব্যাপারে আবু হাতেম বলেন, صَدُوْقٌ "সত্যনিষ্ঠ"। (আলজারহু ওয়াত তা'দীল: ৬৪২) ইমাম জাহাবী বলেন: يَحْيَى بنُ سَلاَّمِ بنِ أَبِي ثَعْلَبَةَ أَبُو زَكَرِيَّا البَصْرِيُّ قَالَ: وَكَانَ ثِقَةً، ثَبْتاً، عَالِماً بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَلَهُ مَعْرِفَةٌ بِاللُّغَةِ وَالعَرَبِيَّةِ، "তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য, মজবুত ও কুরআন-সুন্নাহ'র প-িত। আর আরবী ভাষা সম্পর্কেও তাঁর ভালো অবগতি ছিলো"। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: তবকা- ১০, রাবী নম্বর- ১২৮) আর মুসনাদে আহমাদের তাহকীকে শায়খ শুআইব আরনাউত বলেন: وهو حديث حسن روي عن جماعة من الصحابة، منهم جابر بن عبد الله، "এ হাদীসটি হাসান। একদল সাহাবায়ে কিরাম থেকে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে; তন্মধ্যে হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ রা. অন্যতম। বিভিন্ন সনদ ও সমর্থক বর্ণনার ভিত্তিতে হাদীসটি হাসান"। (মুসনাদে আহমাদ: ৭২৭০ নম্বর হাদীসের আলোচনায়) এ হাদীসটি হযরত জাবির রা. থেকে আরও একটি সনদে বর্ণিত হয়েছে। তা এই:

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ»

হাদীস নম্বর-১৩৯ : হযরত জাবির বিন আব্দুল্লা থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন: যার ইমাম আছে তার জন্য ইমামের কিরাতই যথেষ্ট। (ইবনে আবী শাইবা: ৩৮২৩, ইবনে মাজাহ: ৮৫০)

হাদীসটির স্তর : সহীহ লিগইরিহী। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী/মুসলিমের ثقةٌ "নির্ভরযোগ্য" রাবী। হাসান বিন সালেহ-এর ব্যাপারে কোন

কোন মুহাদ্দিস এ আপত্তি করে থাকেন যে, তিনি আবুয যুবাইর থেকে শোনেননি। কিন্তু এ অভিযোগ যথার্থ নয়। কারণ, হাসান বিন সালেহ ثِقَةٌ "নির্ভরযোগ্য" রাবী এবং তাঁর বিরুদ্ধে তাদলীসের কোন অভিযোগ নেই। হযরত ইবনে আদী রহ. বলেন: ولم أجد له حديثا منكرا مجاوز المقدار، وَهو عندي من أهل الصدق "বড় ধরণের কোন মুনকার হাদীস আমি তাঁর থেকে পাইনি। তিনি আমার দৃষ্টিতে সত্যবাদী"। (আলকামিল: ৪৪৮) সুতরাং তিনি এ হাদীসটি আবু য্যুবায়ের থেকে না শুনে বলেছেন এটা কল্পনাতীত। উপরন্তু, হাসান বিন সালেহ-এর জন্ম ১০০ হিজরীতে আর আবুয যুবাইর-এর মৃত্যু ১২৬ হিজরীতে। তাহলে ২৬ বছরের যৌথ জীবনে উভয়ের সাথে হাজার বারও সাক্ষাত সম্ভব। আর ইমাম মুসলিম রহ.-এর শর্ত মোতাবেক রাবী যদি মুদাল্লিস না হয় তাহলে উসতাদের সাথে সাক্ষাতের সম্ভাবনা থাকলেই তাঁর বর্ণনা সহীহ বলে গণ্য। এ নিয়মের আলোকে আবুয যুবাইর থেকে হাসান বিন সালেহ-এর বর্ণনা সন্দেহাতীতভাবে সহীহ। উল্লিখিত হাদীসটি ইবনে মাজাহ শরীফেও (৮৫০) বর্ণিত হয়েছে। শায়খ আলবানী উক্ত সনদে হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। (সহীহ-জঈফ ইবনে মাজাহ: ৮৫০)। আল্লামা ইবনে হুমাম বলেন: হযরত জাবির রা.-এর হাদীসের সনদ মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ। হযরত সুফিয়ান সাওরী, শারীক বিন আব্দুল্লাহ, জারীর বিন আব্দুল হামীদ এবং আবুয যুবাইর রহ. হাদীসটিকে সহীহ সনদে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। (ফাতহুল কদীর: কিরাত অধ্যায়) এ হাদীসটি হযরত আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ রা. থেকেও বর্ণিত হয়েছে। আর তা এই:

حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، وَجَرِيرٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ ، فَقِرَاءَتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ.

হাদীস নম্বর-১৪০ : হযরত আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন: যার ইমাম আছে তার জন্য ইমামের কিরাতই যথেষ্ট। (ইবনে আবী শাইবা: ৩৮০০)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের প্রসিদ্ধ রাবী। আর হযরত আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ রা. সাহাবা। তাঁর বিষয়ে ইবনে হাজার রহ. বলেন, له رؤية "তিনি রসূলুল্লাহ স.কে দেখেছেন"। (আল ইসাবা: হযরত শাদ্দাদ ইবনুল হাদ-এর জীবনী আলোচনায়)

তিনি রসূলুল্লাহ স. থেকে কিছুই শোনেননি বলে অনেকে মন্তব্য করেছেন। অবশ্য তাতে এ হাদীসের বিশুদ্ধতা ক্ষতিগ্রস্থ হবে না। কারণ, তিনি সাহাবা; আর সাহাবার মুরসাল গ্রহণযোগ্য। বুখারী শরীফে সাহাবাদের অনেক মুরসাল বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে। প্রমাণ হিসেবে দেখুন ৩৭০৫ নম্বর হাদীস। রসূলুল্লাহ স. বদরের ময়দানে যা ইরশাদ করেছিলেন হযরত ইবনে আব্বাস রা. নিজে বদরের ময়দানে উপস্থিত না থেকেও উক্ত ইরশাদ বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসের ব্যাখ্যায় হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন: هُوَ من مَرَاسِيل الصَّحَابَة "এটা সাহাবাদের মুরসাল হাদীসের অন্তর্ভুক্ত"। (ফাতহুল বারী) অনুরূপভাবে বুখারী শরীফের ৩৮২৭, ৩৮২৮ ও ৩৮২৯ নম্বর হাদীস। এ হাদীসগুলোতে হযরত সাহল বিন আবী হাসমা রা. জাতুর রিকা' যুদ্ধে সলাতুল খওফের বিবরণ পেশ করেছেন। অথচ তখন তাঁর বয়স ছিলো সর্বোচ্চ চার বছর। এ হাদীসের ব্যাখ্যায় হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন: رِوَايَتُهُ لِقِصَّةِ صَلَاةِ الْخَوْفِ مُرْسَلَةٌ "সলাতুল খওফের ঘটনা সম্পর্কে তাঁর বর্ণনাটি মুরসাল"। (ফাতহুল বারী)

সারসংক্ষেপ : ইমাম মুক্তাদী সকলের জন্যই কুরআন পাঠ জরুরী মেনে নেয়া হলেও হযরত জাবির ও আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ রা. থেকে বর্ণিত এ হাদীস দু'টি থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইমাম এ ব্যাপারে মুক্তাদীর প্রতিনিধিত্ব করেন। সুতরাং ইমামের কুরআন পাঠই মুক্তাদীর কুরআন পাঠ। এরপরেও মুক্তাদীর কুরআন পাঠ করার অর্থ হলো ইমামের প্রতিনিধিত্বকে অমান্য করা এবং ইমামের সাথে কুরআন নিয়ে ঝগড়া করা। (নাসাঈ: ৯২২)

পঞ্চম দলীল

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنِ الأَعْلَمِ وَهْوَ زِيَادٌ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهْوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِيْ بَابُ إِذَا رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ)

হাদীস নম্বর-১৪১ : হযরত আবু বাকরা রা. একবার রসূলুল্লাহ স.-এর নিকটে এমন অবস্থায় পৌঁছলেন যে, রসূলুল্লাহ স. তখন রুকুতে ছিলেন। হযরত আবু বকরা রা. কাতারে শামিল হওয়ার পূর্বেই রুকু করলেন। নামাযের পরে বিষয়টি রসূলুল্লাহ স.কে জানানো হলে তিনি আবু বাকরা রা.কে বললেন: আল্লাহ তাআলা

(নামাযের প্রতি) তোমার আগ্রহ আরও বাড়িয়ে দিন। তবে এমনটি আর করো না। (অর্থাৎ, আগে কাতারে শামিল হও, তারপর রুকু কর)। (বুখারী: ৭৪৭, পৃষ্ঠা: ১/১০৮)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবু দাউদ এবং নাসাঈ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামিউল উসূল: ৩৯০৫)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে জানা গেলো যে, হযরত আবু বাকরা রা. ইমামের সাথে শরীক হলেন রুকুতে। তিনি ইমামের পেছনে কুরআন পাঠ করতে পারেননি। আবার নামায শেষে রসূলুল্লাহ স. তাঁকে দুআ দিলেন এবং একটি উপদেশ দিলেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ স.-এর পেছনে আদায়কৃত নামায পুনরায় পড়ার কোন নির্দেশ দিলেন না। ইমামের পেছনে কুরআন পাঠ করা যদি মুক্তাদীগণের আবশ্যকীয় দায়িত্ব হতো তাহলে রসূলুল্লাহ স. অবশ্যই হযরত আবু বকরা রা.কে উক্ত নামায পুনরায় পড়ার নির্দেশ দিতেন। নিম্নে বর্ণিত অপর একটি হাদীসে এ বিষয়টি নীতিমালা আকারে প্রকাশ করা হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْحَكَمِ، حَدَّثَهُمْ أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي الْعَتَّابِ، وَابْنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلاَ تَعُدُّوهَا شَيْئًا وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ(رَوَاه ابُوْ دَاود فِيْ بَابِ الرَّجُلُ يُدْرِكُ الْإِمَامَ سَاجِدًا كَيْفَ يَصْنَعُ؟)

হাদীস নম্বর-১৪২ : হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন: আমরা সিজদারত অবস্থায় যদি তোমরা নামাযে উপস্থিত হও তাহলে সিজদা করবে; তবে তা (রাকাত হিসেবে) গণনা করবে না। যে রুকু পেলো সে নামায পেলো। (আবু দাউদ: ৮৮৯)

হাদীসটির স্তর : হাসান। এ হাদীসের রাবীদের মধ্যে ইয়াহইয়া বিন আবী সুলাইমান এবং যায়েদ বিন আবী আত্তাব ব্যতীত সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী। আর যায়েদ বিন আবী আত্তাব ثقةٌ "নির্ভরযোগ্য"। (তাকরীব: ২৩৫৩) ইয়াহইয়া বিন আবী সুলাইমানের বিষয়ে মুহাদ্দিসগণের মিশ্র মন্তব্য পাওয়া যায়। হাকেম তাকে ثقةٌ "নির্ভরযোগ্য" বলেছেন। ইবনে খুযাইমা তাঁর সহীহ কিতাবে উক্ত রাবীর হাদীস গ্রহণ করেছেন। আবার ইমাম বুখারী রহ. তাঁর সমালোচনা করেছেন। তবে পূর্ববর্ণিত হযরত আবু বকরা রা.-এর হাদীস দ্বারা মূল বিষয়টি সমর্থিত হওয়ায় এ হাদীসটি কোন ক্রমেই হাসান স্তরের নীচে নয়। শায়খ আলবানী এ হাদীসটিকে

হাসান বলেছেন। (সহীহ-জঈফ আবু দাউদ: ৮৯৩) হযরত ইবনে উমার রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, রুকু ছুটে গেলে সিজদা অর্থাৎ রাকাত ছুটে যাবে। (মুয়াত্তা মালেক: ১৬) এ হাদীস থেকেও প্রমাণিত হয় যে, রুকু পেলে রাকাত পাবে। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি বুখারী, মুসলিম এবং নাসাঈ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামিউল উসূল: ৩৮৯৫)

ষষ্ঠ দলীল

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا قَالَ الإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ. فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِيْ بَابِ جَهْرِ الْمَأْمُومِ بِالتَّأْمِينِ)

হাদীস নম্বর-১৪৩ : হযরত আবু হুরাইরা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন: ইমাম غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّين বললে তোমরা آمين বলবে। কেননা, যার বলা ফিরিশতাদের آمين বলার সাথে মিলে যাবে তার পূর্বের সব গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (বুখারী: ৭৪৬)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি সিহাহ সিত্তার সব কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। (জামিউল উসূল: ৭১২৭)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীসে রসূলুল্লাহ স. মুক্তাদীগণকে 'আমীন' বলার নির্দেশ দিলেন ইমামের غير المغضوب عليهم ولا الضالين পাঠের পরে। যদি সূরা ফাতিহা পাঠ করা মুক্তাদীগণের জন্য আবশ্যক হতো তাহলে তারা ইমামের غَيْرِ الْمَغْضُوبِ-এর পরে 'আমীন' বলবে কেন? বরং তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ ফাতিহা শেষে 'আমীন' বলবে। আর সবার পড়ার গতি যেহেতু এক নয়, তাই মুক্তাদীগণ সূরা ফাতিহা পাঠ করলে কোনক্রমেই সবার 'আমীন' ইমামের 'আমীন'-এর সঙ্গে মিলবে না এবং গুনাহ মাফের প্রতিশ্রুতিও পাওয়া যাবে না। এ হাদীসের ভিত্তিতে ইবনে হাজার আসকালানী রহ.-এর মতো যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসও মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন যে, ইমামের সূরা ফাতিহা পাঠের সাথে মুক্তাদীগণ সূরা ফাতিহা পাঠ করবে না।

এ বিষয়ে বিশিষ্ট সাহাবায়ে কিরামের মন্তব্য

আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী রা.-এর মন্তব্য

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَصْبَهَانِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن الأصبهاني ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الإِمَامِ فَقَدْ أَخْطَأَ الْفِطْرَةَ.

হাদীস নম্বর-১৪৪ : হযরত আলী রা. বলেন: যে ব্যক্তি ইমামের পেছনে কুরআন পাঠ করলো সে সুন্নাত পরিপন্থী কাজ করলো। (ইবনে আবী শাইবা: ৩৮০২)
হাদীসটির স্তর : হাসান, মাউকুফ। মুহাম্মাদ ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী। আর মুহাম্মাদ صدوق يخطىء "সত্যনিষ্ঠ, ভুল করেন"। (তাকরীব: ৬৬৫৮)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা.-এর মন্তব্য

حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ : أَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ : إِنَّ فِي الصَّلاَةِ شُغْلاً ، وَسَيَكْفِيك ذَاكَ الإِمَامُ.

হাদীস নম্বর-১৪৫ : হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা.-এর নিকটে এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করলো: আমি কি ইমামের পেছনে কুরআন পড়ব? উত্তরে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. তাকে বললেন: নিশ্চয় নামাযের মধ্যে নির্ধারিত কর্ম সম্পাদনের বিষয় রয়েছে। আর এক্ষেত্রে ইমামই তোমার জন্য যথেষ্ট। (ইবনে আবী শাইবা: ৩৮০১, ত্বহাবী: ১৩০৭)
হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাউকুফ। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের প্রসিদ্ধ রাবী।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা.-এর মন্তব্য

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد ، قَالَ : ثنا أَبُو صَالِحٍ الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ : ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ : قُلْت لِابْنِ عَبَّاسٍ أَقْرَأُ وَالْإِمَامُ بَيْنَ يَدَيَّ فَقَالَ : لَا

হাদীস নম্বর-১৪৬: আবু হামযা বলেন: আমি ইবনে আব্বাস রা.কে জিজ্ঞেস করলাম: ইমাম আমার সামনে থাকা অবস্থায়ও কি আমি কুরআন পাঠ করব? জবাবে তিনি বললেন: না। (ত্বহাবী : ১৩১৬)
হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাউকুফ। ইবনে আবী দাউদ ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখার/মুসলিমের রাবী। আর ইবনে আবী দাউদ হাফেজে হাদীস। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: তবকা- ১৫, রাবী নম্বর- ১৮৯)

আব্দুল্লাহ বিন উমার রা.-এর মন্তব্য

مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ إِذَا سُئِلَ هَلْ يَقْرَأُ أَحَدٌ خَلْفَ الإِمَامِ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ خَلْفَ الإِمَامِ فَحَسْبُهُ قِرَاءَةُ الإِمَامِ وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيَقْرَأْ . قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لاَ يَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ

হাদীস নম্বর-১৪৭ : হযরত নাফে' বলেন: ইবনে উমার রা.কে যখন জিজ্ঞেস করা হলো: কেউ কি ইমামের পেছনে কুরআন পাঠ করবে? জবাবে তিনি বলেন: কেউ ইমামের পেছনে নামায পড়লে তার জন্য ইমামের কুরআন পাঠই যথেষ্ঠ। আর একাকী পড়লে কুরআন পাঠ করবে। ইবনে উমার রা. নিজেও ইমামের পেছনে কুরআন পাঠ করতেন না। (মুওয়াত্তা ইমাম মালেক: ১৯২, ইমামের পেছনে কুরআন পাঠ পরিত্যাগ অধ্যায়)
হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাউকুফ। ইমাম মালেক রহ. এ হাদীসটি শুধু নাফে'র মাধ্যমে হযরত ইবনে উমার রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। আর নাফে' বুখারী-মুসলিমের প্রসিদ্ধ রাবী।

হযরত যায়েদ বিন সাবিত রা.-এর মন্তব্য

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ الْإِمَامِ، فَقَالَ: لَا، قِرَاءَةَ مَعَ الْإِمَامِ فِي شَيْءٍ، (رَوَاه مُسْلِمٌ فِيْ بَابِ سُجُودِ التِّلَاوَةِ)

হাদীস নম্বর-১৪৮ : হযরত যায়েদ বিন সাবিত রা.কে ইমামের সাথে কুরআন পাঠের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন: ইমামের সঙ্গে কোথাও কোন কুরআন পাঠ নেই। (মুসলিম: **১১৭৬**)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাউকুফ।

হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ রা.-এর মন্তব্য

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ، وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ إِلاَّ وَرَاءَ الإِمَامِ

হাদীস নম্বর-১৪৯ : হযরত জাবির রা. বলেন: যে ব্যক্তি এক রাকাত নামাযও পড়লো অথচ তাতে সূরা ফাতিহা পড়লো না তার নামায হলো না। তবে ইমামের পেছনে থাকলে ভিন্ন কথা। {অর্থাৎ, ইমামের পেছনে থাকা মুক্তাদীগণ সূরা ফাতিহা পড়বে না} (মুওয়াত্তা মালেক: ১৮৭, উম্মুল কুরআন অধ্যায়, তিরমিজী: ৩১৩)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাউকুফ। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী। ইমাম তিরমিজী রহ. হাদীসটিকে হাসান-সহীহ বলেছেন।

হযরত আবুদ দারদা রা.-এর মন্তব্য

أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزَّاهِرِيَّةِ قَالَ حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ سَمِعَهُ يَقُولُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفِي كُلِّ صَلاَةٍ قِرَاءَةٌ؟ قَالَ «نَعَمْ» قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَجَبَتْ هَذِهِ. فَالْتَفَتَ إِلَيَّ وَكُنْتُ أَقْرَبَ الْقَوْمِ مِنْهُ فَقَالَ مَا أَرَى الْإِمَامَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَأٌ إِنَّمَا هُوَ قَوْلُ أَبِي الدَّرْدَاءِ (رَوَاه النَّسَائِيُ فِيْ بَابِ اكْتِفَاءُ الْمَأْمُومِ بِقِرَاءَةِ الْإِمَامِ)

হাদীস নম্বর-১৫০ : হযরত কাসীর বিন মুররাহ হযরত আবু দারদা রা.কে বলতে শুনেছেন যে, রসূলুল্লাহ স.কে জিজ্ঞেস করা হলো: প্রত্যেক নামাযে কি কুরআন পাঠ করতে হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এক আনসারী ব্যক্তি বললো, এটাতো ওয়াজিব হয়ে গেলো। এ কথা শুনে হযরত আবু দারদা আমার দিকে ফিরলেন। আমি ছিলাম তাঁর সর্বাধিক নিকটবর্তী। অতঃপর তিনি বললেন: আমি মনে করি

ইমাম যদি কোন কওমের ইমামতি করে তাহলে ইমামের কুরআন পাঠ তাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। ইমাম নাসাঈ রহ. বলেন: এটা রসূলুল্লাহ স.-এর কথা নয়; এটা হযরত আবু দারদা রা.-এর কথা। (নাসাঈ: ৯২৬)

হাদীসটির স্তর : সহীহ-মারফু', তবে আবুদ্ দরদার মন্তব্যটি মাউকুফ। কাসীর বিন মুররাহ ব্যতীত সব রাবীই মুসলিমের রাবী। আর কাসীর বিন মুররাহ ثقة "নির্ভরযোগ্য"। (তাকরীব: ৬৩২৩) জামিউল উসূলের তাহকীকে শায়খ আব্দুল কাদির আরনাউত হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। (জামিউল উসূল: ৩৯১৯) আর নাসাঈ শরীফের তাহকীকে শায়খ আলবানীও এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

সারসংক্ষেপ : উপরোক্ত বিশিষ্ট সাহাবায়ে কিরামের মতামত থেকে স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, ইমামের পেছনে মুক্তাদী কুরআন পাঠ করবে না।

এ বিষয়ে বিশিষ্ট তাবিঈনে কিরামের মন্তব্য

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ وَابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ الأَسْوَدُ : لأَنْ أَعَضَّ عَلَى جَمْرَةٍ أَحَبُّ ، إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقْرَأَ خَلْفَ إِمَامٍ أَعْلَمُ أَنَّهُ يَقْرَأُ.

হাদীস নম্বর-১৫১ : হযরত আসওয়াদ রহ. বলেন: ইমাম কুরআন পড়ছেন বলে জানতে পারলে তার পেছনে কুরআন পড়ার চেয়ে জলন্ত কয়লা দাঁতে কামড়ানো আমার নিকটে অধিক পছন্দনীয়। (ইবনে আবী শাইবা: ৩৮০৬)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী/মুসলিমের রাবী।

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ وَبَرَةَ ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّهُ قَالَ : وَدِدْت أَنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ مُلِئَ فُوهُ تُرَابًا.

হাদীস নম্বর-১৫২ : হযরত আছরয়াদ বিন ইয়াযীদ রহ. বলেন: যে ব্যক্তি ইমামের পেছনে কুরআন পড়ে আমি চাই তার মুখ মাটি দিয়ে ভরে দেয়া হোক। (ইবনে আবী শাইবা: ৩৮১০)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُه عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ ؟ قَالَ : لَيْسَ وَرَاءَ الإِمَامِ قِرَاءَةٌ.

হাদীস নম্বর-১৫৩ : হযরত আবু বিশ্‌র রহ. বলেন: আমি হযরত সাঈদ বিন জুবাইর-এর নিকটে ইমামের পেছনে কুরআন পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন: ইমামের পেছনে কুরআন পাঠের বিধান নেই। (ইবনে আবী শাইবা: ৩৮১৩)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : أَنْصِتْ لِلإِمَامِ.

হাদীস নম্বর-১৫৪ : হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব রহ. বলেন: ইমামের কারণে চুপ থাক। (ইবনে আবী শাইবা: ৩৮১৪)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : لاَ أَعْلَمُ الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الإِمَامِ مِنَ السُّنَّةِ.

হাদীস নম্বর-১৫৫ : হযরত মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন রহ. বলেন: আমি ইমামের পেছনে কুরআন পাঠকে সুন্নাত মনে করি না। (ইবনে আবী শাইবা: ৩৮১৫)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী। সুতরাং হাদীসটি সহীহ।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : يَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الإِمَامِ.

হাদীস নম্বর-১৫৬ : হযরত আবু ওয়ায়েল রহ. বলেন: তোমার জন্য ইমামের কুরআন পাঠই যথেষ্ট। (ইবনে আবী শাইবা: ৩৮২২)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ قَالَ وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ مُلِئَ فُوهُ قَالَ: أَحْسِبُهُ قَالَ: تُرَابًا أَوْ رَضْفًا

হাদীস নম্বর-১৫৭ : হযরত আলকামা রহ. বলেন: যে ব্যক্তি ইমামের পেছনে কুরআন পড়ে আমি চাই তার মুখ মাটি দিয়ে অথবা গরম পাথর দিয়ে ভরে দেয়া হোক। (আব্দুর রযযাক: ২৮০৮)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

সারসংক্ষেপ : উপরোক্ত বিশিষ্ট তাবিঈগণের মতামত থেকে স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, ইমামের পেছনে মুক্তাদী কুরআন পাঠ করবে না।

একটি বিশ্লেষণ

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِيْ بَابِ وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ)

হাদীস নম্বর-১৫৮: হযরত উবাদা বিন সামিত রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. বলেন: যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়লো না তার নামায হলো না। (বুখারী : ৭২০, পৃষ্ঠা: ১/১০৪)

ফায়দা : এ হাদীস দ্বারা অনেকে দলীল পেশ করে থাকেন যে, মুক্তাদীকেও সূরা ফাতিহা পড়তে হবে; অন্যথায় নামায হবে না। এ ব্যাপারে ইমাম বুখারী রহ.-এর উসতাদ ও তাঁর উসতাদের উসতাদ যে মন্তব্য করেছেন তা আপনাদের খেদমতে পেশ করা হচ্ছে।

ইমাম বুখারীর উসতাদ ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রহ.-এর মন্তব্য

وَأَمَّا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فَقَالَ مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ

হাদীস নম্বর-১৫৯ : ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রহ. বলেন: "যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়লো না তার নামায হলো না" রসূলুল্লাহ স.-এর এ হাদীসটি একাকী নামায আদায়কারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। (তিরমিজী: ৩১২)

ইমাম বুখারীর উসতাদের উসতাদ ইমাম সুফিয়ান বিন উয়াইনার মন্তব্য

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ السَّرْحِ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ" لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا قَالَ سُفْيَانُ لِمَنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ (رَوَاه ابُوْ دَاود فِيْ بَابِ مَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِي صَلاَتِهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)

হাদীস নম্বর-১৬০ : হযরত উবাদা বিন সামিত রা. থেকে বর্ণিত হাদীস "যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা এবং আরও কিছু পড়লো না তার নামায হলো না" বর্ণনান্তে হযরত সুফিয়ান বিন উয়াইনা রহ. বলেন: এটা একাকী নামায আদায়কারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। (আবু দাউদ: ৮২২)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী। শায়খ শুআইব আরনাউত বলেন: إسناده صحيح على شرط الشيخين. "হাদীসটির সনদ বুখারী-মুসলিমের শর্তে সহীহ"। (মুসনাদে আহমাদ: ২২৭৪৯ নম্বর হাদীসের আলোচনায়)

শায়খ আলবানীও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (সহীহ-জঈফ আবু দাউদ-৮২২) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি সিহাহ সিত্তার সব কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। (জামিউল উসূল: ৩৪২৩)

সারসংক্ষেপ : উপরোক্ত ইমামদ্বয়ের মন্তব্যের মূল কথা এই যে, "সূরা ফাতিহা না পড়লে নামায হবে না" বিধানটি একাকী নামায আদায়কারীর ব্যাপারে প্রযোজ্য। আবু দাউদ শরীফের এ বর্ণনায় ফাতিহার সাথে আরও কিছু পড়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। অনুরূপ বর্ণনা মুসলিম শরীফেও বিদ্যমান রয়েছে। এ থেকে আরও একটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, বুখারী শরীফে বর্ণিত হযরত উবাদা বিন সামিত রা.-এর হাদীসটি সংক্ষিপ্ত। পূর্ণ হাদীসটি হলো: "যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা এবং সাথে আরও কিছু পড়লো না তার নামায হলো না"। আর এ নির্দেশটি মুক্তাদীর জন্য নয়; বরং একাকী নামায আদায়কারীর জন্য।

হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, لَا تَفْعَلُوا لِيَقْرَأْ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ "তোমরা ইমামের পেছনে কুরআন পাঠ করো না। তবে সূরা ফাতিহা মনে মনে পড়বে"। (সুনানুল কুবরা লিলবাইহাকী: ২৯২৩, জুযউল কিরাত: ৩৭ ও ১৫৬) এ হাদীসের বর্ণনাকারীগণ সবাই-ই নির্ভরযোগ্য; তবে হাদীসটি মুরসাল। নির্ভরযোগ্য রাবীগণ সকলে এ হাদীসটি হযরত আনাস রা.-এর মাধ্যম ব্যতীত আবু কিলাবা রহ. সূত্রে সরাসরি বা আবু কিলাবা মুহাম্মাদ বিন আবী আয়েশা

তাবিঈর মাধ্যম হয়ে রসূলুল্লাহ স. থেকে বর্ণনা করেছেন। শুধু উবাইদুল্লাহ বিন আমর একাই এ হাদীসটিকে হযরত আনাসের মাধ্যমে রসূলুল্লাহ স. থেকে বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনায় তিনি নিঃসঙ্গ হওয়ায় হাদীসটি শাজ। ইমাম বাইহাকী রহ. নিজেই তার পরের হাদীসে বলেন: تَفَرَّدَ بِرِوَايَتِهِ عَنْ أَنَسٍ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ "আনাস রা.-এর মাধ্যম হয়ে বর্ণনার ক্ষেত্রে উবাইদুল্লাহ নিঃসঙ্গ"। আবার এ হাদীসটি সহীহ সনদে ত্বহাবী শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। সে বর্ণনায় لَا تَفْعَلُوا বাক্যের পরে আর কিছু উল্লেখ নেই। অর্থাৎ, সূরা ফাতিহা মনে মনে পড়বে কথাটি উল্লেখ নেই। (ত্বহাবী: ১৩০২) উক্ত হাদীসের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও উপরোক্ত কারণে হাদীসটি গ্রহণযোগ্য নয়। মুরসাল হাদীস যদিও আমাদের নিকটে গ্রহণযোগ্য; কিন্তু সহীহ, মারফু'-মুত্তাসিল হাদীসের বিপরীতে তা অপ্রবল।

কুরআন, সহীহ হাদীস, বিশিষ্ট সাহাবা ও তাবিঈগণের আমল দ্বারা এটা দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, ইমামের পেছনে মুক্তাদীগণ সূরা ফাতিহা বা অন্য কোন সূরা পাঠ করবে না। তাই আমরা এ আমল করে থাকি।

ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করার দলীল হিসেবে আরও যেসব হাদীস পেশ করা হয়ে থাকে তন্মধ্যে স্পষ্ট কোন সহীহ-মারফু' হাদীস আমাদের নজরে পড়েনি। তবে কিছু হাদীস সহীহ কিন্তু স্পষ্ট নয়। যেমন, বুখারী শরীফে বর্ণিত হযরত উবাদা বিন সামিত রা.-এর হাদীস। আবার কিছু হাদীস স্পষ্ট কিন্তু সহীহ নয়। যেমন বিভিন্ন কিতাবে মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (মুদাল্লিস), মাকহুল শামী (মুদাল্লিস) ও নাফে' বিন মাহমুদ (মাজহুল) এর মাধ্যমে عن শব্দ দ্বারা বর্ণিত হাদীস; যা কুরআন ও স্পষ্ট মারফু' হাদীসের বিপরীতে কোনক্রমেই দলীল হতে পারে না।

আমীন নীরবে বলা

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ الزَّاهِدُ، وَعَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، قَالُوا: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو الْوَلِيدِ، قَالَا: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حُجْرًا أَبَا الْعَنْبَسِ، يُحَدِّثُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ: {غَيْرِ

الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} قَالَ: «آمِينَ» يَخْفِضُ بِهَا صَوْتَهُ " «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ»

হাদীস নম্বর-১৬১ : হযরত ওয়ায়েল বিন হুজ্র রা. থেকে বর্ণিত: তিনি রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে নামায পড়ছিলেন। যখন রসূলুল্লাহ স. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ বললেন তখন নীরবে 'আমীন' বললেন। হাকেম বলেন: এ হাদীসটি বুখারী-মুসলিমের শর্তে সহীহ। তবে হাদীসটি বুখারী-মুসলিম রহ. কেউই বর্ণনা করেননি। (মুসতাদরাকে হাকেম: ২৯১৩)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। হাকেম বলেন: এ হাদীসটি বুখারী-মুসলিমের শর্তে সহীহ। এ হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ তইয়ালীসী রহ. তাঁর সুনানেও বর্ণনা করেছেন। (হাদীস নম্বর- **১১১৭**) হজর ইবনুল আম্বাস ব্যতীত উক্ত হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী/মুসলিমের রাবী। আর হজর ইবনুল আম্বাস ثِقَةٌ "নির্ভরযোগ্য"। (আল কাশেফ: ৯৫০) সুতরাং উক্ত সনদেও হাদীসটি সহীহ।

حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ حُجْرٍ أَبِي الْعَنْبَسِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ : غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ فَقَالَ آمِينَ وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ(رَوَاه الِتّرْمِذِىُّ فِىْ بَابِ مَا جَاءَ فِي التَّأْمِينِ)

হাদীস নম্বর-১৬২ : হযরত ওয়াইল বিন হুজ্র রা. বলেন: রসূলুল্লাহ স. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ পড়লেন এবং নীরবে 'আমীন' বললেন। (তিরমিজী: ২৪৮)

হাদীসটির স্তর : হাসান। ইমাম তিরমিজী রহ. প্রথমে সুফিয়ান সাওরী রহ.-এর হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। এরপরে ইমাম বুখারী এবং ইমাম আবু যরআর বরাত দিয়ে বলেন: আমি এ হাদীসের ব্যাপারে তাঁদের নিকটে জিজ্ঞেস করলে তাঁরা বলেন: حَدِيثُ سُفْيَانَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ فِي هَذَا "এ বিষয়ে সুফিয়ান সওরীর (উচ্চস্বরে আমীন বলার) হাদীসটি শু'বার (নীরবে আমীন বলার) হাদীসের তুলনায় বেশী সহীহ"। ইমাম বুখারী এবং ইমাম আবু যরআ রহ.-এর স্বীকৃতি অনুযায়ী শু'বার এ হাদীসটিও সহীহ। তবে তাঁদের ভাষায় এটা সুফিয়ানের হাদীসের তুলনায় কম সহীহ। তাঁরা এটাকে জঈফ বলেননি। অবশ্য ইমাম শু'বার

হাদীসের ওপর যে সব অভিযোগের কারণে এটাকে তাঁরা কম সহীহ বলেছেন উক্ত বিষয়গুলোর পর্যালোচনা নিম্নে পেশ করা হচ্ছে। বিশ্লেষণের পরে আশা করি এটা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, ইমাম শু'বার হাদীসকে কম সহীহ বলা যথার্থ কি না। প্রথমে উক্ত অভিযোগগুলো একে একে পেশ করা হবে এবং প্রত্যেকটি অভিযোগের সাথে দলীলনির্ভর জবাবও পেশ করা হবে ইনশাআল্লাহ।

অভিযোগ ১. হাদীসটির বর্ণনাকারী শু'বা তাঁর উসতাদের উসতাদ-এর উপনাম 'আবুল আম্বাস' বলে উল্লেখ করেছেন। অথচ তার উপনাম হচ্ছে 'ইবনুল আম্বাস'।

জওয়াব: ইমাম শু'বার উসতাদের উসতাদ হযরত হজর রহ.-এর ছেলে ও পিতা উভয়ের নামই ছিলো 'আম্বাস'। তাই তাঁকে 'আবুল আম্বাস' ও 'ইবনুল আম্বাস' উভয় উপনামেই ডাকা হতো। হযরত ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন: حجر بن العنبس الحضرمی، ابوالعنباس، ويقال ابوالسكن الكوفی "হজর ইবনুল আম্বাস হাযরামী, আবুল আম্বাস এবং তাকে আবুস সাকানও বলা হয়"। সুতরাং শু'বা কর্তৃক আবুল আম্বাস উল্লেখ করা কোন ত্রুটি নয়। (তাহজীবুত তাহজীব: উক্ত রাবীর জীবনী আলোচনায়)। উচ্চস্বরে 'আমীন' বলা সম্পর্কিত হাদীসেও হযরত সুফিয়ান সাওরী রহ.- উক্ত রাবীর উপনাম আবুল আম্বাস উল্লেখ করেছেন। (আবু দাউদ: ৯৩২) সেখানে এটা কোন ত্রুটি না হলে এখানে কেন ত্রুটি হবে?

অভিযোগ ২. ইমাম শু'বার উসতাদের উসতাদ হযরত হজর রহ. এবং সাহাবা হযরত ওয়ায়েল বিন হুজ্র রা.-এর মাঝে 'আলকামা' নামক অপর এক বর্ণনাকারীর মাধ্যম উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে সেখানে কোন মাধ্যম নেই। বরং হজর ইবনুল আম্বাস রহ. হযরত ওয়ায়েল বিন হুজ্র রা. থেকে সরাইর হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

জওয়াব: হযরত ইবনে হাজার আসকালানী রহ. 'তাহজীবুত তাহজীব' গ্রন্থে 'হজর ইবনুল আম্বাস'-এর জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: روى عن علی ووائل بن حجر وروى عن علقمة بن وائل "হযরত হজর ইবনুল আম্বাস রহ. হযরত আলী রা. থেকে, হযরত ওয়াইল বিন হুজ্র থেকে এবং আলকামা বিন ওয়াইল রহ. থেকে হাদীস বর্ণনা করে থাকেন"।

এ বিবরণ থেকে বুঝা গেলো যে, হযরত হজর ইবনুল আম্বাস রহ. যেমন হযরত ওয়াইল বিন হুজ্র রা. থেকে সরাসরি বর্ণনা করেন, তেমনিভাবে হযরত আলকামা বিন ওয়াইল রহ.-এর মাধ্যমেও বর্ণনা করেন। এর আরও প্রমাণ লক্ষ্য করুন: ইমাম আবু দাউদ তয়ালীসী রহ.ও এ হাদীসটি তাঁর সুনানে বর্ণনা করেছেন।

(হাদীস নম্বর- ১১১৭) তিনি সনদটি এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ، يُحَدِّثُ عَنْ وَائِلٍ، وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ وَائِلٍ، "আমি হাদীসটি আলকামা সূত্রে হযরত ওয়ায়েল থেকে শুনেছি এবং সরাসরি হযরত ওয়ায়েল থেকেও শুনেছি"। এটাকে বলা হয় مزيد فى متصل الاسانيد অর্থাৎ, মুত্তাসিল সনদের মাঝে বাড়তি রাবীর মাধ্যম। হাদীসের নীতিমালা অনুযায়ী এটা কোন দোষণীয় বিষয় নয়; বরং সত্য প্রকাশ। সুতরাং এটা ইমাম শু'বার কোন ত্রুটি নয়।

আর এ অভিযোগ দ্বারা যদি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে হযরত আলকামা তাঁর পিতা থেকে শোনা/না শোনার বিষয়ে সন্দেহ; তাহলে ইমাম তিরমিজী রহ. নিজেই এ বিষয়টি বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আলকামা রহ. তাঁর পিতা হযরত ওয়ায়েল বিন হুজ্‌র থেকে শুনেছেন। (দেখুন, তিরমিজী: ১৪৬০ নম্বর হাদীসের আলোচনায়) সুতরাং ইমাম তিরমিজীর নিজের বর্ণনামতেও এটা হযরত শু'বার কোন ভুল নয়। ইমাম আবু দাউদ তাইয়ালীসী রহ.-এর মৃত্যু ২০৪ হিজরী সনে; ইমাম বুখারী রহ.-এরও ৪৮ বছর পূর্বে। সুতরাং তইয়ালীসীর সনদ ইমাম বুখারীর না জানা থাকার কথা নয়। এতদ্‌সত্ত্বেও এ বিষয়টি কেন ইমাম শু'বার নামে অভিযোগ হলো তা অজানাই থেকে গেছে।

অভিযোগ ৩. হাদীসটির মূল বাক্য ছিলো: مد بها صوته "রসূলুল্লাহ স. উঁচু আওয়াজে 'আমীন' বললেন"। কিন্তু শু'বা ভুল করে এখানে বলেছেন: خفض بها صوته "রসূলুল্লাহ স. নীরবে 'আমীন' বললেন"।

জওয়াব: রসূলুল্লাহ স. কী বলেছিলেন তা ইমাম বুখরী রহ.-এর জানার মাধ্যম হলেন রাবীগণের বর্ণনা। রাবীগণ নির্ভরযোগ্য হলে তাঁরা যা বলবেন তা-ই রসূলুল্লাহ স.-এর কথা। রাবীদের বর্ণনা ব্যতীত ভিন্ন কোন কথার সম্বন্ধ রসূলুল্লাহ স.-এর দিকে করলে তা হবে ইমাম বুখারী রহ.-এর নিজস্ব মন্তব্য যা শরীআতের দলীল নয়। উপরন্তু, একই আমলের বিভিন্ন পদ্ধতি যখন শরীয়তে স্বীকৃত, তখন একজনের বর্ণনা দ্বারা অপরজনের বর্ণনাকে ভুল প্রমাণের চেষ্টা না করে নির্ভরযোগ্য দু'জন রাবীর বর্ণনা থেকে 'আমীন' বলার দু'টি পদ্ধতি প্রমাণ করলেই মনে হয় ভালো হতো।

ইমাম বুখারী রহ.-এর বরাতে নীরবে 'আমীন' বলার পক্ষে ইমাম শু'বা বর্ণিত হাদীসের ওপর আরোপিত আপত্তিগুলোর প্রমাণনির্ভর জওয়াব উল্লেখ করা হলো। এখন বলা যেতে পারে যে, ফাতিহা শেষে নীরবে 'আমীন' বলা রসূলুল্লাহ স. থেকে প্রমাণিত সুন্নাত।

ইমাম তিরমিজী রহ. এতগুলো আপত্তি উল্লেখ করার পরও হাদীসটিকে জঈফ বলতে পারেননি; বরং এটার চেয়ে উচ্চস্বরে 'আমীন' বলা সম্পর্কে বর্ণিত সুফিয়ান সাওরী রহ.-এর হাদীসটিকে বেশী সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন–যা এ হাদীসটি জঈফ না হওয়ার স্বীকারোক্তি বৈ কী? আর হাকেম আবু আব্দুল্লাহ রহ. মুসতাদরাকে হাকেমে এটাকে বুখারী-মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন এবং ইমাম জাহাবী রহ.ও সেটাকে বুখারী-মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন। (দেখুন, মুসতাদরাকে হাকেম: হাদীস নম্বর- ২৯১৩)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ، وَعِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، تَذَاكَرَا فَحَدَّثَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ، أَنَّهُ حَفِظَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَكْتَتَيْنِ سَكْتَةً إِذَا كَبَّرَ وَسَكْتَةً إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ فَحَفِظَ ذَلِكَ سَمُرَةُ وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَكَتَبَا فِي ذَلِكَ إِلَى أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ وَكَانَ فِي كِتَابِهِ إِلَيْهِمَا أَوْ فِي رَدِّهِ عَلَيْهِمَا أَنَّ سَمُرَةَ قَدْ حَفِظَ.

হাদীস নম্বর-১৬৩ : হযরত সামুরা বিন জুনদুব ও ইমরান বিন হুছইন রা. পরস্পর আলোচনা করার সময় হযরত সামুরা রা. বললেন: তিনি রসূলুল্লাহ স. থেকে দু'টি নীরবতা স্মরণ রেখেছেন। একটি নীরবতা হলো তাকবীরে তাহরিমা বলার পর। অপরটি হলো غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ বলার পর। এ কথাটি হযরত সামুরা স্মরণ রাখলেও হযরত ইমরান অস্বীকার করায় উভয়ে এ ব্যাপারটি হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা.-এর নিকটে লিখে জানালেন। তিনি তাঁদের পত্রের জবাবে জানালেন যে, সামুরা হাদীসটি সঠিকভাবে স্মরণ রেখেছেন। (আবু দাউদ: ৭৭৯)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। এ হাদীসটির রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের উঁচু মানের ثِقَةٌ "নির্ভরযোগ্য" রাবী। শায়খ শুআইব আরনাউত মুসনাদে আহমাদের তাহকীকে বলেন: رجاله ثقات رجال الصحيح "এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই নির্ভরযোগ্য, সহীহ হাদীসের রাবী"। (মুসনাদে আহমাদ: ২০১৬৬)

এ হাদীসের ওপর কেউ কেউ আপত্তি করে বলেন যে, হাসান বসরী রহ. হযরত সামুরা রা. থেকে শোনেননি। অতএব, হাদীসটি মুনকাতি' বা সনদ-বিচ্ছিন্ন। কিন্তু ইমাম তিরমিজী রহ. স্পষ্টভাবে বলেছেন: حَدِيثُ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَقَدْ سَمِعَ مِنْهُ "সামুরা রা. থেকে হাসান বসরীর হাদীস সহীহ এবং হাসান বসরী হযরত সামুরা থেকে শুনেছেন। (তিরমিজী: ১৮২)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ স. সূরা ফাতিহা শেষে নীরব রয়েছেন। অথচ অসংখ্য সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, রসূলুল্লাহ স. সূরা ফাতিহা শেষে 'আমীন' বলতেন। উল্লিখিত দুই ধরণের হাদীসকে একত্রিত করলে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, রসূলুল্লাহ স. সূরা ফাতিহা শেষে নীরবে 'আমীন' বলতেন।

উল্লেখ্য, রসূলুল্লাহ স. উচ্চস্বরে 'আমীন' বলেছেন এটা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তবে অনেক মুহাক্কিক আলিম মনে করেন যে, রসূলুল্লাহ স. উচ্চস্বরে 'আমীন' বলেছেন ফাতিহা শেষে 'আমীন' বলতে হয় তা শিক্ষা দেয়ার জন্য; সার্বক্ষণিক আমলের জন্য নয়। যেমন যোহরের নামাযে মাঝে মধ্যে রসূলুল্লাহ স. এক আয়াত উচ্চ আওয়াজে পড়তেন। (বুখারী: ৭৪২ পৃষ্ঠা: ১/১০৭) অথচ যোহরের নামাযের কিরাত সর্বসম্মতিক্রমে নীরবে পড়তে হয়। অনুরূপভাবে 'আমীন'ও নীরবে বলতে হয়। কিন্তু রসূলুল্লাহ স. মাঝে মধ্যে উচ্চস্বরে বলতেন। ইমাম আবু বিশ্‌র দূলাবীর রহ. বর্ণিত একটি হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, যোহরের কিরাতের মতো উচ্চস্বরে 'আমীন' বলার আমলটিও মূলতঃ সহাবায়ে কিরামকে শিক্ষা দেয়ার জন্য ছিলো। হাদীসটি নিম্নরূপ:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَطِيَّةَ قَالَ: أَنْبَأَ يَحْيَى بْنُ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَكَنٍ حُجْرِ بْنِ عَنْبَسٍ الثَّقَفِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيَّ يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ حَتَّى رَأَيْتُ خَدَّهُ مِنْ هَذَا الْجَانِبِ وَمِنْ هَذَا الْجَانِبِ وَقَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقَالَ آمِينَ يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ مَا أَرَاهُ إِلَّا يُعَلِّمُنَا

হাদীস নম্বর-১৬৪ : ওয়াইল বিন হুজ্‌র রা. বলেন: রসূলুল্লাহ স. নামায শেষ করার পরে আমি তাঁকে দেখেছি। এমনকি এদিক ওদিক থেকে আমি তাঁর গ-দেশ দেখেছি। তিনি غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ পড়লেন তখন দীর্ঘ আওয়াজে 'আমীন' বললেন। আমি মনে করি তা আমাদের শিক্ষা দেয়ার জন্য বলেছিলেন। (আল কুনা ওয়াল আসমা: হাদীস নম্বর- ১০৯০)

হাদীসটির স্তর : হাসান। এ হাদীসের রাবীগণের মধ্যে হাসান বিন আলী বিন আফফান صدوق "সত্যনিষ্ঠ"। (তাকরীব: ১৩৮৯) হাসান বিন আতিয়্যাহ صدوق "সত্যনিষ্ঠ"। (তাকরীব: ১৩৮৫) ইয়াহইয়া বিন সালামা বিন কুহাইল যদিও

বিতর্কিত তবে ইবনে হিব্বান নির্ভরযোগ্য রাবীদের তালিকা সম্বলিত 'ছিকাত' কিতাবে তাঁর নাম তালিকাভুক্ত করেছেন। (ছিকাত: ১১৬৩০) আবার জুআফাদের তালিকায়ও তাঁর নাম এনেছেন। হাকেম তাঁর 'মুসতাদরাক' কিতাবে ইয়াহইয়া বিন সালামা সূত্রে বর্ণিত হাদীসের সনদ সহীহ বলেছেন (হাদীস নম্বর- ২৯৭০) ইমাম ইবনে খুযাইমা তাঁর সহীহ কিতাবে ইয়াহইয়া বিন সালামার বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। (হাদীস নম্বর- ৬২৮) সুতরাং তিনি অগ্রহণযোগ্য নন। সালামা বিন কুহাইল বুখারী-মুসলিমের রাবী। আর হজর ইবনুল আম্বাস ثقة "নির্ভরযোগ্য"। (আল কাশেফ: ৯৫০)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, 'আমীন' বলার মূল নিয়ম হলো নীরবে বলা। কিন্তু সাহাবায়ে কিরামের শিক্ষার জন্য রসূলুল্লাহ স. কখনও কখনও উচ্চ আওয়াজে 'আমীন' বলতেন। অবশ্য হাদীসটি যেহেতু সহীহ নয় তাই আমরা এটাকে দৃঢ় সিদ্ধান্ত হিসেবে গ্রহণ করিনি। তবে এটা নীরবে 'আমীন' বলার আমলকে প্রাধান্য দেয়ার একটি প্রমাণ অবশ্যই হতে পারে। উচ্চস্বরে 'আমীন' বলা মুক্তাদীদের শিক্ষার জন্য বলে মন্তব্য করে বিখ্যাত ইমাম ইবনুল কয়্যিম আল জাওযিয়া তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব 'যাদুল মাআদ'-এ বলেন:

وَإِذَا جَهَرَ بِهِ الْإِمَامُ أَحْيَانًا لِيُعَلِّمَ الْمَأْمُومِينَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ، فَقَدْ جَهَرَ عمر بِالِاسْتِفْتَاحِ لِيُعَلِّمَ الْمَأْمُومِينَ، وَجَهَرَ ابْنُ عباس بِقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ لِيُعَلِّمَهُمْ أَنَّهَا سُنَّةٌ، وَمِنْ هَذَا أَيْضًا جَهْرُ الْإِمَامِ بِالتَّأْمِينِ، وَهَذَا مِنَ الِاخْتِلَافِ الْمُبَاحِ الَّذِي لَا يُعَنَّفُ فِيهِ مَنْ فَعَلَهُ وَلَا مَنْ تَرَكَهُ، وَهَذَا كَرَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ وَتَرْكِهِ، وَكَالْخِلَافِ فِي أَنْوَاعِ التَّشَهُّدَاتِ، وَأَنْوَاعِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ،

অনুবাদ : মুক্তাদীদের শিক্ষা দেয়ার জন্য যদি ইমাম সাহেব কখনও কখনও (দুআয়ে কুনূত) উচ্চস্বরে পড়েন তাহলে কোন ক্ষতি নেই। হযরত উমার রা. মুক্তাদীদের শিক্ষা দেয়ার জন্য ছানা উচ্চ আওয়াজে পড়েছেন। হযরত ইবনে আব্বাস রা. জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা উচ্চ আওয়াজে পড়েছেন মুক্তাদীগণকে শিক্ষা দেয়ার জন্য যে, এটা সুন্নাত। ইমাম কর্তৃক উচ্চ আওয়াজে 'আমীন' বলাও এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এটা একটি বৈধ বিষয়ে মতবিরোধ; যার ওপর আমলকারী বা আমল পরিত্যাগকারী কাউকে তিরস্কার করা যায় না। এটা নামাযের মধ্যে উভয় হাত উত্তোলন করা বা না করা, তাশাহুদের বিভিন্ন রূপ এবং আজান-ইকামাত

সম্পর্কিত মতবিরোধের মতো। (যাদুল মাআদ: ১/২৬৬, 'রসূলুল্লাহ স. মুক্তাদী এবং অন্যদের খেয়াল রাখতেন' অধ্যায়)

নীরবে 'আমীন' বলার হুকুম সম্বলিত বেশ কিছু হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে যা থেকে নীরবে 'আমীন' বলার দালীলিক ভিত্তি সবার সামনে স্পষ্ট হয়েছে বলে আশা করি। এবার এ বিষয়টি আরও স্পষ্ট করতে শরীআতের মূলনীতি আপনাদের সামনে পেশ করা হচ্ছে যা থেকে এ বিষয়ের সূরাহা আরও স্পষ্টভাবে বেরিয়ে আসবে। এক্ষেত্রে জেনে রাখা দরকার যে,

'আমীন' একটি দুআ

সূরা ইউনুসের ৮৮ ও ৮৯ নম্বর আয়াতের তাফসীরে হযরত ইবনে জারীর তাবারী ও ইবনে কাসীরসহ অন্যান্য মুফাসসিরগণ বিভিন্ন হাদীসের বরাত দিয়ে এ বিষয়টি প্রমাণ করেছেন। ইমাম বুখারী রহ.ও 'আমীন' বলার অধ্যায়ে হযরত আতা বিন আবী রবাহ-এর মন্তব্য তুলে ধরেছেন যে, 'আমীন' একটি দুআ। এর আরও কিছু প্রমাণ নিম্নে পেশ করা হলো। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

অনুবাদ : হযরত মুসা আ. বললেন: হে আমার প্রতিপালক! আপনি ফিরাউন ও তার সভাসদবর্গকে পার্থিব জীবনের আড়ম্বর এবং সম্পদ দান করেছেন। হে আমার প্রতিপালক! এ জন্যই তারা আপনার পথ থেকে (মানুষকে) বিপথগামী করে। হে আমার প্রতিপালক! তাদের ধন-সম্পদ ধ্বংস করে দিন এবং তাদের অন্তরগুলোকে কঠোর করে দিন যাতে করে তারা বেদনাদায়ক আজাব প্রত্যক্ষ করার পূর্বে ঈমান না আনে। তিনি বললেন: তোমাদের দুআ কবুল হয়েছে। অতএব, তোমরা দু'জন অটল থাক এবং তাদের পথে চলো না যারা অজ্ঞ। (সূরা ইউনুস: ৮৮-৮৯)

সারসংক্ষেপ : এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত যে, দুআ করেছেন মুসা আ. একা। আর আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন: "তোমাদের উভয়ের দুআ কবুল করা হলো"। বাহ্যিকভাবে দুই আয়াতের মাঝে কিছুটা বৈপরীত্য দেখা যাচ্ছে। এর ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনে জারীর তবারী রহ. বলেন: إِنَّ الدَّاعِيْ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا ، فَإِنَّ الثَّانِيْ

كَانَ مُؤَمِّنًا، وَهُوَ هَارُوْنُ، فَلِذَالِكَ نُسِبَتِ الْإِجَابَةُ إِلَيْهِمَا، لِأَنَّ المؤَمِّنَ دَاعٍ.

"দুআপ্রার্থী একজন হলেও অপরজন ছিলো 'আমীন' উচ্চারণকারী। আর তিনি হলেন হযরত হারুন আ.। এ কারণেই দুআর সম্বন্ধ উভয়ের দিকেই করা হয়েছে। কেননা, 'আমীন' উচ্চারণকারীও দুআপ্রার্থী"। উপরোক্ত আয়াত এবং হযরত ইবনে জারীরের ব্যাখ্যা থেকে প্রমাণিত হলো যে, 'আমীন' একটি দুআ।

দুআ করার আদব

এবার দুআর আদবের ব্যাপারে কুরআন-হাদীসের বর্ণনার প্রতি লক্ষ্য করলে নীতিমালা আকারে আমাদের সামনে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, 'আমীন' সরবে বলতে হবে না নীরবে!

কুরআনুল কারীমে বর্ণিত দুআর পদ্ধতি

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

আয়াত নং- ২১ : তোমাদের রবকে বিনয়ের সাথে ও নীরবে ডাকো। তিনি সীমালংঘনকারীকে পছন্দ করেন না। (সূরা আ'রাফ: ৫৫)

সারসংক্ষেপ : এ আয়াত দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, দুআ করার আদব নীরবে। এরপরও এ আয়াতের অধীনে নির্ভরযোগ্য কিছু তাফসীরের উদ্বৃতি পেশ করা হলো।

حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ قَالَ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ، حَدَّثَنِيْ حَجَّاجٌ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيْ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ:"إِنَّه لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ فِي الدُّعَاءِ وَلَا فِيْ غَيْرِه قَالَ إِبْنُ جُرَيْجٍ: إِنَّ مِنَ الدُّعَاءِ إِعْتِدَاءً، يُكْرَهُ رَفْعُ الصَّوْتِ وَالنِّدَاءُ وَالصِّيَاحُ بِالدُّعَاءِ، وَيُؤمَرُ بِالتَّضَرُّعِ وَالْإِسْتِكَانَةِ.

হাদীস নম্বর-১৬৫ : হযরত আতা আল খুরাসানী রহ. সূরা আ'রাফের ৫৫ নম্বর আয়াতের অধীনে إنه لا يحب المعتدين আয়াতাংশের তাফসীরে হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন: তিনি (আল্লাহ) দুআ বা দুআর বাইরে কোন স্থানেই সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। হাদীসটির একজন বর্ণনাকারী হযরত ইবনে জুরাইজ রহ. বলেন: নিশ্চয় দুআর মধ্যে সীমালঙ্ঘন রয়েছে। দুআতে চিৎকার করা, হাক-ডাক করা ও উচ্চস্বরে দুআ করা মাকরুহ। তাই তিনি দুআর সময় বিনয় ও নম্রতার নির্দেশ দিতেন। (তাফসীরে তাবারী: ১৪৭৮১, পৃষ্ঠা: ১২/৪৮৭)

হাদীসটির স্তর : হাসান লিগইরিহী। হুসাইন বিন বিশ্‌র ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী। আর হুসাইন বিন বিশ্‌র مقبول "গ্রহণযোগ্য"। (তাকরীব: ১৪৩৬)। আমার জানামতে ইমাম ইবনে জারীরের উসতাদ কাসেমের জীবনী কেউ বর্ণনা করেননি। তাই ইমাম ইবনে হিব্বানের নীতিমালা মতে মুসলমানের মূল বৈশিষ্ট অনুযায়ী তিনি সত্যনিষ্ঠ। উপরন্তু, কুরআনের আয়াত দ্বারা নীরবে দুআর বিষয়টি স্পষ্ট প্রমাণিত। সুতরাং হাদীসটির স্তর হাসান পর্যায়ের। এ হাদীস দ্বারা প্রসিদ্ধ মুফাসসির সাহাবা হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর তাফসীরে প্রমাণিত হলো যে, দুআ করার সাধারণ নিয়মের আওতায় 'আমীন' নীরবে বলতে হবে।

হাদীসে বর্ণিত দুআর পদ্ধতি

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رضى الله عنه قَالَ لَمَّا غَزَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ أَوْ قَالَ لَمَّا تَوَجَّهَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَشْرَفَ النَّاسُ عَلَى وَادٍ، فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّكْبِيرِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، إِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا، إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا وَهُوَ مَعَكُمْ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِيْ بَابِ غَزْوَةِ خَيْبَرَ)

হাদীস নম্বর-১৬৬ : হযরত আবু মুসা আশআরী রা. বলেন: রসূলুল্লাহ স. যখন খাইবার যুদ্ধ করলেন অথবা তিনি বলেছেন: রসূলুল্লাহ স. যখন খাইবার অভিমুখে যাত্রা করলেন তখন একটি উপত্যকার নিকটে এসে সাহাবাগণ উচ্চস্বরে 'আল্লাহু আকবার' ও 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে তাকবীর-ধ্বনি দিতে লাগলেন। তখন রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করলেন: তোমরা নিজেদের প্রতি সদয় হও। তোমরা এমন কোন সত্ত্বাকে ডাকছ না যিনি বধির বা অনুপস্থিত। বরং তোমরা ডাকছ সেই সত্তাকে যিনি সর্বশ্রোতা, অতি নিকটে এবং তিনি তোমাদের সাথে আছেন। (বুখারী: ৩৮৯০)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, তিরমিজী, আবু দাউদ এবং ইবনে মাজাহ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামিউল উসূল: ২১২৯)

সারসংক্ষেপ : উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস থেকে এ নীতিমালা পাওয়া যায় যে, দুআর মধ্যে নীরবতা বা ক্ষীণ আওয়াজ আল্লাহ তাআলা ও রসূলুল্লাহ স.-এর নিকটে বেশী প্রিয়। তাই আমরা 'আমীন' নীরবে বা ক্ষীণ আওয়াজে বলার আমলকে তুলনামূলক বেশী উত্তম বলে মনে করি।

বিশিষ্ট সাহাবায়ে কিরামের আমল

আমীরুল মুমিনীন হযরত উমার রা. ও আলী রা.-এর আমল

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ الْكَيْسَانِيُّ ، قَالَ : ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَا يَجْهَرَانِ (بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) وَلَا بِالتَّعَوُّذِ ، وَلَا بِالتَّأْمِينِ .

হাদীস নম্বর-১৬৭ : হযরত আবু ওয়াইল থেকে বর্ণিত: হযরত উমার ও হযরত আলী রা. বিসমিল্লাহ, আউজুবিল্লাহ ও আমীন উচ্চ আওয়াজে বলতেন না। (ত্বহাবী শরীফ: ১১০৮)

হাদীসটির স্তর : হাসান লিগইরিহী। সুলাইমান বিন শুয়াইব আল কাইসানী ثقة "নির্ভরযোগ্য"। (আল আনসাব লিসসামআনী: ৫/১২৩) আলী বিন মা'বাদ ثقه "নির্ভরযোগ্য"। (তাকরীব: ৫৩৮৮) আবু সাঈদ বাক্কাল-এর ব্যাপারে প্রসিদ্ধি আছে যে, তিনি জঈফ। তবে উল্লেখযোগ্য অনেক ইমাম তাঁর ব্যাপারে ভালো মন্তব্যও করেছেন। যেমন, আবু উসামা তাঁকে ثقة "নির্ভরযোগ্য" বলেছেন। ইবনে আদী বলেন: و له من الحديث شيء صالح "তাঁর কিছু হাদীস ভালোও রয়েছে"। (তাহজীবুত তাহজীব) আল্লামা হাইসামী তাঁর ব্যাপারে বলেন: وهوضعيف وقد وثق. "তিনি জঈফ। তবে তাঁকে নির্ভরযোগ্য ও বলা হয়েছে"। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ: হাদীস নম্বর- ১০৭৬৮) ইমাম বুখারীর বরাত দিয়ে ইমাম তিরমিজী তাঁকে مقارب الحديث. (তাঁর হাদীস গ্রহণযোগ্যতার নিকটবর্তী) বলেছেন। (ইলালুল কুবরা লিততিরমিজী: হাদীস নম্বর- ৩৯৪) সুতরাং সব মিলে তাঁর বর্ণনা হাসান পর্যায়ে পৌঁছে।

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, দ্বিতীয় ও চতুর্থ খলীফায়ে রাশেদ হযরত উমার ও হযরত আলী রা.-এর আমল ছিলো নীরবে 'আমীন' বলা।

হযরত ইবনে মাসউদ রা.-এর আমল

رُوِينَا ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : يُخْفِي الإِمَامُ أَرْبَعًا : التَّعَوُّذُ , وَبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ , وَآمِينَ وَرَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. وَعَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ , وَالأَسْوَدِ , كِلاَهُمَا ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : يُخْفِي الإِمَامُ ثَلاَثًا : الاِسْتِعَاذَةُ , وَبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ , وَآمِينَ

হাদীস নম্বর-১৬৮ : আল্লামা ইবনে হাযাম জাহেরী বলেন: আব্দুর রহমান বিন আবী লাইলার মাধ্যমে আমাদের নিকটে পৌঁছেছে যে, হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব রা. বলেন: ইমাম চারটি জিনিস নীরবে বলবেন। আউযু বিল্লাহ, বিসমিল্লাহ, আমীন ও রব্বানা লাকাল হামদ। আলকামা ও আছওয়াদ-এর মাধ্যমে ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, ইমাম তিনটি জিনিস নীরবে বলবেন। আউযু বিল্লাহ, বিসমিল্লাহ, ও আমীন। (মুহাল্লা: ৩৬৯ নম্বর মাসআলা-এর অধীনে)

বিশিষ্ট তাবিঈনে কিরামের আমল

হযরত ইবরাহীম নাখঈ রহ.-এর আমল

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيُّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: خَمْسٌ يُخْفَيْنَ سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك. وَالتَّعَوُّذُ. وَبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. وَآمِين وَاَللَّهُمَّ رَبَّنَا لَك الْحَمْدُ

হাদীস নম্বর-১৬৯ : ইবরাহীম নাখঈ রহ. বলেন: নীরবে করণীয় কাজ পাঁচটি: ছানা পড়া, আউযু বিল্লাহ পড়া, বিসমিল্লাহ পড়া, আমীন বলা এবং আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদ বলা। (আব্দুর রযযাক: ২৫৯৭)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী এবং প্রসিদ্ধ ইমাম।

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «أَنَّهُ كَانَ يُسِرُّ آمِينَ»

হাদীস নম্বর-১৭০ : হযরত মানসুর রহ. বলেন: হযরত ইবরাহীম নাখঈ রহ. 'আমীন' নীরবে বলতেন। (আব্দুর রযযাক: ২৬৩৫)

হাদীসটির স্তর : এ হাদীসটির রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের মাশহুর ثِقَةٌ "নির্ভরযোগ্য" রাবী।

হযরত সুফিয়ান সাওরী এবং ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর আমল

وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ : يَقُولُهَا الإِمَامُ سِرًّا ذَهَبُوا إِلَى تَقْلِيدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنهما

হাদীস নম্বর-১৭১ : হযরত সুফিয়ান সাওরী ও ইমাম আবু হানীফা রহ. বলেন: ইমাম এগুলো নীরবে বলবেন। এসব ব্যক্তিগণ হযরত উমার ও ইবনে মাসউদ রা.-এর তাকলীদ করেছেন। (মুহাল্লা: ৩৬৯ নম্বর মাসআলা-এর অধীনে)

সারসংক্ষেপ : কুরআন, সহীহ হাদীস, বিশিষ্ট সাহাবায়ে কিরামের আমল ও মুজতাহিদ ইমামগণের আমলের ভিত্তিতে আমরা 'আমীন' নীরবে বা ক্ষীণ আওয়াজে বলার আমলকে তুলনামূলক বেশী উত্তম বলে মনে করি।

অবশ্য উচ্চস্বরে 'আমীন' বলার পক্ষেও যেহেতু সহীহ হাদীস রয়েছে; তাই উচ্চস্বরে 'আমীন' বলাও শরীআতে স্বীকৃত এবং আমরা তা সুন্নাত মনে করি। তবে আমলের জন্য নীরবে 'আমীন' বলাকে এজন্য প্রাধান্য দিয়ে থাকি যে, নীরবে 'আমীন' বলার আমল সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হওয়ার পাশাপাশি কুরআন-হাদীসে বর্ণিত দুআর পদ্ধতির সাথেও বেশী সাদৃশ্যপূর্ণ। সর্বোপরি কথা হলো উচ্চ আওয়াজে 'আমীন' বলার হাদীসের মূল ভিত্তি হযরত সুফিয়ান সাওরী রহ.-এর নিজের আমলও নীরবে 'আমীন' বলার অনুকূলে।

একটি পরামর্শ

একই ইবাদাত আদায়ের বিভিন্ন পদ্ধতি শরীআতে স্বীকৃত। সুতরাং শরীআতে স্বীকৃত আমলের পদ্ধতিগত পার্থক্যের কারণে মুসলিম ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে কোনক্রমে ফাটল সৃষ্টি হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়– যার নমুনা সাহাবায়ে কিরাম দেখিয়ে গেছেন। কিন্তু আমাদের মনের সঙ্কীর্ণতার কারণে অনেক ক্ষেত্রেই এ বিষয় নিয়ে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে ফাটল পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাই মুসলমানদের পারস্পারিক ভ্রাতৃত্ব বন্ধনকে সুসংহত রাখতে আমলের পদ্ধতিগত পার্থক্য মিটিয়ে ফেলা বা কমপক্ষে কমিয়ে আনা একান্ত জরুরী। তার একটি পদক্ষেপ এটা হতে পারে যে, পদ্ধতিগত পার্থক্যের কারণে সৃষ্ট আমলের প্রত্যেকটির পক্ষে যদি গ্রহণযোগ্য দলীল থাকে তাহলে পার্থক্য সৃষ্টি না করে মতভেদ দূরীকরণে আমরা বড় দলের আমলে যুক্ত হয়ে যেতে পারি; যেহেতু রসূলুল্লাহ স. বড় দলে যুক্ত হওয়ার প্রতি বিশেষভাবে তাকীদ দিয়েছেন। (মুসতাকদাকে হাকেম: ৩৯১)

অতএব, যেখানে নীরবে ‘আমীন’ বলার আমল ব্যাপকভাবে চালু রয়েছে সেখানে আমরা সেটা অনুসরণ করব। কারণ, উচ্চস্বরে ‘আমীন’ বলা সুন্নাত হলেও যেখানে এর ব্যাপক প্রচলন নেই সেখানে কেউ উচ্চ আওয়াজে ‘আমীন’ বলে উঠলে অনেক ক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী মুসল্লীর একগ্রতা নষ্টেরও কারণ ঘটে। আবার যেখানে উচ্চস্বরে ‘আমীন’ বলার আমল ব্যাপকভাবে চালু রয়েছে সেখানে আমরা ওটা অনুসরণ করতে পারি। যদিও কেউ নীরবে ‘আমীন’ বললে অন্য কারও একাগ্রতা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা নেই। আশা করা যায় এতে আমলের পদ্ধতিগত পার্থক্যও কমে আসবে এবং নিজেদের ভ্রাতৃত্ব বন্ধন আরও সুদৃঢ় হবে। অবশ্য বর্ণিত পদ্ধতিসমূহের মধ্যে কোনটিকে দলীলের ভিত্তিতে অবৈধ প্রমাণ করা হলে সেক্ষেত্রে সমঝোতা করার কোন সুযোগ নেই।

সর্বনিম্ন কতটুকু ঝুকলে রুকু শুদ্ধ হয়

حُدِّثْت عَنِ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ إِذَا وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ أَجْزَأَهُ

হাদীস নম্বর-১৭২ : হযরত মুজাহিদ বলেন: যখন দুই হাঁটুতে হাত রাখবে তখন (রুকু) যথেষ্ট হয়ে যাবে। (ইবনে আবী শাইবা: ২৬০০)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু’। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : يُجْزِئُ مِنَ الرُّكُوعِ إِذَا أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ، وَمِنَ السُّجُودِ إِذَا أَمْكَنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الأَرْضِ

হাদীস নম্বর-১৭৩ : মুহাম্মাদ বিন সীরীন বলেন: রুকুর জন্য যথেষ্ট হবে যখন দু’হাত দ্বারা হাঁটু ধরতে সক্ষম হবে আর সিজদার জন্য যথেষ্ট হবে যখন যমীনে কপাল রাখবে। (ইবনে আবী শাইবা: ২৫৯৬)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু’। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ أَدْنَى مَا يَجُوزُ مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ؟ فَقَالَ : إِذَا وَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى الأَرْضِ ، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ.

হাদীস নম্বর-১৭৪ : হযরত মা’কিল বিন উবাইদুল্লাহ বলেন: আমি হযরত আতাকে জিজ্ঞেসা করলাম: সর্বনিম্ন কতটুকু হলে রুকু-সিজদা আদায় হয়? তিনি বললেন: (সিজদায়) যখন যমীনে কপাল রাখবে আর (রুকুতে) দুই হাঁটুতে হাত রাখবে। (ইবনে আবী শাইবা: ২৫৯৯)

হাদীসটির স্তর : হাসান, মাকতু’। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী/মুসলিমের রাবী।

সারসংক্ষেপ : উপরোক্ত হাদীসগুলো দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, হাঁটু স্পর্শ করা পর্যন্ত ঝুঁকলে রুকু শুদ্ধ হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য, এ মাসআলাটি আমলের জন্য লেখা হয়নি; বরং বিশেষ দু’টি কারণে লেখা হয়েছে।

এক. এ বিষয়টি জেনে রাখা দরকার; যেন এমন কোন অবস্থা যদি সৃষ্টি হয় যাতে রুকু শুদ্ধ হওয়া/না হওয়ার প্রশ্ন দেখা দেয় তখন সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে। যেমন, কোন ব্যক্তি জামাআতে এসে ইমামকে রুকু অবস্থায় পেয়ে তার সাথে রুকু করলো। মুক্তাদী মাত্র হাঁটুতে হাত রেখেছে এখনও পূর্ণভাবে ঝুঁকতে পারেনি ইতিমধ্যে ইমাম রুকু থেকে উঠে গেছে তখন এ মাসআলা দ্বারা সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে যে, ওই ব্যক্তির রুকু শুদ্ধ হয়েছে এবং ইমামের সাথে সে উক্ত রাকাত পেয়েছে।

দুই. নারীগণ পূর্ণ না ঝুঁকে তাদের রূপ সৌন্দর্য ঢেকে রাখার জন্য এতটুকু ঝুঁকে রুকু করবে যেনো দুই হাত হাঁটু স্পর্শ করে। এ বিষয়ের প্রমাণ পরবর্তী অধ্যায়ে আসছে।

নারীদের রুকু-সিজদার তরীকা

حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَلْتَحْتَفِزْ ، وَلْتَضُمَّ فَخِذَيْهَا.

হাদীস নম্বর-১৭৫ : হযরত আলী রা. বলেন: মহিলারা যখন সিজদা করবে তখন নিজেদেরকে গুটিয়ে নিবে এবং রান (পেটের সাথে) মিলিয়ে রাখবে। (ইবনে আবী শাইবা: ২৭৯৩)

হাদীসটির স্তর : হাসান, মাউকুফ। হারিস ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী। আর হারিসকে অধিকাংশ ইমাম জঈফ বললেও কোন কোন ইমাম তাকে গ্রহণযোগ্য বলেছেন। আহমাদ বিন সালেহ বলেন: الحارث الاعور ثقة ما احفظه وما احسنه ما روى عن على وأثنى عليه “হারেস

নির্ভরযোগ্য, তিনি কত স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন! হযরত আলী রা. থেকে তাঁর বর্ণনা কত সুন্দর; এ কথা বলে তিনি তাঁর প্রশংসা করেছেন"। ইবনে আবী খাইসামা বলেন: قيل ليحى يحتج بالحارث فقال مازال المحدثون يقبلون حديثه "ইমাম ইয়াইয়া রহ.কে জিজ্ঞেস করা হলো: হারিসের দ্বারা কি দলীল গ্রহণ করা যায়? তিনি বললেন: মুহাদ্দিসগণ সর্বদাই তাঁর হাদীস গ্রহণ করে থাকেন। ইমাম নাসাঈ রহ. বলেন: ليس به بأس "কোন অসুবিধা নেই"। (তাহজীবুত তাহজীব) হারেস সূত্রে বর্ণিত হাদীসকে ইমাম তিরমিজী রহ. হাসান বলেছেন। (তিরমিজী-২৭৩৬)

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَلاَةِ الْمَرْأَةِ ؟ فَقَالَ : تَجْتَمِعُ وَتَحْتَفِزُ.

হাদীস নম্বর-১৭৬ : হযরত ইবনে আব্বাস রা.কে মহিলাদের নামাযের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন: জড়োসড়ো হয়ে এবং গুটিয়ে থাকবে। (ইবনে আবী শাইবা: ২৭৯৪)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাউকুফ। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَلْتَضُمَّ فَخِذَيْهَا ، وَلْتَضَعْ بَطْنَهَا عَلَيْهِمَا.

হাদীস নম্বর-১৭৭ : হযরত ইবরাহীম নাখঈ রহ. বলেন: নারীগণ যখন সিজদা করবে তখন রান মিলিয়ে রাখবে এবং পেট রানের ওপর রাখবে। (ইবনে আবী শাইবা: ২৭৯৫)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ بَطْنَهُ عَلَى فَخِذَيْهِ إِذَا سَجَدَ كَمَا تَصْنَعُ الْمَرْأَةُ.

হাদীস নম্বর-১৭৮ : পুরুষগণ নারীদের মতো সিজদার সময়ে রানের ওপর পেট রাখাকে মুজাহিদ রহ. অপছন্দ করতেন। (ইবনে আবী শাইবা: ২৭৯৬)

হাদীসটির স্তর : হাসান, মাকতু'। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী/মুসলিমের রাবী।

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَلْتُلْزِقْ بَطْنَهَا بِفَخِذَيْهَا ، وَلاَ تَرْفَعْ عَجِيزَتَهَا ، وَلاَ تُجَافِي كَمَا يُجَافِي الرَّجُلُ.

হাদীস নম্বর-১৭৯ : হযরত ইবরাহীম নাখঈ রহ. বলেন: নারীগণ যখন সিজদা করবে তখন তার পেট রানের সাথে মিলিয়ে রাখবে এবং নিতম্ব উঁচু করে রাখবে না এবং (বাহু) ফাঁকা করে রাখবে না যেমন পুরুষগণ রাখে। (ইবনে আবী শাইবা: ২৭৯৮)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: تَجْتَمِعُ الْمَرْأَةُ إِذَا رَكَعَتْ تَرْفَعُ يَدَيْهَا إِلَى بَطْنِهَا، وَتَجْتَمِعُ مَا اسْتَطَاعَتْ، فَإِذَا سَجَدَتْ فَلْتَضُمَّ يَدَيْهَا إِلَيْهَا، وَتَضُمَّ بَطْنَهَا وَصَدْرَهَا إِلَى فَخِذَيْهَا، وَتَجْتَمِعُ مَا اسْتَطَاعَتْ "

হাদীস নম্বর-১৮০ : হযরত আতা বিন আবী রবাহ রহ. বলেন: মহিলারা যখন রুকু করবে তখন জড়োসড়ো হয়ে করবে। হাত উঁচু করে পেটের সাথে মিলিয়ে রাখবে এবং যথাসম্ভব জড়োসড়ো হয়ে থাকবে। অতঃপর যখন সিজদা করবে দুই হাত শরীরের সাথে মিলিয়ে রাখবে। পেট ও সিনা রানের সাথে মিলিয়ে রাখবে এবং যথাসম্ভব জড়োসড়ো হয়ে থাকবে। (আব্দুর রযযাক: ৫০৬৯, পৃষ্ঠা:৩/১৩৭)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। এ হাদীসটির রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

সারসংক্ষেপ : হাদীসের নীতিমালা অনুযায়ী উপরোক্ত হাদীসগুলো মাউকুফ বা মাকতু'। ইবাদাত সংক্রান্ত বিষয়ে সাহাবায়ে কিরামের কথা মারফু' হাদীসের অনুরূপ। আর তাবিঈগণের মাকতু' হাদীস বা 'আছার শরীআতে অবশ্য পালনীয় না হলেও এর মধ্যে সাহাবায়ে কিরামের শিক্ষার প্রতিফলন ঘটে। আর সাহাবায়ে কিরামের ভিত্তি হলো রসূলুল্লাহ স.। উপরোক্ত বর্ণনার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নারীদের জন্য রুকু সিজদায় জড়োসড়ো হয়ে থাকা উত্তম।

এ হাদীসগুলো থেকে একটি নীতিমালাও বের হয়ে আসে যে, নামায আদায়ের ক্ষেত্রে নারীদের কণ্ঠস্বর নীচু রাখা, রূপ-সৌন্দর্য ও শারীরিক অবয়ব ঢেকে রাখার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ এবং তাদের জন্য এটা সুন্নাত তরীকার আওতাভুক্ত।

এ নিয়মের আওতায় নামাযে কিছু ঘটলে পুরুষগণ তাসবীহ দ্বারা সতর্ক করবে আর নারীগণ হাতে আওয়াজ করে সতর্ক করবে। (বুখারীঃ ১১৩০)। এ নিয়মের আওতায় নারীদের নামায অন্দর কুটিরে উত্তম। (আবু দাউদ: ৫৬৭) এ ছাড়া নারীদের জন্য রুকু-সিজদায় জড়োসড়ো হয়ে থাকা; (ইবনে আবী শাইবা: ২৭৯৩-২৭৯৮) নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় বুকের ওপর হাত বাঁধা এবং বৈঠকের সময়ে উভয় পা ডান দিক দিয়ে বের করে দিয়ে নিতম্ব যমীনের সাথে মিলিয়ে রাখাসহ বেশ কিছু মাসআলায় নারীদের ভিন্নতা রয়েছে। এ নিয়মের আওতায় নারীগণ রুকুতে সামান্য ঝুকবে। এ শেষোক্ত মাসআলার দলীল হিসেবে নিম্নবর্ণিত হাদীসটিও পেশ করা যেতে পারে।

حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ الْجَعْدِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنِ ابْنَةٍ لِسَعْدٍ أَنَّهَا كَانَتْ تُفْرِطُ فِي الرُّكُوعِ تَطَأْطُؤًا مُنكَرًا ، فَقَالَ لَهَا سَعْدٌ : إِنَّمَا يَكْفِيك إِذَا وَضَعْت يَدَيْك عَلَى رُكْبَتَيْك.

হাদীস নম্বর-১৮১ : আয়েশা বিনতে সা'দ থেকে বর্ণিত, তিনি রুকুতে খুব বেশী ঝুঁকতেন যা দৃষ্টিকটু। অতঃপর হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস রা. তাকে বললেন: তোমার দুই হাত হাঁটুতে রাখলে তোমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। (ইবনে আবী শাইবা: ২৫৯২)

হাদীসটির স্তর : এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী। তবে সনদে বিচ্ছিন্নতা আছে বলে মনে হয়।

সারসংক্ষেপ : এ হাদীসের ভিত্তিতে নারীদের জন্য সুন্নাত হলো পুরুষের তুলনায় কম ঝোঁকা। তবে অবশ্যই এতটুকু ঝুঁকতে হবে যাতে উভয় হাত হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছে। অন্যথায় রুকু হবে না। এ পদ্ধতি অনুসরণ করলে নারীদের শরীর তুলনামূলক বেশী আবৃত থাকে, রুকু শুদ্ধ হয় আবার জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবা হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস রা.-এর কথার প্রতি আমলও হয়ে যায়।

সিজদায় যাওয়ার সময়ে আগে হাঁটু এবং পরে হাত রাখা

حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدوري الْعَلَاءِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْعَطَّارِ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فَحَاذَى

بِإِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ ثُمَّ رَكَعَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ مَفْصِلٍ مِنْهُ وَانْحَطَّ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى سَبَقَتْ رُكْبَتَاهُ يَدَيْهِ، هذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَا أَعْلَمُ لَهُ عِلَّةً وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

হাদীস নম্বর-১৮২ : হযরত আনাস রা. বলেন: আমি রসূলুল্লাহ স.কে তাকবীর বলার সময়ে উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল কান বরাবর করতে দেখেছি। অতঃপর তিনি এমনভাবে রুকু করলেন যে, তাঁর প্রতিটি জোড়া স্থির হয়ে গেলো। আর তাকবীর বলে (সিজদার জন্য) নীচু হলেন এবং উভয় হাঁটু হাতের আগে রাখলেন। (মুসতাদরাকে হাকেম: ৮২২)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। হাকেম আবু আব্দুল্লাহ রহ. বলেন: এ হাদীসের সনদ বুখারী-মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ। আর এ হাদীসে কোন সমস্যা আছে বলে আমার জানা নেই। তবে ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহ. তাঁদের কিতাবে এ হাদীসটি আনেননি। ইমাম জাহাবী রহ.ও তাঁর 'তালখীস কিতাবে অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ স.-এর আমল ছিলো সিজদায় যাওয়ার সময়ে আগে হাঁটু এবং পরে হাত রাখা।

حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ، وَغَيْرُ، وَاحِدٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَجَدَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ . قَالَ زَادَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فِي حَدِيثِهِ قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَلَمْ يَرْوِ شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ إِلاَّ هَذَا الْحَدِيثَ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُ أَحَدًا رَوَاهُ مِثْلَ هَذَا عَنْ شَرِيكٍ . وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ (رَوَاه التِّرمِذِيْ فِيْ بَابِ مَا جَاءَ فِي وَضْعِ الرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ فِي السُّجُودِ)

হাদীস নম্বর-১৮৩ : হযরত ওয়াইল বিন হুজ্‌র রা. বলেন: আমি রসূলুল্লাহ স.কে দেখেছি: তিনি সিজদার সময়ে উভয় হাত রাখার আগেই উভয় হাঁটু রেখেছেন। আর সিজদা থেকে ওঠার সময়ে উভয় হাত উভয় হাঁটুর আগে উঠিয়েছেন। ইমাম তিরমিজী রহ. বলেন: এ হাদীসটি হাসান-গরীব। শারীক ছাড়া আর কেউ এ

হাদীসটি বর্ণনা করেছেন বলে আমার জানা নেই। অধিকাংশ আহলে ইলম এ হাদীস অনুসারে আমল গ্রহণ করেছেন। তারা মনে করেন: মানুষ সিজদা দেয়ার সময়ে আগে হাঁটু এবং পরে হাত রাখবে আর যখন উঠবে তখন আগে হাত এবং পরে হাঁটু উঠাবে। (তিরমিজী: ২৬৮)

হাদীসটির স্তর : হাসান। ইমাম তিরমিজী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। শাব্দিক

কিছু তারতম্যসহ হাদীসটি আবু দাউদ, নাসাঈ এবং ইবনে মাজাহ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামিউল উসূল: ৩৫১৭)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ স.-এর আমল ছিলো সিজদায় যাওয়ার সময়ে আগে হাঁটু এবং পরে হাত রাখা। আর সিজদা থেকে ওঠার সময়ে এর বিপরীত করা। ইমাম তিরমিজী রহ.-এর মন্তব্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের আমলও এ হাদীস অনুযায়ী।

حَدَّثَنَا يَعْلَى عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقَعُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ.

হাদীস নম্বর-১৮৪ : হযরত উমার রা. হাঁটুর ওপর ভর করে (সিজদার জন্য) নীচু হতেন (ইবনে আবী শাইবা: ২৭১৯)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাউকুফ। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত উমার রা.-এর আমল ছিলো সিজদায় যাওয়ার সময়ে আগে হাঁটু রাখা।

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ ؟ فَكَرِهَ ذَلِكَ ، وَقَالَ : هَلْ يَفْعَلُهُ إِلاَّ مَجْنُونٌ ؟!.

হাদীস নম্বর-১৮৫ : হযরত ইবরাহীম নাখঈ রহ.কে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, সিজদার সময়ে হাঁটুর আগে হাত রাখে। তিনি এটাকে অপছন্দ করলেন এবং বললেন: পাগল ছাড়া কেউ এমন করে? (ইবনে আবী শাইবা: ২৭২২)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

সারসংক্ষেপ : উল্লিখিত পদ্ধতির বিপরীতে সিজদা করার সময়ে আগে হাত এবং পরে হাঁটু রাখা, আর ওঠার সময়ে আগে হাঁটু এবং পরে হাত ওঠানোর আমলও হাদীসে বর্ণিত আছে। তবে আমরা এ হাদীসকে আমলের জন্য বেশী উপযোগী

মনে করি। কারণ, ইমাম তিরমিজী রহ. এ হাদীসটিকে সহীহ বলার সাথে সাথে এ হাদীসের ওপর অধিকাংশ আহলে ইলম-এর আমল রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। আমীরুল মুমিনীন হযরত উমার রা.-এর আমলও এটাই। ইবনে খুযাইমা রহ. হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস রা. থেকে এ বিষয়ক একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন: كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين "আমরা হাঁটুর পূর্বে হাত রাখতাম। অতঃপর আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হলো হাতের পূর্বে হাঁটু রাখতে। (সহীহ ইবনে খুযাইমা: ৬২৮) এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, সিজদায় যাওয়ার সময়ে আগে হাত রাখার হাদীসটি মানসুখ (রহিত)। অবশ্য সহীহ ইবনে খুযাইমার এ হাদীসটি সনদের দিক থেকে সহীহ নয়। সিজদায় যাওয়ার সময়ে আগে হাত রাখার ব্যাপারে মিশকাত শরীফের ৮৯৯ নম্বরে বর্ণিত হযরত আবু হুরাইরা রা.-এর হাদীসকে ইমাম খাত্তাবীও মানসুখ বলেছেন।

বৈঠক না থাকলে দ্বিতীয় সিজদার পরে দাঁড়িয়ে যাওয়া

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَجَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ سَلَّمَ فَقَالَ وَعَلَيْكَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ فَأَعْلِمْنِي قَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغْ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ وَاقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ وَتَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا (رَوَاه الْبُخَارِيُّ فِيْ بَابِ إِذَا حَنِثَ نَاسِيًا فِي الأَيْمَان)

হাদীস নম্বর-১৮৬ : হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত: এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে নামায আদায় করতে লাগলো। তখন রসূলুল্লাহ স. মসজিদের এক কোণে অবস্থান করছিলেন। লোকটি রসূলুল্লাহ স.-এর নিকটে এসে সালাম করলো। তিনি তাকে বললেন: তুমি ফিরে যাও এবং নামায আদায় কর; কেননা

তুমি নামায আদায় করনি। সে ফিরে গিয়ে পুনরায় নামায আদায় করে ফিরে এসে সালাম করলো। তিনি উত্তরে বললেন: তোমার ওপরও সালাম। তুমি ফিরে যাও এবং নামায আদায় কর; কেননা, তুমি নামায আদায় করনি। লোকটি তৃতীয় বারে বললো: অনুগ্রহপূর্বক আমাকে শিখিয়ে দিন। রসূলুল্লাহ স. বললেন: যখন তুমি নামায আদায় করবে তখন ভালোভাবে অযু করে নিবে। অতঃপর কিবলামুখী হয়ে তাকবীর বলবে এবং কুরআন থেকে যা তোমার জন্য সহজ তা তিলাওয়াত করবে। এরপর ধীরস্থিরভাবে রুকু করবে। অতঃপর মাথা উঠিয়ে পুরোপুরি দাঁড়িয়ে যাবে। এরপর ধীরস্থিরভাবে সিজদা করবে। অতঃপর মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে ধীরস্থিরভাবে বসে যাবে। এরপর পুনরায় ধীরস্থিরভাবে সিজদা করবে। অতঃপর মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। এরপর তোমার সমস্ত নামাযে এমনই করবে। (বুখারী: ৬২১২)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি সিহাহ সিত্তাহর সব কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। (জামিউল উসূল: ৩৫৭৮)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীসের শেষাংশে রসূলুল্লাহ স. বলেছেন দ্বিতীয় সিজদা থেকে মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যেতে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, বৈঠক না থাকলে দ্বিতীয় সিজদার পরে বসবে না; বরং সোজা দাঁড়িয়ে যাবে।

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ ، قَالَ : أَدْرَكْت غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَالثَّالِثَةِ ، قَامَ كَمَا هُوَ وَلَمْ يَجْلِسْ.

হাদীস নম্বর-১৮৭ : নু'মান বিন আবী আইয়াশ বলেন: আমি অনেক সাহাবায়ে কিরামকে পেয়েছি যারা ১ম ও ৩য় রাকাতের দ্বিতীয় সিজদা থেকে মাথা উঠিয়ে না বসে সরাসরি দাঁড়িয়ে যেতেন। (ইবনে আবী শাইবা: ৪০১১)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাউকুফ। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী/মুসলিমের রাবী।

সারসংক্ষেপ : এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে কিরামের আমল ছিলো বৈঠক না থাকলে দ্বিতীয় সিজদার পরে না বসে সোজা দাঁড়িয়ে যাবে।

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يَنْهَضُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ.

হাদীস নম্বর-১৮৮ : হযরত আব্দুর রহমান বিন ইয়াযীদ বলেন: হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. নামাযে (১ম ও ৩য় রাকাতের সিজদা থেকে উঠে) পায়ের অগ্রভাগের ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে যেতেন। অর্থাৎ, না বসে দাঁড়িয়ে যেতেন। (ইবনে আবী শাইবা: ৩৯৯৯)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাউকুফ। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ إِذَا سَجَدَ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ قَامَ كَمَا هُوَ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ.

হাদীস নম্বর-১৮৯: হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রা.কে দেখেছি নামাযে (১ম ও ৩য় রাকাতের সিজদা থেকে উঠে) পায়ের অগ্রভাগের ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে যেতেন। (ইবনে আবী শাইবা: ৪০০৫)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাউকুফ। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أُسَامَةَ ، وَالْعُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَضُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ.

হাদীস নম্বর-১৯০ : হযরত নাফে' রহ. বলেন: হযরত আবদুল্লাহ বিন উমার রা. নামাযে (১ম ও ৩য় রাকাতের সিজদা থেকে উঠে) পায়ের অগ্রভাগের ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে যেতেন। (ইবনে আবী শাইবা: ৪০০৭)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাউকুফ। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

পূর্ববর্ণিত হাদীসগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে কিরামের আমল ছিলো যেসব রাকাতে বৈঠক নেই সেসব রাকাতে দ্বিতীয় সিজদার পরে না বসে সরাসরি দাঁড়িয়ে যাওয়া।

ফায়দা : দ্বিতীয় সিজদা করার পরে প্রথমে বসে তারপর দাঁড়ানোর কথাও বুখারী শরীফের হাদীসে উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে ৭৫৭ নম্বর হাদীসের ব্যাখ্যায় যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, বুখারী শরীফের সর্ববৃহৎ ব্যাখ্যাগ্রন্থকার হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন:

وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ هَذَا يَدُلُّ عَلَى إِيجَابِ جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ وَلَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ وَأَشَارَ الْبُخَارِيُّ إِلَى أَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ وَهْمٌ فَإِنَّهُ عَقَّبَهُ بِأَنْ قَالَ قَالَ أَبُو أُسَامَةَ فِي الْأَخِيرِ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا وَيُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ إِنْ كَانَ مَحْفُوظًا عَلَى الْجُلُوسِ لِلتَّشَهُّدِ وَيُقَوِّيهِ رِوَايَةُ إِسْحَاقَ الْمَذْكُورَةُ قَرِيبًا

"বুখারী শরীফের ৭৫৭ নম্বর হাদীসের ব্যাখ্যায় কেউ কেউ বলেন: রসূলুল্লাহ স.-এর বাণী 'দ্বিতীয় সিজদা থেকে উঠে ধীরস্থিরভাবে বসো' দ্বারা বুঝা যায় যে, جِلْسَةُ الِاسْتِرَاحَةِ তথা বিশ্রামের বৈঠক জরুরী। অথচ এ মত কেউ গ্রহণ করেননি। বরং ইমাম বুখারী রহ. এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, দ্বিতীয় সিজদার পরে বসার কথাটি কোন রাবীর ভুল। এ হাদীসের অপর রাবী হযরত আবু উসামা বলেন: দ্বিতীয় সিজদা করার পরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। ইবনে হাজার বলেন: "দ্বিতীয় সিজদার পরে বসে তারপরে দাঁড়ানোর" কথাটি যদি হাদীসের সংরক্ষিত অংশ হয়, তাহলে হতে পারে এটা তাশাহহুদের বৈঠক। সদ্য উল্লিখিত ইসহাকের বর্ণনা থেকে এ কথার দৃঢ়তাই প্রমাণিত হয়। ইমাম বাইহাকী রহ.ও আবু উসামার ওই বর্ণনাটিকে সহীহ বলেছেন যাতে দ্বিতীয় সিজদার পরে বসার কথা নেই। (সুনানুল কুবরা লিলবাইহাকী: ৩৯৪৩)

মোটকথা, যে সব রাকাতে তাশাহহুদের বৈঠক নেই সেসব রাকাতে দ্বিতীয় সিজদার পরে না বসে সরাসরি দাঁড়িয়ে যাওয়ার আমল খোদ রসূলুল্লাহ স.-এর। সাহাবায়ে কিরাম এবং অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের আমলও এটাই। অতএব, আমরা এ আমলকে বেশী প্রাধান্য দিয়ে থাকি। আর দ্বিতীয় সিজদা থেকে উঠে বসে তারপরে দাঁড়ানোর হাদীস বুখারীতে বর্ণিত হয়ে থাকলেও তা আসলে অপ্রবল। অবশ্য দুর্বলতা, অসুস্থতা বা বার্ধক্যের কারণে যদি কোন ব্যক্তির জন্য সিজদা থেকে সরাসরি দাঁড়ানো কষ্টকর হয় তাহলে দ্বিতীয় সিজদা থেকে উঠে বসে তারপরে দাঁড়াতে পারে।

তাশাহহুদে বৈঠকের পদ্ধতি

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ وَحَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ وَيَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا

مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْنَا صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَا كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ لِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ (رواه الْبُخَارِيُّ فِيْ بَابِ سُنَّةِ الْجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ)

হাদীস নম্বর-১৯১ : হযরত আবু হুমাইদ আসসাইদী রা. বলেন: আমি তোমাদের মধ্যে রসূলুল্লাহ স.-এর নামায সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী অবগত। আমি তাঁকে দেখেছি: তিনি তাকবীর বলার সময়ে উভয় হাত গর্দান পর্যন্ত উঠাতেন। যখন রুকুতে যেতেন তখন উভয় হাত দ্বারা হাঁটু মজবুত করে ধরতেন এবং পিঠ সমান রাখতেন। অতঃপর যখন রুকু থেকে মাথা উঠাতেন তখন এমনভাবে সোজা হতেন যে, হাড্ডির প্রতিটা জোড়া স্বস্থানে ফিরে যেত। এরপর যখন সিজদা করতেন, উভয় হাত বিছিয়েও দিতেন না, আবার একেবারে গুটিয়েও রাখতেন না। আর পায়ের আঙ্গুলগুলোর মাথা কিবলার দিকে রাখতেন। অতঃপর দ্বিতীয় রাকাতে বসার সময়ে ডান পা উঠিয়ে দিয়ে বাম পায়ের ওপর বসতেন। আর শেষ বৈঠকে বসার সময়ে বাম পা সামনের দিকে অগ্রসর করে ডান পা খাড়া রেখে নিতম্বের ওপর বসতেন। (বুখারী: ৭৯০)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। তবে এ হাদীসের সনদের উপর হাদীস বিশারদগণের দু'টি আপত্তির রয়েছে।

এক. এ হাদীসটি মুহাম্মাদ বিন আমর সরাসরি আবু হুমাইদ সায়েদী রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। অথচ অন্যান্য বর্ণনায় মুহাম্মাদ বিন আমর এবং আবু হুমাইদ আসসাইদী রা.-এর মাঝে অন্য একজন রাবীর মাধ্যম রয়েছে। সে হিসেবে এ হাদীসটি منقطع "সনদবিচ্ছিন্ন"। ইমাম ত্বহাবী ও ইয়াহইয়া বিন সাঈদ এ হাদীসটিকে সনদবিচ্ছিন্ন বলেছেন। (ফাতহুল বারী: উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায়)

দুই. যেসব রাবী এ হাদীসটিকে সনদের ধারাবাহিকতাসহ বর্ণনা করেছেন তাদের কেউ শেষ বৈঠকের ওই বিবরণ পেশ করেননি যা উপরোক্ত বর্ণনায় রয়েছে। (ত্বহাবী শরীফ: নামাযে বৈঠকের পদ্ধতি অধ্যায়)

মোটকথা, বুখারী শরীফে বর্ণিত আবু হুমাইদ সায়েদী রা.-এর হাদীসটির ওপর ইমামগণের দুটি আপত্তি রয়েছে; মুনকাতি' অর্থাৎ, সনদবিচ্ছিন্নতা এবং শায অর্থাৎ অ-প্রাবল্যতা। সুতরাং বুখারী শরীফে বর্ণিত আবু হুমাইদ আসসাইদী রা.-এর হাদীসের সনদ এবং মূল বক্তবের বিশুদ্ধতা প্রশ্নবিদ্ধ। যদিও ইবনে হাজার আসকালানী রহ. এ আপত্তিগুলোর গ্রহণযোগ্য জবাব দিয়েছেন। শাব্দিক কিছু তারম্যসহ এ হাদীসটি তিরমিজী ও আবু দাউদ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামিউল উসূল: ৩৫৭৬)

সারসংক্ষেপ : হযরত আবু হুমাইদ রা. বর্ণিত এ হাদীসে দুই বৈঠকের পদ্ধতি দুই ধরণের বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম বৈঠকের যে বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে আমরা তা-ই আমল করে থাকি। আর দ্বিতীয় বৈঠকের যে বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে এটাকে আমরা বৈধ মনে করি। তবে নিম্নবর্ণিত সহীহ হাদীসের কারণে আমরা উভয় বৈঠকে একই পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকি।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِى الأَحْمَرَ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِى الْجَوْزَاءِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَفْتِحُ الصَّلاَةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةَ بالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِىَ قَائِمًا وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِىَ جَالِسًا وَكَانَ يَقُولُ فِى كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلاَةَ بِالتَّسْلِيمِ. (رَوَاه مُسْلِمٌ فِىْ بَابِ مَا يَجْمَعُ صِفَةَ الصَّلَاةِ وَمَا يُفْتَتَحُ بِهِ وَيُخْتَمُ بِهِ)

হাদীস নম্বর-১৯২ : হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ স. নামায শুরু করতেন তাকবীর দ্বারা এবং কুরআন পাঠ শুরু করতেন সূরা ফাতিহা

দ্বারা। আর রুকু করার সময়ে তিনি মাথা নীচুও করতেন না, উঁচুও করতেন না; বরং উঁচু-নীচুর মধ্যবর্তী (অর্থাৎ, সমান সমান) রাখতেন। আর তিনি যখন রুকু থেকে মাথা উঠাতেন তখন একেবারে সোজা না হয়ে সিজদায় যেতেন না। আর যখন সিজদা থেকে মাথা উঠাতেন তখন সোজা হয়ে না বসে দ্বিতীয় সিজদায় যেতেন না। আর তিনি প্রত্যেক দুই রাকাত শেষে আত্তাহিয়্যাতু.... পড়তেন। বৈঠকে বাম পা বিছিয়ে দিতেন এবং ডান পা খাড়া রাখতেন। তিনি শয়তানের মতো হাঁটু গেড়ে বসা এবং হিংস্র প্রাণীর ন্যায় (সিজদায়) হাত বিছিয়ে দিতে নিষেধ করতেন। আর তিনি সালামের মাধ্যমে নামায শেষ করতেন। (মুসলিম: ৯৯৩, পৃষ্ঠা: ১/১৯৪)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শাব্দিক কিছু তারম্যসহ এ হাদীসটি আবু দাউদ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামিউল উসূল: ৩৫৮২)

সারসংক্ষেপ : হযরত আয়েশা রা. বর্ণিত এ হাদীসে প্রথম ও দ্বিতীয় বৈঠকের কোন পার্থক্য ছাড়া একই পদ্ধতি বলা হয়েছে। উপরন্তু, হযরত আয়েশা রা. প্রতি দুই রাকাত পরপর তাশাহহুদ পড়ার কথা বলেছেন। এর মধ্যে প্রথম বৈঠকও আছে, শেষ বৈঠকও আছে। অথচ বৈঠকের পদ্ধতির কোন পার্থক্য বর্ণনা না করা এ কথারই সাক্ষ্য বহন করে যে, দুই বৈঠকে পদ্ধতিগত কোন পার্থক্য নেই।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضى الله عنهما يَتَرَبَّعُ فِي الصَّلاَةِ إِذَا جَلَسَ، فَفَعَلْتُهُ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ، فَنَهَانِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَقَالَ إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلاَةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنَى وَتَثْنِيَ الْيُسْرَى. فَقُلْتُ إِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ. فَقَالَ إِنَّ رِجْلَىَّ لاَ تَحْمِلاَنِي.(رَوَاه الْبُخَارِىُّ فِىْ بَابِ سُنَّةِ الْجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ)

হাদীস নম্বর-১৯৩ : আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি আব্দুল্লাহ বিন উমার রা.কে নামাযের বৈঠকে নিতম্বের ওপর বসতে দেখেছেন। তিনি বলেন: আমি তখন অল্পবয়স্ক ছিলাম; তাই আমিও সেরূপ করলাম। অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রা. আমাকে এমনভাবে বসতে নিষেধ করলেন এবং বললেন: নামাযে বসার সুন্নাত তরীকা হলো: তুমি তোমার ডান পা খাড়া করে বাম পা বিছিয়ে দিবে। আমি বললাম: আপনি তো নিতম্বের ওপর বসেন। তিনি বললেন: আমার দু'পা আমার ভর বহন করতে পারে না। (বুখারী: ৭৮৯)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি নাসাঈ এবং মুয়াত্তা মালেকেও বর্ণিত হয়েছে। (জামিউল উসূল: ৩৫৬০)

সারসংক্ষেপ : হযরত ইবনে উমার রা.-এর বর্ণনা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, নামাযে বৈঠকের পদ্ধতি হলো ডান পা খাড়া রাখা আর বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার ওপর বসা। হযরত ইবনে উমার রা. থেকে বর্ণিত এ পদ্ধতিকে শুধু প্রথম বৈঠকের জন্য নির্দিষ্ট করা ঠিক হবে না। কারণ, মুওয়াত্তা মালেকের বর্ণনায় স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, ইবনে উমার রা. শেষ বৈঠকে নিতম্বের ওপর বসেছিলেন। আর তা দেখে তাঁর ছেলে সে আমল করলে তিনি তাকে বসার সুন্নাত তরীকা শিখিয়ে দেন– যা বিশেষভাবে শেষ বৈঠকেরই তরীকা। (মুওয়াত্তা মালেক: ১৯৯, নামাযে বৈঠকের আমল অধ্যায়) এ হাদীস থেকে আরও একটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, অসুস্থতা, বার্ধক্য বা দুর্বলতাজনিত কোন কারণ থাকলে নিতম্বের ওপরও বসা যেতে পারে।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ الْجَرْمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ قُلْتُ لأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا جَلَسَ يَعْنِي لِلتَّشَهُّدِ افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى يَعْنِي عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ وَابْنِ الْمُبَارَكِ (رَوَاه التِّرمِذِىْ فِىْ بَابِ كَيْفَ الْجُلُوسُ فِي التَّشَهُّدِ)

হাদীস নম্বর-১৯৪ : হযরত ওয়াইল বিন হুজ্‌র রা. বলেন: আমি মদীনাতে এসে মনে মনে বললাম: অবশ্যই আমি রসূলুল্লাহ স.-এর নামায দেখব। (লক্ষ্য করলাম) তিনি যখন তাশাহহুদের জন্য বসলেন তখন বাম পা বিছিয়ে দিলেন। বাম হাত বাম উরুর ওপর রাখলেন এবং ডান পা খাড়া রাখলেন। ইমাম তিরমিজী রহ. বলেন: এ হাদীসটি হাসান-সহীহ। আর অধিকাংশ আলিমের মতে এ হাদীস অনুযায়ীই আমল করতে হবে। এটিই সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারক ও কুফাবাসীদের অভিমত। (তিরমিজী: ২৯২)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। ইমাম তিরমিজী রহ. এ হাদীসটিকে হাসান-সহীহ বলেছেন। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি নাসাঈ এবং ইবনে মাজাহ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামিউল উসূল: ৩৫৫৪)

সারসংক্ষেপ : হযরত ওয়ায়েল বিন হুজ্‌র রা. বর্ণিত এ হাদীসে প্রথম ও দ্বিতীয় বৈঠকের কোন পার্থক্য ছাড়া একই পদ্ধতি বলা হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম বৈঠকও আছে, শেষ বৈঠকও আছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, শেষ বৈঠকের পদ্ধতিও প্রথম বৈঠকের অনুরূপ। অর্থাৎ, ডান পা খাড়া রাখা আর বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার ওপর বসা।

حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَرَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَا : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ : ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ الْجَرْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَأَحْفَظَنَّ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَلَمَّا قَعَدَ لِلتَّشَهُّدِ فَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى ثُمَّ قَعَدَ عَلَيْهَا وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ مِرْفَقَهُ الْأَيْمَنَ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى ، ثُمَّ عَقَدَ أَصَابِعَهُ وَجَعَلَ حَلْقَةَ الْإِبْهَامِ وَالْوُسْطَى ثُمَّ جَعَلَ يَدْعُو بِالْأُخْرَى

হাদীস নম্বর-১৯৫ : হযরত ওয়ায়েল বিন হুজ্‌র রা. বলেন: আমি রসূলুল্লাহ স.-এর পেছনে নামায আদায় করলাম এবং সিদ্ধান্ত নিলাম যে, রসূলুল্লাহ স.-এর নামায সংরক্ষণ করব। তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ স. যখন তাশাহুদের জন্য বসলেন তখন বাম পা বিছিয়ে তার ওপর বসলেন এবং বাম হাতের পাঞ্জা বাম উরুর ওপর এবং ডান কনুই ডান উরুর ওপর রাখলেন। অতঃপর আঙ্গুলসমূহ বন্ধ করলেন এবং বৃদ্ধা ও মধ্যমা আঙ্গুল দ্বারা বৃত্ত তৈরী করলেন এরপর অপর আঙ্গুল (শাহাদাত) দ্বারা দুআ করতে থাকলেন। (ত্বহাবী শরীফ: ১৪৩২)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। এ হাদীসের রাবীগণের মধ্যে সালেহ বিন আব্দুর রহমান محله الصدق "তিনি সত্যবাদিতার স্থানে অধিষ্ঠিত"। রওহ ইবনুল ফারাজ ثقة "নির্ভরযোগ্য"। (তাকরীব: ২১৪৯) কুলাইব বিন শিহাব ثقة নির্ভরযোগ্য। (আল কাশেফ:৪৬৭১) অবশিষ্ট রাবীগণ বুখারী-মুসলিমের রাবী। সুতরাং হাদীসটি সহীহ। এ হাদীসে ইমাম ত্বহাবীর উসতাদ দুইজন। তন্মধ্যে রওহ ইবনুল ফারাজ ثقة "নির্ভরযোগ্য"। অতএব, সালেহ বিন আব্দুর রহমান সাধারণ পর্যায়ের হলেও তাতে হাদীসের বিশুদ্ধতার ওপর কোন প্রভাব ফেলবে না।

সারসংক্ষেপ : হযরত ওয়ায়েল বিন হুজ্‌র রা.-এর বর্ণনা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, নামাযে বৈঠকের পদ্ধতি হলো ডান পা খাড়া রাখা আর বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার ওপর বসা। হযরত ওয়ায়েল বিন হুজ্‌র রা. থেকে বর্ণিত এ পদ্ধতিকে শুধু প্রথম

বৈঠকের জন্য নির্দিষ্ট করা ঠিক হবে না; বরং এটা শেষ বৈঠকেরই পদ্ধতি। ইমাম ত্বহাবী রহ. এ হাদীসের আলোচনায় বলেন: وَفِي قَوْلِ وَائِلٍ ، ثُمَّ عَقَدَ أَصَابِعَهُ يَدْعُو دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ "এ হাদীসে রসূলুল্লাহ স.-এর যে বৈঠকের কথা বলা হয়েছে এটা নামাযের শেষ বৈঠক। কারণ, তাশাহহুদের পরে দুআ করার কথা উল্লেখ রয়েছে যা প্রথম বৈঠকে হতে পারে না"।

ফায়দা : পূর্বোক্ত পদ্ধতি ছাড়াও শেষ বৈঠকে বসার আরও দুটি পদ্ধতি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। ১. ডান পা খাড়া রেখে এবং বাম পা সামনের দিকে অগ্রসর করে নিতম্বের ওপর বসা। (বুখারী: ৭৯০) ২. উভয় পা ডান দিক দিয়ে বের করে দিয়ে বাম নিতম্বের ওপর ভর করে বসা। (আবু দাউদ: ৭৩১) এ উভয় পদ্ধতি হযরত আবু হুমাইদ আসসাইদী রা.-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে এবং এটাও বৈধ। তবে পূর্ববর্ণিত সহীহ হাদীস এবং সাহাবা ও পরবর্তীদের আমলের কারণে আমরা উভয় বৈঠকে ডান পা খাড়া রাখা আর বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার ওপর বসার আমলকে উত্তম মনে করি। তবে অসুস্থতা, বার্ধক্য বা দুর্বলতাজনিত কোন কারণ থাকলে নিতম্বের ওপরও বসা যেতে পারে। এ হিসেবে বলা যায় যে, নিতম্বের ওপর বসা হয়তো রসূলুল্লাহ স.-এর বার্ধক্যের আমল যা স্বাভাবিক অবস্থায় করণীয় নয়। উপরন্তু, হযরত ওয়াইল বিন হুজ্‌র, আব্দুল্লাহ বিন উমার, আলী বিন আবী তালিব ও কা'ব রা.সহ সাহাবায়ে কিরামের এক বড় জামাআত, ইবরাহীম নাখঈ, শা'বী ও ইয়যীদ বিন আব্দুল্লাহসহ বহু তাবিঈ এবং সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারকসহ অসংখ্য তাবে তাবিঈ এবং কুফাবাসীদের আমল এমনই ছিলো। (ইবনে আবী শাইবা: ২৯৪২-২৯৪৬, আব্দুর রযযাক: ৩০৪৭, তিরমিজী: ২৯২)

মহিলাদের বৈঠকের পদ্ধতি

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّ أُمَّ الدَّرْدَاءِ كَانَتْ تَجْلِسُ فِي الصَّلَاةِ كَجِلْسَةِ الرَّجُلِ

হাদীস নম্বর-১৯৬ : হযরত মাকহুল শামী বর্ণনা করেন: উম্মুদ দারদা নামাযে পুরুষের মতো বসতেন। (ইবনে আবী শাইবা: ২৮০১)

হাদীসটির স্তর : সহীহ মাকতু'। এ হাদীসটির রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

সারসংক্ষেপ : এ হাদীসটি ইমাম বুখারী রহ. তাশাহহুদে বসার পদ্ধতি অধ্যায়ে সনদবিহীন বর্ণনা করেছেন। 'পুরুষের মতো বসতেন' শব্দটি ব্যবহার করায় প্রমাণিত হয় যে, নামাযের মধ্যে মহিলা ও পুরুষের বসার নিয়মের পার্থক্য আছে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ، يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْعَامِرِيِّ، قَالَ كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَذَاكَرُوا صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ فَذَكَرَ بَعْضَ هَذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ فَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ كَفَّيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ غَيْرَ مُقْنِعٍ رَأْسَهُ وَلاَ صَافِحٍ بِخَدِّهِ وَقَالَ فَإِذَا قَعَدَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَعَدَ عَلَى بَطْنِ قَدَمِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى فَإِذَا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ أَفْضَى بِوَرِكِهِ الْيُسْرَى إِلَى الأَرْضِ وَأَخْرَجَ قَدَمَيْهِ مِنْ نَاحِيَةٍ وَاحِدَةٍ (رَوَاه ابُوْ دَاود فِيْ بَابِ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ)

হাদীস নম্বর-১৯৭ : হযরত আবু হুমাইদ আসসাইদী রা. বলেন: (বর্ণনাকারী হাদীসটির কিছু অংশ বর্ণনা করলেন) যখন তিনি রুকুতে যেতেন তখন উভয় হাত দ্বারা হাঁটু মজবুত করে ধরতেন, আঙ্গুলগুলো ফাঁকা রাখতেন। আর মাথা না ঝুঁকিয়ে এবং (মাথা উঁচু করার মাধ্যমে) চেহারা প্রকাশ না করে পিঠ সমান রাখতেন। অতঃপর দ্বিতীয় রাকাতে বসার সময়ে ডান পা উঠিয়ে দিয়ে বাম পায়ের তালুর ওপর বসতেন। আর শেষ বৈঠকে বসার সময়ে বাম নিতম্বকে যমীনে ভর দিয়ে বসতেন এবং উভয় পা এক দিকে বের করে দিতেন। (আবু দাউদ: ৭৩১)

হাদীসটির স্তর : সহীহ লিগইরিহী। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী/মুসলিমের রাবী। যদিও ইবনে লাহীআহ'র ব্যাপারে আপত্তি আছে। শায়খ আলবানী শুধু ولا صافح بخده বাক্যটি ছাড়া হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (সহীহ-জঈফ আবু দাউদ: ৭৩১) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি বুখারী ও তিরমিজী শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামিউল উসূল: ৩৫৭৬)

'তাশাহহুদে বৈঠকের পদ্ধতি' শিরোনামে বর্ণিত বৈঠকের বৈধ তিনটি পদ্ধতির মধ্যে এটাও একটি পদ্ধতি। এ হাদীসে বর্ণিত 'উভয় পা ডান দিক দিয়ে বের করে নিতম্বের ওপর বসা'র আমল আমরা মহিলাদের জন্য বেশী পছন্দ করি। যদিও এখানে নারী-পুরুষের কোন ভেদাভেদের কথা উল্লেখ নেই। তবে নারীদের নামাযের পদ্ধতিসমূহের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তাদের শারীরিক অবয়ব ও রূপ-সৌন্দর্য ঢেকে রাখা। আর তা এ পদ্ধতিতে বেশী আদায় হয়।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَن خَالِدِ بْنِ اللَّجْلاَجِ قَالَ كُنَّ النِّسَاءُ يُؤْمَرْنَ أَنْ يَتَرَبَّعْنَ إِذَا جَلَسْنَ فِي الصَّلاَةِ وَلاَ يَجْلِسْنَ جُلُوسَ الرِّجَالِ عَلَى أَوْرَاكِهِنَّ ، يُتَّقي ذَلِكَ عَلَى الْمَرْأَةِ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ مِنْهَا الشَّيءُ

হাদীস নম্বর-১৯৮ : হযরত খালিদ বিন লাজলাজ বলেন: নারীগণ যখন নামাযে বসে তখন তাদেরকে আসন গেড়ে বসার নির্দেশ দেয়া হতো এবং বলা হতো যে, তারা যেন পুরুষের ন্যায় উরুর ওপর না বসে। নারীদেরকে এ ধরণের বৈঠক থেকে বিরত রাখা হতো যেন তাদের থেকে লজ্জার কিছু প্রকাশ না পায়। (ইবনে আবী শাইবা: ২৭৯৯)

হাদীসটির স্তর : হাসান। যুরআ বিন ইবরাহীম ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী/মুসলিমের রাবী। আর যুরআ বিন ইবরাহীম-এর ব্যাপারে আল্লামা ইবনে হিব্বান বলেন: يجب أن يعتبر بحديثه "তার হাদীস গ্রহণ করা আবশ্যক" (আছছিকাত: রাবী নম্বর- ৮০৩৪) আর মুহাম্মাদ বিন ইসহাকের ব্যাপারে আপত্তি থাকলেও এ হাদীসের অনেক متابع "সমর্থক হাদীস" রয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ صَفِيَّةَ كَانَتْ تُصَلِّي وَهِيَ مُتَرَبِّعَةٌ

হাদীস নম্বর-১৯৯ : হযরত ছফিয়া রা. নিতম্বের ওপর ভর করে আসন গেড়ে বসে নামায আদায় করতেন। (ইবনে আবী শাইবা: ২৮০০)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাউকুফ। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী/মুসলিমের রাবী।

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كُنَّ نِسَاءُ ابْنِ عُمَرَ يَتَرَبَّعْنَ فِي الصَّلاَةِ

হাদীস নম্বর-২০০ : হযরত নাফে' বলেন: ইবনে উমার রা.-এর স্ত্রীগণ আসন গেড়ে বসে নামায আদায় করতেন। (ইবনে আবী শাইবা: ২৮০৫)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাউকুফ। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

ফায়দা : হাদীসে বর্ণিত تربع শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ যদিও আসন গেড়ে বসা। কিন্তু মুহাদ্দিসীনে কিরাম এটাকে সে অর্থে ব্যবহার করেননি; বরং تورك-এর অর্থে ব্যবহার করেছেন– যার অর্থ উভয় পা ডান দিকে বের করে দিয়ে নিতম্বের ওপর বসা। উভয় বৈঠকের মধ্যেই মাটিতে নিতম্ব ঠেকিয়ে বসতে হয়। তাই বৈশিষ্টগতভাবে উভয় বৈঠকের মাঝে সাদৃশ্য রয়েছে। এ কারণে একটি অপরটির

অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে। এ হাদীসে تربع শব্দের দ্বারা تورك-এর অর্থ নেয়া না হলে এ হাদীসের সঙ্গে মুসলিম উম্মাহর আমলের ব্যাপক অমিল পরিলক্ষিত হয়। কারণ আসন গেড়ে বসার আমল মুসলিম উম্মাহর নিকটে একেবারেই অপরিচিত। এ ব্যাপারে আরও বিস্তারিত দেখুন- মাআরিফুস সুনান: ৩/১৬৪ পৃষ্ঠা।

সারসংক্ষেপ : উপরোক্ত হাদীসসমূহ এবং তার অধীনে সর্বশেষে বর্ণিত ফায়দার সমন্বয়ে এ পদ্ধতি বেরিয়ে আসে যে, নারীগণ নামাযের বৈঠকে উভয় পা ডান দিক দিয়ে বের করে নিতম্বের ওপর বসবে। সাহাবা ও তাবিঈদের ব্যাপক আমলের কারণে আমরা পুরুষের জন্য বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার ওপর বসা এবং ডান পা খাড়া করে রাখার আমলকে প্রাধান্য দিয়ে থাকি। আর শারীরিক অবয়ব ও রূপ-সৌন্দর্য ঢেকে রাখার ক্ষেত্রে বেশী কার্যকরী হওয়ার কারণে 'উভয় পা ডান দিক দিয়ে বের করে নিতম্বের ওপর বসার' আমল মহিলাদের জন্য বেশী পছন্দ করি। সাহাবা ও তাবিঈনের ব্যাপক আমলের পাশাপাশি নারী-পুরুষের বৈঠকের এ পার্থক্যের মধ্যে আরও একটি বড় উপকারিতা এই যে, নারী-পুরুষ মিলে উভয় প্রকার সহীহ হাদীসের ওপর উম্মাতের আমল হয়ে যায়। উপরন্তু, উম্মুদ দারদা রা.-এর হাদীসে নারী-পুরুষের বৈঠকের যে পার্থক্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে তার বাস্তবায়নও হয়ে যায়।

তাশাহহুদের সময়ে ইশারা করার পদ্ধতি

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَعَدَ يَدْعُو وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ. (رَوَاه مُسْلِمٌ فِيْ بَابِ صِفَةِ الْجُلُوسِ فِي الصَّلاَةِ، وَكَيْفِيَّةِ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الْفَخْذَيْنِ)

হাদীস নম্বর-২০১ : হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর রা. বলেন: রসূলুল্লাহ স. যখন দুআ করতে বসতেন (তাশাহহুদের দুআ) তখন ডান হাত ডান রানে এবং বাম হাত বাম রানের ওপর রাখতেন এবং শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন। আর

বৃদ্ধাঙ্গুল মধ্যমার ওপর রাখতেন এবং বাম হাতের পাঞ্জা দ্বারা বাম হাঁটু আঁকড়ে ধরতেন (কেমন যেন হাঁটুকে লুকমা বানিয়ে নিতেন)। (মুসলিম শরীফ: **১১৮৬**, 'বৈঠক এবং রানের ওপর হাত রাখার পদ্ধতি' অধ্যায়)

হাদীসটির স্তর : সহীহ।

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাশাহহুদের সময়ে শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতে হবে।

ফায়দা : ইশারা কখন করতে হবে এ ব্যাপারে আল্লামা নববী রহ. এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন: قَالَ وَأَمَّا الْإِشَارَةُ بِالْمُسَبِّحَةِ فَمُسْتَحَبَّةٌ عِنْدَنَا لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ قَالَ أَصْحَابُنَا يُشِيرُ عِنْدَ قَوْلِهِ إِلَّا اللَّهُ مِنَ الشَّهَادَةِ وَيُشِيرُ بِمُسَبِّحَةِ الْيُمْنَى لَا غَيْرِ "সহীহ হাদীসের কারণে আমাদের নিকটে শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করা মুস্তাহাব। আমাদের ইমামগণ বলেছেন: তাশাহহুদের মধ্যে 'ইল্লাল্লাহ' বলার সময়ে শুধু ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করবে; অন্য কোন আঙ্গুল দ্বারা নয়"। (শরহুল মুসলিম: **১১৮৬** নম্বর হাদীসের ব্যাখ্যায়, 'বৈঠক এবং রানের ওপর হাত রাখার পদ্ধতি' অধ্যায়) উপরোক্ত হাদীস এবং আল্লামা নববী রহ.-এর ব্যাখ্যা থেকে প্রমাণিত হলো যে, তাশাহহুদ পাঠের সময়ে لَاإِلَهَ إِلَّا اللَّهُ বলার মুহূর্তে ইশারা করবে।

এছাড়া তবারানী কাবীর-এর ৪১৭৬ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে যে, শেষ বৈঠকে শাহাদাত আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করাকে রসূলুল্লাহ স. তাওহীদ বলেছেন। আল্লামা হাইসামী রহ. ওই হাদীসের রাবীগণকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ: ২৮৪৩) এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাশাহহুদের মধ্যে ইশারা ওই সময়ে করতে হয় যখন তাওহীদের কালিমা তথা لَاإِلَهَ إِلَّا اللَّهُ পাঠ করা হয়।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ قُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ يُصَلِّي فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا بِأُذُنَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الأَيْمَنَ عَلَى فَخِذِهِ

الْيُمْنَى وَقَبَضَ ثِنْتَيْنِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً وَرَأَيْتُهُ يَقُولُ هَكَذَا وَحَلَّقَ بِشْرٌ الإِبْهَامَ وَالْوُسْطَى وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ (رَوَاه ابُوْ دَاود فِيْ بَابِ كَيْفَ الْجُلُوسُ فِي التَّشَهُّدِ)

হাদীস নম্বর-২০২ : হযরত ওয়াইল বিন হুজ্‌র রা. বলেন: আমি মনে মনে বললাম: অবশ্যই আমি রসূলুল্লাহ স.-এর নামায দেখব। (লক্ষ্য করলাম) রসূলুল্লাহ স. কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে তাকবীর বললেন; আর তখন উভয় হাত কান বরাবর উঠালেন। অতঃপর ডান হাত দ্বারা বাম হাত ধরলেন। রুকু করার সময়ে আবারও তেমনিভাবে হাত উঠালেন। এরপর তিনি যখন তাশাহহুদের জন্য বসলেন তখন বাম পা বিছিয়ে দিলেন। বাম হাত বাম উরুর ওপর রাখলেন এবং ডান হাতের কনুই ডান উরু থেকে পৃথক রাখলেন। আর কনিষ্ঠা ও অনামিকা আঙ্গুল দু'টি গুটিয়ে বৃদ্ধা ও মধ্যমা আঙ্গুল দ্বারা বৃত্ত তৈরি করলেন এবং শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করলেন। (আবু দাউদ: ৯৫৭)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। বর্ণনাকারী আসেমের পিতা কুলাইব ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী/মুসলিমের রাবী। আর কুলাইব ثقة "নির্ভরযোগ্য"। (আল কাশেফ: ৪৬৭**১**) শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (সহীহ-জঈফ আবু দাউদ: ৯৫৭) জামিউল উসূলের তাহকীকে শায়খ আব্দুল কাদের আরনাউত বলেন: وإسناده حسن "হাদীসটির সনদ হাসান"। (জামিউল উসূল: ৩৫৭৯) শাব্দিক কিছু তারমতম্যসহ এ হাদীসটি নাসাঈ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (নাসাঈ: ৮৯২)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইশারা করার পদ্ধতি হলো: উভয় হাত উভয় উরুর ওপর রেখে অনামিকা ও কণিষ্ঠাঙ্গুল বন্ধ করে মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুল দ্বারা বৃত্ত তৈরী করবে। অতঃপর শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করবে। আর আবু দাউদ শরীফের ৯৯০ নম্বর সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, ইশারার সময়ে দৃষ্টিও সেদিকে থাকবে।

ইশারার সময়ে আঙ্গুল নাড়াচাড়া না করা

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ ذَكَرَ، «أَنَّ النَّبِيَّ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ إِذَا دَعَا، وَلَا يُحَرِّكُهَا»، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَزَادَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو كَذَلِكَ، وَيَتَحَامَلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُسْرَى

(رَوَاه ابُوْ دَاود فِىْ بَابِ الْإِشَارَةِ فِي التَّشَهُّدِ)

হাদীস নম্বর-২০৩ : হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর রা. বলেন: রসূলুল্লাহ স. দুআ করার (অর্থাৎ, তাশাহহুদ পড়ার) সময়ে আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন। তবে তিনি এ সময়ে আঙ্গুল নাড়াতেন না। ইবনে জুরাইজ রহ. বলেন: আমর বিন দীনার আমের সূত্রে তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর রা. থেকে আরও বলেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ স.কে এভাবে (তাশাহহুদের মধ্যে) দুআ করতে দেখেছেন। আর রসূলুল্লাহ স. বাম হাত বাম উরুর ওপর চাপিয়ে দিতেন। (আবু দাউদ: ৯৮৯)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। ইবরাহীম বিন হাসান ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী/মুসলিমের রাবী। আর ইবরাহীম ثقة "নির্ভরযোগ্য"। (তাকরীব: ১৮৮) মুসলিম শরীফের ১১৮৬ নম্বর হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা নববী রহ. বলেন: وَالسُّنَّةُ أَنْ لَا يُجَاوِزَ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ وَفِيهِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ "তাশাহহুদের সুন্নাত হলো দৃষ্টি ইশারাতে নিবদ্ধ থাকা। এ ব্যাপারে আবু দাউদ শরীফে সহীহ হাদীস বিদ্যমান রয়েছে"। আর এটাই সেই হাদীস ইমাম নববী যেটাকে সহীহ বলেছেন। শায়খ শুআইব আরনাউত বলেন: وهذا إسناد حسن "এ হাদীসটির সনদ হাসান"। (মুসনাদে আহমাদ: ১৮৮৭১ নম্বর হাদীসের আলোচনায়) আবু দাউদ রহ. এ হাদীসটি আরও একটি সনদে বর্ণনা করেছেন। (আবু দাউদ: ৯৯০) উক্ত হাদীসকে হাসান-সহীহ বলেছেন। (সহীহ-জঈফ আবু দাউদ: ৯৯০)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাশাহহুদের সময়ে ইশারা করতে গিয়ে আঙ্গুল নাড়াচাড়া করবে না।

ফায়দা : উপরোক্ত নিয়মের বিপরীতে কেউ কেউ শাহাদাত আঙ্গুল নাড়াচাড়া করতে থাকে। এবং দলীল হিসেবে নাসাঈ শরীফে বর্ণিত এ হাদীস পেশ করে থাকে যে, ثُمَّ قَبَضَ اثْنَتَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً، ثُمَّ رَفَعَ إِصْبَعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا "রসূলুল্লাহ স. দু'টি আঙ্গুল গুটিয়ে বৃত্ত তৈরি করলেন আর আঙ্গুল উঠালেন। আমি দেখেছি তিনি সেটা নাড়াচাড়া করছেন; তা দ্বারা দুআ করছেন"। (নাসাঈ: ৮৯২) এ হাদীসের ব্যাপারে আল্লামা ইবনে খুযাইমা রহ. বলেন: لَيْسَ فِي

شَيْءٍ مِنَ الْأَخْبَارِ «يُحَرِّكُهَا» إِلَّا فِي هَذَا الْخَبَرِ زَائِدٌ ذِكْرُهُ "শুধু এই হাদীসটি ব্যতীত কোন হাদীসের মধ্যে আঙ্গুল নাড়াচাড়া করার অংশটি নেই। এটা এ হাদীসে অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে। (সহীহ ইবনে খুযাইমা: ৭১৪ নম্বর হাদীসের আলোচনায়) শায়খ শুআইব আরনাউত বলেন: حديث صحيح دون قوله: "فرأيته يحركها يدعو بها" فهو شاذ انفرد به زائدة- وهو ابن قدامة- من بين أصحاب عاصم بن كليب "ওয়াইল বিন হুজ্‌র রা.-এর হাদীসটি সহীহ। তবে আঙ্গুল নাড়াচাড়া করার অংশটি শাজ (অপ্রবল)। কেননা, আছেম বিন কুলাইবের ছাত্রদের মধ্যে যায়েদা বিন কুদামা ব্যতীত আর কেউ এ অংশটি বর্ণনা করেননি"। (মুসনাদে আহমাদ: ১৮৮৭০ নম্বর হাদীসের আলোচনায়) আল্লামা ইবনে খুযাইমা রহ. এবং শায়খ শুআইব আরনাউতের মন্তব্য থেকে প্রমাণিত হলো যে, এ হাদীসে আঙ্গুল নাড়াচাড়া করার অংশটি সহীহ নয়।

ইমাম বাইহাকী রহ. বলেন: فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالتَّحْرِيكِ الْإِشَارَةَ بِهَا لَا تَكْرِيرَ تَحْرِيكِهَا فَيَكُونَ مُوَافِقًا لِرِوَايَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ "হতে পারে আঙ্গুল নাড়াচাড়ার দ্বারা উদ্দেশ্য আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করা; বারবার নাড়াচাড়া করা নয়। তাহলে এ হাদীসটির বক্তব্য (পূর্ববর্ণিত) হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর রা.-এর হাদীসের মূল বক্তব্য অনুযায়ী হয়ে যাবে"। (সুনানুল কুবরা লিলবাইহাকী: ২৭৮৭) ইমাম বাইহাকী রহ.-এর এ মন্তব্য দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, আঙ্গুল নাড়াচাড়া করার বাক্যটি যদি আমরা সহীহ মেনে নিই তাহলেও এটা দ্বারা উদ্দেশ্য ইশারা করা, বারবার নাড়াচাড়া করতে থাকা নয়। তাহলে আল্লামা ইবনে খুযাইমা, ইমাম বাইহাকী রহ. এবং শায়খ শুআইব আরনাউতের বক্তব্য মতে তাশাহহুদে আঙ্গুল নাড়াচাড়া করা সহীহ নয়। অথবা ওই বাক্য দ্বারা একবার নেড়ে ইশারা করা উদ্দেশ্য; বারবার নাড়াচাড়া করা উদ্দেশ্য নয়।

আঙ্গুল উঠিয়ে সামান্য নোয়ানো অবস্থায় ধরে রাখার একটি হাদীস আবু দাউদ শরীফের ৯৯১ নম্বরে বর্ণিত হয়েছে। শায়খ আলবানী সে হাদীসটিকে জঈফ বলেছেন। আর শায়খ শুআইব আরনাউত এ হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনা একত্রিত করে বলেন: قد حناها شيئاً حديث صحيح لغيره، دون قوله: "আঙ্গুল উঠিয়ে সামান্য নোয়ানো অবস্থায় রাখার অংশ ব্যতীত হাদীসটি সহীহ লিগইরিহী"। (মুসনাদে আহমাদ: ১৫৮৬৬ নম্বর হাদীসের তাহকীকে) এ থেকেও প্রমাণিত হলো যে, আঙ্গুল নাড়াচাড়া করার হাদীস সহীহ নয়। সুতরাং সহীহ হাদীস ব্যতীত অন্য কিছু না মানার দাবীদারদের উচিত হবে এ আমলটি পরিহার করা।

উল্লেখ্য, শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করার পদ্ধতি এই যে: আঙ্গুল উঠিয়ে আবার নামানো, আঙ্গুল উঠিয়ে ধরে না রাখা। বিদায় হজ্বে রসূলুল্লাহ স. আরাফার ময়দানের ঐতিহাসিক ভাষণে আকাশের দিকে যে ইশারা করেছিলেন তার বিবরণ মুসলিম শরীফে এভাবে পেশ করা হয়েছে: فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ "তিনি শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করলেন, আকাশের দিকে উঠালেন এবং মানুষের দিকে নামালেন"। (মুসলিম: ২৮২০) আঙ্গুল উঠিয়ে ধরে রাখা বা নাড়াচাড়া করা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

ফরয নামাযের পরে দুআ

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ الْمُغِيرَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ إِذَا سَلَّمَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

হাদীস নম্বর-২০৪ : হযরত মুগীরা বিন শু'বা রা.-এর আযাদকৃত গোলাম ওয়াররাদ বলেন: মুগীরা বিন শু'বা রা. হযরত মুআবিয়া বিন আবু সুফিয়ান রা.-এর নিকটে একখানা পত্র লিখলেন যে, রসূলুল্লাহ স. প্রত্যেক নামাযে সালাম ফিরানোর পর এই দুআ পড়তেন যে, لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ (বুখারী: ৫৮৯১)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম আবু দাউদ এবং নাসাঈ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-২১৯২)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ أَمْلَى عَلَيَّ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فِي كِتَابٍ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ

لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

হাদীস নম্বর-২০৫: হযরত মুগীরা বিন শু'বা রা.-এর কাতিব ওয়াররাদ বলেন: মুগীরা বিন শু'বা রা. আমাকে দিয়ে হযরত মুআবিয়া রা.-এর নিকট একখানা পত্র লেখালেন যে, রসূলুল্লাহ স. প্রত্যেক ফরয নামাযের পর এই দুআটি পড়তেন যে, لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ (বুখারী: ৮০৪)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম আবু দাউদ এবং নাসাঈ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-২১৯২)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস দু'টি থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূল স. ফরয নামাযের সালাম ফিরানোর পরে দুআ করতেন। সুতরাং ফরয নামাযের পরে দুআ করা উত্তম।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الثَّقَفِيُّ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ قَالَ جَوْفُ اللَّيْلِ الآخِرُ وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ. قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ جَوْفُ اللَّيْلِ الآخِرُ الدُّعَاءُ فِيهِ أَفْضَلُ أَوْ أَرْجَى أَوْ نَحْوَ هَذَا

হাদীস নম্বর-২০৬ : হযরত আবু উমামা রা. বলেন: রসূলুল্লাহ স.কে জিজ্ঞেস করা হলো: ইয়া রসূলাল্লাহ! কোন দুআ বেশী কবুল হয়? উত্তরে তিনি বললেন: শেষ রাতের এবং প্রত্যেক ফরয নামাযের পরের দুআ। ইমাম তিরমিজী রহ. বলেন: হাদীসটি হাসান। (তিরমিজী: ৩৪৯৯)

হাদীসটির স্তর : হাসান। ইমাম তিরমিজী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ফরয নামাযের পরে দুআ কবুল হয়। সুতরাং ফরয নামাযের পরে দুআ করা উত্তম।

فَإِذَا فَرَغْت من الْغَزْو وَالْجِهَاد والقتال فانصب فِي الْعِبَادَة وَيُقَال إِذا فرغت من الصَّلَاة الْمَكْتُوبَة فانصب فِي الدُّعَاء

অনুবাদ : সূরা 'আলাম নাশরাহ'-এর তাফসীরে হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন: যখন তুমি যুদ্ধ-জিহাদ ও লড়াই থেকে ফারেগ হবে তখন ইবাদাতে মশগুল হবে। হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, যখন তুমি ফরয নামায থেকে ফারেগ হবে তখন দুআয় মশগুল হবে। (তাফসীরে ইবনে আব্বাস)

সারসংক্ষেপ : এ তাফসীর থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তাআলা নিজে ফরয নামাযের পরে দুআ করার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং ফরয নামাযের পরে দুআ করা উত্তম।

দুআর সময় হাত উঠানো

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ دَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسِ

হাদীস নম্বর-২০৭ : হযরত আবু মুসা আশআরী রা. বলেন: রসূলুল্লাহ স. অযুর জন্য পানি চেয়ে নিয়ে অযু করলেন। এরপর উভয় হাত তুলে বললেন: হে আল্লাহ! আবু আমের উবায়েদকে মাফ করে দিন। হযরত আবু মুসা আশআরী রা. বলেন: আমি রসূলুল্লাহ স.-এর বগলের শুভ্রতা দেখতে পেলাম। তিনি বললেন: হে আল্লাহ! আপনি তাকে কিয়ামতের দিন আপনার অনেক বান্দার উপরে মর্যাদাবান করুন। (বুখারী: ৫৯৪১)

হাদীসটির স্তর : শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৬১৭৩)

حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَحَدَّثَنِي نُعَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ، فَدَعَاهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا أَسْلَمْنَا. فَجَعَلُوا يَقُولُونَ صَبَأْنَا، صَبَأْنَا. فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ مِنْهُمْ وَيَأْسِرُ، وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمٌ أَمَرَ خَالِدٌ أَنْ يَقْتُلَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لاَ أَقْتُلُ أَسِيرِي، وَلاَ يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ، حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله

عليه وسلم فَذَكَرْنَاهُ، فَرَفَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ مَرَّتَيْنِ.

হাদীস নম্বর-২০৮ : সালেম তার পিতা হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমার রা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ স. হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ রা.কে বনী যাজীমার মুকাবিলায় পাঠালেন। তিনি তাদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিলেন। তখন তারা ভালোভাবে اسلمنا (আমরা ইমলাম গ্রহণ করলাম) শব্দটি উচ্চারণ করতে পারলো না। তারা বলতে লাগলো: صبأنا (আমরা পূর্বের ধর্ম ত্যাগ করলাম) হযরত খালিদ রা. তখন তাদের কাউকে হত্যা ও কাউকে গ্রেফতার করতে লাগলেন। আর আমাদের প্রত্যেকের নিকট তার বন্দীকে সোপর্দ করলেন। পরবর্তী কোন এক দিন খালিদ রা. আমাদের প্রত্যেককে তার নিজ নিজ বন্দীকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। আমি বললাম: আল্লাহর কসম, আমি আমার বন্দীকে হত্যা করবো না এবং আমার সাথীরা কেউই তার বন্দীকে হত্যা করবে না। অবশেষে আমরা রসূলুল্লাহ স.-এর নিকটে এসে ঘটনার বিবরণ শুনালাম। তিনি তখন হাত তুলে দুআ করলেন: হে আল্লাহ! আমি খালিদের কাজ থেকে নিজের দায়মুক্তি প্রকাশ করছি। কথাটি রসূলুল্লাহ স. দুইবার বললেন। (বুখারী: ৪০০৩)

হাদীসটির স্তর : শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি নাসাঈ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৬১৭৭)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস দু'টি থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূল স. দুআর সময় হাত উঠাতেন। সুতরাং দুআয় হাত উঠানো ছুন্নাত।

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ الْعُصْفُرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:إِنَّ رَبَّكُمْ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا

হাদীস নম্বর-২০৯ : হযরত সালমান ফারসী রা. বলেন: রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন: আল্লাহ তাআলা বড় লজ্জাশীল, বড় দয়ালু। বান্দা তাঁর কাছে হাত তুললে তা খালি অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে তিনি লজ্জাবোধ করেন। (সহীহ ইবনে হিব্বান: ৮৭৬, মুসতাদরাকে হাকেম: ১৮৩১)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। সহীহ ইবনে হিব্বানের তাহকীকে শায়খ শুআইব আরনাউত বলেন: حديث قوي হাদীসটি মজবুত। মুসতাদরাকে বর্ণিত হাদীসের ব্যাপারে হাকেম বলেন: وَلَهُ شَاهِدٌ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ সহীহ সনদে বর্ণিত। হযরত আনাস রা.-এর হাদীস দ্বারা এর সমর্থন মেলে। ইমাম জাহাবী রহ. এ হাদীসের ওপর কোন আপত্তি করেননি।

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, হাত উঠিয়ে যে দুআ করা হয় তা কবুল হওয়ার বেশী উপযোগী।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْبَهْرَانِيُّ، قَالَ: قَرَأْتُهُ فِي أَصْلِ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنِي ضَمْضَمٌ، عَنْ شُرَيْحٍ، حَدَّثَنَا أَبُو ظَبْيَةَ أَنَّ أَبَا بَحْرِيَّةَ السَّكُونِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ يَسَارٍ السَّكُونِيِّ ثُمَّ الْعَوْفِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ، وَلَا تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ لَهُ عِنْدَنَا صُحْبَةٌ يَعْنِي مَالِكَ بْنَ يَسَارٍ

হাদীস নম্বর-২১০ : হযরত মালেক বিন ইয়াসার আসসাকওয়ানী আওফী বলেন: রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন: তোমরা যখন আল্লাহর নিকটে চাইবে তখন তোমাদের হাতের তালু দিয়ে চাইবে। হাতের পিঠ দিয়ে নয়। (আবু দাউদ: ১৪৮৬)

হাদীসটির স্তর : হাসান। এ হাদীসের রাবী সুলাইমান বিন আব্দুল হামীদ صدوق সত্যনিষ্ঠ। (তাকরীব: ২৮৪৫) ইসমাঈল তাঁর নিজ শহরের লোকদের থেকে বর্ণনার ব্যাপারে صدوق সত্যনিষ্ঠ। (তাকরীব: ৫৪১) আর এ হাদীসে তিনি নিজ শহরের লোক যমযম থেকে বর্ণনা করেছেন। যমযম صدوق সত্যনিষ্ঠ। (তাকরীব: ৩৩০৬) শুরাইহ ثقةٌ নির্ভরযোগ্য। (তাকরীব: ৩০৭২) আবু যব্ইয়াহ مقبول গ্রহণযোগ্য। (তাকরীব: ৯৬১২) আবু বাহরিয়া ثقةٌ নির্ভরযোগ্য। (তাকরীব: ৩৯২৪) শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (সহীহ-জঈফ আবু দাউদ: ১৪৮৬)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, দুআ করার আদব হলো হাতের তালু দ্বারা দুআ করা। অবশ্য হাত উত্তোলন করা ব্যতীত দুআর আমলও রসূলুল্লাহ স. থেকে প্রমাণিত রয়েছে। সুতরাং হাত উত্তোলন না করার আমলও মাকরূহবিহীন জায়েয।

নামাযের পরে হাত উঠিয়ে দুআ করা

وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَرَأَى رَجُلًا رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهَا قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَتَرْجَمَ لَهُ فَقَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَحْيَى الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

হাদীস নম্বর-২১১ : মুহাম্মাদ বিন আবী ইয়াহইয়া বলেন: আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর রা. এক ব্যক্তিকে নামায শেষ করার পূর্বেই হাত উত্তোলন করে দুআ করতে দেখলেন। যখন সে ব্যক্তি দুআ শেষ করলো, আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর রা. বললেন: রসূলুল্লাহ স. নামায শেষ না করে (দুআর জন্য) হাত উত্তোলন করতেন না। আল্লামা নূরুদ্দীন হাইসামী বলেন: তবারানী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং রাবীদের হালাত বর্ণনা করেছেন। অতঃপর (তবারানী) বলেছেন: মুহাম্মাদ বিন আবী ইয়াহইয়া আল আসলামী আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর থেকে বর্ণনা করেছেন। আল্লামা হাইসামী বলেন: এ হাদীসের বর্ণনাকারীগণ সকলেই ثقةٌ নির্ভরযোগ্য। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ: ১৭৩৪৫, পৃষ্ঠা: ১০/২৬৬)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। আল্লামা হাইসামী বলেন: এ হাদীসের বর্ণনাকারীগণ সকলেই ثقةٌ নির্ভরযোগ্য। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ: ১৭৩৪৫) আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. তাঁর 'ফাজ্জুল বিআ ফী আহাদীসি রফইল ইয়াদাইনি বিদ্দুআ' কিতাবে হাদীসটি বর্ণনা করে অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। (হাদীস নম্বর: ৪২)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ স. নামাযের পরে হাত উঠিয়ে দুআ করতেন। সুতরাং নামাযের পরে হাত উঠিয়ে দুআ করা ছুন্নাত। অবশ্য হাত উত্তোলন না করার আমলও মাকরূহবিহীন জায়েয।

সালামের পরে কিবলামুখী হয়ে হাত উঠিয়ে দুআ করা

حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو مَعْمَرٍ الْمِنْقَرِيُّ، ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، ثنا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَهُ بَعْدَ مَا سَلَّمَ وَهُوَ مُسْتَقْبِلٌ الْقِبْلَةَ، فَقَالَ: "اللَّهُمَّ خَلِّصِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ،

وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَضَعَفَةَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلا مِنْ أَيْدِي الْكُفَّارِ".

হাদীস নম্বর-২১২ : হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. সালাম ফিরানোর পরে কিবলামুখী হয়ে হাত উত্তোলন করে বললেন: হে আল্লাহ! আপনি মুক্তি দিন ওয়ালীদ বিন ওয়ালীদকে, আইয়াশ বিন আবী রবীআকে, সালামা বিন হিশামকে এবং সে সব দুর্বল মুসলমানদেরকে যারা কাফিরদের হাত থেকে মুক্তির কোন পথ বা পন্থা খুঁজে পায় না। (তাফসীরে আবু হাতিম: সূরা নিসা: ৯৮, হাদীস: ৫৯০৬)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। এ কিতাবের লিখক আবু হাতেম প্রসিদ্ধ হাফেজে হাদীস (তাকরীব-৬৪১৬)। তিনি এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন বুখারী/মুসলিমের রাবীদের মাধ্যমে।

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ স. নামাযের পরে কিবলামুখী হয়ে হাত উত্তোলন করে দুআ করেছেন। সুতরাং নামাযের পরে এভাবে দুআ করা সুন্নাত।

সম্মিলিত দুআ

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ رَاشِدِ بْنِ دَاوُدَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ،حَاضِرٌ يُصَدِّقُهُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ غَرِيبٌ؟ يَعْنِي أَهْلَ الْكِتَابِ فَقُلْنَا لَا يَا رَسُولَ اللهِ فَأَمَرَ بِغَلْقِ الْبَابِ وَقَالَ ارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ وَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَرَفَعْنَا أَيْدِيَنَا سَاعَةً ثُمَّ وَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اللهُمَّ بَعَثْتَنِي بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ وَأَمَرْتَنِي بِهَا وَوَعَدْتَنِي عَلَيْهَا الْجَنَّةَ وَإِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ثُمَّ قَالَ: أَبْشِرُوا، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ غَفَرَ لَكُمْ

হাদীস নম্বর-২১৩ : হযরত ইয়ালা বিন রাশেদ বলেন, হযরত আবু শাদ্দাদ আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন আর হযরত উবাদা বিন ছামেত রা. তা সত্যায়ন করেছেন, হযরত আবু শাদ্দাদ বলেন, আমরা নবী করিম স.-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কোন গরীব তথা আহলে কিতাব আছে? আমরা বললাম, না। হে আল্লাহর রসূল, আমাদের মধ্যে আহলে কিতাবের কেউ

নেই। তিনি আমাদেরকে দরজা বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, তোমরা হাত উঠাও এবং لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ বল। আমরা কিছুক্ষণ হাত উঠিয়ে রাখলাম। অতঃপর রসূল হাত নামালেন এবং বললেন, আলহামদুলিল্লাহ, হে আল্লাহ তুমি আমাকে এ কালিমা দিয়ে পাঠিয়েছ এবং তাতে জান্নাত দানের অঙ্গীকার করেছ। আর তুমি অঙ্গীকার ভঙ্গ কর না। অতঃপর রসূলুল্লাহ স. বললেন: তোমরা সুসংবাদ শোন; আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। (মুসনাদে আহমাদ-১৭১২১)।

হাদীসটির স্তর : হাসান। আল্লামা হাইসামী বলেন, رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ رَاشِدُ بْنُ دَاوُدَ، وَقَدْ وَثَّقَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ. হাদীসটি ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন। আর এ হাদীসের সনদে রাশেদ বিন দাউদ নামে একজন রাবী আছেন অনেকে তাঁকে বিশ্বস্ত বলেছেন তবে তাঁর মধ্যে কিছু দুর্বলতা আছে। অবশিষ্ট রাবীগণ সকলেই বিশ্বস্ত। (মাযমাউজ যাওয়ায়েদ-১৬৭৯৮) এ হাদীসটি তবারানী, মুসনাদে বাযযার, মুসতাদরাকে হাকেমসহ আরও অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত হয়েছে।

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূল স. নিজে হাত উঠিয়ে সম্মিলিত দুআ করেছেন। সুতরাং এটা দুআর একটি আদব। তবে নির্জনে একাকি দুআও উত্তম।

قَالَ أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ أَتَى رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ مِنْ أَهْلِ الْبَدْوِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَتِ الْمَاشِيَةُ هَلَكَ الْعِيَالُ هَلَكَ النَّاسُ. فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ يَدْعُو، وَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ مَعَهُ يَدْعُونَ، قَالَ فَمَا خَرَجْنَا مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى مُطِرْنَا، فَمَا زِلْنَا نُمْطَرُ حَتَّى كَانَتِ الْجُمُعَةُ الأُخْرَى، فَأَتَى الرَّجُلُ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَشِقَ الْمُسَافِرُ، وَمُنِعَ الطَّرِيقُ.

হাদীস নম্বর-২১৪ : হযরত আনাস বিন মালেক রা. বলেন: এক গ্রাম্য ব্যক্তি জুমআর দিন রসূলুল্লাহ স.-এর নিকটে এসে বললো: ইয়া রসূলাল্লাহ! পশু মরে যাচ্ছে, পরিবার-পরিজন ও মানুষ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। তখন রসূলুল্লাহ স. দুআর জন্য হাত তুললেন এবং লোকেরাও তাঁর সঙ্গে হাত তুলে দুআ করতে লাগলো।

হযরত আনাস রা. বলেন: আমরা মসজিদ থেকে বের না হতেই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেলো। পরবর্তী জুমআ পর্যন্ত বৃষ্টি হতেই থাকলো। সে ব্যক্তি পুনরায় এসে বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ! মুসাফির কষ্টে পড়ে গেছে, রাস্তা-ঘাট চলার অনুপযোগী হয়ে গেছে। (বুখারী: ৯৭৩)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, আবু দাউদ এবং নাসাঈ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৪২৮৯)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস দ্বারাও ইজতিমাঈ দুআ প্রমাণিত হয়। আর এটা ইসতিসকার নামায ছিলো না, যেখানে হাত উত্তোলন করে দুআ করা সর্বসম্মতিক্রমে প্রমাণিত; বরং জুমআর নামাযে খুৎবা ছিলো।

حَدَّثَنَا بِشْرُ بن مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنِي ابْنُ هُبَيْرَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بن مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيِّ وَكَانَ مُسْتَجَابًا أَنَّهُ أُمِّرَ عَلَى جَيْشٍ فَدَرَّبَ الدُّرُوبَ فَلَمَّا لَقِيَ الْعَدُوَّ ، قَالَ لِلنَّاسِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لا يَجْتَمِعُ مَلأٌ فَيَدْعُو بَعْضُهُمْ وَيُؤَمِّنُ سَائِرُهُمْ إِلا أَجَابَهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِنَّهُ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ احْقِنْ دِمَاءَنَا وَاجْعَلْ أُجُورَنَا أُجُورَ الشُّهَدَاءِ ، فَبَيْنَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذْ نَزَلَ الْهِنْبَاطُ أَمِيرُ الْعَدُوِّ، فَدَخَلَ عَلَى حَبِيبٍ سُرَادِقَهُ، قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الْهِنْبَاطُ بِالرُّومِيَّةِ صَاحِبُ الْجَيْشِ.

হাদীস নম্বর-২১৫ : হযরত হাবীব বিন মাসলামা আল ফিহরী রা. থেকে বর্ণিত, যিনি মুসতাজাবুদ্দা'ওয়াহ ছিলেন। তাঁকে একটি মুজাহিদ বাহিনীর আমীর নিযুক্ত করা হলে তিনি গিরিপথ ধরে চলতে আরম্ভ করলেন। অতঃপর যখন তিনি দুশমনের কাছে এলেন তখন বললেন, আমি রসূলুল্লাহ স.কে বলতে শুনেছি: যখন কোন দল একত্রিত হয়ে তাদের কেউ দুআ করে এবং অন্যরা আমীন বলে, আল্লাহ তাআলা তা কবুল করেন। এরপর তিনি আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করলেন। তারপর বললেন: হে আল্লাহ! আমাদেরকে রক্তপাত থেকে হেফাজত করুন, আমাদেরকে শহীদদের প্রতিদান দান করুন। তারা এ অবস্থায়ই ছিলেন; হঠাৎ দুশমনের নেতার আবির্ভাব ঘটলো। সে হাবীব বিন মাসলামা রা.-এর সুরঙ্গে ঢুকে পড়লো। ইমাম তবারানী বলেন: রুমী ভাষায় হাম্বাত হলো সেনা প্রধান। (তবারানী কাবীর: ৩৪৫৬, মুসতাদরাকে হাকেম: ৫৪৭৮, মাজমাউয যাওয়ায়েদ: ১৭৩৪৭)

হাদীসটির স্তর : হাসান। বিশির বিন মুসা ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই বুখারী/মুসলিমের রাবী। আর বিশির বিন মুসা ثقة নির্ভরযোগ্য। (সিয়ারু আলামিন নুবালা, তবকা-১৫, রাবী নং-১৭০) ইমাম জাহাবী তাঁর 'তালখীছে' এ হাদীসের ওপর কোন আপত্তি করেননি। আল্লামা হাইসামী বলেন: رجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث ইবনে লাহীআহ ব্যতীত এ হাদীসটির রাবীগণ সহীহ হাদীসের রাবী। আর ইবনে লাহীআহ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে ভালো। সম্মিলিত দুআর বিষয়টি যেহেতু অন্যান্য সহীহ হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত। সুতরাং এ হাদীসটি হাসান।

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, একজন দুআ করে আর অন্যরা আমীন বলে এমন ইজতিমাঈ দুআ আল্লাহর তাআলার নিকট কবুল হওয়ার বেশী উপযুক্ত।

নামাযের পরে সম্মিলিত দুআ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَاصِمٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ حَتَّى نُخْرِجَ الْبِكْرَ مِنْ خِدْرِهَا حَتَّى نُخْرِجَ الْحُيَّضَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ

হাদীস নম্বর-২১৬ : হযরত উম্মে আতিয়াহ রা. বলেন: ঈদের দিনে আমাদেরকে বের হওয়ার নির্দেশ দেয়া হতো। এমনকি কুমারীদেরকে তাদের অন্দর মহল থেকে বের করতাম এবং ঋতুবতী নারীদেরকেও। তারা পুরুষদের পিছনে থাকত আর তাদের তাকবীরের সাথে তাকবীর বলত এবং দুআর সাথে দুআ করত। তারা সে দিনের বরকত ও পবিত্রতা আশা করতো। (বুখারী: ৯২০)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি সেহা সেত্তার সব কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৪২৬৩)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে নামাযের পরে সম্মিলিত দুআ প্রমাণিত হয়। এ হাদীসে ঋতুবতী মহিলাদেরকে ঈদগাহে গিয়ে মুসলমানদের দুআয় শরীক হতে বলা হয়েছে; যা নামাযের পরে হয়ে থাকে। কেননা ঈদের ময়দানে প্রথম যে কাজটি করা হয় তাহলো নামায পড়া (বুখারী: ৫১৬২)। আর খুতবা ও দুআ হয় নামাযের পরে। 'মুসলমানদের সাথে দুআয় শরীক হওয়া' শব্দ থেকে সম্মিলিত দুআর স্পষ্ট প্রমাণ মেলে। এ ছাড়াও বুখারী ৯২৮ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে

যে, فَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِين তারা যেন কল্যাণকর কাজ এবং মুমিনদের দুআয় শরীক হয়। এ থেকেও নামাযের পরে সম্মিলিত দুআর স্পষ্ট প্রমাণ মেলে।

ফরয নামাযের পরে সম্মিলিত দুআ

فَنَادَى مُنَادِي الْعَلَاءِ فَاجْتَمَعَ النَّاس إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَيُّها النَّاس أَلَسْتُمُ الْمُسْلِمِينَ؟ أَلَسْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ أَلَسْتُمْ أَنْصَارَ اللَّهِ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: فَأَبْشِرُوا فَوَاللَّهِ لَا يَخْذِلُ اللَّهُ مَنْ كَانَ فِي مِثْلِ حَالِكُمْ، وَنُودِيَ بِصَلَاةِ الصُّبح حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ فصلَّى بالنَّاس، فلمَّا قَضَى الصَّلاة جَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَجَثَا النَّاس، وَنَصِبَ فِي الدُّعاء وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَفَعَلَ النَّاس مِثْلَهُ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ،

১৬০। অনুবাদ : হযরত আলা বিন হাযরামী রা.-এর ঘোষক ঘোষণা দিলেন। অতঃপর লোকেরা একত্রিত হলে তিনি বললেন: হে লোক সকল! তোমরা কি মুসলমান নও? তোমরা কি আল্লাহর রাস্তায় নও? তোমরা কি আল্লাহর (দ্বীনের) সাহায্যকারী নও? তারা বললেনঃ হ্যাঁ। হযরত আলা বলেন: তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। আল্লাহর শপথ! তোমাদের মতো অবস্থা যার হবে আল্লাহ তাদেরকে অপদস্ত করবেন না। অতঃপর সুবহে সাদিকের সময় হলে ফজরের আজান দেয়া হলো। অতঃপর তিনি নামায পড়ালেন এবং নামায শেষ করে হাঁটু গেড়ে (তাশাহহুদের বৈঠকের ন্যায়) বসলেন; লোকেরাও হাঁটু গেড়ে বসলেন। হযরত আলা বিন হাযরামী রা. নিজে সুর্যোদয় পর্যন্ত হাত উত্তোলন করে দুআয় মশগুল থাকলেন এবং লোকেরাও অনুরূপ করলো। (আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ: বাহরাইনের মুরতাদদের আলোচনায়) আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. বর্ণিত এ ঘটনাটি সনদসহ প্রায় হুবহু বর্ণনা করেছেন আল্লামা ইবনে জারীর তবারী রহ. তাঁর 'তারীখে তাবারী' কিতাবে। তাঁর বর্ণনা নিম্নরূপ,

كَتَبَ إِلَيَّ السَّرِيُّ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنْ سيف، عن الصعب بن عطية ابن بِلَالٍ، عَنْ سَهْمِ بْنِ مِنْجَابٍ، عَنْ مِنْجَابِ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: بَعَثَ أَبُو بَكْرٍ الْعَلاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ عَلَى قِتَالِ أَهْلِ الرِّدَّةِ بِالْبَحْرَيْنِ،.. وَنَادَى الْمُنَادِي بِصَلاةِ الصُّبْحِ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ

فَصَلَّى بِنَا، وَمِنَّا الْمُتَيَمِّمُ، وَمِنَّا مَنْ لَمْ يَزَلْ عَلَى طُهُورِهِ، فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ جَثَا لِرُكْبَتَيْهِ وَجَثَا النَّاسُ، فَنَصَبَ فِي الدُّعَاءِ وَنَصَبُوا مَعَهُ،

১৬১। অনুবাদ : ফজরের নামাযের ওয়াক্ত হলে মুআজ্জিন আজান দিলেন। অতঃপর তিনি আমাদেরকে নিয়ে নামায পড়লেন। আমাদের মধ্যে কেউ ছিল তায়াম্মুমকারী আর কেউ ছিলো আগে থেকে পবিত্র। নামায শেষ করে তিনি হাঁটু গেড়ে (তাশাহহুদের বৈঠকের ন্যায়) বসলেন এবং লোকেরা সবাই হাঁটু গেড়ে বসলো। হযরত আলা বিন হাযরামী রা. দুআয় মশগুল হলেন এবং লোকেরাও দুআয় মশগুল হলো। (তারীখে তাবারী, অধ্যায়: বাহরাইনবাসী এবং তাদের মুরতাদ হওয়ার আলোচনা)

ফায়দা : তারীখে তাবারীতে উল্লিখিত সনদটি গ্রহণযোগ্য। কারণ, হযরত আলা বিন হাযরমী রা. বর্ণিত বাহরাইনের মুরতাদদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের এ ইতিহাস উম্মাতের নিকটে প্রসিদ্ধ। আবার ইলমে হাদীস, তাফসীর ও ইতিহাসে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন তিন তিনজন মহা মনীষী হযরত আলা বিন হাযরমী রা.-এর উক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। উপরন্তু, হাদীস আর ইতিহাস দুটি আলাদা বিষয়। অতএব, হাদীসের সনদ গ্রহণের শর্তাবলী ইতিহাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তার প্রমাণ হিসেবে এ ঘটনার বর্ণনাকারী সাইফের প্রতি লক্ষ্য করুন। ইবনে হাজার আসকালানী রহ. তাঁর ব্যাপারে বলেন: ضعيف فى الحديث عمدة فى التاريخ "তিনি হাদীসের ব্যাপারে দুর্বল; তবে ইতিহাসের ব্যাপারে عمدة বিশ্বস্ত। (তাকরীব: ৩০১৫)। সুতরাং ইতিহাস হিসেবে এ ঘটনাটি গ্রহণযোগ্য।

فَقَالَ: لَنْ تُرَاعُوا، أَنْتُمُ الْمُسْلِمُونَ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَنْصَارُ اللَّهِ فَأَبْشِرُوا فَوَاللَّهِ لَنْ تُخْذَلُوا فَلَمَّا صَلَّوُا الصُّبْحَ دَعَا الْعَلَاءُ وَدَعَوْا مَعَهُ،

১৬২। অনুবাদ : হযরত আলা বিন হাযরমী রা. বলেন: তোমরা ভয় পেও না। তোমরা মুসলমান, আল্লাহর রাস্তায় রয়েছো এবং তোমরা আল্লাহর (দ্বীনের) সাহায্যকারী। তোমরা সুসংবাদ শোন। আল্লাহর শপথ, তোমরা কখনই অপদস্ত হবে না। যখন ফজরের নামায পড়লেন, হযরত আলা দুআ করলেন এবং তাঁর সাথীরাও তাঁর সাথে দুআ করলেন। (আল কামিল ফিত্ তারীখ, লিইবনে আসীর যাঝারী)

সারসংক্ষেপ : হাদীসের নীতিমালা অনুযায়ী ইবাদাতের ক্ষেত্রে সাহাবাদের আমল হুকমী মারফু' অর্থাৎ রসূলুল্লাহ স. থেকে শুনে বা দেখে করেছেন বলে ধরে নেয়া

হয়ে থাকে। সুতরাং হযরত আলা বিন হাযরামী রা. ও তাঁর সাথীদের আমল থেকে ফরয নামাযের পরে ইজতিমাঈ দুআ শরীআত সম্মত বলে প্রমাণিত হয়।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي حَيٍّ الْمُؤَذِّنِ الْحِمْصِيِّ عَنْ ثَوْبَانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ أَنْ يَنْظُرَ فِي جَوْفِ بَيْتِ امْرِئٍ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ فَإِنْ نَظَرَ فَقَدْ دَخَلَ وَلاَ يَؤُمَّ قَوْمًا فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ وَلاَ يَقُومُ إِلَى الصَّلاَةِ وَهُوَ حَقِنٌ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي أُمَامَةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ثَوْبَانَ حَدِيثٌ حَسَنٌ

হাদীস নম্বর-২১৭ : হযরত সাওবান রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন: অনুমতি ব্যতীত কারও ঘরের ভেতর দৃষ্টিপাত করা জায়েয নেই। কেউ যদি কারও ঘরের ভেতর দৃষ্টিপাত করে, তবে তো সে তাতে প্রবেশই করে ফেললো। কোন জনসমষ্টির ইমামতি করে দুআর বেলায় তাদের বাদ দিয়ে কেবল নিজের জন্য দুআ করবে না। এরূপ করলে তাদের সাথে খেয়ানত করা হবে। পেশাব-পায়খানার বেগরুদ্ধ করে কেউ নামাযে দাঁড়াবে না। ইমাম তিরমিজী রহ. বলেন: সাওবান রা.-এর হাদীসটি হাসান এবং এ বিষয়ে হযরত আবু হুরায়রা ও আবু উমামা রা. থেকে হাদীস বর্ণিত আছে। (তিরমিজী: ৩৫৭)

হাদীসটির স্তর : হাসান। ইমাম তিরমিজী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। আর ইমাম বুখারী বলেন, أَصَحُّ مَا يُرْوَى فِي هَذَا الْبَابِ هَذَا الْحَدِيثُ. এটা এ অধ্যায়ের সবচেয়ে সহীহ হাদীস। (আল আদাবুল মুফরাদ-১০৯৩) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি ইবনে মাজা এবং আবু দাউদ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৩৮৪৭)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীসে মুক্তাদীদেরকে বাদ দিয়ে ইমাম শুধু তাঁর নিজের জন্য দুআ করলে এটাকে রসূলুল্লাহ স. মুক্তাদীদের সাথে খেয়ানত বলে উল্লেখ করেছেন। নামাযের মধ্যে আমরা যে দুআ পড়ে থাকি তার কোনটায় মুক্তাদীদেরকে শরীক করে কোন দুআ নেই। দুই সিজদার মাঝে এবং দুরুদের পরে যে দুআ হাদীসে বর্ণিত আছে তাও কেবল নিজের জন্য। তাহলে এ কথা বলা যেতে পারে যে, খেয়ানত থেকে বাঁচার কোন ব্যবস্থা নামাযে পঠিত দুআগুলোতে নেই। অবশ্য, নামাযের পরের দুআকে হিসেব করলে উক্ত খেয়ানত থেকে বাঁচার একটি পথ পাওয়া যেতে পারে। নামাযের পরে দুআর আমল পূর্ববর্ণিত বেশ কিছু

হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। এ ছাড়া হাদীসের ভাষার প্রতি লক্ষ্য করলেও নামাযের পরের দুআই বুঝে আসে। কারণ ইমামতি করা আর দুআ করা এ দুইয়ের মাঝে **ف** অক্ষরটি ব্যবহার করা হয়েছে যা ধারাবাহিকতার অর্থ প্রকাশ করে। অর্থাৎ আগে ইমামতির কাজ শেষ করবে তারপর দুআ করবে। আর ইমামতির কাজ শেষ হয় সালামের মাধ্যমে। সুতরাং দুআ হবে সালামের পরে। এখন فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ-এর অর্থের ব্যাপারে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে। **এক.** শুধু নিজের জন্য দুআ করা, অন্যদের জন্য না করা; **দুই.** অন্যদেরকে সাথে না নিয়ে একা একা দুআ করা। দ্বিতীয় অর্থটি হয়তো নতুন মনে হচ্ছে। তবে উলামায়ে কিরামের খেদমতে আরয, আরবী ইবারতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন, এ অর্থটিও হতে পারে কিনা। যদি ইবারতে এ অর্থের সম্ভাবনা না থাকে তাহলে আমার কিছু বলার নেই। আর যদি সম্ভাবনা থাকে, তাহলে এটাও ফরয নামাযের পরে ইজতিমাঈ দুআর একটি দলীল হতে পারে।

উপরোল্লিখিত হাদীসগুলো দ্বারা নামাযের পরে দুআ, দুআর সময় হাত উত্তোলন করা, ইজতিমাঈ দুআ, একজন দুআ করা আর অন্যদের আমীন বলা, ঈদের নামাযের পরে সম্মিলিত দুআ, এমনকি সাহাবার আমল দ্বারা ফরয নামাযের পরে ইজতিমাঈ দুআও প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং ফরয নামাযের পরে হাত উত্তোলন করে ইজতিমাঈ দুআকে ভিত্তিহীন বলার কোন সুযোগ নেই। অবশ্য, রসূলুল্লাহ স. বা সাহাবায়ে কিরাম এ আমলটি স্থায়ীভাবে করেছেন মর্মে কোন পরিষ্কার বর্ণনা হাদীসে খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই হাদীসের মর্মানুসারে ফরয নামাযের পরে হাত উত্তোলন করে ইজতিমাঈ দুআ মাঝে-মধ্যে ছেড়ে দেয়া উত্তম। যাতে সাধারণ মানুষের মধ্যেও এ বুঝ সৃষ্টি হয় যে, এটা মুস্তাহাব পর্যায়ের আমল; সুতরাং করা উত্তম হলেও না করাতে কোন দোষ নেই।

কোন কোন আলিম ফরয নামাযের পরে হাত উত্তোলন করে ইজতিমাঈ দুআর আমলকে ভিত্তিহীন এবং বিদআত বলে থাকেন। কিন্তু তা সঠিক নয়। পূর্ববর্ণিত মারফু' হাদীস এবং সাহাবায়ে কিরামের আমলের সমষ্টি দ্বারা প্রায় স্পষ্টভাবেই এ বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। উপরুন্তু কোন আমলের পরিপূর্ণ রূপ নির্দিষ্ট একটা হাদীস বা একটা আয়াতে থাকতে হবে এমন দাবী গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাতসহ প্রায় সব ইবাদাতের পূর্ণাঙ্গ রূপ কোন একটি হাদীসে আসেনি। সুতরাং ফরয নামাযের পরে হাত উত্তোলন করে ইজতিমাঈ দুআর আমল একই হাদীসে বর্ণিত থাকতে হবে তা সঠিক নয় এবং কোন আমল গ্রহণযোগ্য

হওয়া বা না হওয়ার শর্তও নয়। আবার কোন আমল ছুন্নাত বা মুস্তাহাব প্রমাণিত হওয়ার জন্য রসূলুল্লাহ স. এবং সাহাবায়ে কিরাম কর্তৃক বার বার করতে হবে তা-ও জরুরী নয়। যেমন ইসতিসকার নামায ছুন্নাত; অথচ রসূলুল্লাহ স. সারা জীবনে মাত্র একবার পড়েছেন। পরবর্তীতে বৃষ্টির প্রয়োজন দেখা দিলে তিনি সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে জুমআর খুতবায় সম্মিলিত দুআ করেছেন; কিন্তু ইসতিসকার নামায পড়েননি। (বুখারীঃ ৯৭৩)

নামাযের পরে দুআ করা একটি নফল কাজ। এটা মাঝে মধ্যে করা যেতে পারে। আবার স্থায়ীভাবেও করা যেতে পারে। হযরত আয়েশা রা. চাশতের আট রাকাত নামায পড়তেন। অতঃপর বলতেনঃ لَوْ نُشِرَ لِي أَبَوَايَ مَا تَرَكْتُهُنَّ আমার পিতা-মাতাকে জীবিত করে দেয়া হলেও আমি এটা ছাড়বো না। (মুওয়াত্তা মালেকঃ ৩৬২) এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, নফল ইবাদত গুরুত্ব সহকারে স্থায়ীভাবে আদায় করলে সেটা বিদআত হয়ে যাবে তা নয়।

একাকি নির্জনে দুআ উত্তম হলেও প্রকাশ্যে সম্মিলিত দুআ রসূলুল্লাহ স. নিজে করেছেন। অতএব, ফরয নামাযের পরের দুআও একত্রে করা যেতে পারে। হযরত আলা বিন হাজরমী রা.-এর আমল দ্বারা এ বিষয়টির বাস্তব উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায়।

হাদীসের ইশারা-ইঙ্গীত দ্বারা এটা যতটা পরিস্কার হয়েছে নফল বা মুস্তাহাব প্রমাণের জন্য এর চেয়ে বেশী কিছু প্রয়োজন হয় না। উপরুন্তু ফরয নামাযের পরে সম্মিলিত দুআর আমল উম্মতের মধ্যে ব্যাপকভাবে চালু রয়েছে। সুতরাং ছুন্নাত আদায়ে দেরী না হয় এবং মাসবুকদের নামায আদায়ে সমস্যা না হয় এমনভাবে ফরয নামাযের পরে সম্মিলিত দুআর আমল করা উত্তম হবে।

মোট কথা, এটা সর্বজন বিদিত যে, দুআ একটি নফল ইবাদাত। এর জন্য কোন সুনির্ধারিত সময় নেই। তবে দুআ কবুল হওয়ার কিছু খাছ সময়ের কথা হাদীসে বর্ণিত আছে। আর কিছু খাছ আদবের কথাও বর্ণিত আছে যা দুআ কবুলের জন্য সহায়ক। সেসব খাছ সময়ের মধ্যে একটি হলো ফরয নামাযের পর। (তিরমিজীঃ ৩৪৯৯) আর আদবসমূহের মধ্যে রয়েছে হাত উত্তোলন করা। (আবু দাউদঃ ১৪৮৬) ইজতিমাঈ দুআ যদিও দুআর কোন আদব নয়; তবে একত্রে অনেক মানুষের দুআ রসূলুল্লাহ স.-এর আমল দ্বারা প্রমণিত (বুখারীঃ ৯৭৩) এবং আল্লাহ তাআলার নিকটে অধিক পছন্দনীয়। (মুসতাদরাকে হাকেমঃ ১৮৩১) আর বুখারী শরীফের ৯২০ নম্বর হাদীসও এর প্রতি ইঙ্গিত করে। নামাযের পরে হাত উত্তোলন

করে সম্মিলিত দুআ করা উপরোক্ত নিয়মের বাইরে নয়। উপরুন্তু, হযরত আলা বিন হাযরমী রা.-এর আমল (তারীখে তাবারী, আল কামিল ফিত তারীখ ও আলবিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহঃ ৬/৩৬১) দ্বারা এর গ্রহণযোগ্যতা পূর্ণতায় পৌঁছেছে। এসব কিছুর পরও এটাকে বিদআত বলার কারণ কী তা আমার বোধগম্য নয়। বিদআত তো এমন বিষয়কে বলা হয় যার কোন ভিত্তি خير القرون-এ পাওয়া যায় না। অথচ আলা বিন হাযরামী রা.-আরে আমলসহ পূর্ববর্ণিত হাদীসগুলো দ্বারা তার মজবুত ভিত্তি প্রমাণিত হয়েছে।

বর্তমান দেখা যায়, ফজর ও আসরের নামাযের পরে প্রায় অর্ধেক মুসল্লী মুনাজাতের পূর্বেই উঠে যায়। ইজতিমাঈ দুআকে বিদআত বলার পরিণামে একাকী দুআর সুন্নাতও ইতিমধ্যে বিদায় নিতে চলেছে। তারপরেও মুনাজাতকে 'জনসাধারণ জরুরী মনে করে তাই ছেড়ে দেয়া উচিত' বলে আমরা নতুন করে আর কোন প্রমাণের অপেক্ষায় আছি? কুরআন-হাদীসের মূলনীতির আলোকে যেটা জায়েয হয় এবং সাহাবার আমল দ্বারা সমর্থিত হয় সেটাকে স্পষ্ট কোন দলীল ব্যতীত বিদআ'ত বলে প্রত্যাখ্যান করায় দ্বীনের স্বার্থ রক্ষা হবে কি? উপরোক্ত বিষয়টিকে আরও একটু স্পষ্ট করতে এ ব্যাপারে প্রখ্যাত কয়েকজন উলামায়ে কিরামের মন্তব্য পাঠকদের খেদমতে পেশ করছি।

দুআর ব্যাপারে কিছু বিশিষ্ট উলামায়ে কিরামের মন্তব্য :

ইমাম নববী রহ.

الدعاء للإمام و المأموم والمنفرد مستحب عقب كل الصلوات بلا خلاف ويستحب ان يقبل على الناس

ইমাম, মুক্তাদী ও একাকী নামাযী সকলের জন্য প্রত্যেক নামাযের পরে দুআ করা সর্বসম্মতিক্রমে মুস্তাহাব। আর ইমামের জন্য মুস্তাহাব হলো (দুআর সময়) মুসল্লিদের দিকে ফেরা। (শরহুল মুহাজ্জাবঃ ৩য় খন্ড, ৪৮৮ পৃষ্ঠা)

হযরত মাওলানা মুফতী রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ.

ফকীহুন্নফস হযরত মাওলানা মুফতী রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ.ও মুনাজাত অস্বীকারকারীদের সমালোচনা করেছেন। (আল কাওকাবুদ্দুররীঃ ২/২৯১)

হাকীমুল উম্মাত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ.

নামাযের পরে ইমামের দুআ করা এবং উপস্থিত লোকদের আমীন বলার বিষয়ে অনেক আলোচনা-পর্যালোচনা করা হয়েছে। ইমাম ইবনে আরাফা এবং অন্যান্যদের বক্তব্যের সার কথা এই যে, যদি নামাযের পরের দুআ এই বিশ্বাসে করা হয় যে, এটা নামাযের ছুন্নাত-মুস্তাহাবসমূহের একটি সুন্নাত বা মুস্তাহাব আমল। তাহলে এটা বৈধ নয়। তবে এ ধরণের বিশ্বাস পোষণ করা ব্যতীত যদি এ জন্য দুআ করে যে, এটা স্বতন্ত্র একটা মুস্তাহাব ইবাদাত। তাহলে দুআর মূল হুকুমের উপর ভিত্তি করে এটাও মুস্তাহাব হবে যেহেতু দুআর ফজিলত কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। (ইমদাদুল ফতোয়া-১ম খন্ড, ৮০৪ পৃষ্ঠা)

মুফতী কিফায়াতুল্লাহ রহ.

মুফতী কিফায়াতুল্লাহ রহ. বলেন: ফরয নামাযের পরে ইমাম সাহেব কর্তৃক উচ্চ আওয়াজে দুআ করা এবং মুক্তাদী কর্তৃক আমীন আমীন বলার পদ্ধতিকে জরুরী মনে না করলে বৈধ। (কিফায়াতুল মুফতী: ৩য় খন্ড, ৩৩০ পৃষ্ঠা)

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ.

واعلم أن الأدعية بهذه الهيئة الكذائية لم تَثْبُت عن النبيِّ صلى الله عليه وسلّم ولم يَثْبُت عنه رفع الأيدي دُبُر الصلوات في الدعوات إلا أقل قليل، ومع ذلك وَرَدَت فيه ترغيباتٌ قوليةٌ، والأمر في مثله أن لا يُحْكَم عليه بالبدعة، فهذه الأدعية في زماننا ليست بسنةٍ بمعنى ثبوتها عن النبيِّ صلى الله عليه وسلّم وليست ببدعة بمعنى عدم أصلها في الدين،....

আজানের পরে হাত উঠিয়ে দুআ করার বিষয়ে হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. বলেন: জেনে রাখ যে, অনুরূপ পদ্ধতিতে দুআ করা রসূলুল্লাহ স. থেকে প্রমাণিত নয়। আর নামাযের পরে হাত তুলে দুআ করার আমলও রসূলুল্লাহ স. থেকে খুব কমই পাওয়া যায়। এতদসত্ত্বেও এ ব্যাপারে মৌখিক উৎসাহ প্রমাণিত। এ জাতীয় বিষয়কে বিদআত বলা যায় না। **আমাদের যুগের এ দুআ রসূলুল্লাহ স. থেকে প্রমাণিত সুন্নাত নয়। আবার দ্বীনের মধ্যে ভিত্তিহীন বিদআতও নয়**। আরও কিছু পরে গিয়ে তিনি বলেন:

فإن ذُقْتَ هذا، نفِّس عن كُربٍ ضَاقَ بِهَا الصدر، لا أن الرفعَ بدعةٌ، فقد هَدِىَ إليه في قوليات كثيرة، وفعله بعد الصلاة قليلا، وهكذا شأنه في باب

الأذكار والأوراد، اختار لنفسه ما اختاره الله له. وبقي أشياء رَغَّب فيها للأمة، فإن التزم أحد منا الدعاء بعد الصلاة برفع اليد، فقد عَمِلَ بما رغَّب فيه، وإن لم يكثره بنفسه. فاعلم ذلك اه.

যদি এ বিষয়গুলো তুমি অনুধাবন করে থাক তাহলে তোমার মনের সংকীর্ণতা ঝেড়ে ফেলে দাও। (দুআর সময়) হাত তোলা বিদআত নয়। রসূলুল্লাহ-এর অনেক কথা এবং নামাযের পরে কিছু কাজ সেদিকে পথ দেখিয়েছে। আর এমনই অবস্থা জিকির ও অজীফার। রসূলুল্লাহ স. নিজের জন্য তাই বেছে নিয়েছেন আল্লাহ তাআলা তাঁর জন্য যা পছন্দ করেছেন। আর কিছু বিষয় তিনি উম্মাতকে উৎসাহিত করেছেন। আমাদের কেউ যদি নামাযের পরে হাত উঠিয়ে দুআ করার আমল করতে থাকে তাহলে সে এমন আমল করলো যে কাজে রসূলুল্লাহ স. উৎসাহ দিয়েছেন; যদিও তিনি নিজে এ কাজ বেশী করেননি। (ফাইজুল বারী: 'মুয়াজ্জিনের আজান শুনে কী বলবে' অধ্যায়)

আল্লামা ইউসুফ বিন্নুরী রহ.

فهذه وما شاكلها تكاد تكفى حجة لما اعتاده الناس فى البلاد من الدعات الإجتماعية دبر الصلوات ولذا ذكره فقهاؤنا أيضا كما فى نور الإيضاح و شرحه مراقى الفلاح للشرنبلالى ويقول النووى فى شرح المهذب الدعاء للإمام و المأموم والمنفرد مستحب عقب كل الصلوات بلا خلاف ويستحب ان يقبل على الناس قلت وثبت الدعاء مستقبل القبلة أيضا كما تقدم فى حديث ابى هريرة عند ابى حاتم فثبتت الصورتان جميعا فلينبه–(معارف السنن,١٢٣/٣ باب ما يقول إذا سلم)

হযরত মাওলানা ইউসুফ বিন্নুরী রহ. বেশ কিছু হাদীস পেশ করার পরে বলেন: এগুলো এবং এর অনুরূপ যা আছে তা দ্বারা আমাদের দেশে প্রচলিত নামাযের পরে সম্মিলিত দুআর প্রমাণের জন্য প্রায় যথেষ্ট হয়ে যায়। এ কারণে নামাযের পরে সম্মিলিত দুআর কথা আমাদের ফকীহগণ বলেছেন। যেমনটি উল্লেখ রয়েছে আবুল হাসান শারাম্বুলালীর লিখিত 'নুরুল ঈযাহ' এবং উক্ত কিতাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'মারাকিল ফালাহ' কিতাবে। ইমাম নববী 'শরহুল মুহাজ্জাব' কিতাবের ৩য় খন্ড, ৪৮৮ পৃষ্ঠায় বলেন: ইমাম, মুক্তাদী ও একাকী নামাযী সকলের জন্য প্রত্যেক

নামাযের পরে দুআ করা সর্বসম্মতিক্রমে মুস্তাহাব। আর ইমামের জন্য মুস্তাহাব হলো (দুআর সময়) মুসল্লীদের দিকে ফেরা। আল্লামা বিন্নুরী রহ. বলেন: কিবলার দিকে ফিরে দুআ করাও প্রমাণিত, যেভাবে হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে তাফসীরে আবু হাতিমে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং (মুসল্লীদের দিকে ফিরে এবং কিবলামুখী হয়ে) উভয় পদ্ধতিই প্রমাণিত হলো। সুতরাং বিষয়টি ভেবে দেখুন। (মাআরিফুস সুনান: ৩/১২৩, 'সালামের পরে কী বলবে' অধ্যায়)

আল্লামা জাফর আহমাদ উসমানী রহ.

ان ما جرى به العرف فى ديارنا ان الإمام يدعو فى دبر بعض الصلوات مستقبلا للقبلة ليس ببدعة بل له أصل من السنة وإن كان الأولى أن ينحرف الإمام بعد كل صلاة يمينا أويسارا (إعلاء السنن)

প্রখ্যাত হাদীস সংকলক হযরত মাওলানা জাফর আহমাদ উসমানী রহ. বলেন: "আমাদের দেশে যে রীতি প্রচলিত রয়েছে যে, ইমাম সাহেব কোন কোন নামযের পরে কিবলামুখী হয়ে দুআ করেন, তা বিদআত নয়। বরং হাদীসে উক্ত দুআর ভিত্তি রয়েছে। যদিও ইমামের জন্য প্রত্যেক নামাযের পর ডানে বা বামে ফেরা উত্তম"। (ই'লাউস সুনান: ৩/১৯৯)

তিনি আরও বলেন: "আমাদের দেশে যে সম্মিলিত মুনাজাতের প্রথা চালু আছে যে, ইমাম সাহেব নামাযের পরে কিবলামুখী বসে দুআ করে থাকেন, এটা কোন বিদআত কাজ নয়। বরং হাদীসে এর প্রমাণ রয়েছে। তবে ইমামের জন্য উত্তম হলো ডানদিক বা বামদিকে ফিরে মুনাজাত করা"। (ই'লাউস সুনান: ৩/১৬৩, ৩/১৯৯)

তিনি আরও বলেন: "হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর হাত উঠিয়ে মুনাজাত করা মুস্তাহাব। যেমন আমাদের দেশে এবং অন্যান্য মুসলিম দেশে প্রচলিত আছে"। (ই'লাউস সুনান: ৩/১৬৭, ৩/২০৪) এরপর তিনি নামাযের পরে মুনাজাত অস্বীকারকারীদের কঠোর সমালোচনা করেছেন। (ই'লাউস সুনান: ৩/২০৩)

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ.-এর নিম্নলিখিত মন্তব্যকে এ বিষয়ের সিদ্ধান্ত বলা যেতে পারে।

হযরত বলেন: "আমাদের যুগের এ দুআ রসূলুল্লাহ স. থেকে প্রমাণিত সুন্নাত নয়। আবার এটা দ্বীনের মধ্যে ভিত্তিহীন বিদআতও নয়।" তিনি আরও বলেন: "কেউ যদি নামাযের পরে হাত উঠিয়ে দুআ করার আমল করতে থাকে তাহলে সে এমন

আমল করলো যে কাজে রসূলুল্লাহ স. উৎসাহ দিয়েছেন; যদিও তিনি নিজে এ কাজ বেশী করেননি।"

এ বিষয়টি নিয়ে এত দীর্ঘ আলোচনা দ্বারা কাউকে দিয়ে ফরয নামাযের পরে হাত উঠিয়ে সম্মিলিত দুআ করানো বা ছাড়ানো আমার উদ্দেশ্য নয়; বরং আমার উদ্দেশ্য হলো যারা এটাকে বিদআত বলে থাকেন তারা বিদআত বলা বন্ধ করুন। আর যারা এটাকে আবশ্যকীয়ভাবে আঁকড়ে ধরেছেন তারা তা বর্জন করুন।

সালামের পরে সিজদায়ে সাহু করা

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لاَ أَدْرِي زَادَ أَوْ نَقَصَ ـ فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَحَدَثَ فِي الصَّلاَةِ شَىْءٌ قَالَ " وَمَا ذَاكَ ". قَالُوا صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا. فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، فَلَمَّا أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَالَ " إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلاَةِ شَىْءٌ لَنَبَّأْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَتَحَرَّى الصَّوَابَ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ يُسَلِّمْ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ ".(رَوَاه الْبُخَارِيُّ فِيْ بَابِ التَّوَجُّهِ نَحْوَ القِبْلَةِ حَيْثُ كَانَ)

হাদীস নম্বর-২১৮ : হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. বলেন: রসূলুল্লাহ স. নামায পড়লেন। রাবী ইবরাহীম রহ. বলেন: আমার জানা নেই, তিনি বেশী করেছেন বা কম করেছেন। সালাম ফেরানোর পরে বলা হলো: ইয়া রসূলাল্লাহ! নামাযের মধ্যে কি নতুন কিছু হয়েছে? তিনি বললেন: তা কী? তাঁরা বললেন: আপনি তো এরূপ এরূপ নামায আদায় করেছেন। রসূলুল্লাহ স. তখন দু'পা ঘুরিয়ে কিবলামুখী হলেন এবং আরও দু'টি সিজদা করলেন। এরপর সালাম ফিরালেন। অতঃপর তিনি আমাদের দিকে ফিরে বললেন: যদি নামায সম্পর্কে নতুন কিছু হতো, তাহলে অবশ্যই আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিতাম। কিন্তু আমি তো মানুষ; তোমরা যেমন ভুল করে থাক, আমিও ভুল করি। সুতরাং আমি কখনও ভুল করলে তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিবে। আর তোমাদের কেউ নামাযে সন্দেহে পড়লে সে

যেন নিঃসন্দেহ হওয়ার চেষ্টা করে এবং সে অনুযায়ী নামায পুরো করে। অতঃপর সালাম ফিরিয়ে দু'টি সিজদা আদায় করে। (বুখারী: ৩৯২)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি সিহাহ সিত্তার সব কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। (জামিউল উসূল: ৩৭৬৬)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে সিজদায়ে সাহু করতে হবে সালামের পরে।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِي ثَلاَثِ رَكَعَاتٍ ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْخِرْبَاقُ وَكَانَ فِي يَدَيْهِ طُولٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَذَكَرَ لَهُ صَنِيعَهُ. وَخَرَجَ غَضْبَانَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى النَّاسِ فَقَالَ « أَصَدَقَ هَذَا ». قَالُوا نَعَمْ. فَصَلَّى رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ.(رَوَاه مُسْلِمٌ فِيْ بَابِ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ وَالسُّجُودِ لَهُ)

হাদীস নম্বর-২১৯ : হযরত ইমরান বিন হুছইন রা. থেকে বর্ণিত: রসূলুল্লাহ স. আছরের নামায পড়ালেন এবং তৃতীয় রাকাতে সালাম ফিরিয়ে ঘরে চলে গেলেন। অতঃপর খিরবাক নামীয় লম্বা হাত বিশিষ্ট একজন সাহাবী রসূলুল্লাহ স.-এর নিকটে গেলেন এবং 'ইয়া রসূলাল্লাহ' বলে ডাক দিয়ে রসূলুল্লাহ স. যা করেছেন তা উল্লেখ করলেন। রসূলুল্লাহ স. রাগান্বিত অবস্থায় চাদর টানতে টানতে বের হলেন এবং লোকদের কাছে এসে বললেন: এ লোকটি কি ঠিক বলেছে? সাহাবায়ে কিরাম বললেন: হ্যাঁ। অতঃপর রসূলুল্লাহ স. এক রাকাত নামায পড়ালেন। অতপর (সাহু সিজদার) সালাম ফেরালেন তরপর দুটি সিজদা করলেন এবং পুনরায় সালাম ফেরালেন। (মুসলিম: ১১৭১)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবু দাউদ, নাসাঈ এবং ইবনে মাজাহ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামিউল উসূল: ৩৭৬৭)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ স. সালাম ফিরিয়ে সিজদায়ে সাহু করতেন। এরপরে নামায শেষের সালাম ফেরাতেন। সুতরাং সিজদায়ে সাহু করতে হবে সালামের পরে।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ أَزِيدَ فِي الصَّلاَةِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (رَوَاه التِّرمِذِيْ فِيْ بَابِ مَا جَاءَ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلاَمِ وَالْكَلاَمِ)

হাদীস নম্বর-২২০ : হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. বলেন: রসূলুল্লাহ স. যোহরের নামায পাঁচ রাকাত পড়লেন। তাঁকে বলা হলো: নামাযে কি বৃদ্ধি করা হয়েছে? অতঃপর তিনি সালাম ফেরানোর পরে দু'টি সিজদা করলেন। ইমাম তিরমিজী রহ. বলেন: এ হাদীসটি হাসান-সহীহ। (তিরমিজী: ৩৯২)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি সিহাহ সিত্তার সব কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। (জামিউল উসূল: ৩৭৬৬)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, সিজদায়ে সাহু করতে হবে সালামের পরে।

حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ يَعْنِي ابْنَ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَام

হাদীস নম্বর-২২১ : হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত: রসূলুল্লাহ স. সালামের পরে দু'টি সিজদায়ে সাহু করেছেন। (মুসনাদে আহমাদ: ১০৮৮৭)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী/মুসলিমের রাবী। সুতরাং হাদীসটি সহীহ। শায়খ শুআইব আরনাউত বলেন: إسناده صحيح على شرط مسلم "হাদীসটি মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ"। (মুসনাদে আহমাদ: ১০৮৮৭ নম্বর হাদীসের আলোচনায়)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ স. সিজদায়ে সাহু করতেন সালামের পরে। সুতরাং আমাদেরও তা-ই করা উচিত।

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَهُمَا بَعْدَ السَّلَامِ ، وَقَالَ مَرَّةً: " إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ السَّجْدَتَيْنِ فِي السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ "

হাদীস নম্বর-২২২ : হযরত আলকামা রহ. থেকে বর্ণিত: হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. বলেন: রসূলুল্লাহ স. সালামের পরে দু'টি সিজদা করেছেন। কখনও বলেন: রসূলুল্লাহ স. সালামের পরে দু'টি সিজদায়ে সাহু করেছেন। (মুসনাদে আহমাদ: ৩৫৭০)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী। শায়খ শুআইব আরনাউত বলেন: إسناده صحيح على شرط الشيخين "হাদীসটির সনদ বুখারী-মুসরিমের শর্তানুযায়ী সহীহ"। (মুসনাদে আহমাদ: ৩৫৭০ নম্বর হাদীসের আলোচনায়)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে সিজদায়ে সাহু করতে হবে সালামের পরে।

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّهُ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلاَمِ.

হাদীস নম্বর-২২৩ : হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত: তিনি সালামের পরে দুটি সিজদায়ে সাহু করেছেন। (ইবনে আবী শাইবা: ৪৪৭০)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাউকুফ। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী/মুসলিমের রাবী।

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে সিজদায়ে সাহু করতে হবে সালামের পরে।

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ سَعْدًا وَعَمَّارًا سَجَدَاهُمَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ

হাদীস নম্বর-২২৪ : হযরত ইমাম শা'বী রহ. থেকে বর্ণিত: হযরত সা'দ ও হযরত আম্মার রা. সালামের পরে দু'টি সিজদায়ে সাহু করেছেন (ইবনে আবী শাইবা: ৪৪৭৬)

হাদীসটির স্তর : হাসান। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী/মুসলিমের রাবী। তবে আশআস বিন সাওআরের ব্যাপারে ইমামগণের মিশ্র মন্তব্য রয়েছে। ইমাম জাহাবী তাঁকে সত্যনিষ্ঠ বলেছেন। (আল কাশেফ: ৪৪০)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, সিজদায়ে সাহু করতে হবে সালামের পরে।

উল্লেখ্য, উপরোক্ত সহীহ হাদীসসমূহে রসূলুল্লাহ স. এবং সাহাবায়ে কিরামের আমল বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁরা সালামের পরে সাহু সিজদা করতেন। এ সব দলীলের ভিত্তিতে আমরা সালামের পরে সিজদায়ে সাহু করে থাকি। এর বিপরীতে সালামের পূর্বে সিজদায়ে সাহু করার কথাও সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে। সে সব হাদীসের ভিত্তিতে কেউ যদি সালামের পূর্বে সিজদায়ে সাহু করে তাহলেও সিজদায়ে সাহু আদায় হয়ে যাবে।

সিজদায়ে সাহুর সালামের পরে তাশাহহুদ পড়া

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ تَشَهَّدَ، ثُمَّ سَلَّمَ»، «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ»، قال الحاكم في المستدرك هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ،

হাদীস নম্বর-২২৫ : হযরত ইমরান বিন হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম স. তাদেরকে নামায পড়ালেন এবং ভুল করলেন। ফলে তিনি দু'টি সিজদা করলেন অতঃপর তাশাহহুদ পড়লেন তারপরে সালাম ফিরালেন। (তিরমিজী-৩৯৫, ইবনে খুযায়মা-১০৬২, আবু দাউদ-১০৩৯, ইবনে হিব্বান-২৬৭০, মুসতাদরাকে হাকেম-১২০৭)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। ইমাম তিরমিজী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। হাদীসটি হাসান, গরীব। আর হাকেম আবু আব্দুল্লাহ বলেন, হাদীসটি বুখারী-মুসলিমের শর্তে সহীহ। (মুসতাদরাকে হাকেম-১২০৭) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, নাসাঈ এবং আবু দাউদ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৩৭৫৯)

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «فِيهِمَا تَشَهُّدٌ»

হাদীস নম্বর-২২৬ : হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. বলেন, সিজদায়ে সাহুর সালামে তাশাহহুদ রয়েছে। (ইবনে আবি শাইবা-৪৪৯৩)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাওকূফ। এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই বুখারী-মুসলিমের রাবী। আর আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে ইবরাহীম নাখঈর মুরসাল সহীহ।

(তাহজীবুত তাহজীব) জামেউল উসূলের তাহকীকে শায়খ আব্দুল কাদের আরনাউত বলেন,. وقد صح ذلك عن ابن مسعود من قوله، أخرجه ابن أبي شيبة সিজদায়ে সাহুতে তাশাহহুদ পাঠের ব্যাপারে হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে সহীহ হাদীস ইবনে আবি শাইবাতে বর্ণিত আছে। (জামেউল উসূল-৩৭৫৯) আর এটাই সেই সহীহ হাদীস।

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ «سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، فَتَشَهَّدَ فِيهِمَا، ثُمَّ سَلَّمَ»

হাদীস নম্বর-২২৭ : হযরত ইবরাহীম নাখঈ রহ. থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি দু'টি সিজদায়ে সাহু করলেন তারপরে তাশাহহুদ পাঠ করলেন। অতঃপর সালাম ফিরালেন। (ইবনে আবি শাইবা-৪৪৯৪)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ قَالَ: سُئِلَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، عَنْ سَجْدَتَيِ الْوَهْمِ فِيهِمَا تَشَهُّدٌ؟ قَالَ: «أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُتَشَهَّدَ فِيهِمَا»

হাদীস নম্বর-২২৮ : হযরত সালামা বিন আলকামা রহ. থেকে বর্ণিত, হযরত মুহাম্মাদ বিন সীরীন রহ.কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, সিজদায়ে সাহুতে কি তাশাহহুদ আছে? তিনি বলেন, আমার নিকট তাশাহহুদ পাঠ করাই বেশী প্রিয়। (ইবনে আবি শাইবা-৪৪৯৫)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، أَنَّهُمَا قَالَا: «يَتَشَهَّدُ فِي سُجُودِ السَّهْوِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ»

হাদীস নম্বর-২২৯ : হযরত হাম্মাদ বিন আবি সুলায়মান এবং হাকাম বিন উতায়বা রহ. থেকে বর্ণিত আছে যে, সিজদায়ে সাহুতে তাশাহহুদ পাঠ করবে অতঃপর সালাম ফিরাবে। (ইবনে আবি শাইবা-৪৫০০)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

সারসংক্ষেপ : এ সকল হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, নামাযে নির্দিষ্ট কিছু ভুলের মাসূল হিসেবে দু'টি সিজদায়ে সাহু করতে হয় এবং উক্ত সিজদার পরে তাশাহহুদ পাঠ করে পুনরায় সালাম ফিরাতে হয়। আর সালামের পরে সিজদায়ে সাহু করার বিষয়ে সহীহ মারফূ' হাদীস পূর্বের অধ্যায়ে অতিবাহিত হয়ে গেছে।

সিজদায়ে সাহুর পদ্ধতি এই যে, শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পাঠ করে নামাযের সালাম ফিরানো। অতঃপর দু'টি সিজদায়ে সাহু করে পুনুরায় তাশাহহুদ পাঠ করে সালাম ফিরানো। দুরূদ এবং দুআয়ে মাছুরা প্রথম সালামের আগেও পড়া যেতে পারে; শেষ সালামের আগেও পড়া যেতে পারে। তবে জামাতের নামাযের ক্ষেত্রে শেষ সালামের আগে দুরূদ এবং দুআ পড়া উত্তম হবে। যেন প্রথম সালাম স্বাভাবিকের চেয়ে আগে ফিরানোর কারণে মুসল্লীদের জন্য সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টা অনুধাবন করা সহজ হয়।

সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হওয়ার কারণ

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীসসমূহের আলোকে বুঝা যায় যে, সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয় নামাযে এমন কোন বিষয় বৃদ্ধি করলে যা নামাযের অন্তর্ভুক্ত নয়। অথবা এমন কোন কিছু ছেড়ে দিলে যা নামাযের মধ্যে আবশ্যক (ওয়াজিব) অথবা নামাযের কোন জরুরী কাজ করা-না করার বিষয়ে সন্দেহ হওয়ার পরে সতর্কতামূলক পুনরায় তা করলে। তবে ফরয ছেড়ে দিলে সাহু সিজদা দ্বারা তার ক্ষতিপূরণ হতে পারে না। সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হওয়ার নীতিমালা হিদায়াহ কিতাবে এমনভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, উপরোল্লিখিত আবু দাউদ শরীফের ১০৩৮ নম্বর হাদীসে বর্ণিত 'প্রত্যেক ভুলের জন্য দুটি সিজদা রয়েছে' কথাটা দ্বারা নামাযের মধ্যকার আবশ্যক (ওয়াজিব) আমলের ক্ষেত্রে বেশী বা কম হওয়ার মাধ্যমে ভুল হওয়ার কথা বুঝা যায়। হিদায়া কিতাবে বলা হয়েছে:

قَالَ وَيَلْزَمُهُ السَّهْوُ إِذَا زَادَ فِي صَلَاتِهِ فِعْلًا مِنْ جِنْسِهَا لَيْسَ مِنْهَا وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ سَجْدَةَ السَّهْوِ وَاجِبَةٌ هُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّهَا تَجِبُ لِجَبْرِ نَقْصٍ تَمَكَّنَ فِي الْعِبَادَةِ فَتَكُونُ وَاجِبَةً كَالدِّمَاءِ فِي الْحَجِّ وَإِذَا كَانَ وَاجِبًا لَا يَجِبُ إِلَّا بِتَرْكِ وَاجِبٍ أَوْ تَأْخِيرِهِ أَوْ تَأْخِيرِ رُكْنٍ سَاهِيًا هَذَا هُوَ الْأَصْلُ وَإِنَّمَا وَجَبَ بِالزِّيَادَةِ لِأَنَّهَا لَا تَعْرَى عَنْ تَأْخِيرِ رُكْنٍ أَوْ تَرْكِ وَاجِبٍ

"আবুল হাসান কুদুরী রহ. বলেন: সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয় তখন, যখন মুসল্লী তার নামাযের মধ্যে নামাযে করণীয় কাজের অনুরূপ এমন কিছু বৃদ্ধি করে ফেলে যা প্রকৃত অর্থে উক্ত নামাযের কাজ নয়। (হিদায়া গ্রন্থকার এ কথার ব্যাখ্যা করে বলেন:) এটা প্রমাণ করে যে, সিজদায়ে সাহু করা ওয়াজিব। কেননা, সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয় ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয়ের ক্ষতিপূরণের জন্য। সুতরাং এটা ওয়াজিবই হবে। হজ্বের ক্ষতিপূরণে যেমন দম ওয়াজিব হয়। আর যখন প্রমাণিত হলো যে, সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব, তখন এটা কেবল ভুলক্রমে ওয়াজিব পরিত্যাগ করা, ওয়াজিব আদায়ে দেরী করা অথবা কোন রোকন আদায়ে দেরী করার কারণে হয়ে থাকে। এটা হলো সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হওয়ার মূলনীতি। তবে কোন কিছু বৃদ্ধি করলেও সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়। তার কারণ হলো কোন কিছু বৃদ্ধির দ্বারা হয়তো রোকন আদায়ে দেরী হয় অথবা ওয়াজিব ছুটে যায়। (হিদায়া: সিজদায়ে সাহু অধ্যায়)

ছুটে যাওয়া নামাযের কাযা ধারাবাহিকভাবে আদায় করা

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتْ الشَّمْسُ تَغْرُبُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا فَقُمْنَا إِلَى بُطْحَانَ فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ وَتَوَضَّأْنَا لَهَا فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ (رَوَاه الْبُخَارِيُّ فِيْ بَابِ مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ جَمَاعَةً بَعْدَ ذَهَابِ الوَقْتِ)

হাদীস নম্বর-২৩০ : হযরত জাবির রা. বলেন: হযরত উমার রা. খন্দকের দিন কুরাইশ কাফিরদেরকে গালমন্দ করতে লাগলেন এবং রসূলুল্লাহ স.কে বললেন: ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি সূর্যাস্তের পূর্বে আছরের নামায পড়তে পারিনি। রসূলুল্লাহ স. বললেন: আমিও পড়িনি। হযরত জাবির রা. বলেন: অতঃপর আমরা বুতহান নামক স্থানে গেলাম। সেখানে রসূলুল্লাহ স. নামাযের জন্য অযু করলেন এবং আমরাও অযু করলাম। এরপর তিনি সূর্যাস্তের পর আছরের নামায আদায় করে তারপর মাগরিবের নামায পড়লেন। (বুখারী: ৫৭১)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, তিরমিজী এবং নাসাঈ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামিউল উসূল: ৩২৫৭)

সারসংক্ষেপ : আছরের ওয়াক্ত পেরিয়ে সূর্য ডুবে যাওয়ার পরে গিয়ে আছর পড়ার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নামাযের ওয়াক্ত পেরিয়ে গেলেও তার কাযা করা জরুরী। মাগরিবের ওয়াক্ত হওয়া সত্ত্বেও রসূলুল্লাহ স. আগে আছরের নামায পড়েছেন অথচ ওই ওয়াক্তের নামায আগে আদায়ের ব্যাপারে অগ্রগণ্য হওয়ার কথা। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, কাযা আদায়ের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষা করাও জরুরী।

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ شَغَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَجَابِرٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ لَيْسَ بِإِسْنَادِهِ بَأْسٌ إِلاَّ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ . وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْفَوَائِتِ أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ إِذَا قَضَاهَا وَإِنْ لَمْ يُقِمْ أَجْزَأَهُ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ (رَوَاه التِّرْمِذِيُّ فِيْ بَابِ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ تَفُوتُهُ الصَّلَوَاتُ بِأَيَّتِهِنَّ يَبْدَأُ)

হাদীস নম্বর-২৩১ : হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. বলেন: মুশরিকরা খন্দকের দিন (যুদ্ধ বিরতি না দেয়ার কারণে) রসূলুল্লাহ স.কে চার ওয়াক্ত নামায পড়া থেকে বিরত রাখলো। এমনকি আল্লাহ তাআলা যা চান সে পরিমাণ রাত অতিবাহিত হয়ে গেলো। অতঃপর হযরত বিলাল রা.কে নির্দেশ দিলে তিনি আজান দিলেন। এরপর ইকামাত দিলেন এবং যোহরের নামায পড়লেন। অতঃপর ইকামাত দিলেন এবং আছরের নামায পড়লেন। পুনরায় ইকামাত দিলেন এবং মাগরিবের নামায পড়লেন। অতঃপর ইকামাত দিলেন এবং ইশার নামায পড়লেন।

ইমাম তিরমিজী রহ. বলেন: এ অধ্যায়ে হযরত আবু সাঈদ ও হযরত জাবির রা.-এর হাদীস রয়েছে। তিনি আরও বলেন: আব্দুল্লাহ বিন মাসউদের হাদীসের সনদে কোন ত্রুটি নেই। তবে আবু উবাইদাহ তাঁর পিতা ইবনে মাসউদ রা. থেকে হাদীস শোনেননি। কিছুসংখ্যক আলিম এ মত গ্রহণ করেছেন যে, (অনেক ওয়াক্ত নামায

কাযা হলে) প্রত্যেক ওয়াক্ত নামায আদায়ের সময়ে ইকামাত দিতে হবে। তবে প্রত্যেক ওয়াক্ত নামায আদায়ের সময়ে ইকামাত না দিলেও যথেষ্ট হবে। (তিরমিজী: ১৭৯)

হাদীসটির স্তর : হাসান। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী/মুসলিমের রাবী। আর ইবনে মাসউদ রা. থেকে আবু উবাইদাহ'র শ্রবণ প্রমাণিত। বিস্তারিত নিম্নবর্ণিত ফায়দায় দেখুন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে আবু উবাইদাহ সূত্রে বর্ণিত ৩৬৬ নম্বর হাদীসকে ইমাম তিরমিজী রহ. হাসান বলেছেন। সুতরাং এ হাদীসটি কমপক্ষে হাসান।

সারসংক্ষেপ : এ হাদীসে দেখা যাচ্ছে: রসূলুল্লাহ স. কাযা নামাযসমূহ ধারাবাহিকভাবে আদায় করেছেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, কাযা নামায আদায় করতে হয় এবং তার ধারাবাহিকতাও বজায় রাখতে হয়। তবে কাযা নামাযের কথা ভুলে গেলে অথবা কারও কাযা নামাযের পরিমাণ যদি অনেক হয়ে যায়– যার ধারাবাহিকতা মনে রাখা সাধারণতঃ সম্ভব হয় না, কিংবা সময় এত সংকীর্ণ হয় যে, কাযা আদায় করতে গেলে ওয়াক্তের নামাযও ছুটে যাবে, সে ক্ষেত্রে আগে ওয়াক্তেরটা পড়ে নিয়ে পরে কাযা আদায় করতে হবে। তখন ধারাবাহিকতা রক্ষা করা জরুরী হবে না।

ফায়দা : হযরত আবু উবাইদাহ তাঁর পিতা হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে কিছুই শোনেননি মর্মে ইমাম তিরমিজী রহ. যে মন্তব্য করেছেন তা আসলে সঠিক নয়। ইমাম জাহাবীর লিখিত আল কাশেফ কিতাবের তাহকীকে ২৫৩৯ নম্বর রাবীর জীবনী আলোচনায় শায়খ মুহাম্মাদ আউওয়ামা বিভিন্ন ইমামের বরাত দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, তাঁর পিতার নিকট থেকে তিনি শুনেছেন। ইমাম আবু দাউদ রহ. বলেন: আবু উবাইদাহ রহ.-এর পিতা হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা.-এর মৃত্যুর সময়ে তাঁর বয়স ছিলো ৭ বছর। (তাহজীবুল কামাল: রাবী নম্বর- ৩০৫১) আর হাদীসের নীতিনির্ধারক ইমামগণের নিকটে যেখানে পাঁচ বছর বয়স হাদীস গ্রহণের জন্য যথেষ্ট, সেখানে ৭ বছর বয়সে ছেলে তাঁর পিতা থেকে কিছুই শোনেনি এটা কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম তবারানী তাঁর মু'জামে আওসাতে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যার সনদে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে, আবু উবাইদা তাঁর পিতার নিকট থেকে শুনেছেন। সনদটি এই:

حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ، ثَنَا عَلَيٌّ، حَدَّثَنَا أَبُو قُرَّةَ، قَالَ: ذَكَرَ زَمْعَةُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ خَبَّابٍ الْكُوفِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، يَقُولُ:

অর্থাৎ, আবু উবাইদা তাঁর পিতাকে বলতে শুনেছেন (মু'জামে তবারানী আওসাত: ৯১৮৯) এ হাদীসের সনদ হাসান। আবু উবাইদা সূত্রে হযরত ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত হাদীসকে ইমাম তিরমিজী রহ. হাসান বলেছেন। (তিরমিজী: ৩৬৬) এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত দেখুন শায়খ মুহাম্মাদ আউওয়ামার তাহকীকসহ আল কাশেফ ৩য় খন্ড পৃষ্ঠা- ৬১।

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِىُّ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ بَسَّامٍ أَبُو إِبْرَاهِيمَ التُّرْجُمَانِىُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهِ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ نَسِىَ صَلاَةً فَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلاَّ وَهُوَ مَعَ الإِمَامِ ، فَلْيُصَلِّ مَعَ الإِمَامِ ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ فَلْيُعِدِ الصَّلاَةَ الَّتِى نَسِىَ ، ثُمَّ لِيُعِدِ الصَّلاَةَ الَّتِى صَلَّى مَعَ الإِمَامِ تَفَرَّدَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ التُّرْجُمَانِىُّ بِرِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ مَرْفُوعًا ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا. وَهَكَذَا رَوَاهُ غَيْرُ أَبِى إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَعِيدٍ.

হাদীস নম্বর-২৩২ : হযরত ইবনে উমার রা. থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ স. বলেন: কেউ কোন নামাযের কথা ভুলে গেলো এবং এমন সময় স্মরণ হলো যখন সে ইমামের পেছনে নামাযরত; তাহলে সে ইমামের সঙ্গে নামায পড়বে। অতঃপর নামায শেষ করে ভুলে যাওয়া নামায আদায় করবে। তারপর ইমামের সঙ্গে আদায়কৃত নামায পুনরায় পড়বে। (ইমাম বাইহাকী বলেন:) কেবল আবু ইবরাহীম তুরজুমানী একাই এ হাদীসটিকে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর সহীহ হলো: এটা ইবনে উমারের নিজের মন্তব্য– যা মাউকুফ হাদীস। (সুনানুল কুবরা লিলবাইহাকী: ৩৩৯৩, দারাকুতনী: ১৫৭৮ ও ১৫৭৯)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাউকুফ ও মারফু'। ইমাম বাইহাকী ও দারাকুতনী রহ. উভয়েই হাদীসটিকে মাউকুফ হিসেবে সহীহ বলেছেন। আর মারফু' হিসেবে আবু

ইবরাহীম তুরজুমানীর একক বর্ণনা বলে অগ্রহণযোগ্য বলতে চাচ্ছেন। কিন্তু হাদীসটি মাউকুফ হিসেবে সহীহ হওয়ার পাশাপাশি মারফু' হিসেবেও সহীহ। কারণ, এটা একজন সত্যনিষ্ঠ রাবীর এমন অতিরিক্ত বর্ণনা যা অন্য নির্ভরযোগ্য রাবীদের বর্ণনার সাথে সাংঘর্ষিক নয়। আর এ জাতীয় বর্ণনা মুহাদ্দিসীনে কিরামের নিকটে গ্রহণযোগ্য। (বিস্তারিত দেখুন- হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানীর লিখিত 'শরহু নুখবাতিল ফিকার'-এ শাজ অধ্যায়ের পূর্বে) আর যদি মাউকুফ মেনে নেয়া হয় তাহলেও ইবাদাত সংক্রান্ত বিষয় হওয়ার কারণে এটা হুকমী মারফু'। অতএব, সর্বাবস্থাতেই এটা দলীলযোগ্য।

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কাযা নামায আদায়ের ব্যাপারে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা জরুরী। এমনকি ভুল করে আগে ওয়াক্তের নামায পড়ে ফেললেও সময় থাকলে পেছনের নামায কাযা করার পরে আবার ওয়াক্তের নামায পুনরায় পড়া জরুরী। ওই ওয়াক্তের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ সময় থাকার কারণে ইমামের সাথে আদায়কৃত ওয়াক্তের নামায পুনরায় পড়তে বলা হয়েছে। তবে যথেষ্ট পরিমাণ সময় না থাকলে তা পড়তে হবে না।

একাকী নামায পড়ার পরে জামাআত পেলে শরীক হওয়া

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي الدِّيلِ يُقَالُ لَهُ بُسْرُ بْنُ مِحْجَنٍ عَنْ أَبِيهِ، مِحْجَنٍ أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأُذِّنَ بِالصَّلاَةِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى ثُمَّ رَجَعَ وَمِحْجَنٌ فِي مَجْلِسِهِ لَمْ يُصَلِّ مَعَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ النَّاسِ أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ فَقَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَكِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ

হাদীস নম্বর-২৩৩ : হযরত মিহজান রা. থেকে বর্ণিত: তিনি এক মজলিসে রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে ছিলেন। অতঃপর আজান দেয়া হলে রসূলুল্লাহ স. মজলিস থেকে উঠে নামায আদায় করে পুনরায় মজলিসে ফিরে এলেন। অথচ মিহজান রা. সেখানেই থেকে গেলেন; রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে নামায আদায় করলেন না। তখন রসূলুল্লাহ স. তাঁকে বললেন: তুমি কি মুসলমান নও? কেন তুমি লোকদের সাথে নামায আদায় করলে না? তিনি বললেন: ইয়া রসূলাল্লাহ! নিশ্চয় আমি মুসলমান।

তবে আমি ঘরে নামায পড়ে এসেছি। তখন রসূলুল্লাহ স. তাকে বললেন: তুমি নামায পড়ে থাকলেও মসজিদে হাজির হলে লোকদের সাথে নামায পড়বে। (মুওয়াত্তা মালেক: ২৯৮, পৃষ্ঠা: ৪৬)

হাদীসটির স্তর: হাসান। বুস্‌র বিন মিহজান ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের প্রসিদ্ধ ثِقَةٌ "নির্ভরযোগ্য" রাবী। আর বুস্‌র صدوق "সত্যনিষ্ঠ"। (তাকরীব: ৭৫৩) হাকেম আবু আব্দুল্লাহ নিশাপুরী এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (মুসতাদরাকে হাকেম: ৮৯১) সুতরাং হাদীসটি উঁচু মানের সহীহ। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি নাসাঈ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামিউল উসূল: ৩৯২৬)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, একাকী নামায পড়ার পরে যদি কোন কারণে আবার ওই নামাযের জামাআতে উপস্থিত হয় তাহলে তাদের সাথে পুনরায় নামায পড়বে। অবশ্য কোন্‌টি ফরয আর কোন্‌টি নফল হবে সে ব্যাপারে এ হাদীসে কিছু বলা হয়নি।

مَالِك عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَقَالَ إِنِّي أُصَلِّي فِي بَيْتِي ثُمَّ أُدْرِكُ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ أَفَأُصَلِّي مَعَهُ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ نَعَمْ فَقَالَ الرَّجُلُ أَيَّتَهُمَا أَجْعَلُ صَلَاتِي فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ أَوَ ذَلِكَ إِلَيْكَ إِنَّمَا ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ يَجْعَلُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ

হাদীস নম্বর-২৩৪ : হযরত নাফে' বলেন: এক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ বিন উমার রা.কে জিজ্ঞেস করলো যে, আমি নিজ ঘরে নামায পড়ি। এরপর যদি ইমামের সঙ্গে নামায পাই তাহলে কি পুনরায় তার সাথে নামায পড়ব? আব্দুল্লাহ বিন উমার রা. বললেন: হ্যাঁ, তার সঙ্গে নামায পড়বে। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলো: আমি কোনটিকে আমার নামায হিসেবে গণ্য করব? হযরত ইবনে উমার রা. বললেন: এ কাজ কি তোমার? এ কাজ আল্লাহ তাআলার। তিনি সে দু'টির মধ্যে যেটা ইচ্ছা গ্রহণ করে নিবেন। (মুওয়াত্তা মালেক: ২৯৯)

হাদীসটির স্তর: সহীহ, মাওকুফ। এ হাদীসের রাবীগণ প্রসিদ্ধ ইমাম এবং বুখারী-মুসলিমের প্রসিদ্ধ রাবী। সুতরাং হাদীসটি সহীহ। জামিউল উসূল-এর ৩৯২৯ নম্বর হাদীসের তাহকীকে শায়খ আব্দুল কাদির আরনাউত এবং আইমান সলেহ শা'বান উভয়েই বলেন: إسناده صحيح "হাদীসটির সনদ সহীহ"।

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, একাকী নামায পড়ার পরে যদি কোন কারণে আবার ওই নামাযের জামাআতে উপস্থিত হয় তাহলে তাদের সাথে পুনরায় নামায পড়বে। অবশ্য হযরত ইবনে উমার রা.-এর ভাষ্য মোতাবেক

কোন্‌টি ফরয আর কোন্‌টি নফল সে সিদ্ধান্ত আল্লাহ তাআলার হাতে। এ ক্ষেত্রে মুসল্লীর নিয়াতের কোন বিষয় জড়িত নেই।

حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا أَوْ يُمِيتُونَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا قَالَ قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ (رَوَاه مُسْلِمٌ فِيْ بَابِ كَرَاهِيَةِ تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا الْمُخْتَارِ)

হাদীস নম্বর-২৩৫ : হযরত আবু জার রা. বলেন: আমাকে রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন যে, তুমি কী করবে যখন তোমার ওপর এমন সব আমীরের নেতৃত্ব চলবে যারা নামাযকে তার ওয়াক্ত থেকে দেরী করবে? অথবা বলেছেন নামাযের ওয়াক্ত বিনষ্ট করে দিবে? হযরত আবু জার রা. বললেন: আপনি আমাকে কী নির্দেশ দেন? রসূলুল্লাহ স. বললেন: সময়মতো নামায পড়ে নাও। যদি তাদের সঙ্গে নামায পাও তাহলে আবারও পড়; সেটা হবে তোমার জন্য নফল। (মুসলিম: ১৩৪০)

হাদীসটির স্তর: সহীহ। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবু দাউদ, তিরমিজী, ইবনে মাজাহ এবং নাসাঈ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামিউল উসূল: ৩৯৩১)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, একাকী নামায পড়ার পরে যদি কোন কারণে আবার ওই নামাযের জামাআতে উপস্থিত হয় তাহলে তাদের সাথে পুনরায় নামায পড়বে। এ হাদীসের ভাষ্য মোতাবেক প্রথমটি ফরয আর দ্বিতীয়টি নফল বলে গণ্য হবে। এ হাদীসটি মারফু' এবং রসূলুল্লাহ স.-এর বাণী হিসেবে পূর্ববর্ণিত হযরত ইবনে উমার রা.-এর হাদীসের ওপর প্রাধান্য পাওয়ার দাবী রাখে। অতএব, বলা যেতে পারে যে, একই নামায দু'বার পড়া হলে প্রথমটি ফরয আর দ্বিতীয়টি নফল হিসেবে গণ্য হবে।

এ সিদ্ধান্ত মেনে নেয়া না হলে একবার নামায পড়ে নিয়ে আবার সেই নামাযের জামাআতে শরীক হওয়ার যে নির্দেশ রসূলুল্লাহ স. থেকে বর্ণনা করা হয়েছে তার সাথে অন্য হাদীসের বৈপরীত্য সৃষ্টি হবে। যেহেতু রসূলুল্লাহ স. বলেছেন: لَا تُصَلُّوا صَلاَةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ "একই ফরয নামায একদিনে দু'বার পড়ো না"।

(আবু দাউদ: ৫৭৯) ইমাম নববী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (খুলাছাতুল আহকাম: ২৩১৩) এ হাদীসের ভিত্তিতে একবার কোন ফরয নামায পড়ে নেয়ার পরে কেবল নফলের নিয়াতেই জামাআতে শরীক হওয়া যায়।

পূর্বের বর্ণনা থেকে যখন প্রমাণিত হলো যে, দ্বিতীয়বার জামাআতের সাথে আদায়কৃত নামায নফল বলে পরিগণিত। তখন আরও একটি মাসআলা বের হয়। তাহলো: যে সব নামাযের পরে রসূলুল্লাহ স. নফল পড়তে নিষেধ করেছেন সেসব ফরয নামাযের ক্ষেত্রে এ নিয়ম কার্যকর হবে না; অন্যথায় এ আমল উক্ত হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে যাবে। সুতরাং ফজর এবং আছরের নামাযে এটা করা যাবে না। কেননা এ দুই নামাযের পরে নফল পড়া নিষেধ। যে সব হাদীসে এ দুই নামাযের পরে জামাআতে শরীক হওয়ার নির্দেশ পাওয়া যায় সেগুলো হয়তো ইসলামের প্রথম দিকের ঘটনা– যখন ফজর এবং আছরের নামাযের পরে নফল পড়ার নিষেধাজ্ঞা জারী হয়নি। আর মাগরিবের নামাযের পরেও এটা করা যাবে না। কেননা, নফল নামায বেজোড় পড়ার আমল প্রমাণিত নয়।

মহিলাদের জন্য ঘরে একাকী নামায পড়াই উত্তম

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قُلْتُ لِعَمْرَةَ أَوَ مُنِعْنَ قَالَتْ نَعَمْ.(رَوَاه الْبُخَارِيُّ فِيْ بَابِ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى المَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ وَالغَلَسِ)

হাদীস নম্বর-২৩৬ : হযরত আয়েশা রা. বলেন: রসূলুল্লাহ স. যদি জানতেন যে, মহিলারা কী অবস্থা সৃষ্টি করেছে, তাহলে বনী ইসরাইলের মহিলাদের মতো তাদেরকেও (মসজিদে আসতে) নিষেধ করে দিতেন। রাবী বলেন: আমি হযরত আমরাহ রহ.কে জিজ্ঞেস করলাম: তাদেরকে (বনী ইসরাইলের মহিলাদেরকে) কি নিষেধ করা হয়েছিলো? তিনি বললেন: হ্যা। (বুখারী: ৮২৭)

হাদীসটির স্তর: সহীহ। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম এবং আবু দাউদ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামিউল উসূল: ৮৭৪৩)

সারসংক্ষেপ : হযরত আয়েশা রা.-এর সময়েই যদি মহিলাদের অবস্থা এমন পর্যায়ের হয়ে থাকে যা তিনি লক্ষ্য করে বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ স. বেঁচে থাকলে

তাদেরকে মসজিদে আসতে দিতেন না। তাহলে আমাদের এ যুগে রসূলুল্লাহ স. বেঁচে থাকলে মহিলাদের জামাআতে শরীক হওয়ার অনুমতি মিলতো কি? যারা সামাজিক অবস্থা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন তারা কোনক্রমে হ্যাঁ বলতে পারবেন না। তবে যারা সামাজিক পরিস্থিতির কোন বিবেচনা না করে হাদীসের শব্দ থেকে দলীল গ্রহণে তৎপর, তারা হয়তো এ হাদীস থেকেও অনুমতি খুঁজে পাবেন।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ، حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم" لاَ تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ "(رَوَاه ابُوْ داود فی بَابِ مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسْجِدِ)

হাদীস নম্বর-২৩৭ : হযরত ইবনে উমার রা. বলেন: রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন: তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে মসজিদসমূহে যাতায়াতে বাঁধা দিও না। তবে ঘরই তাদের জন্য সর্বোত্তম নামাযের স্থান। (আবু দাউদ: ৫৬৭)

হাদীসটির স্তর: সহীহ। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন: أخرجه أَبُو دَاوُد وَصَححهُ بن خُزَيْمَةَ "হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন আর ইবনে খুযাইমা এটাকে সহীহ বলেছেন"। (ফাতহুল বারী: অন্ধকার এবং রাতে মহিলাদের মসজিদে গমন অধ্যায়) ইমাম নববী রহ. হাদীসটিকে বুখারীর শর্তে সহীহ বলেছেন। (খুলাছাতুল আহকাম: ২৩৫১) মুসনাদে আহমাদের তাহকীকে শায়খ শুআইব আরনাউত বলেন: حديث صحيح "হাদীসটি সহীহ"। (মুসনাদে আহমাদ: ৫৪৬৮ নম্বর হাদীসের আলোচনায়) শায়খ আলবানীও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (সহীহ-জঈফ আবু দাউদ: ৫৬৭)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহিলাদের নামাযের উত্তম স্থান হলো তাদের ঘর। এ ইরশাদের দ্বারা রসূলুল্লাহ স. মহিলাদের মসজিদে যেতে নিরুৎসাহিত করেছেন। এতদ্সত্ত্বেও যদি কোন মহিলা মসজিদে যেতে চায় তাহলে স্বামীদেরকে বলা হয়েছে যে, তোমরা তাদেরকে বাঁধা দিও না। কিন্তু তাদেরকে মসজিদে পাঠানো, নিয়ে যাওয়া বা মসজিদে গিয়ে জামাআতে নামায আদায়ের জন্য মসজিদে কোন ব্যবস্থা করার মতো কোন উৎসাহ বা ইঙ্গিত এ হাদীসে নেই।

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَاصِمٍ، حَدَّثَهُمْ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُوَرِّقٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا»(رَوَاه ابُوْ داود فی بَاب التَّشْدِيدِ فِي ذَلِكَ-يَعْنِيْ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسْجِدِ)

হাদীস নম্বর-২৩৮ : হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. বলেন: রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন: নারীর জন্য খাছ কামরায় নামায পড়া হুজরায় নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। আর ঘরের নির্জন স্থানে নামায পড়া খাছ কামরায় নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। (আবু দাউদ: ৫৭০, মুসতাদরাকে হাকেম: ৭৫৭, সুনানুল কুবরা লিলবাইহাকী: ৫৩৬১)

হাদীসটির স্তর: সহীহ। হাকেম বলেন: এ হাদীসটি বুখারী-মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ। ইমাম জাহাবীও হাদীসটিকে বুখারী-মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ বলেছেন। ইমাম নববী রহ. হাদীসটিকে মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন। (খুলাছাতুল আহকাম: ২৩৪৭) শায়খ আলবানীও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (সহীহ-জঈফ আবু দাউদ: ৫৭০)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীসে ঘরের নির্জন স্থানকে মহিলাদের সর্বোত্তম নামাযের স্থান বলা হয়েছে। এ ইরশাদের দ্বারা রসূলুল্লাহ স. মহিলাদেরকে মসজিদে যেতে নিরুৎসাহিত করেছেন।

حَدَّثَنَا هَارُونُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُوَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَمَّتِهِ أُمِّ حُمَيْدٍ امْرَأَةِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهَا جَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُحِبُّ الصَّلَاةَ مَعَكَ قَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلَاةَ مَعِي وَصَلَاتُكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ وَصَلَاتُكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي دَارِكِ وَصَلَاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ وَصَلَاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِي قَالَ

فَأَمَرَتْ فَبُنِيَ لَهَا مَسْجِدٌ فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنْ بَيْتِهَا وَأَظْلَمِهِ فَكَانَتْ تُصَلِّي فِيهِ حَتَّى لَقِيَتْ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ (حَدِيثُ أُمِّ حُمَيْدٍ)

হাদীস নম্বর-২৩৯ : আবু হুমাইদ আসসাইদী রা.-এর স্ত্রী উম্মে হুমাইদ থেকে বর্ণিত, তিনি একবার রসূলুল্লাহ স.-এর নিকটে এসে বললেন: ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি আপনার সাথে (জামাআতে) নামায পড়তে ভালোবাসি। রসূলুল্লাহ স. বললেন: আমি জানি যে, তুমি আমার সাথে নামায পড়তে ভালোবাস। তবে খাছ কামরায় নামায পড়া তোমার হুজরায় নামায থেকে উত্তম। আর তোমার হুজরায় নামায পড়া বাড়ীতে নামায পড়া থেকে উত্তম। আর তোমার বাড়ীতে নামায পড়া তোমার গোত্রের মসজিদে নামায পড়া থেকে উত্তম। আর তোমার গোত্রের মসজিদে নামায পড়া আমার মসজিদে (মসজিদে নববীতে) নামায পড়া থেকে উত্তম। বর্ণনাকারী বলেন: অতঃপর তাঁর নির্দেশে তাঁর জন্য ঘরের একেবারে ভেতরে এবং অন্ধকারে একটি নামাযের জায়গা তৈরি করা হলো। আর তিনি মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই নামায পড়তেন। (মুসনাদে আহমাদ: ২৭০৯০)

হাদীসটির স্তর: সহীহ লিগইরিহী। শায়খ শুআইব আরনাউত হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। আল্লামা নূরুদ্দীন হাইসামী হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন: ইমাম আহমাদ রহ. তাঁর মুসনাদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তিনি বলেন: আব্দুল্লাহ বিন সুআইদ ব্যতীত এ হাদীসের সব বর্ণনাকারী বুখারী-মুসলিমের। আর আব্দুল্লাহকে ইবনে হিব্বান ثِقَةٌ "নির্ভরযোগ্য" বলেছেন। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ: ২১০৬) হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন: إِسْنَادُ أَحْمَدَ حَسَنٌ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ بنِ مَسْعُودٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ "মুসনাদে আহমাদের সনদটি হাসান হলেও হযরত ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত আবু দাউদ শরীফের হাদীস এ হাদীসকে সমর্থন করে"। (ফাতহুল বারী: অন্ধকার এবং রাতে মহিলাদের মসজিদে গমন অধ্যায়)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীসে মূলতঃ মহিলাদের নামাযের উত্তম স্থান নির্ধারণের বিষয়ে একটি নীতিমালা বর্ণনা করা হয়েছে। আর ওই নীতিমালায় উত্তম হওয়ার মানদ-বা মাপকাঠি নির্ধারণ করা হয়েছে নির্জনতাকে। অর্থাৎ, নির্জনতা যত বেশী হবে মহিলাদের নামাযের জন্য সে স্থানটি ততো বেশী উত্তম হবে। এমনকি নির্জনতার বিবেচনায় মসজিদে নববীতে রসূলুল্লাহ স.-এর পেছনে নামায আদায়ের চেয়েও রসূলুল্লাহ স. অনেক গুণে উত্তম স্থান বললেন ঘরের খাছ কামরাকে। বিবেচক

ব্যক্তিগণ অবশ্যই বিবেচনা করবেন যে, মসজিদে নববীতে একটি নামায মসজিদে হারাম ব্যতীত অন্য যে কোন মসজিদের হাজার নামাজের চেয়ে উত্তম। (বুখারী: ১১১৭) আর রসূলুল্লাহ স.-এর পেছনে আদায়কৃত নামায দুনিয়ার যে কোন ইমামের পিছে আদায়কৃত নামাযের চেয়ে কতগুণ উত্তম আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। এতদসত্ত্বেও রসূলুল্লাহ স. হযরত উম্মে হুমাইদ রা.কে বললেন যে, এই মসজিদে আমার পেছনে আদায়কৃত নামাযের বহুগুণে উত্তম তোমার নিজ ঘরের খাছ কামরার নামায। তাহলে বর্তমান বিশ্বের যে কোন মসজিদে যে কোন ইমামের পেছনে আদায়কৃত নামাযের চেয়ে নিজ ঘরের খাছ কামরার আদায়কৃত নামায কত উত্তম হবে তা ভাষায় প্রকাশের নয়। এ ফযীলাত ছেড়ে দিয়ে নারীদের মসজিদমুখী হওয়া কোনক্রমেই সওয়াবের উদ্দেশ্যে হতে পারে না; বরং উদ্দেশ্য ভিন্ন কিছু যা নামাযের দোহাই দিয়ে চরিতার্থ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এ হাদীস দ্বারা হযরত ইবনে খুযাইমা রহ. তাঁর সহীহ ইবনে খুযায়মায় শিরোনাম দাঁড় করে বলেন, أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ، أَرَادَ بِهِ صَلَاةَ الرِّجَالِ دُونَ صَلَاةِ النِّسَاءِ নবী কারীম স.-এর বাণী: 'আমার মসজিদে এক রাকাত নামায (মসজিদে হারাম ব্যতীত) অন্য যে কোন মসজিদে হাজার রাকাত নামায অপেক্ষা উত্তম' দ্বারা উদ্দেশ্য পুরুষের নামায; নারীদের নামায নয়।

মহিলাদের জন্য ঘরের নির্জন কামরার নামায মসজিদের জামাআতের নামাযের চেয়ে উত্তম হওয়ার ব্যাপারে আরও অসংখ্য সহীহ হাদীস রয়েছে। নমুনা হিসেবে এখানে কয়েকটি হাদীস পেশ করা হলো। এ ব্যাপারে ইসলামের প্রকৃত অবস্থান জানতে সাহাবায়ে কিরামের আমলও অনেক সহায়ক হবে। তাই এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন সাহাবায়ে কিরামের মন্তব্য বা আমল নিম্নে পেশ করছি।

বিশিষ্ট সাহাবায়ে কিরামের আমল ও মন্তব্য

আমীরুল মুমিনীন হযরত উমার ইবনুল খত্তাব রা.

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ وَالعِشَاءِ فِي الجَمَاعَةِ فِي المَسْجِدِ، فَقِيلَ لَهَا: لِمَ تَخْرُجِينَ وَقَدْ تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَغَارُ؟ قَالَتْ: وَمَا

يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِي؟ قَالَ: يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ» (رَوَاه الْبُخَارِيُّ فِيْ بَاب هَلْ عَلَى مَنْ لَمْ يَشْهَدِ الْجُمُعَةَ غُسْلٌ مِنَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَغَيْرِهِمْ؟)

হাদীস নম্বর-২৪০ : হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমার রা. থেকে বর্ণিত: হযরত উমার রা.-এর এক স্ত্রী ছিলেন। (তাঁর নাম ছিলো আতিকা) তিনি ফজর এবং ইশার নামাযে মসজিদের জামাআতে হাজির হতেন। তাঁকে বলা হলো-আপনি কেন মসজিদে যান? অথচ আপনি জানেন যে, হযরত উমার এটা অপছন্দ করতেন এবং আত্মমর্যাদাহানিকর মনে করতেন। তিনি বললেন: আমাকে নিষেধ করে দিতে তাঁকে (উমারকে) কিসে বারণ করেছিলো? হযরত ইবনে উমার বললেন: "আল্লাহর বান্দীদেরকে আল্লাহর মসজিদ যেতে বাঁধা দিও না" রসূলুল্লাহ স.-এর এ বাণী তাঁকে বাধা দিয়েছিলো। (বুখারী: ৮৫৪)

হাদীসটির স্তর: সহীহ, মাওকুফ। এ হাদীসটি ইমাম বুখারীর উসতাদ ইবনে আবী শাইবাও তাঁর মুসান্নাফ কিতাবে বর্ণনা করেছেন। (ইবনে আবী শাইবা: ৭৬৯০)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত উমার রা. তাঁর স্ত্রীর মসজিদে যাওয়া অপছন্দ করতেন। যদিও রসূলুল্লাহ স.-এর বাণীর কারণে তিনি স্ত্রীকে বাধা দিতে পারেননি। "আল্লাহর বান্দীদেরকে আল্লাহর মসজিদ যেতে বাধা দিও না" রসূলুল্লাহ স.-এর এ বাণীর মর্মার্থ যারা তাঁর সংশ্রবে থেকে বুঝেছেন তাঁরা মহিলাদের মসজিদে গমন অপছন্দ করতেন। আর সেই বাণী থেকেই আজ আমরা অনুমতি খুঁজে পাচ্ছি। বিষয়টা কি আমরা ভুল বুঝছি না হযরত উমার রা. ভুল বুঝেছিলেন?

হযরত ইবনে মাসউদ রা.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، أَنَّهُ: رَأَى ابْنَ مَسْعُودٍ، يُخْرِجُ النِّسَاءَ مِنَ الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَقُولُ: «اخْرُجْنَ إِلَى بُيُوتِكُنَّ خَيْرٌ لَكُنَّ» (خُطْبَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَمِنْ كَلَامِهِ: بَابٌ-١١)

হাদীস নম্বর-২৪১ : হযরত আবু আমর শাইবানী বলেন: আমি হযরত ইবনে মাসউদ রা.কে দেখেছি জুমআর দিনে মহিলাদেরকে মসজিদ থেকে বের করে দিচ্ছেন এবং বলছেন: তোমরা ঘরে ফিরে যাও, এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। (তবারানী কাবীর: ৯৪৭৫)

হাদীসটির স্তর: সহীহ, মাওকুফ। ইসহাক বিন ইবরাহীম দাবারী ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী। আর ইসহাক বিন ইবরাহীমের বর্ণনাকে আল্লামা উকাইলী রহ. সহীহ বলেছেন। আল্লামা আবু আওয়ানা তাঁর সহীহ কিতাবে ইসহাকের বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। ইমাম দারাকুতনী তাঁকে সত্যনিষ্ঠ বলেছেন। (লিসানুল মীযান: ৯৯৫) আল্লামা হাইসামী বলেন: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ. "হাদীসটি ইমাম তবারানী তাঁর মু'জামে কাবীরে বর্ণনা করেছেন এবং বর্ণনাকারীগণ সবাই-ই নির্ভরযোগ্য"। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ: ২১১৯)

সারসংক্ষেপ : হযরত ইবনে মাসউদ রা. মৃত্যুবরণ করেন ৩২ হিজরীতে, হযরত উসমান রা.-এর খিলাফাত আমলে। তাহলে হযরত ইবনে মাসউদ রা.-এর এ কাজটি ঘটেছে খুলাফায়ে রাশেদার যুগে এবং সাহাবায়ে কিরামের ব্যাপক উপস্থিতিতে জুমআর মসজিদে। "আল্লাহর বান্দীদেরকে আল্লাহর মসজিদ যেতে বাঁধা দিও না" রসূলুল্লাহ স.-এর এ বাণীর মর্মার্থ আজ আমরা যেভাবে বুঝার চেষ্টা করছি সাহাবায়ে কিরাম যদি সেভাবে বুঝতেন তাহলে খুলাফায়ে রাশেদার যুগে সাহাবায়ে কিরামের ব্যাপক উপস্থিতিতে প্রকাশ্যে জুমআর মসজিদে হযরত ইবনে মাসউদ রা. কোনক্রমেই এমন করতে পারতেন না। বরং সাহাবায়ে কিরামের পক্ষ থেকে কোন বাঁধা বা প্রতিবাদ সৃষ্টি না হওয়া এরই প্রমাণ বহন করে যে, সাহাবায়ে কিরাম মহিলাদেরকে মসজিদ থেকে বের করে দেয়া বা তাদেরকে মসজিদে না আনার বিষয়ে হযরত ইবনে মাসউদ রা.-এর সঙ্গে একমত ছিলেন। আর এটাই নারীদের মসজিদে না যাওয়ার ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের ঐকমত্য বা ইজমা।

হযরত ইবনে আব্বাস রা.

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: «صَلَاتُكِ فِي مَخْدَعِكِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِكِ فِي بَيْتِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي بَيْتِكِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي حُجْرَتِكِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِكَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكَ» (مصنف ابن ابى شيبة: مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ: يعنى لِلنِّسَاءِ فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسْجِدِ)

হাদীস নম্বর-২৪২: হযরত সাঈদ বিন যুবাইর বলেন: কোন এক মহিলা হযরত ইবনে আব্বাস রা.কে জুমআর দিনে মসজিদে গিয়ে নামায আদায়ের বিষয়ে

জিজ্ঞেস করলো। জবাবে হযরত ইবনে আব্বাস রা. বললেন: তোমার ঘরের নির্জন স্থানের নামায তোমার খাছ কামরার নামায অপেক্ষা উত্তম। আর তোমার খাছ কামরার নামায তোমর ঘরের নামায অপেক্ষা উত্তম। আর তোমর ঘরের নামায তোমার কওমের মসজিদের নামায অপেক্ষা উত্তম। (ইবনে আবী শাইবা: ৭৬৯৭)

হাদীসটির স্তর: হাসান, মাওকুফ। আব্দুল আলা ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী। আর আব্দুল আলা সত্যনিষ্ঠ তবে সন্দেহে পড়েন। (তাকরীব: ৪১৫২) ইমাম তিরমিজী তাঁর বর্ণনাকে হাসান বলেছেন। (তিরমিজী: ১৩২৮) হাকেম আবু আব্দুল্লাহ এবং ইমাম জাহাবী তাঁর বর্ণনাকে সহীহ বলেছেন (মুসতাদরাক: ৩৪৮৭)

সারসংক্ষেপ : হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর ফতওয়া থেকেও পরিস্কার হয়ে গেলো যে, উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবায়ে কিরামের মন্তব্য এবং আমল দ্বারাও প্রমাণিত হলো যে, মসজিদে গিয়ে জামাআতে নামায আদায়ের চেয়ে মহিলাদের উত্তম নামাযের উত্তম স্থান হলো নিজ গৃহের নির্জন কামরা।

নমুনা স্বরূপ কয়েক জন সাহাবায়ে কিরামের মন্তব্য এখানে উল্লেখ করা হলো। এ ছাড়াও অনেক সাহাবা থেকে অনুরূপ মতামত বর্ণিত রয়েছে। উল্লিখিত হাদীসের প্রত্যেকটির মধ্যেই মহিলাদেরকে মসজিদে গিয়ে জামাআতে নামায আদায় করতে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। সাথে সাথে তাদের ঘরে আদায়কৃত নামাযকে মসজিদে গিয়ে জামাআতে আদায়কৃত নামায অপেক্ষা উত্তম বলা হয়েছে। এমনকি মসজিদে নববীতে রসূলুল্লাহ স.-এর পেছনে আদায়কৃত নামাযের চেয়েও নিজ গৃহের অন্দরমহলে আদায়কৃত নামাযকে বেশী উত্তম বলা হয়েছে।

অতএব, মহিলারা যদি নামায আদায়ের মাধ্যমে অধিক সওয়াব অর্জন করার আশা করে তাহলে তাদের জন্য উত্তম হবে মসজিদে পুরুষের জামাআতে শরীক না হয়ে আপন ঘরের অভ্যন্তরে একাকী নামায আদায় করা।

এর বিপরীতে যেহেতু বেশ কিছু সহীহ হাদীসে মহিলাদেরকে মসজিদে যেতে বাঁধা না দেয়ার কথা বলা হয়েছে এবং রসূলুল্লাহ স.-এর পেছনে মসজিদে নববীতে ব্যাপকহারে মহিলাদের জামাআতে অংশগ্রহণের অগণিত প্রমাণও রয়েছে, সেহেতু উক্ত হাদীসগুলোতে নির্দেশিত আমলের বিষয়টি কেমন হবে তা নিয়ে জনসাধারণের মনে প্রশ্ন সৃষ্টি হতেই পারে। এ বিষয়টির সুরাহা করতে গেলে আমাদেরকে তিনটি দিক লক্ষ্য করতে হবে।

প্রথম লক্ষণীয় বিষয় হলো: রসূলুল্লাহ স. বহু হাদীসে স্বামীদেরকে সম্বোধন করে ইরশাদ করেছেন যে, আল্লাহর বান্দীদেরকে মসজিদে যেতে বাঁধা দিও না অথবা বলেছেন যে, স্ত্রীগণ তোমাদের নিকটে অনুমতি চাইলে তাদেরকে অনুমতি দিও। কিন্তু মহিলাদেরকে সম্বোধন করে কোথাও বলেছেন যে, তোমরা মসজিদে যাও বা স্বামীদের থেকে যাওয়ার অনুমতি চাও– এমনটি দৃষ্টিগোচর হয়নি। এমনকি উম্মে হুমাইদ রা. রসূলুল্লাহ স.-এর নিকটে খাছ পরামর্শ নিতে আসলে রসূলুল্লাহ স. কিন্তু তাকে অনুমতি দেননি; বরং তাকে ঘরমুখী করার চেষ্টা করেছেন। (মুসনাদে আহমাদ: ২৭০৯০) যদি মহিলাদের মসজিদে উপস্থিতিই রসূলুল্লাহ স.-এর লক্ষ্য হতো তাহলে তাদেরকে নির্দেশ দিলেই যথেষ্ট হয়ে যেতো। এমনকি রসূলুল্লাহ স.-এর নির্দেশ পেলে স্বামীদের অনুমতি গ্রহণেরও প্রশ্ন থাকত না। এ সব কিছু গভীরভাবে পর্যক্ষেণ করলে বুঝা যায় যে, “আল্লাহর বান্দীদেরকে আল্লাহর মসজিদ যেতে বাঁধা দিও না” রসূলুল্লাহ স.-এর এ বাণীর মর্মার্থ আজ আমরা যেভাবে বুঝার চেষ্টা করছি রসূলুল্লাহ স.-এর উদ্দেশ্য তা ছিলো না।

দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয় হলো: “আল্লাহর বান্দীদেরকে মসজিদে যেতে বাঁধা দিও না” অথবা “স্ত্রীগণ তোমাদের নিকটে অনুমতি চাইলে তাদেরকে অনুমতি দিও” রসূলুল্লাহ স.-এর এ নির্দেশের ভাষা যদিও ব্যাপক, কোন স্থান বা কালের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়; কিন্তু প্রকৃত অর্থে এটা মসজিদে হারাম এবং মসজিদে নববীর বৈশিষ্ট। হযরত ইবনে মাসউদ রা. থেকে তবারানী কাবীর: ৯৩৬০ এবং সুনানুল কুবরা লিলবাইহাকী: ৫৩৬৪ নম্বরে একটি মাওকুফ হাদীস সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, মহিলাদের জন্য ঘরের নির্জন কামরার নামাযই সর্বোত্তম। তবে মসজিদে হারাম এবং মসজিদে নববীর নামায এর থেকে ব্যতিক্রম।

তৃতীয় লক্ষণীয় বিষয় হলো: রসূলুল্লাহ স.-এর জীবদ্দশায় নিম্নবর্ণিত কারণে মহিলাদের মসজিদে যাওয়ার প্রয়োজন ছিলো যা পরবর্তীতে আর থাকেনি। এ কারণে রসূলুল্লাহ স.-এর ওয়াফাতের পরে সাহাবায়ে কিরাম মহিলাদের মসজিদে যাওয়া অপছন্দ করতেন।

প্রথম কারণ : সে সময়ে মহিলা সংক্রান্ত বিভিন্ন শরঈ আহকাম নাযিল হচ্ছিলো যা বুঝার জন্য মহিলাদের উপস্থিতি প্রয়োজন ছিলো। তারা মসজিদে উপস্থিত না হলে রসূলুল্লাহ স.-এর আমল সরাসরি দেখার সুযোগ পেত না। অথচ এর প্রকৃত পদ্ধতি নারী মহলে তুলে ধরতে আমলগুলো মহিলাদের সরাসরি দেখার প্রয়োজন ছিলো। কেননা, রসূলুল্লাহ স.-এর বাণী “আমাকে যেমন নামায পড়তে দেখ তোমরা

তেমন নামায পড়” মৌলিকভাবে নারী-পুরুষ সবার জন্য তা প্রযোজ্য। (বুখারীঃ ৬০৪) সুতরাং “আল্লাহর বান্দীদেরকে আল্লাহর মসজিদ যেতে বাঁধা দিও না” রসূলুল্লাহ স.-এর এ বাণীর মূল উদ্দেশ্য এমন কিছু হতে পারে যা স্পষ্ট করে উক্ত হাদীসসমূহে বর্ণনা করা হয়নি। কিন্তু এখন নবীও বেঁচে নেই আর নববী শিক্ষার কেন্দ্রও মসজিদ নয়; বরং যারা জামাআতে যায় তারা নামাযের জন্যই যায়।

দ্বিতীয় কারণ : মুসলমানদের সংখ্যা তখন পর্যন্ত কম ছিলো– যা বিজাতির ওপর প্রভাব বিস্তারের পর্যায়ের ছিলো না। অথচ কোন কাজে মানুষের ব্যাপকহারে অংশগ্রহণ অন্যদেরকে এ দিকে আকৃষ্ট করে এবং অন্যদের অন্তরে এর প্রভাব সৃষ্টি করে। মহিলাদের জামাআতে অংশ গ্রহণ করে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য প্রকাশও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিলো। উল্লিখিত কারণের বড় প্রমাণ উম্মে আতিয়াহ রা. থেকে বুখারী শরীফে বর্ণিত ৯২৮ নম্বর হাদীস। যে হাদীসে রসূলুল্লাহ স. হায়েযা মহিলাদেরকেও ঈদের জামাআতে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। সাথে সাথে এর কারণও বর্ণনা করেছেন যে, তারা যেন মুসলমানদের দুআ ও কল্যাণে শরীক হয়। অর্থাৎ, ঈদের জামাআতে তাদের উপস্থিতি নামাযের জন্য নয়। সুতরাং “আল্লাহর বান্দীদেরকে আল্লাহর মসজিদ যেতে বাঁধা দিও না” রসূলুল্লাহ স.-এর এ বাণীর মূল উদ্দেশ্য এমন কিছু হতে পারে যা স্পষ্ট করে উক্ত হাদীসসমূহে বর্ণনা করা হয়নি। রসূলুল্লাহ স. দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন ইসলামকে শক্তিশালী এবং বিজয়ী ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠার পরে। আর এটাই ছিলো নবী পাঠনোর দ্বারা আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্য। (সূরা ছফঃ ৯)

তৃতীয় কারণ : রসূলুল্লাহ স.-এর সংশ্রবে তাদের দ্বীনী জযবা বৃদ্ধি করা। নারী জাতি স্বভাবতই দ্বীনী জযবা থেকে গাফেল। তাদের ধর্মীয় দায়িত্ব কম থাকা সত্ত্বেও তারা অধিক সংখ্যায় জাহান্নামী হবে। (বুখারীঃ ২৯৮) আর রসূলুল্লাহ স.-এর সংশ্রব ছিলো এমনই বরকতময়, সেখানে থেকে মনে হতো যেন জান্নাত-জাহান্নাম দেখছি। (মুসলিম শরীফ:بَابُ فَضْلِ دَوَامِ الذِّكْرِ وَالْفِكْرِ) মহিলাদের ঘরে ঘরে গিয়ে তাদেরকে দ্বীনের ওপর উঠানো কষ্টসাধ্য ছিলো। কিন্তু মসজিদে এলে একই সাথে সবাইকে পাওয়া যেতো, তাদেরকে প্রয়োজনীয় নছিহত করা যেতো। এর একটি বড় প্রমাণ হলো: মহিলাদের দ্বীন শিক্ষার নিমিত্তে তাদের জন্য রসূলুল্লাহ স. একটি স্বতন্ত্র মজলিস কায়েম করেছিলেন। (বুখারীঃ ৬৮১২) সুতরাং “আল্লাহর বান্দীদেরকে আল্লাহর মসজিদ যেতে বাধা দিও না” রসূলুল্লাহ স.-এর এ বাণীর মূল উদ্দেশ্য এমন কিছু হতে পারে যা স্পষ্ট করে উক্ত হাদীসসমূহে বর্ণনা করা

হয়নি। কিন্তু এখন নবীও বেঁচে নেই আর নববী শিক্ষার কেন্দ্রও মসজিদ নয়; বরং যারা জামাআতে যায় তারা নামাযের জন্যই যায়।

পূর্বোক্ত কারণগুলোর পাশাপাশি তখনকার পরিবেশ-পরিস্থিতি আর পরবর্তী পরিবেশ পরিবেশ-পরিস্থিতির বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে। যেমন-

এক. রসূলুল্লাহ স.-এর যুগে নারী-পুরুষের ঈমানী চেতনা অত্যন্ত দৃঢ় ছিলো। সে যুগে মহিলাদের পর্দা ও সতীত্ব রক্ষার গুরুত্ব ছিলো অপরিসীম। আল্লাহর ভয় ও আখিরাতের চিন্তা তাঁদের মজ্জাগত হয়ে গিয়েছিলো। সামাজিক অবস্থাও এমন ছিলো যে, অন্যায়ের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ ছিলো খুবই জোরদার। কারও মধ্যে অন্যায়ের বাসনা সৃষ্টি হলেও সামাজিক প্রতিরোধের মুখে তা বাস্তবায়নের সাহস হতো না। অগত্যা গোপনে বা নির্জনে কারও দ্বারা কোন অন্যায় ঘটে গেলেও পরকালের শাস্তির ভয়ে রসূলুল্লাহ স.-এর সামনে এসে নিজেকে অপরাধী সাব্যস্ত করে শাস্তি দাবি করতেন নিজেরাই। (বুখারীঃ ৫০১) সামাজিক ও মানসিক এ অবস্থা আমাদের মাঝে বিদ্যমান আছে কি? হযরত আয়েশা রা.-এর মন্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, তাঁর জীবদ্দশাতেই সেই সোনালী সমাজ বহুলাংশে বিদায় নিয়েছিলো। (বুখারীঃ ৮২৭) তাহলে সামাজিক পরিস্থিতির পরিবর্তনে কী করণীয় সে ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের আদর্শ তো আমাদের সামনে রয়েছেই।

দুই. নারীঘটিত যে কোন অঘটন প্রতিরোধে রসূলুল্লাহ স. অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। যেমন, পুরুষদের সামনের কাতার আর নারীদের পেছনের কাতারকে উত্তম ঘোষণা দেয়া– যেন নারী-পুরুষ একে অপর থেকে বেশী দূরত্ব বজায় রাখতে উৎসাহী হয়। (মুসলিমঃ ৮৬৯) রসূলুল্লাহ স. ও পুরুষ মুসল্লীরা সালাম ফিরিয়ে আপন জায়গায় বসে থাকতেন, মহিলারা আগে বের হয়ে ঘরে পৌঁছে যেতেন। এরপর রসূলুল্লাহ স. ও পুরুষ মুসল্লীরা বের হতেন– যেন মসজিদের দরজা বা রাস্তায় পরস্পরের সাথে সাক্ষাত বা বাক্য বিনিময় না ঘটে। (বুখারীঃ ৮২৪) মসজিদে আসার ক্ষেত্রে খুশবুবিহীন সাধারণ কাপড়ে আসার প্রতি তাকীদ দেয়া– যেন তার প্রতি পরপুরুষ আকৃষ্ট না হয়। (আবু দাউদঃ ৫৬৫) রসূলুল্লাহ স. কর্তৃক মহিলাদের জন্য ভিন্ন দরজা নির্ধারণ করার বাসনা প্রকাশ এবং হযরত ইবনে উমার রা. কর্তৃক মৃত্যু পর্যন্ত উক্ত দরজা দিয়ে প্রবেশ না করা (আবু দাউদঃ ৫৭১) এ সব প্রতিরোধ ব্যবস্থার কিয়দাংশও এখন খুঁজে পাওয়া যাবে কি?

উপরোল্লিখিত কারণগুলোর প্রতি যদি আমরা একে একে লক্ষ্য করি, তাহলে আমাদের সামনে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এ যুগে নারীদেরকে

মসজিদে গিয়ে জামাআতে নামায আদায়ের প্রতি উৎসাহ দান কোনক্রমেই দ্বীনের স্বার্থে হতে পারে না। নারী উন্নয়নের শ্লোগানে মুখরিত আমাদের সমাজে বেহায়াপনা মহামারীর রূপ ধারণ করেছে এবং মহিলাদেরকে পর্দার আড়ালে রাখতে চাইলে তথাকথিত মানবাধিকারের পরিপন্থী হওয়ায় সুশীল সমাজের চক্ষুশূল হতে হচ্ছে। এতসব প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও শুধু কয়েকটি হাদীসের শব্দ দেখে যারা মহিলাদেরকে মসজিদমুখী করতে তৎপর– আসলে তাদের নিয়াত কী তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। বুখারী শরীফে বর্ণিত হযরত আয়েশা রা.-এর মন্তব্য থেকে তো এ ইঙ্গিতই পাওয়া যায় যে, রসূলুল্লাহ স.-এর মৃত্যুর পরে সাহায়ে কিরামের যুগেই মহিলাদের অবস্থার যে পরিবর্তন হয়েছিলো তা যদি রসূলুল্লাহ স. নিজে দেখতেন, তাহলে মহিলাদেরকে মসজিদে আসতে নিষেধ করে দিতেন। সে যুগের মেয়েদের অবস্থা যদি এই হয়, তাহলে আমাদের যুগের মেয়েদের অবস্থা দেখলে রসূলুল্লাহ স.-এর ফায়সালা কী হতো তা বুঝতে কারও বাকী থাকার কথা নয়। বাড়তি সওয়াবের প্রতি আগ্রহী হয়ে কেউ মসজিদের জামাআতে যেতে চাইলে তার উচিত পূর্ববর্ণিত উম্মে হুমাইদের আমল অনুসরণ করে অন্দর মহলে নামায আদায় করা। কেননা, পুরুষের জন্য জামাআতে নামাযের যে পরিমাণ সওয়াবের অঙ্গীকার রয়েছে হযরত ইবনে উমার রা. থেকে বর্ণিত হাদীসে নারীদের একাকী নামাযে সে পরিমাণ সওয়াবের অঙ্গীকার রয়েছে। হাদীসটি নিম্নরূপ :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُوسُفَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، أَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ السَّلَامِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلَاةُ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا تَفْضُلُ صَلَاتَهَا فِي الْجَمِيعِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» (رواه ابو نعيم فى تاريخ اصفهان فى ترجمة عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ)

হাদীস নম্বর-২৪৩ : হযরত ইবনে উমার রা. বলেন: আমি রসূলুল্লাহ স.কে বলতে শুনেছি যে, মহিলাদের একাকী নামায তার জামাআতের নামাযের তুলনায় পঁচিশ গুণ বৃদ্ধি পায়। (তারীখে আসফাহান: আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন সাল্লামের জীবনী বর্ণনায়, রাবী নম্বর- ২৬৭)

হাদীসটির স্তর : হাসান। এ হাদীসের রাবীগণের মধ্যে আহমাদ বিন ইবরাহীম, আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ এবং আবু আব্দুস সালাম ব্যতীত সবাই-ই বুখারী/মুসলিমের রাবী। আর আহমাদ বিন ইবরাহীমকে ইমাম জাহাবী রহ. الإِمَامُ، المُحَدِّثُ، "ইমাম ও মুহাদ্দিস" বলে পরিচয় দিয়েছেন। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: তবকা-

২০, রাবী নম্বর- ১৮) আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদকে হাফেজ আবু নুআইম শায়খ বলে প্রশংসা করেছেন। তবে এটাও বলেছেন যে, فِيهِ لِينٌ "তাঁর মধ্যে কিছু শিথিলতা আছে"। (তারীখে আসফাহান: রাবী নম্বর- ২৬৭) আবু আব্দুস সালামের ব্যাপারে হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন: وثقه ابن حبان و ابن شاهين "ইবনে হিব্বান এবং ইবনে শাহীন তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন"। (তাহজীবুত তাহজীব: সালেহ বিন রুস্তমের জীবনী আলোচনায়) বাকিয়্যাহ বিন ওয়ালীদ মুসলিমের রাবী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ব্যাপারে তাদলীসের অভিযোগ আছে। কিন্তু এ হাদীসে তিনি স্পষ্ট حَدَّثَنِي শব্দ ব্যবহার করেছেন। সুতরাং তাঁর তাদলীস এখানে ক্ষতিকর নয়। রাবীগণের কারও কারও মধ্যে যৎসামান্য দুর্বলতা থাকলেও হাদীসটির বিষয়বস্তু সহীহ হাদীস দ্বারা সমর্থিত। কারণ, এ হাদীসে মহিলাদের একাকী নামাযকে জামাআতের নামাযের তুলনায় পঁচিশ গুণ উত্তম বলা হয়েছে। আর একাধিক সহীহ হাদীসে মহিলাদের একাকী নামাযকে জামাআতের নামাযের তুলনায় উত্তম বলা হয়েছে। সুতরাং এ হাদীস দ্বারা সহীহ হাদীসে বর্ণিত উত্তমতার সামান্য ব্যাখ্যা হয়েছে মাত্র।

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, পুরুষরা জামাআতে যে ছওয়াব পায় নারীগণ সে সওয়াব পেতে চাইলে তার মাধ্যম হলো একাকী নামায আদায় করা। কারণ, পুরুষের জামাআতের সওয়াব আল্লাহ তাআলা মহিলাদের একাকী নামাযে রেখেছেন।

মহিলাদের জামাআতে নামায আদায়ের দলীল হিসেবে অনেকে হজ্জ-উমারা বা বাইতুল্লাহর নামাযের উদাহরণ পেশ করে বলেন যে, সেখানে যখন সমগ্র মুসলিম বিশ্বের উলামায়ে কিরাম এবং মহামনীষীদের সামনে মসজিদে হারাম এবং মসজিদে নববীতে নির্বিঘ্নে নামায আদায় করছে; তখন আমাদের দেশসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশের মহিলারা কেন পারবে না? এ উক্তির জবাবে নিম্নে দুটি হাদীস পেশ করা হচ্ছে যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হজ্জ-উমারা এবং মসজিদে হারাম বা মসজিদে নববীর বিষয়টি অন্যান্য মসজিদ থেকে ভিন্ন।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بن الْمِنْهَالِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بن سَلَمَةَ عَنْ سَلَمَةَ بن كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:مَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ فِي مَكَانٍ خَيْرٌ لَهَا مِنْ بَيْتِهَا إِلا أَنْ يَكُونَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ أَوْ مَسْجِدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلا امْرَأَةً تَخْرُجُ فِي

مَنْقَلَيْهَا"يَعْنِي خُفَّيْهَا. (المعجم الكبير للطبراني: خُطْبَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَمِنْ كَلَامِهِ: بَابٌ-١١ والبيهقى فى بَابُ خَيْرِ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ)

হাদীস নম্বর-২৪৪ : হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. বলেন: মসজিদে হারাম এবং মসজিদে নববীর পরে মহিলাদের নামাযের সর্বোত্তম জায়গা হলো তার নিজ গৃহ। তবে (বৃদ্ধা মহিলা) নিকটবর্তী কোন স্থানে সাধারণ কাপড়ে নামাযের জন্য যেতে পারে। (তবারানী কাবীর: ৯৪৭২, সুনানুল কুবরা লিলবাইহাকী: ৫৩৬৪)

হাদীসটির স্তর: সহীহ, মাওকুফ। আলী বিন আব্দুল আযীয ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী/মুসলিমের রাবী। আর আলী বিন আব্দুল আযীয আল বাগাবী অত্যন্ত প্রসিদ্ধ হাফেজে হাদীস। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: তবকা- **১৫**, রাবী নম্বর- **১৬৪**) আল্লামা হাইসামী বলেন: হাদীসটি ইমাম তবারানী তাঁর মু'জামে কাবীরে বর্ণনা করেছেন এবং এর রাবীগণ সবাই-ই সহীহ হাদীসের রাবী। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ: ২১১৩)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিশ্বের যে কোন মসজিদের চেয়ে মহিলাদের নিজ গৃহের নির্জন কামরার নামায উত্তম। তবে মসজিদে হারাম এবং মসজিদে নববীর নামায এ নিয়মের বাইরে। ওই দুই মসজিদের তুলনায় নির্জন কামরার নামায বেশী উত্তম নয়।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَبَّ هَذِهِ الدَّارِ يَحْلِفُ فَيَبْلُغُ بِالْيَمِينِ"مَا مِنْ مُصَلَّى الْمَرْأَةِ خَيْرٌ لَهَا مِنْ بَيْتِهَا إِلا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ إِلا امْرَأَةً يَئِسَتْ مِنَ الْبُعُولَةِ فَهِيَ فِي مَنْقَلَيْهَا"، قُلْتُ: مَا مَنْقَلَيْهَا؟ قَالَ:"امْرَأَةٌ عَجُوزٌ قَدْ تَقَارَبَ خَطْوُهَا".. (المعجم الكبير للطبراني: خُطْبَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَمِنْ كَلَامِهِ: بَابٌ-١١)

হাদীস নম্বর-২৪৫ : হযরত আবু আমর শাইবানী বলেন: আমি এই ঘরের মালিক (আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা.)-এর নিকটে শুনেছি, তিনি মজবুত শপথ করে বলেন: হজ্ব বা উমারা ব্যতীত মহিলাদের নামাযের সর্বোত্তম স্থান হলো তার নিজ গৃহ। তবে স্বামী গ্রহণের ভাবনা থেকে নিরাশ (অতি বৃদ্ধা) মহিলা সাধারণ কাপড়ে যেতে পারে। আবু আমর বলেন: আমি জিজ্ঞেস করলাম: مَنْقَلَيْهَا শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য কী? তিনি বললেন: বয়োবৃদ্ধা মহিলা, যার চলার কদম ছোট হয়ে গেছে। (তবারানী কাবীর: ৯৩৬১)

হাদীসটির স্তর : ইসহাক বিন ইবরাহীম দাবারী ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী। আর ইসহাক বিন ইবরাহীমের বর্ণনাকে আল্লামা উকাইলী সহীহ বলেছেন। আল্লামা আবু আওয়ানা তাঁর সহীহ কিতাবে ইসহাকের বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। ইমাম দারাকুতনী তাঁকে সত্যনিষ্ঠ বলেছেন। (লিসানুল মীযান: ৯৯৫) আল্লামা হাইসামী বলেন: হাদীসটি ইমাম তবারানী তাঁর মু'জামে কাবীরে বর্ণনা করেছেন এবং এর রাবীগণ সবাই-ই সহীহ হাদীসের রাবী। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ: **২১১৪**)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিশ্বের যে কোন মসজিদের চেয়ে মহিলাদের নিজ গৃহের নির্জন কামরার নামায উত্তম। তবে হজ্ব এবং উমারার সময়ে মক্কা-মদীনার নামায এ নিয়মের বাইরে। ওই দুই সময় ব্যতীত সব সময়ে মহিলাদের জন্য নির্জন কামরার নামায বেশী উত্তম হবে।

এ সহীহ হাদীস দু'টি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হজ্ব-উমরার সময় বা অন্য সময়ে মসজিদে হারাম এবং মসজিদে নববীতে মহিলাদের জামাআতের নামায উত্তম হলেও সে হুকুম উক্ত বিষয়ের সাথেই সম্পর্কিত; তার ওপর তুলনা করে অন্য কোথাও এ হুকুম জারী করা যাবে না।

মহিলাদের ওপর জুমআর নামায ফরয নয়

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، ثنا عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ،حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا هُرَيْمُ بْنُ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ فَقَدِ اتَّفَقَا جَمِيعًا عَلَى الِاحْتِجَاجِ بِهُرَيْمِ بْنِ سُفْيَانَ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا مُوسَى فِي إِسْنَادِهِ، وَطَارِقُ بْنُ شِهَابٍ مِمَّنْ يُعَدُّ فِي الصَّحَابَةِ (التعليق من تلخيص الذهبي- صحيح)

হাদীস নম্বর-২৪৬ : হযরত আবু মুসা আশআরী রা. বলেন: রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন: জুমআর নামায হক, প্রত্যেক মুসলিমের ওপর জামাআতের সাথে আদায় করা ওয়াজিব। তবে চার শ্রেণীর মানুষের ওপর ওয়াজিব নয়। ১. ক্রীতদাস, ২. নারী, ৩. শিশু ও ৪. অসুস্থ ব্যক্তি। হাকেম বলেন: হাদীসটি বুখারী-মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ। বুখারী-মুসলিমের ইমামদ্বয় হুরাইম বিন সুফিয়ানের বর্ণনা দ্বারা দলীল গ্রহণে একমত হয়েছেন। তবে তাঁর থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেননি। ইবনে উয়ইনাও এ হাদীসটি ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ বিন মুনতাশির থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে সে সনদে আবু মুসা আশআরী রা.-এর নাম উল্লেখ করেননি। আর তারেক বিন শিহাবকে সাহাবাদের তালিকায় গণনা করা হয়। ইমাম জাহাবী রহ. 'তালখীস' কিতাবে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (মুসতাদরাকে হাকেম: ১০৬২)

হাদীসটির স্তর: সহীহ। হাকেম বলেন: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ "হাদীসটি বুখারী-মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ"। ইমাম জাহাবী রহ. 'তালখীস' কিতাবে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (মুসতাদরাকে হাকেম: ১০৬২)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ক্রীতদাস, নারী, শিশু এবং অসুস্থ ব্যক্তির ওপর জুমআর নামায ফরয নয়।

حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلاَّ أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ " قَالَ أَبُو دَاوُدَ طَارِقُ بْنُ شِهَابٍ قَدْ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا. (رَوَاه ابُوْ دَاود فِىْ بَابِ الْجُمُعَةِ لِلْمَمْلُوكِ وَالْمَرْأَةِ)

হাদীস নম্বর-২৪৭ : হযরত তারিক বিন শিহাব রা. বলেন: রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন: জুমআর নামায হক, প্রত্যেক মুসলিমের ওপর জামাআতের সাথে আদায় করা ওয়াজিব। তবে চার শ্রেণীর ওপর ওয়াজিব নয়। ১. ক্রীতদাস, ২. নারী, ৩. শিশু ও ৪. অসুস্থ ব্যক্তি। ইমাম আবু দাউদ রহ. বলেন: তারিক বিন শিহাব রা. রসূলুল্লাহ স.কে দেখেছেন; তবে তাঁর থেকে কিছুই শোনেননি। (আবু দাউদ: ১০৬৭)

হাদীসটির স্তর: সহীহ। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী/মুসলিমের রাবী। আর তারেক বিন শিহাব হাদীসটি হযরত আবু মুসা আশআরী রা. থেকে বর্ণনা করেছেন বলে মুসতাদরাকে হাকেমের পূর্ববর্ণিত হাদীসে উল্লেখ রয়েছে এবং

হাকেম এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। আর আবু মুসা আশআরী রা.-এর নাম উল্লেখ ব্যতীতও এ হাদীসটি সহীহ। কারণ, তারেক বিন শিহাব সাহাবা। তিনি রসূলুল্লাহ স. থেকে সরাসরি না শুনে থাকলে এটা মুরসালে সাহাবা হিসেবে গণ্য– যা মুহাদ্দিসীনে কিরামের নিকটে সহীহ। শায়খ আলবানীও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (সহীহ-জঈফ আবু দাউদ: ১০৬৭)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ক্রীতদাস, নারী, শিশু এবং অসুস্থ ব্যক্তির ওপর জুমআর নামায ফরয নয়। 'ফরয না হওয়া সত্ত্বেও জুমআয় নারীরা অংশগ্রহণ করতে পাবে কি না' এ বিষয়টি নারীদের জামাআতে অংশগ্রহণ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। উক্ত আলোচনার ফলাফল হলো: "তোমরা আল্লাহর বান্দীদেরকে আল্লাহর মসজিদ থেকে বাঁধা দিও না" রসূলুল্লাহ স.-এর এ বাণীর কারণে অনেকে অনুমতি প্রমাণের চেষ্টা করেছে। কিন্তু রসূলুল্লাহ স. নারীদেরকে জামাআতে অংশগ্রহণ করা থেকে নিরুৎসাহিত করেছেন, আপন ঘরের নির্জন কামরার নামাযকে উত্তম বলেছেন। (আবু দাউদ-৫৬৭) হযরত উম্মে হুমাইদ রা. রসূলুল্লাহ স.-এর পেছনে মসজিদে নববীতে জামাআতে অংশগ্রহণের অনুমতি চাইলে রসূলুল্লাহ স. তাঁকে অনুমতি দেননি; বরং আপন ঘরের নির্জন কামরায় নামায পড়ার ফযীলাত বর্ণনা করে তাঁকে ঘরে নামায পড়তে উৎসাহিত করেছেন এবং তিনি ঘরে নামায পড়ার আমলকে মৃত্যু পর্যন্ত আঁকড়ে ধরেছিলেন। (মুসনাদে আহমাদ: ২৭০৯০) হযরত উমার, (বুখারী: ৮৫৪) ইবনে মাসউদ (তবারানী কাবীর: ৯৪৭৫) এবং ইবনে আব্বাস (ইবনে আবী শাইবা: ৭৬৯৭) সহ অনেক সাহাবায়ে কিরাম নারীদের মসজিদে গমন অপছন্দ করতেন। ইসলামের প্রথম তিন খলীফার যে কারও শাসন আমলে হযরত ইবনে মাসউদ রা. নারীদেরকে জুমআর মসজিদ থেকে বের করে দিয়ে বলেছেন: তোমরা ঘরে যাও; তোমাদের জন্য ঘর উত্তম। (তবারানী কাবীর: ৯৪৭৫) জুমআর নামাযে সাহাবায়ে কিরামের ব্যাপক উপস্থিতি সত্ত্বেও কারও প্রতিবাদ বর্ণিত হয়নি। এটা সাহাবায়ে কিরামের নীরব ইজমার শামিল। উপরন্তু, তৎকালীন নারীদের আচার-আচারণ দেখে হযরত আয়েশা রা. বলেছিলেন যে, আজ রসূলুল্লাহ স. এ অবস্থা দেখলে অবশ্যই তাদেরকে মসজিদে আসতে নিষেধ করে দিতেন। (বুখারী: ৮২৭) এ সব কিছু মিলে বিষয়টি পরিস্কার যে, নারীদের মসজিদে গমনের প্রতি রসূলুল্লাহ স.-এর স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা না থাকলেও রসূলুল্লাহ স.-এর আন্তরিক ইচ্ছা ছিলো নারীদের মসজিদে গমনের বিপক্ষে। আর এ চাহিদা বুঝতে পেরেই সাহাবায়ে কিরাম ছিলেন আরও কঠোর।

অতএব, রসূলুল্লাহ স.-এর আন্তরিক ইচ্ছা, খাছ পরামর্শ, নির্জন কামরা উত্তম হওয়ার ঘোষণা এবং সাহাবায়ে কিরামের অপছন্দী– সব কিছুকে উপেক্ষা করে হাদীসে নিষেধ নেই শ্লোগান দিয়ে নারীদের মসজিদমুখী হওয়া কোনক্রমেই রসূলুল্লাহ স.-এর আদর্শের প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ নয়।

মহিলাদের জন্য ঈদের নামায জরুরী নয়

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَاصِمٍ، حَدَّثَهُمْ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُوَرِّقٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا»(بَابُ التَّشْدِيدِ فِي ذَلِكَ–يَعْنِيْ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسْجِدِ)

হাদীস নম্বর-২৪৮ : হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. বলেনঃ রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন: নারীর জন্য খাছ কামরায় নামায পড়া হুজরায় নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। আর ঘরের নির্জন স্থানে নামায পড়া খাছ কামরায় নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। (আবু দাউদঃ ৫৭০, মুসতাদরাকে হাকেমঃ ৭৫৭, সুনানুল কুবরা লিলবাইহাকীঃ ৫৩৬১)

হাদীসটির স্তরঃ সহীহ। হাকেম বলেনঃ এ হাদীসটি বুখারী-মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ। ইমাম জাহাবীও হাদীসটিকে বুখারী-মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ বলেছেন। ইমাম নববী রহ. হাদীসটিকে মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন। (খুলাছাতুল আহকামঃ ২৩৪৭) শায়খ আলবানীও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (সহীহ-জঈফ আবু দাউদঃ ৫৭০)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীসে ঘরের নির্জন স্থানকে মহিলাদের সর্বোত্তম নামাযের স্থান বলা হয়েছে। এ ইরশাদের দ্বারা রসূলুল্লাহ স. মহিলাদেরকে মসজিদের জামাআতে যেতে নিরুৎসাহিত করেছেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، ثنا عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ،حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا هُرَيْمُ بْنُ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا

أَرْبَعَةٌ: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ فَقَدِ اتَّفَقَا جَمِيعًا عَلَى الِاحْتِجَاجِ بِهُرَيْمِ بْنِ سُفْيَانَ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا مُوسَى فِي إِسْنَادِهِ، وَطَارِقُ بْنُ شِهَابٍ مِمَّنْ يُعَدُّ فِي الصَّحَابَةِ (التعليق من تلخيص الذهبي– صحيح)

হাদীস নম্বর-২৪৯ : হযরত আবু মুসা আশআরী রা. বলেনঃ রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেনঃ জুমআর নামায হক, প্রত্যেক মুসলিমের ওপর জামাআতের সাথে আদায় করা ওয়াজিব। তবে চার শ্রেণীর মানুষের ওপর ওয়াজিব নয়। ১. ক্রীতদাস, ২. নারী, ৩. শিশু ও ৪. অসুস্থ্য ব্যক্তি। হাকেম বলেনঃ হাদীসটি বুখারী-মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ। বুখারী-মুসলিমের ইমামদ্বয় হুরাইম বিন সুফিয়ানের বর্ণনা দ্বারা দলীল গ্রহণে একমত হয়েছেন। তবে তাঁর থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেননি। ইবনে উয়ইনাও এ হাদীসটি ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ বিন মুনতাশির থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে সে সনদে আবু মুসা আশআরী রা.-এর নাম উল্লেখ করেননি। আর তারেক বিন শিহাবকে সাহাবাদের তালিকায় গণনা করা হয়। ইমাম জাহাবী রহ. 'তালখীস' কিতাবে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (মুসতাদরাকে হাকেমঃ ১০৬২)

হাদীসটির স্তরঃ সহীহ। হাকেম বলেনঃ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ "হাদীসটি বুখারী-মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ"। ইমাম জাহাবী রহ. 'তালখীস' কিতাবে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (মুসতাদরাকে হাকেমঃ ১০৬২)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ক্রীতদাস, নারী, শিশু এবং অসুস্থ্য ব্যক্তির ওপর জুমআর নামায জরুরী নয়।

ফায়দা : প্রথম এবং দ্বিতীয় হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, মহিলাদের জন্য ঘরের নির্জন কামরায় আদায়কৃত নামায জামাআতের সাথে আদায়কৃত নামাযের তুলনায় উত্তম। এ কারণে রসূলুল্লাহ স. তাদেরকে জামাআতে না যেতে উৎসাহিত করেছেন। তৃতীয় হাদীসে চার শ্রেণীর মানুষের তালিকা পেশ করা হয়েছে যাদের প্রতি জামাআত জরুরী না হওয়ার কারণে জুমআ জরুরী হয়নি। কারণ, জুমআর নামায সহীহ হওয়ার একটি অন্যতম শর্ত হলো জামাআতের সাথে আদায় করা। এ তিনটি সহীহ হাদীস থেকে একটি নীতিমালা বেরিয়ে আসে। তাহলোঃ যে সব নামাযের জন্য জামাআত শর্ত সে সব নামায ওই শ্রেণীর মানুষের জন্য জরুরী নয় যাদের জন্য জামাআত জরুরী নয়।

সহীহ হাদীস থেকে উদ্ভাবিত এ নীতিমালার প্রতি লক্ষ্য করলে পরিস্কার হয়ে যায় যে, মহিলাদের প্রতি ঈদের নামায জরুরী নয়। কারণ জুমআর নামাযের মতো ঈদের নামায সহীহ হওয়ার জন্যও জামাআতের সাথে আদায় করা শর্ত।

নীতিমালা আকারে পেশকৃত এ বিষয়টি এখন সাহাবায়ে কিরামের হাতে গড়া বিশিষ্ট তাবিঈদের আমল দ্বারা বাস্তবতায় রূপ দেয়া হচ্ছে।

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يُخْرِجُ نِسَاءَهُ فِي الْعِيدَيْنِ.

হাদীস নম্বর-২৫০ : হযরত নাফে' রহ বলেন: হযরত ইবনে উমার রা. নিজ স্ত্রীদেরকে ঈদের জন্য বের হতে দিতেন না। (ইবনে আবী শাইবা: ৫৮৪৫)

হাদীসটির স্তর: সহীহ, মাওকূফ। হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাবির ব্যতীত এ হাদীসটির রাবীগণ সকলেই বুখারী-মুসলিমের ثقة নির্ভরযোগ্য রাবী। আর আব্দুল্লাহ বিন জাবির নির্ভরযোগ্য। (আল কাশেফ-২৩৫৯)

সারসংক্ষেপ : হযরত ইবনে উমর রা. নিজ স্ত্রীদেরকে ঈদের নামাযে পাঠাতেন না। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি ঈদের জামাতে মহিলাদের না পাঠানোর আদর্শ রসূলুল্লাহ স. হতে গ্রহণ করেছেন। এটা পূর্বোক্ত নীতিমালার বাস্তব রূপ।

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يُخْرِجُ نِسَاءَهُ فِي الْعِيدِ "

হাদীস নম্বর-২৫১ : হযরত নাফে' রহ বলেন: হযরত ইবনে উমার রা. নিজ স্ত্রীদেরকে ঈদের জন্য বের হতে দিতেন না। (আব্দুর রজ্জাক: ৫৭২৪)

হাদীসটির স্তর: সহীহ, মাওকূফ। এ হাদীসটির রাবীগণ সকলেই বুখারী-মুসলিমের নির্ভরযোগ্য রাবী।

সারসংক্ষেপ : হযরত ইবনে উমর রা.-এর ইলমের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ছাত্র হযরত নাফে' রহ. নিজ স্ত্রীদেরকে ঈদের নামাযে পাঠাতেন না। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি ঈদের জামাতে মহিলাদের না পাঠানোর আদর্শ সাহাবায়ে কিরামের মাধ্যমে রসূলুল্লাহ স. হতে গ্রহণ করেছেন।

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَدَعُ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِهِ تَخْرُجُ إِلَى فِطْرٍ ، وَلاَ إِلَى أَضْحى

হাদীস নম্বর-২৫২ : হযরত উরওয়া রহ. নিজ পরিবারের কোন নারীকে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার জন্য বের হতে দিতেন না। (ইবনে আবী শাইবা: ৫৮৪৬)

হাদীসটির স্তর: সহীহ, মাকতু'। এ হাদীসটির রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের নির্ভরযোগ্য রাবী।

সারসংক্ষেপ : হযরত আয়েশা রা.সহ অভিজ্ঞ সাহাবায়ে কিরাম থেকে শিক্ষা গ্রহণকারী, উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশার আপন ভাগ্নে এবং জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ সাহাবার অন্যতম সদস্য হযরত যুবাইর রা.-এর পুত্র উরওয়া বিন যুবাইর রহ. নিজ পরিবারের কোন নারীকে ঈদের নামাযে পাঠাতেন না। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাঁরা ঈদের জামাআতে মহিলাদের না পাঠানোর আদর্শ সাহাবায়ে কিরামের মাধ্যমে রসূলুল্লাহ স. থেকে গ্রহণ করেছেন। এটা পূর্বোক্ত নীতিমালার বাস্তব রূপ।

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ قُرَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ : كَانَ الْقَاسِمُ أَشَدَّ شَيْءٍ عَلَى الْعَوَاتِقِ ، لاَ يَدَعُهُنَّ يَخْرُجْنَ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى.

হাদীস নম্বর-২৫৩ : আব্দুর রহমান বিন কাসেম বলেন: হযরত কাসেম রহ. যুবতীদের ক্ষেত্রে কঠোর ছিলেন। তিনি তাদেরকে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহায় বের হতে দিতেন না। (ইবনে আবী শাইবা: ৫৮৪৭)

হাদীসটির স্তর: সহীহ, মাকতু'। এ হাদীসটির রাবীগণ সবাই-ই বুখারী/মুসলিমের নির্ভরযোগ্য রাবী।

সারসংক্ষেপ : হযরত আয়েশা রা.সহ অভিজ্ঞ সাহাবায়ে কিরাম হতে শিক্ষা গ্রহণকারী, উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশার আপন ভাতিজা এবং সাহাবায়ে কিরামের যুগে মদীনায় ফতওয়াদানকারী সাতজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির একজন হযরত কাসেম বিন মুহাম্মাদ রহ. যুবতী নারীদের ঈদের নামাযে পাঠানোর কট্টর বিরোধী ছিলেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাঁরা ঈদের জামাআতে মহিলাদের না পাঠানোর আদর্শ সাহাবায়ে কিরামের মাধ্যমে রসূলুল্লাহ স. থেকে গ্রহণ করেছেন। এটা পূর্বোক্ত নীতিমালার বাস্তব রূপ।

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُكْرَهُ خُرُوجُ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ.

হাদীস নম্বর-২৫৪ : হযরত ইবরাহীম নাখঈ বলেন: মহিলাদের উভয় ঈদে যাওয়া অপছন্দ করা হতো। (ইবনে আবী শাইবা: ৫৮৪৪)

হাদীসটির স্তর: সহীহ, মাকতু'। এ হাদীসটির রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের নির্ভরযোগ্য রাবী।

সারসংক্ষেপ : সাহাবায়ে কিরাম এবং অভিজ্ঞ তাবিঈদের থেকে শিক্ষা গ্রহণকারী, বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও ফকীহ হযরত ইবরাহীম নাখঈ রহ. নারীদের ঈদের নামাযে যাওয়া অপছন্দ করতেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাঁরা ঈদের জামাআতে মহিলাদের না পাঠানোর আদর্শ সাহাবায়ে কিরামের মাধ্যমে রসূলুল্লাহ স. থেকে গ্রহণ করেছেন।

ফায়দা : সহীহ হাদীসের ভিত্তিতে উদ্ভাবিত উপরোক্ত নীতিমালা এবং বর্ণনাসমূহের ভিত্তিতে আমরা বিশ্বাস করি যে, মহিলাদের জন্য ঈদের নামায জরুরী নয়। বরং কাসেম বিন মুহাম্মাদ কতর্তৃক যুবতীদের বিষয়ে কট্টর হওয়া থেকে বুঝে আসে যে, নারীঘটিত ফিতনার বিষয়টি মাথায় রেখে তিনি এ ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করেছেন। আর সে যুগের চেয়ে পরবর্তী যুগে ফিতনার আশঙ্কা আরও বৃদ্ধি পাওয়ায় পরবর্তী মুজতাহিদগণের অনেকে নারীদের ঈদগাহে যাওয়া অপছন্দ তথা মাকরুহ মনে করতেন। যেমনটি বর্ণিত হয়েছে হযরত ইবরাহীম নাখঈ রহ.-এর মন্তব্যে। সার্বিক বিবেচনায় হযরত ইবরাহীম নাখঈ রহ.-এর মতানুসারে ঈদের নামাযের জন্য নারীদের ঈদগাহে যাওয়াকে আমরা মাকরুহ মনে করি। অনুরূপ মন্তব্য হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. আল্লামা সাইদালানী রহ.-এর থেকেও বর্ণনা করেছেন। আর তা এই:

وَذَكَرَ الصَّيْدَلَانِيُّ أَنَّ الرُّخْصَةَ فِي خُرُوجِهِنَّ وَرَدَتْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَأَمَّا الْيَوْمَ فَيُكْرَهُ لِأَنَّ النَّاسَ قَدْ تَغَيَّرُوا وَرُوِيَ هَذَا الْمَعْنَى عَنْ عَائِشَةَ انْتَهَى

অনুবাদ : আল্লামা সাইদালানী বলেন: মহিলাদের ঈদের নামাযে গমনের বিষয়টি সে যুগে অনুমোদিত ছিলো; কিন্তু এখন তা মাকরুহ। কারণ, মানুষের মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসে গেছে। অনুরূপ মত হযরত আয়েশা রা. থেকেও বর্ণিত হয়েছে। (তালখীছুল হাবির: ৬৭৮ নম্বর হাদীসের আলোচনায়)

এর বিপরীতে অনেকে মহিলাদের ঈদের নামাযে অংশগ্রহণকে পুরুষের মতো জরুরী বা কমপক্ষে উত্তম মনে করে থাকেন। তারা যে সব সহীহ হাদীস দ্বারা এ বিষয়ে প্রমাণ পেশ করে থাকেন তার অন্যতম হাদীস হলো বুখারী শরীফে বর্ণিত হযরত উম্মে আতিয়ার হাদীস। উক্ত হাদীসটি নিম্নে পেশ করা হলো।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَاصِمٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ حَتَّى نُخْرِجَ الْبِكْرَ مِنْ خِدْرِهَا حَتَّى نُخْرِجَ

الْحُيَّضَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ(رَوَاه الْبُخَارِيُّ فِيْ بَابِ التَّكْبِيرِ أَيَّامَ مِنًى، وَإِذَا غَدَا إِلَى عَرَفَةَ)

হাদীস নম্বর-২৫৫ : হযরত উম্মে আতিয়াহ রা. বলেন: ঈদের দিনে আমাদেরকে বের হওয়ার নির্দেশ দেয়া হতো। এমনকি কুমারীদেরকে তাদের অন্দর মহল থেকে বের করতাম এবং ঋতুমতী নারীদেরকেও। তারা পুরুষদের পেছনে থাকত আর তাদের তাকবীরের সাথে তাকবীর বলত এবং দুআর সাথে দুআ করত। তারা সেদিনের বরকত ও পবিত্রতা আশা করত। (বুখারীঃ ৯২০)

হাদীসটির স্তর: সহীহ। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিজী, নাসাঈ এবং ইবনে মাজাহ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামিউল উসূল: ৪২৬৩) এ হাদীসটি বুখারী শরীফের ৯২৩ নম্বরেও বর্ণিত হয়েছে। সে বর্ণনায় এসেছে «وَيَعْتَزِلْنَ الحُيَّضُ المُصَلَّى» "ঋতুমতী নারীগণ ঈদগাহ থেকে দূরে থাকবে"। এ হাদীসটি বুখারী শরীফের ৯২৮ নম্বরেও বর্ণিত হয়েছে। উক্ত বর্ণনায় এসেছে فَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ "তারা যেন কল্যাণকর কাজে এবং মুমিনদের দুআয় শরীক হয়"।

সারসংক্ষেপ : বুখারী শরীফের এ হাদীসে মহিলাদের ঈদগাহে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ অবশ্যই বিদ্যমান রয়েছে। তবে মহিলাদের ঈদগাহে গমনের উদ্দেশ্য নামায নয়। ৯২৩ নম্বরে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে «وَيَعْتَزِلْنَ الحُيَّضُ المُصَلَّى» "ঋতুমতী নারীগণ ঈদগাহ থেকে দূরে থাকবে"। অর্থাৎ, মহিলাদের ঈদগাহে গমন যদি নামাযের জন্য হতো তাহলে ঋতুমতী নারীগণ ঈদগাহ যাবে কেন? যাদের নামায পড়াই বৈধ নয়। আবার হাদীসে তাদেরকে ঈদগাহ থেকে দূরে থাকতেও বলা হয়েছে। বরং তাদেরকে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য ভিন্ন কিছু– যা পরবর্তী ৯২৮ নম্বর হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে যে, فَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ "তারা যেন কল্যাণকর কাজে এবং মুমিনদের দুআয় শরীক হয়"। অর্থাৎ, তাদের ঈদগাহে গমন নামাযের জন্য নয়; বরং মুমিনদের দুআ এবং কল্যাণে অংশ নেয়ার জন্য।

অতএব, যারা সহীহ হাদীসের দোহাই দিয়ে নারীদেরকে ঈদগাহে নিয়ে যেতে তৎপর তারা যেন হাদীসের ভাষার পাশাপাশি হাদীসের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যও বের করার চেষ্টা করে। এ হাদীসসহ অন্যান্য হাদীসের বর্ণনায় নারীদেরকে ঈদগাহে নিয়ে যাওয়ার যে তাকীদ করা হয়েছে ঈদের নামায ব্যতীত এ কাজের আরও কী কী

উদ্দেশ্য ছিলো সে ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা 'মহিলাদের জন্য ঘরে একাকী নামায পড়াই উত্তম' শিরোনামে দেখা যেতে পারে।

নাবালকের ইমামতি জায়েয নেই

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ اللَّهُمَّ أَرْشِدِ الأَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ (رَوَاه التِّرمِذِىْ فِىْ بَابِ مَا جَاءَ أَنَّ الإِمَامَ ضَامِنٌ، وَالمؤَذِّنَ مُؤْتَمَنٌ)

হাদীস নম্বর-২৫৬ : হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন: ইমাম হলেন যামিনদার আর মুআজ্জিন হলেন আমানতদার। হে আল্লাহ! ইমামকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন আর মুআজ্জিনকে ক্ষমা করুন। ইমাম তিরমিজী রহ. বলেন: এ বিষয়ে হযরত আয়েশা, সাহাল বিন সা'দ ও উকবা বিন আমের রা. থেকে হাদীস বর্ণিত রয়েছে। (তিরমিজী: ২০৭, পৃষ্ঠা: ১/৫১)

হাদীসটির স্তর: সহীহ। এ হাদীসের বর্ণনাকারীগণ সবাই-ই বুখারী/মুসলিমের রাবী। মুসনাদে আহমাদের তাহকীকে শায়খ শুআইব আরনাউত বলেন: حديث صحيح "হাদীসটি সহীহ"। (মুসনাদে আহমাদ; ৭১৬৯ নম্বর হাদীসের আলোচনায়) শায়খ আলবানীও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (সহীহ-জঈফ তিরমিজী: ২০৭) এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে অপর একটি সনদেও বর্ণিত হয়েছে। ইমাম যাইলাঈ রহ. উক্ত সনদকে সহীহ বলেছেন এবং হুবহু ওই সনদে ইমাম মুসলিম রহ. প্রায় ১৪টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। (নাসবুর রায়াহ: ৭২ নম্বর হাদীসের আলোচনায়) এ হাদীসের কোন কোন বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে, হাদীসটি হযরত আ'মাশ কোন এক ব্যক্তির মাধ্যমে আবু সালেহ থেকে বর্ণনা করেন। কিন্তু ইমাম তিরমিজী রহ. বলেছেন যে, সুফিয়ান সাওরী, হাফস বিন গিয়াস এবং আরও অনেকে এ হাদীসটি আবু সালেহ থেকে আ'মাশের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম দারাকুতনী রহ. সহীহ সনদে প্রমাণ করেছেন যে, আ'মাশ এ হাদীসটি আবু সালেহ থেকে শুনেছেন। (ইলাল: হাদীস নম্বর- ১৯৬৮) এ হাদীসটি আবু দাউদ শরীফ ৫১৭ নম্বরেও বর্ণিত হয়েছে।

সারসংক্ষেপ : রসূলুল্লাহ স. বলেছেন: কলম তুলে নেয়া হয়েছে তিন ধরণের ব্যক্তির ওপর থেকে: ১. পাগল, যতক্ষণ সে সুস্থ না হয়, ২. নাবালক, যতক্ষণ সে প্রাপ্তবয়স্ক না হয় এবং ৩. ঘুমন্ত ব্যক্তি, যতক্ষণ সে জাগ্রত না হয়। (ইবনে মাজাহ:

২০৪২) এ হাদীসটি তিরমিজী, আবু দাউদে সনদসহ এবং বুখারী শরীফে মুআল্লাকভাবে বর্ণিত হয়েছে। হযরত ইবনে হাজার রহ. এ হাদীসের অনেক সনদ উল্লেখ করে বলেন: وَهَذِهِ طُرُقٌ تَقَوَّى بَعْضُهَا بِبَعْضٍ "এ সনদগুলো একটির দ্বারা অপরটি শক্তিশালী হয়"। (ফাতহুল বারী: 'পাগল-পাগলীকে রজম করা হবে না' অধ্যায়) এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, নাবালকের ওপর শরীআতের কোন দায়-দায়িত্ব বর্তায় না। আর পূর্বের হাদীসে ইমামকে অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ পদ অর্পণ করে বলা হয়েছে যে, 'ইমাম যামিনদার'। নাবালককে ইমাম বানানো হলে দায়িত্বহীনকে দায়িত্বশীল বানানো আবশ্যক হয়– যা পূর্বের হাদীসের আলোকে সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য।

এ ছাড়াও রসূলুল্লাহ স. প্রাপ্তবয়স্ক দায়িত্বশীল মানুষদেরকে ইমামতির দায়িত্ব অর্পণের ব্যাপারে একাধিকবার এ কথা বলে নির্দেশ দিয়েছেন যে, لِيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ "তোমাদের ইমামতি করবে তোমাদের মধ্যে তুলনামূলক বেশী বয়স্ক ব্যক্তি"। (বুখারী: ৬০০) অন্য বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে, لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا "তোমাদের দু'জনের ইমামতি করবে তোমাদের মধ্য যিনি তুলনামূলক বেশী বয়স্ক"। (বুখারী: ৬০২) এ থেকেও স্বাভাবিকভাবে এটাই বুঝে আসে যে, ইমামতির গুণাবলীর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ইমাম তুলনামূলক বয়স্ক হওয়া। সুতরাং শুধু নাবালকরা জামাআতে নামায আদায় করলে তাদের মধ্যে তুলনামূলক যে বেশী বয়সী সে নামায পড়াবে। আর শুধু প্রাপ্তবয়স্করা জামাআতে নামায পড়লে তাদের মধ্যে যে তুলনামূলক বেশী বয়সী সে ইমামতি করবে। আর প্রাপ্তবয়স্ক এবং নাবালক একত্রে জামাআতে নামায আদায় করলে প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে ইমামতির অন্যান্য যোগ্যতা বিদ্যমান থাকা সাপেক্ষে তুলনামূলক যে বেশী বয়স্ক সে ইমামতি করবে।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاء ، وَعُمَر بْنُ عَبْدِ الْعَزِيز ، قَالاَ : لاَ يَؤُمُّ الْغُلاَمُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ فِي الْفَرِيضَةِ وَلاَ غَيْرَهَا.

হাদীস নম্বর-২৫৭ : হযরত আতা ও উমার বিন আব্দুল আযীয রহ. বলেন: ফরয ও নফল কোন নামাযে অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক ইমামতি করবে না। (ইবনে আবী শাইবা: ৩৫২৪)

হাদীসটির স্তর: হাসান, মাকতু'। ইসমাঈল বিন আইয়াশ ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী। আর ইসমাঈল নিজ শহরের রাবীদের

থেকে যা বর্ণনা করেন তা সঠিক। তবে অন্যদের থেকে যা বর্ণনা করেন সে ব্যাপারে ইমামদের পক্ষ থেকে মিশ্র প্রতিক্রিয়া রয়েছে। হযরত ইয়াহইয়া বিন মাঈনসহ কেউ কেউ তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। আবার অনেকে তাঁর বর্ণনাকে অস্বচ্ছ বলেছেন। (তাহজীবুত তাহজীব: ৫৮৪) আর এ হাদীসটি তিনি অন্য শহরের রাবীর থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু নিম্নবর্ণিত হাদীসে যেহেতু ইমাম আব্দুর রযযাক এ বর্ণনার সমর্থন করেছেন, তাই এটা হাসান স্তরের কম নয়।

সারসংক্ষেপ : হযরত আতা বিন আবী রবাহ এবং উমার বিন আব্দুল আযীয রহ. উভয়েই হাদীসের বড় ইমাম। আর সেই সাথে ফকীহ ও মুজতাহিদ। এ দুই মহামনীষী যৌথ সিদ্ধান্ত দিলেন যে, ফরয ও নফল কোন নামাযে নাবালকের ইমামতি গ্রহণযোগ্য নয়।

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَن بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ أَنَّ عَبْدَ الْعَزِيْزِ بْنَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ أَخْبَرَه أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِيْ سُوَيْدٍ أَقَامَه لِلنَّاسِ وَهُوَ غُلَامٌ بِالطَّائِفِ فِيْ شَهْرِ رَمْضَانَ يَؤُمُّهُمْ فَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلى عُمَرَ يُبَشِّرُه فَغَضِبَ عُمَرُ وَكَتَبَ إِلَيْهِ مَا كَانَ نُوَلِّكَ أَنْ تُقَدِّمَ لِلنَّاسِ غُلَامًا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الْحُدُوْدُ

হাদীস নম্বর-২৫৮ : মুহাম্মাদ বিন আবু সুআইদ রহ. আব্দুল আযীয বিন উমারকে তায়েফ নামক স্থানে রমাযান মাসে ইমাম বানালেন অথচ তখনও তিনি নাবালক। মুহাম্মাদ বিন আবু সুআইদ হযরত উমার বিন আব্দুল আযীয রহ.কে সুসংবাদ হিসেবে খবরটি জানালেন। (আপনার ছেলেকে ইমাম বানিয়েছি) হযরত উমার বিন আব্দুল আযীয রহ.-এর নিকটে এ খবর পৌঁছলে তিনি রাগান্বিত হয়ে মুহাম্মাদ বিন সুআইদকে পত্র লেখেন যে, আমি আপনাকে এ দায়িত্ব দিইনি যে, আপনি একজন নাবালক বাচ্চাকে ইমাম বানাবেন যার ওপর শরীআতের শাস্তি আরোপিত হয়নি। (আব্দুর রযযাক: ৩৮৪৮)

হাদীসটির স্তরঃ সহীহ, মাকতু'। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের প্রসিদ্ধ ইমাম এবং ثقةٌ "নির্ভরযোগ্য" রাবী। সুতরাং হাদীসটির সনদ উঁচু মানের সহীহ।

সারসংক্ষেপ : খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত উমার বিন আব্দুল আযীয রহ. হাদীসের বড় ইমাম। সাথে সাথে ফকীহ ও মুজতাহিদ। তিনি মুহাম্মাদ বিন সুআইদকে শাসিয়ে পত্র দিলেন যে, একজন নাবালককে কেন ইমাম বানানো হলো। এ থেকে স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, নাবালকের ইমামতি গ্রহণযোগ্য নয়।

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنِ ابْنِ أَبِى يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لاَ يَؤُمُّ الْغُلاَمُ حَتَّى يَحْتَلِمَ. مَوْقُوفٌ مُطْلَقٌ.

হাদীস নম্বর-২৫৯ : হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন: প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বে কোন বালক ইমামতি করবে না। (সুনানুল কুবরা লিলবাইহাকী: ৫৮৫৮)
ইমাম বাইহাকী বলেন: এটা মাউকুফ হাদীস এবং সাধারণভাবে বর্ণিত (নির্দিষ্ট কোন নামায বা অন্য কিছুর সাথে শর্তযুক্ত নয়)।

হাদীসটির স্তরঃ হাসান, মাওকুফ। এ হাদীসের রাবীগণের মধ্যে ইবনে আবী ইয়াহইয়া ব্যতীত অন্যরা নির্ভরযোগ্য। আর ইবনে আবী ইয়াহইয়াকে ইমাম শাফিঈ রহ. নির্ভরযোগ্য বললেও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ তার কঠোর সমালোচনা করেছেন। এতদসত্ত্বেও এ বিষয়টি যেহেতু অন্যান্য বর্ণনা দ্বারা সমর্থিত তাই এটা সহযোগী দলীল হিসেবে চলতে পারে। ইমাম বাইহাকীও এ হাদীসের কোন ত্রুটি উল্লেখ করেননি।

সারসংক্ষেপ : হযরত ইবনে আব্বাস রা. সিদ্ধান্ত দিলেন যে, ফরয ও নফল কোন নামাযে নাবালকের ইমামতি গ্রহণযোগ্য নয়।

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَن بْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ لاَ يَؤُمُّ الْغُلاَمُ اَلَّذِيْ لَمْ يَحْتَلِمْ

হাদীস নম্বর-২৬০ : হযরত আতা রহ. বলেন: নাবালক বাচ্চা ইমামতি করবে না। (আব্দুর রযযাক: ৩৮৪৫)

হাদীসটির স্তরঃ সহীহ, মাকতু'। এ হাদীসটির রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের প্রসিদ্ধ ثقةٌ "নির্ভরযোগ্য রাবী"। সুতরাং হাদীসটির সনদ উঁচু মানের সহীহ।

সারসংক্ষেপ : হযরত আতা বিন আবী রবাহ রহ. সিদ্ধান্ত দিলেন যে, নাবালকের ইমামতি করার বৈধতা নেই।

حَدَّثَنَا رَوَّادُ بْنُ جَرَّاحٍ أَبُو عِصَامٍ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ وَاصِلِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ يَؤُمُّ غُلاَمٌ حَتَّى يَحْتَلِمَ.

হাদীস নম্বর-২৬১ : হযরত মুজাহিদ রহ. বলেন: প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বে কোন বালক ইমামতি করবে না। (ইবনে আবী শাইবা: ৩৫২৬)

হাদীসটির স্তরঃ হাসান : এ হাদীসের রাবীগণের মধ্যে প্রথমে হযরত রওওয়াদ রহ.। ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তাঁকে ثِقَةٌ "নির্ভরযোগ্য" বলেছেন। (আল কাশেফঃ ১৫৯০) হাফেজ ইবনে হাজার রহ. তার সম্পর্কে বলেনঃ সত্যনিষ্ঠ, তবে শেষ জীবনে তাঁর স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে যাওয়ায় মুহাদ্দিসগণ তাঁকে বর্জন করেছিলেন। সুফিয়ান সাওরী থেকে তার বর্ণনায় বেশী সমস্যা। (তাকরীবঃ ২১৩৯) দ্বিতীয় ইমাম আওযাঈ রহ. যিনি প্রসিদ্ধ ইমাম এবং বুখারী-মুসলিমের রাবী। (তাকরীবঃ ৪৪৩৫) আবু বকর ওয়াছেল مقبـول "গ্রহণযোগ্য"। (তাকরীবঃ ৮৩১২) সুতরাং হাদীসটি হাসান। অনুরূপ মন্তব্য ইমাম শা'বী থেকেও বর্ণিত আছে। (ইবনে আবী শাইবাঃ ৩৫২৫)

সারসংক্ষেপ : হযরত মুজাহিদ রহ. সিদ্ধান্ত দিলেন যে, নাবালকের ইমামতি করার বৈধতা নেই।

ফায়দা : উপরোক্ত দলীলের ভিত্তিতে আমরা বিশ্বাস করি যে, ইমামতির গুরু দায়িত্ব কোন অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক পালন করতে পারে না এবং তার পেছনে ইক্তিদা করলে কোন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের নামায হয় না।

এর বিপরীতে কিছু আলিম নাবালকের ইমামতি বৈধ বলে থাকেন। তাঁরা বুখারী শরীফের ৩৯৭১ নম্বর হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন। যে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত আমর বিন সালামা রা.কে তাঁর কওমের লোকেরা ইমাম বানিয়েছিলেন যখন তাঁর বয়স মাত্র ছয়/সাত বছর।

আমরা এ হাদীসটিকে নাবালকের ইমামতির দলীল হিসেবে গ্রহণ করি না। তাঁর পিতা রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে সাক্ষাত করে মাত্র মুসলমান হয়ে আপন কওমে ফিরে এসে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন। আর তাঁর কওমের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে নামাযের জন্য উপস্থিত হন এবং ছয়/সাত বছরের বালক আমর বিন সালামাকে ইমাম বানান। তিনি তাঁর ছেলেকে ইমাম বানানোর দলীল হিসেবে রসূলুল্লাহ স.-এর ইরশাদ বর্ণনা করেন যে, তোমাদের মধ্যে যে বেশী কুরআন জানে সে তোমাদের নামায পড়াবে। রসূলুল্লাহ স.-এর ইরশাদ শুনে কওমের লোকেরা অধিক কুরআন জানার কারণে ওই নাবালকের ওপর ইমামতির গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছিলো।

উক্ত হাদীসে আরও উল্লেখ রয়েছে যে, যখন আমি সিজদা করতাম তখন নিতম্বের কাপড় সংকুচিত হয়ে নিতম্ব বের হয়ে যেতো। এ অবস্থা দেখে কওমের লোকেরা তাঁকে একটি জামা বানিয়ে দিয়েছিলো। তারা নতুন ইসলাম গ্রহণ করায় সতর

ঢাকা নামায সহীহ হওয়ার শর্ত– তাও জানত না। এছাড়াও নামাযের অনেক জরুরী মাসআলা তখনও পর্যন্ত তারা শিখতে পারেননি। যে কারণে নামাযের মধ্যে ইমামের নিতম্বের কাপড় খুলে যাওয়া সত্ত্বেও নামায চালিয়ে গেছেন নির্বিঘ্নে।

হযরত সাহল বিন সা'দ রা. থেকে মুসতাদরাকে হাকেমে বর্ণিত ৭৮৫ নম্বর হাদীস দ্বারাও কেউ কেউ দলীল পেশ করে থাকেন। উক্ত হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, তিনি এক নাবালককে ইমাম বানিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে আপত্তি করা হলে তিনি দলীল হিসেবে রসূলুল্লাহ স.-এর ইরশাদ পেশ করেন যে, «إِنَّ الْإِمَامَ ضَامِنٌ، فَإِنْ أَتَمَّ كَانَ لَهُ وَلَهُمْ، وَإِنْ نَقَصَ كَانَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ، فَلَا أُرِيدُ أَنْ أَتَحَمَّلَ ذَلِكَ» "ইমাম যামিনদার যদি সে নামায পূর্ণ করে তাহলে ইমাম-মুক্তাদী সবাই-ই সওয়াব পাবে। আর যদি ত্রুটি হয় তাহলে তার দায়ভার ইমামের ওপর বর্তাবে। আর আমি এ দায়িত্ব কাঁধে নিতে চাই না"। হাকেম এবং ইমাম জাহাবী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

হযরত সাহল রা. যে হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করলেন সে হাদীসে নাবালককে ইমাম বানানোর কোন কথাই বিদ্যমান নেই। বরং 'ইমাম যামিনদার' শব্দের মধ্যে নাবালককে ইমাম না বানানোর বিষয়টিই বরং পরিস্কার– যা এ অধ্যায়ের প্রথম হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।

উপরোক্ত বিষয়গুলো গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে এটা পরিস্কার হয়ে যায় যে, সাহাবার আমল হওয়া সত্ত্বেও ইমামতির মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এ জাতীয় আমল থেকে দলীল গ্রহণ করা যায় না। উপরন্তু, ফকীহ সাহাবা হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর আমল এর বিপরীত রয়েছে। সাথে সাথে এটা অতি স্বাভাবিক কথা যে, যার প্রতি শরীআতের কোন দায়িত্ব এখনও বর্তায়নি সে নামাযের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাতে অন্যদের কী প্রতিনিধিত্ব করবে? এ ছাড়া, উপরোক্ত হাদীস দু'টির ভিত্তিতে নাবালকের ইমামতি বৈধ বলা হলে পূর্ববর্ণিত মারফু' হাদীস, সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈগণের মতামত এবং শরীআতের বেশ কিছু মূলনীতির পরিপন্থী হবে। আবার বৈধ ও অবৈধের দ্বন্দ্ব হলে সর্বদা অবৈধের দিক প্রাধান্য পেয়ে থাকে। এ নিয়মের আওতায়ও নাবালককে ইমাম বানানো থেকে বেঁচে থাকা জরুরী।

নফল আদায়কারীর পেছনে ফরয আদায়কারীর ইক্তিদা

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ يَعْنِي مَوْلَى مَيْمُونَةَ قَالَ أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ عَلَى الْبَلاَطِ وَهُمْ يُصَلُّونَ فَقُلْتُ أَلاَ تُصَلِّى مَعَهُمْ قَالَ قَدْ صَلَّيْتُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لاَ تُصَلُّوا صَلاَةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ (رَوَاه ابُوْ دَاود فِيْ بَابِ إِذَا صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ أَدْرَكَ جَمَاعَةً أَيُعِيدُ)

হাদীস নম্বর-২৬২ : হযরত সুলাইমান বিন ইয়াসার রহ. বলেন: আমি বালাত নামক স্থানে হযরত ইবনে উমার রা.-এর নিকটে এলাম। তখন লোকেরা নামায পড়ছিলো। আমি তাঁকে বললাম: আপনি তাদের সাথে নামায পড়বেন না? তিনি বললেন: আমি নামায পড়েছি। আমি রসূলুল্লাহ স.কে বলতে শুনেছি: তোমরা একই নামায একদিনে দু'বার পড়ো না। (আবু দাউদ: ৫৭৯, নাসাঈ: ৮৬১)

হাদীসটির স্তর: হাসান-সহীহ। আমর বিন শুআইব ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী/মুসলিমের মজবুত রাবী। আর আমর বিন শুআইব صدوق "সত্যনিষ্ঠ"। (তাকরীব: ৫৬৮১) সুতরাং হাদীসটির সনদ হাসান। ইমাম নববী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (খুলাছাতুল আহকাম: ২৩১৩) মুসনাদে আহমাদের তাহকীকে শায়খ শুআইব আরনাউত হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। (মুসনাদে আহমাদ: ৪৬৮৯ ও ৪৯৯৪ নম্বর হাদীসের আলোচনায়) শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান-সহীহ বলেছেন। (সহীহ-জঈফ আবু দাউদ: ৫৭৯)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, একবার ফরয নামায পড়া হলে দ্বিতীয়বার সেই নামায পড়া বৈধ নয়। তবে একবার কোন নামায একাকী পড়ার পরে জামাআত পেলে তাতে অংশগ্রহণ করা ওই নামাযের নিয়াতে নয়; বরং নফলের নিয়াতে করবে।

حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاَةَ

عَنْ وَقْتِهَا أَوْ يُمِيتُونَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا قَالَ قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ (رَوَاه مُسْلِمٌ فِيْ بَابِ كَرَاهِيَةِ تَأْخِيرِ الصَّلاَةِ عَنْ وَقْتِهَا الْمُخْتَارِ)

হাদীস নম্বর-২৬৩ : হযরত আবু জার রা. বলেন: আমাকে রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন যে, তুমি কী করবে যখন তোমার ওপর এমন আমীরদের নেতৃত্ব চলবে যারা নামাযকে তার ওয়াক্ত থেকে দেরী করবে? অথবা বলেছেন নামাযের ওয়াক্ত বিনষ্ট করে দিবে? হযরত আবু জার রা. বললেন: আপনি আমাকে কী নির্দেশ দেন? রসূলুল্লাহ স. বললেন: সময়মতো নামায পড়ে নাও। যদি তাদের সঙ্গে নামায পাও তাহলে আবারও পড়; সেটা হবে তোমার জন্য নফল। (মুসলিম: ১৩৪০)

হাদীসটির স্তর: সহীহ। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবু দাউদ, তিরমিজী, ইবনে মাজাহ এবং নাসাঈ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামিউল উসূল: ৩৯৩১)

সারসংক্ষেপ : উপরোক্ত হাদীসদু'টি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, একই ফরয নামায এক দিনে দুইবার পড়ার সুযোগ নেই। তবে নফল হিসেবে ফরয আদায়কারীদের পেছনে অংশগ্রহণ করতে পারে। আর যে নামায পড়ারই অনুমতি নেই সে নামাযে ইমামতি করার অনুমতি মেলে কীভাবে? নফল হিসেবে অন্যদের ফরযের ইমামতি করার নির্দেশ বা অনুমতির কথা আমার জানামতে কোন হাদীসে নেই। সুতরাং কোন একটি আমল শরীআতে অনুমোদিত হতে গেলে ন্যুনতম যতটুকু প্রমাণ প্রয়োজন তা এ মাসআলায় পাওয়া যায় না। কোন কোন ইমাম অবশ্য নফল নামায আদায়কারীর পেছনে ফরয আদায়কারীর ইক্তিদা করা বৈধ বলে থাকেন এবং দলীল হিসেবে হযরত মুআজ বিন জাবাল রা.-এর নিম্নবর্ণিত হাদীস পেশ করেন।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو النُّعْمَانِ، قَالاَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ، فَيُصَلِّي بِهِمْ (رَوَاه الْبُخَارِيُّ فِيْ بَابِ إِذَا صَلَّى ثُمَّ أَمَّ قَوْمًا)

হাদীস নম্বর-২৬৪ : হযরত জাবির রা. বলেন: হযরত মুআজ রা. রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে নামায পড়তেন। অতঃপর নিজ কওমে ফিরে গিয়ে তাদেরকে নামায পড়াতেন। (বুখারী: ৬৭৬)। আবু দাউদ শরীফের বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে হযরত মুআজ রা. ইশার নামায পড়তেন আবার কওমে এসে ওই নামাযের ইমামতি করতেন। (আবু দাউদ: ৫৯৯)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীসে এটা পরিস্কার হয় যে, হযরত মুআজ রা. রসূলুল্লাহ স.-এর পেছনে নামায পড়ে কওমে এসে আবার ওই নামায পড়াতেন। তবে এটা পরিস্কার নয় যে, হযরত মুআজ রা. রসূলুল্লাহ স.-এর পেছনে ফরয পড়তেন আর কওমে এসে নফল পড়তেন। বরং পূর্ববর্ণিত সহীহ হাদীসে একই নামায এক দিনে দুইবার পড়ার নিষেধাজ্ঞা দ্বারা এটা পরিস্কার হয় যে, হযরত মুআজ রা. ইশার নামায একবারই পড়েছেন; যে নামাযে তিনি তাঁর কওমের ইমামতি করেছেন। আর রসূলুল্লাহ স.-এর পেছনে পড়া নামায তাঁর নফল ছিলো।

এ ব্যাখ্যা মেনে নেয়া হলে মারফু' হাদীস এবং সাহাবার আমলের মধ্যে কোন বিরোধ থাকে না। আর সঙ্গত কারণে নফল নামায আদায়কারীর পেছনে ফরয আদায়কারীর ইক্তিদা বৈধ হওয়ার দলীলও এ হাদীস দ্বারা চলে না। এ ব্যাখ্যার বিপরীতে যে সব হাদীসে বর্ণিত রয়েছে: هِيَ لَهُ تَطَوُّعٌ , وَلَهُمْ فَرِيضَةٌ "হযরত মুআজ রা. যে নামায তাঁর কওমে গিয়ে পড়াতেন তা তাঁর জন্য নফল ছিলো আর কওমের জন্য ছিলো ফরয"। (ত্বহাবী : ২৩৬০) এ গুলো মূলতঃ হযরত মুআজ রা.-এর নিজের কোন মন্তব্য নয়; বরং এটা অন্যদের ধারণা প্রসূত মন্তব্য– যা অপরের অন্তরের নিয়াতের ক্ষেত্রে দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। উপরন্তু, আমর বিন দীনার সূত্রে আইয়ূব সিখতিয়ানী, (বুখারী: ৬৭৬) মানসুর বিন মু'তামির (মুসলিম: ৯২৬) এবং সুফিয়ান বিন উইয়াইনাও উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। (মুসলিম: ৯২৪) কিন্তু তাঁদের কারও বর্ণনায় ওই শব্দটি (هِيَ لَهُ تَطَوُّعٌ..) নেই।

আবার যদি মেনেও নেয়া হয় যে, হযরত মুআজ রা. ইশার ফরয নামায রসূলুল্লাহ স.-এর পেছনে পড়ে নিতেন, আর দ্বিতীয়বার ওই একই নামাযের ইমামতি করতেন তাহলে প্রশ্ন উঠবে যে, এটা রসূলুল্লাহ স. থেকে অনুমোদিত কি না? অনুমোদিত হওয়ার কোন বর্ণনা খুঁজে পাওয়া যায় না; বরং মুসনাদে আহমাদের এক বর্ণনায় বেশ পরিস্কারভাবে বুঝা যায় যে, রসূলুল্লাহ স. হযরত মুআজ রা.কে এর অনুমতি দেননি। বর্ণনাটি নিম্নরূপ:

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ يُقَالُ لَهُ: سُلَيْمٌ، أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ يَأْتِينَا بَعْدَمَا نَنَامُ، وَنَكُونُ فِي أَعْمَالِنَا بِالنَّهَارِ، فَيُنَادِي

بِالصَّلَاةِ، فَنَخْرُجُ إِلَيْهِ فَيُطَوِّلُ عَلَيْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ، لَا تَكُنْ فَتَّانًا، إِمَّا أَنْ تُصَلِّيَ مَعِي، وَإِمَّا أَنْ تُخَفِّفَ عَلَى قَوْمِكَ

হাদীস নম্বর-২৬৫ : বনী সালামা থেকে সুলাইম নামের এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ স.-এর নিকটে এসে বললো: হে আল্লাহর রসূল! আমরা দিনের বেলা আমাদের কাজে ব্যস্ত থাকি। আর আমরা ঘুমিয়ে যাওয়ার পরে হযরত মুআজ এসে আমাদেরকে নামাযের জন্য ডাকেন এবং নামায দীর্ঘ করেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ স. বললেন: হে মুআজ! তুমি ফিতনা সৃষ্টিকারী হয়ো না। বরং হয়তো আমার সাথে নামায পড়ো অথবা কওমের জন্য সহজ করো। (মুসনাদে আহমাদ: ২০৬৯৯, ত্বহাবী : ২৩৬২)

হাদীসটির স্তর: সহীহ। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী। মুসনাদে আহমাদের তাহকীকে শায়খ শুআইব আরনাউত বলেন: صحيح لغيره، হাদীসটি সহীহ লি গইরিহী। (মুসনাদে আহমাদ: ২০৬৯৯ নম্বর হাদীসের আলোচনায়)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীসে রসূলুল্লাহ স. হযরত মুআজ রা.কে যে নির্দেশ দিয়েছেন তাতে দু'টি বিষয় রয়েছে। এক. কওমের লোকজন ঘুমিয়ে যাওয়ার আগে শুরু ওয়াক্তে তাদেরকে নামায পড়াও দুই. নামায সংক্ষেপ কর।

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম ত্বহাবী রহ. বলেন: فَقَوْلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا لِمُعَاذٍ , يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ , إِمَّا الصَّلَاةَ مَعَهُ , أَوْ بِقَوْمِهِ , وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَجْمَعُهُمَا "রসূলুল্লাহ স. কর্তৃক মুআজ রা.কে এ কথা বলায় এটাই বুঝায় যে, রসূলুল্লাহ স.-এর নিকটে তাঁর দু'টি বিষয়ের যে কোন একটির অনুমতি রয়েছে। হয়তো রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে নামায; নয়তো তাঁর কওমের সাথে। এ দু'টিকে একত্রিত করতে পারবে না। (ত্বহাবী : ২৩৬২)

মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসের শব্দ এবং ইমাম ত্বহাবী রহ.-এর ব্যাখ্যা দ্বারা এটাই পরিস্কার বুঝে আসে যে, হযরত মুআজ রা. ইশার ফরয নামায রসূলুল্লাহ স.-এর পেছনে পড়ে দ্বিতীয়বার ওই একই নামাযে ইমামতি করার ব্যাপারে রসূলুল্লাহ স.-এর অনুমতি ছিলো না। তাহলে এটা কীভাবে ফরয নামাযের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দলীল হতে পারে? সর্বোপরি কথা হলো: উপরোক্ত দলীলের ভিত্তিতে যদি কারও নিকটে এটা বৈধ মনেও হয়, তাহলেও সতর্কতার চাহিদা হবে এ জাতীয় বিতর্কিত বিষয় থেকে ফরয নামাযকে বাঁচিয়ে রাখা।

জুমআর নামাযের পূর্বে কমপক্ষে চার রাকাত নামায পড়া

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضى الله عنه أَنَّهُ أَمَرَ أَنْ يُصَلَّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَرْبَعًا وَذَهَبَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ إِلَى قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ (رَوَاه التِّرمِذِىْ فِيْ بَابِ مَا جَاءَ فِي الصَّلاَةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَبَعْدَهَا)

হাদীস নম্বর-২৬৬ : হযরত আবু হুরাইরা রা. বলেন: রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন: তোমাদের কেউ যদি জুমআর পরে নামায আদায় করতে চায় তাহলে সে যেন চার রাকাত আদায় করে। ইমাম তিরমিজী রহ. বলেন: এ হাদীসটি হাসান-সহীহ। অনেক আহলে ইলম এ হাদীস অনুযায়ী আমল গ্রহণ করেছেন। আর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত আছে: তিনি জুমআর পূর্বে চার রাকাত এবং পরে চার রাকাত আদায় করতেন। হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত আছে: তিনি জুমআর পরে দুই রাকাত অতঃপর চার রাকাত পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত সুফিয়ান সাওরী ও আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর মতের অনুসরণ করেছেন। (তিরমিজী: ৫২৩)

হাদীসটির স্তর: সহীহ। ইমাম তিরমিজী রহ. বলেন: এ হাদীসটি হাসান-সহীহ। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম এবং আবু দাউদ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামিউল উসূল: ৪১২৪)

সারসংক্ষেপ : ইমাম তিরমিজী রহ.-এর দেয়া তথ্য থেকে জানা গেলো যে, হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. জুমআর পূর্বে চার রাকাত নামায পড়তেন। আরও জানা গেলো যে, হযরত সুফিয়ান সাওরী এবং আব্দুল্লাহ বিন মুবারক রহ. হযরত ইবনে মাসউদের আমল অনুযায়ী আমল করতেন।

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَأْمُرُنَا أَنْ نُصَلِّيَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا، حَتَّى جَاءَنَا عَلِيٌّ فَأَمَرَنَا أَنْ نُصَلِّيَ بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَرْبَعًا

হাদীস নম্বর-২৬৭ : আবু আব্দুর রহমান আসসুলামী রহ. বলেন: আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. আমাদেরকে জুমআর আগে চার রাকাত এবং পরে চার রাকাত আদায় করার নির্দেশ দিতেন। আর হযরত আলী রা. এসে আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন জুমআর পরে প্রথমে দুই রাকাত অতঃপর চার রাকাত পড়ার। (আব্দুর রযযাক: ৫৫২৫, তবারানী কাবীর: ৯৪৩৬)

হাদীসটির স্তর: সহীহ, মাওকুফ। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী/মুসলিমের রাবী। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন: وَأخرج عبد الرَّزَّاق عَن ابْن مَسْعُود أَنه كَانَ يَأْمر بذلك وَرُوَاته ثِقَات "ইমাম আব্দুর রযযাক রহ. ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি এটার (জুমআর পূর্বে চার রাকাত পড়ার) নির্দেশ দিতেন। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই নির্ভরযোগ্য"। (আদদিরায়াহ: জুমআ অধ্যায়)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. জুমআর পূর্বে চার রাকাত নামায পড়তেন। আর সাহাবায়ে কিরাম যে আমলের অনুসরণ করে থাকেন তা অবশ্যই রসূলুল্লাহ স. থেকে শুনে বা তাঁকে করতে দেখে করে থাকেন। এ কারণে মুহাদ্দিসীনে কিরাম ইবাদাত সংক্রান্ত বিষয়ে সাহাবায়ে কিরামের আমল বা মন্তব্যকে মারফু' তথা রসূলুল্লাহ স.-এর আমল বা মন্তব্য হিসেবে মেনে নিয়েছেন।

حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ : ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ زَيْدٍ ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا ، لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ ، ثُمَّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَرْبَعًا

হাদীস নম্বর-২৬৮ : হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমার রা. থেকে বর্ণিত: তিনি জুমআর পূর্বে চার রাকাত পড়তেন। আর এ চার রাকাতের মাঝে কোন সালাম ফিরাতেন না। অতঃপর জুমআ শেষে দুই রাকাত এবং তারপরে চার রাকাত পড়তেন। (ত্বহাবী শরীফ: ১৯৬৫)

হাদীসটির স্তরঃ সহীহ, মাওকুফ। আলী বিন মা'বাদ ও ফাহাদ ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী। আর ফাহাদ বিন সুলাইমানের ব্যাপারে আবু সাঈদ বিন ইউনুছ বলেন: وكان ثقة ثبتا "তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য, মজবুত"। (তারীখে দিমাশক লি ইবনিল আসাকির: রাবী নম্বর- ৫৬৩৫) আলী বিন মা'বাদ ثقه "নির্ভরযোগ্য"। (তাকরীব: ৫৩৮৮)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমার রা. জুমআর পূর্বে চার রাকাত নামায পড়তেন। আর সাহাবায়ে কিরাম যে আমলের অনুসরণ করে থাকেন তা অবশ্যই রসূলুল্লাহ স. থেকে শুনে বা তাঁকে করতে দেখে করে থাকেন। এ কারণে মুহাদ্দিসীনে কিরাম ইবাদাত সংক্রান্ত বিষয়ে সাহাবায়ে কিরামের আমল বা মন্তব্যকে মারফু' তথা রসূলুল্লাহ স.-এর আমল বা মন্তব্য হিসেবে মেনে নিয়েছেন।

حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَهَا أَرْبَعًا.

হাদীস নম্বর-২৬৯ : হযরত ইবরাহীম নাখঈ রহ. বলেন: তাঁরা (সাহাবায়ে কিরাম) জুমআর পূর্বে চার রাকাত আদায় করতেন। (ইবনে আবী শাইবা: ৫৪০৫)

হাদীসটির স্তরঃ সহীহ, মাকতু'। ইবরাহীম নাখঈ রহ. বর্ণিত এ আছারের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী/মুসলিমের রাবী।

সারসংক্ষেপ : এ আছারে 'তাঁরা' শব্দটি দ্বারা সাহাবায়ে কিরামই উদ্দেশ্য। কারণ, ইবরাহীম নাখঈ মধ্যম বয়সের তাবিঈ। তাঁর জীবদ্দশায় সাহাবায়ে কিরামের ব্যাপক উপস্থিতি ছিলো। সে যুগে কোন আমলের দলীল দিতে গেলে সাহাবায়ে কিরামের আমলকেই পেশ করা হতো। সুতরাং হাদীসটির অর্থ হলো: সাহাবায়ে কিরাম জুমআর পূর্বে চার রাকাত নামায পড়তেন। আর ইবাদাত সংক্রান্ত বিষয়ে সাহাবায়ে কিরামের আমল বা মন্তব্য মারফু' তথা রসূলুল্লাহ স.-এর আমল হিসেবে পরিগণিত।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا شَبَابٌ الْعُصْفُرِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّهْمِيُّ قَالَ: نا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا، يَجْعَلُ التَّسْلِيمَ فِي آخِرِهِنَّ رَكْعَةً» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِلَّا حُصَيْنٌ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ حُصَيْنٍ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّهْمِيُّ "

হাদীস নম্বর-২৭০ : হযরত আলী রা. বলেনঃ রসূলুল্লাহ স. জুমআর পূর্বে চার রাকাত এবং জুমআর পরে চার রাকাত আর শেষ রাকাতে সালাম ফিরাতেন। আবু ইসহাক থেকে এ হাদীসটি কেবল হুসাইন বর্ণনা করেছেন; আর হুসাইন থেকেও শুধু মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান বর্ণনা করেছেন। (মু'জামে তবারানী আওসাত: ১৬১৭)

হাদীসটির স্তরঃ হাসান। আহমাদ বিন হুসাইন, মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান ও আছেম বিন যমরা ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী/মুসলিমের রাবী। আর আহমাদ বিন হুসাইনের ব্যাপারে ইমাম জাহাবী রহ. বলেন: وثَّقه الدَّارَقُطْنِيّ "ইমাম দারাকুতনী রহ. তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন"। (তারীখে ইসলাম: ৬/৮৭৭) মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমানকে কেউ কেউ জঈফ বলেছেন। তবে ইবনে আদী রহ. বলেন: عندي لا بأس به "তাঁর ব্যাপারে কোন আপত্তি নেই"। ইবনে হিব্বান তাঁর নাম নির্ভরযোগ্য রাবীদের তালিকা সম্বলিত 'ছিকাত' কিতাবে বর্ণনা করেছেন। (লিসানুল মীযান: রাবী নম্বর- ৭০৫০) আছেম বিন যমরা صدوق "সত্যনিষ্ঠ"। (তাকরীব: ৩৩৮৪)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ স. জুমআর পূর্বে চার রাকাত নামায পড়তেন। এ হাদীসটি যদিও সনদের দিক থেকে ততটা মজবুত নয়; কিন্তু সহীহ সনদে বর্ণিত সাহাবায়ে কিরামের আমল থেকে প্রমাণিত হয় যে, অবশ্যই রসূলুল্লাহ স. থেকে তাঁরা এটা দেখেছেন বা শুনেছেন।

أخبرنا يزيد بن هارون عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ صَافِيَةَ سَمِعَهَا وَهِيَ تَقُولُ: رَأَيْتُ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ صَلَّتْ أَرْبَعًا قَبْلَ خُرُوجِ الإِمَامِ وَصَلَّتِ الْجُمُعَةَ مَعَ الإِمَامِ رَكْعَتَيْنِ.

হাদীস নম্বর-২৭১ : ছফিয়াহ রহ. বলেনঃ আমি উম্মুল মুমিনীন হযরত ছফিয়া রা.কে দেখেছি তিনি ইমাম মসজিদে আসার পূর্বে চার রাকাত নামায পড়তেন; অতঃপর ইমামের সাথে জুমআর নামায আদায় করতেন। (তবাকাতে ইবনে সা'দ: রাবী নম্বর- ৪৭০১)

হাদীসটির স্তরঃ মাকবুল। তবকাতের বরাত দিয়ে এ হাদীসটি হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. 'আদদিরায়াহ' কিতাবে এবং ইমাম যাইলাঈ 'নাসবুর রায়াহ' কিতাবে বর্ণনা করেছেন। তবে কেউই এ হাদীসের সনদের ওপর কোন আপত্তি করেননি; বরং উভয় ইমামই এটাকে দলীল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং হাদীসটি দলীলযোগ্য।

উপরোক্ত মারফু’, মাউকুফ ও মাকতু’ হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, জুমআর পূর্বে চার রাকাত নামায সুন্নাত এবং রসূলুল্লাহ স., সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈগণসহ সর্বস্তরের উলামায়ে কিরাম এর ওপর আমল করতেন। এমনকি জুমআর দিন খুতবার পূর্বে আরও অধিক রাকাত নামায পড়ার প্রতি রসূলুল্লাহ স. উৎসাহ দিয়েছেন এবং সাহাবায়ে কিরাম আমলও করেছেন। নমুনা হিসেবে দু’একটি হাদীস নিম্নে পেশ করা হচ্ছে।

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ وَدِيعَةَ حَدَّثَنَا سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ ثُمَّ ادَّهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ أَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى (رَوَاه الْبُخَارِىُّ فِىْ بَابِ لاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ يَوْمَ الجُمُعَةِ)

হাদীস নম্বর-২৭২ : হযরত সালমান ফারসী রা. বলেন: রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি জুমআর দিনে গোসল করে এবং যথাসম্ভব পবিত্রতা অর্জন করে; অতঃপর তেল মেখে অথবা সুগন্ধি ব্যবহার করে মসজিদে যায়। আর দু’জনের মধ্যে ফাঁক সৃষ্টি করে না এবং তার ভাগ্যে যা লেখা আছে সে পরিমাণ নামায আদায় করে। অতঃপর ইমাম বের হয়ে এলে চুপ থাকে। তার এ জুমআ থেকে পরবর্তী জুমআ পর্যন্ত মধ্যবর্তী গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। (বুখারী: ৮৬৪, পৃষ্ঠা: ১/১২৪)

হাদীসটির স্তর: সহীহ। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি নাসাঈ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামিউল উসূল: ৭১০৩)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত সালমান ফারসী রা. জুমআর পূর্বে যথাসাধ্য অধিক নামায পড়তেন।

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْدُو إِلَى الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَيُصَلِّي رَكَعَاتٍ يُطِيلُ فِيهِنَّ الْقِيَامَ، فَإِذَا انْصَرَفَ الْإِمَامُ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ "، وَقَالَ: هَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

হাদীস নম্বর-২৭৩ : হযরত নাফে’ রহ. বলেন: হযরত ইবনে উমার রা. জুমআর দিন ওয়াক্তের শুরুতেই মসজিদে আগমন করতেন। অতঃপর দীর্ঘ কিয়ামে বেশ

কিছু রাকাত নামায আদায় করতেন। জুমআর পরে ইমাম ফিরে গেলে তিনিও বাড়ীতে ফিরে গিয়ে দু’রাকাত নামায পড়তেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স.ও এভাবে (বাড়ীতে গিয়ে দু’রাকাত) আদায় করতেন। (মুসনাদে আহমাদ-৫৮০৭, ইবনে আবী শাইবা: ৫৪০৩)

হাদীসটির স্তর: সহীহ। হযরত ইবনে উমার রা. বর্ণিত এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই বুখারী-মুসলিমের রাবী। শায়খ শুআইব আরনাউত বলেন, إسناده صحيح على شرط الشيخين হাদীসটির সনদ বুখারী-মুসলিমের শর্তে সহীহ। (মুসনাদে আহমাদ-৫৮০৭ নং হাদীসের আলোচনায়)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইবনে উমর রা. জুমআর পূর্বে যথাসাধ্য অধিক নামায পড়তেন। যা চার রাকাতের কম নয়। কারণ হাদীসে ব্যবহৃত رَكَعَاتٍ শব্দটি বহুবচন। আর আরবী ভাষায় এর পরিমান কমপক্ষে তিন। কিন্তু জুমআর পূর্বে তিন রাকাত নফলের যেহেতু কোন অস্তিত্ব নেই। অতএব, এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি কমপক্ষে চার রাকাত নামায পড়তেন। উপরুন্তু তহাবী শরীফের বর্ণনায় স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমার রা. জুমআর পূর্বে চার রাকাত নামায পড়তেন। আর এ চার রাকাতের মাঝে কোন সালাম ফিরাতেন না।

ফায়দা : উল্লিখিত হাদীস দু’টি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জুমআর পূর্বে দু-চার রাকাত নয়; বরং যতটা সম্ভব নামায পড়া উচিত।

সময়ের স্বল্পতা বা অন্য কোন কারণে বেশী নামায পড়তে না পারলেও দুখূলুল মাসজিদের দুই রাকাত এবং পূর্ববর্ণিত চার রাকাত মোট এ ছয় রাকাত নামায পড়ার অবশ্যই চেষ্টা করা উচিত। দু’রাকাত দুখূলুল মসজিদের হাদীস দ্বারা পূর্ববর্ণিত চার রাকাতের হাদীসগুলো রহিত হওয়ার কোন প্রমাণ নেই। অতএব, যারা কবলাল জুমআ শুধু দু’রাকাত বলে থাকেন তাদের উচিত হবে পূর্ববর্ণিত হাদীসগুলোর আলোকে আরও চার রাকাত বাড়িয়ে বলা।

খুতবা আরবী ভাষায় দেয়া

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ

আয়াত নং- ২২ : হে ঈমানদারগণ! জুমআর দিনে যখন তোমাদেরকে নামাযের জন্য আহ্বান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহর জিকিরের দিকে অগ্রসর হও। (সূরা জুমআ: ৯)

সারসংক্ষেপ : এ আয়াতে উল্লিখিত ذكر الله শব্দের ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন: {إلى ذِكْرِ الله} إلى خطبة الإمام والصلاة "আল্লাহর জিকির অর্থাৎ, ইমামের খুতবা ও নামায। (তাফসীরে ইবনে আব্বাস)

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জুমআর খুতবা মূলতঃ আল্লাহর জিকির; শুধু বক্তব্য বা ভাষণ নয়। আর আল্লাহর জিকিরের মধ্যে ভাষান্তর গ্রহণযোগ্য নয়। সূরা হিজর-এর ৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা কুরআনকে জিকির বলেছেন। কেউ ভাষান্তর করে এর অনুবাদ পড়লে এটাকে কুরআন বলা হবে না এবং নামাযে কুরআনের অনুবাদ পড়লে তার নামাযও হবে না। খুতবার বিষয়টিও অনুরূপ। এ কারণে খোলাফায়ে রাশেদার যুগ থেকে ইসলামী রাষ্ট্র অনারব অঞ্চলে সম্প্রসারিত হলেও আরবী ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় খুতবা দেয়ার কোন প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায় না। এটা খোলাফায়ে রাশেদাসহ সমগ্র উম্মাতে মুসলিমার আমলী ইজমা।

'খুতবা একটি ভাষণ, তাই এটা মাতৃভাষায় হওয়া উচিত' বলে যারা মন্তব্য করেন, তাদের উচিত রোম-পারস্যসহ অনারব ইসলামী বিশ্বে বসবাসকারী সাহাবায়ে কিরামের কেউ উক্ত অঞ্চলের স্থানীয় ভাষায় খুতবা দিয়েছেন–তার কোন প্রমাণ পেশ করা। কিন্তু এ ব্যাপারে তারা বরাবরই অপারগ।

তাদের পেশকৃত যুক্তির সবচেয়ে বড় খ-ন এই যে, আল্লাহ তাআলা কুরআন নাযিল করেছেন মানব জাতির হিদায়াতের জন্য। (বাকারা: ১৮৫) আর হিদায়াত গ্রহণের জন্য কুরআনের মূল বক্তব্য বুঝা একান্ত জরুরী যা অনুবাদ বুঝার মাধ্যমেই বেশী সহজ। এতদসত্ত্বেও কুরআনের অনুবাদ কুরআন হিসেবে স্বীকৃত নয়। হাদীসে নামাযের মধ্যে পড়ার জন্য যেসব দুআ ও তাসবীহ বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর অনুবাদ করতে পারলে বুঝতে পারার কারণে তার প্রতি মানুষের আগ্রহ বৃদ্ধি পেত। কিন্তু সেগুলোর অনুবাদ পড়ার কথা আজ পর্যন্ত কেউ কল্পনাও করেনি। সুতরাং খুতবার ক্ষেত্রে কুরআন-হাদীস ও উম্মাতের আমলী ইজমা ছেড়ে দিয়ে মাতৃভাষায় তার অনুবাদের ব্যাপারে এসব খোড়া যুক্তি পেশ করা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। প্রজন্ম পরম্পরায় উম্মাতের মধ্যে যে আমলের প্রচলন রয়েছে এর বিপক্ষে যদি কুরআন-হাদীসের কোন স্পষ্ট বাণী না থাকে তাহলেই এটা ইসলামের দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য। কারণ, এ উম্মাত কোন ভ্রষ্টতার ওপর ঐক্যবদ্ধ না

হওয়ার বিষয়টি কুরআন-হাদীস দ্বারা স্বীকৃত। সাথে সাথে মুসলিম উম্মার মাঝে চলে আসা প্রত্যেকটি আমলকে সনদের বিবেচনায় গ্রহণ করতে চাইলে খুতবার ভাষার আলোচনা ছেড়ে জুমআবারের আলোচনা আগে করা দরকার। সারা বিশ্বের মানুষ আজ জুমআর নামাযের জন্য মসজিদের দিকে ছুটছে। আজকের দিনটিই যে শুক্রবার এ ব্যাপারে কুরআনের আয়াত বা সহীহ সনদে বর্ণিত রসূলুল্লাহ স.-এর কোন হাদীস খুঁজে পাওয়া যাবে কি? জঈফ সনদই খোঁজার চেষ্টা করুন। যদিও অনেকের নিকটে তা ভিত্তিহীন বলে মনে হয়। সুতরাং প্রজন্ম পরম্পরায় উম্মাতের মাঝে চলে আসা আমলই এর বড় প্রমাণ যে, খুতবার ভাষা আরবী ব্যতীত ভিন্ন কিছু হবে না। হ্যাঁ, মুসলিম উম্মাহকে প্রয়োজনীয় নসীহতের জন্য খুতবার পূর্বে কিছু কথা বলা যেতে পারে। সেটাও মিম্বারে না হয়ে ভিন্ন জায়গায় দাঁড়িয়ে বা ভিন্ন চেয়ারে বসে দেয়া উত্তম হবে; যাতে এটা খুতবার সাথে সাদৃশ্য না হয়ে যায়।

জুমআর খুতবা চলাকালীন নামায পড়ার বিধান

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ كَانَ نُبَيْشَةُ الْهُذَلِيُّ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُؤْذِي أَحَدًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْإِمَامَ خَرَجَ صَلَّى مَا بَدَا لَهُ وَإِنْ وَجَدَ الْإِمَامَ قَدْ خَرَجَ جَلَسَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ حَتَّى يَقْضِيَ الْإِمَامُ جُمُعَتَهُ وَكَلَامَهُ إِنْ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ فِي جُمُعَتِهِ تِلْكَ ذُنُوبُهُ كُلُّهَا أَنْ تَكُونَ كَفَّارَةً لِلْجُمُعَةِ الَّتِي قَبْلَهَا

হাদীস নম্বর-২৭৪ : হযরত নুবাইশা হুজালী রসূলুল্লাহ স.-এর ইরশাদ বর্ণনা করেন যে, যখন কোন মুসলমান জুমআর দিনে গোসল করে; অতঃপর মসজিদে আসে এবং কাউকে কষ্ট না দিয়ে ইমাম সাহেব খুতবার জন্য বের না হয়ে থাকলে যতটুকু সম্ভব নামায পড়ে। আর ইমাম সাহেব বের হয়ে গিয়ে থাকলে বসে পড়ে এবং ইমাম সাহেব খুতবা ও জুমআ শেষ না করা পর্যন্ত মনোযোগের সাথে শোনে এবং চুপ থাকে; তাহলে, যদি এ জুমআয় তার সব গুনাহ মাফ নাও হয় তবে পূর্ববর্তী জুমআ পর্যন্ত গুনাহের কাফফারা হয়ে যাবে। (মুসনাদে আহমাদ: ২০৭২১)

হাদীসটির স্তরঃ সহীহ লিগইরিহী। মুসনাদে আহমাদের তাহকীকে শায়খ শুআইব আরনাউত বলেনঃ صحيح لغيره "হাদীসটি সহীহ লিগইরিহী"। (মুসনাদে আহমাদঃ ২০৭২১)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইমাম সাহেব খুতবা দেয়ার জন্য মসজিদে আগমনের পরে কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে নামায পড়বে না; বরং সরাসরি বসে পড়বে এবং মনযোগের সাথে ইমামের খুতবা শুনবে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَجَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، فَقَالَ: " اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ، وَآنَيْتَ "

হাদীস নম্বর-২৭৫ : হযরত আবু যাহরিয়া রহ. বলেনঃ জুমআর দিনে আমি হযরত আব্দুল্লাহ বিন বুস্‌র রা.-এর নিকটে বসা ছিলাম। তিনি বললেনঃ এক লোক মানুষের গর্দান ডিঙ্গিয়ে সামনে অগ্রসর হচ্ছিলো। তখন রসূলুল্লাহ স. তাকে বললেনঃ তুমি বসে পড়। তুমি মানুষকে কষ্ট দিচ্ছো এবং বিলম্ব করে ফেলেছো। (মুসনাদে আহমাদঃ ১৭৬৯৭, আবু দাউদঃ ১১১৮, নাসাঈঃ ১৪০২, ত্বহাবীঃ ২১৫৬)

হাদীসটির স্তরঃ সহীহ। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী/মুসলিমের রাবী। মুসনাদে আহমাদের তাহকীকে শায়খ শুআইব আরনাউত বলেনঃ إسناده صحيح على شرط مسلم "হাদীসটির সনদ মুসলিমের শর্তে সহীহ"। (মুসনাদে আহমাদঃ ১৭৬৯৭) এ হাদীসের ব্যাপারে অনুরূপ মন্তব্য করেছেন ইমাম হাকেম আবু আব্দুল্লাহ এবং ইমাম জাহাবী রহ. (মুসতাদরাকে হাকেমঃ ১০৬১) আবু দাউদ এবং নাসাঈর তাহকীকে শায়খ আলবানীও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। ইমাম ত্বহাবী রহ. এ হাদীসের শেষাংশে আবু যাহরিয়ার একটি মন্তব্য বর্ণনা করেন যে, قَالَ أَبُو الزَّاهِرِيَّةِ وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ حَتَّى يَخْرُجَ الْإِمَامُ أَفَلَا تَرَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ هَذَا الرَّجُلَ بِالْجُلُوسِ , وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالصَّلَاةِ "আবু যাহরিয়া রহ. বলেনঃ ইমাম বের হয়ে আসার পূর্ব পর্যন্ত আমরা কথা-বার্তা বলতাম। তুমি দেখ না, রসূলুল্লাহ স. ওই ব্যক্তিকে বসতে বললেন; কিন্তু নামায পড়তে বললেন না"। (ত্বহাবী : ২১৫৬)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইমাম সাহেব খুতবা দেয়ার জন্য মসজিদে আগমনের পরে কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে মানুষের গর্দান ডিঙ্গিয়ে

সামনে যাবে না এবং নামাযও পড়বে না। বরং সরাসরি বসে পড়বে এবং মনযোগের সাথে ইমামের খুতবা শুনবে।

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ وَدِيعَةَ حَدَّثَنَا سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ ثُمَّ ادَّهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ أَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى (رَوَاه الْبُخَارِيُّ فِيْ بَابِ لاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ يَوْمَ الجُمُعَةِ)

হাদীস নম্বর-২৭৬ : হযরত সালমান ফারসী রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তি জুমআর দিনে গোসল করে এবং যথাসম্ভব পবিত্রতা অর্জন করে; অতঃপর তেল মেখে অথবা সুগন্ধি ব্যবহার করে মসজিদে যায়। আর দু'জনের মধ্যে ফাঁক সৃষ্টি করে না এবং তার ভাগ্যে নির্ধারিত পরিমাণ নামায আদায় করে। অতঃপর ইমাম বের হয়ে এলে চুপ থাকে। তার এ জুমআ থেকে পরবর্তী জুমআ পর্যন্ত মধ্যবর্তী গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। (বুখারীঃ ৮৬৪)

হাদীসটির স্তরঃ সহীহ। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি নাসাঈ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামিউল উসূলঃ ৭১০৩)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, জুমআর দিনে কেউ ইমামের পূর্বে মসজিদে প্রবেশ করে থাকলে ইমাম মসজিদে আসার পূর্ব পর্যন্ত যথা সম্ভব নামায পড়বে। অতঃপর ইমাম সাহেব মসজিদে প্রবেশ করলে চুপ হয়ে যাবে। অর্থাৎ, কথা-বার্তা, নামায-কালাম কিছুই করবে না। তাহলে পরবর্তী জুমআ পর্যন্ত তার সব গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَا صَلَاةَ وَلَا كَلَامَ حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ» ".رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ أَيُّوبُ بْنُ نَهِيكٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ، ضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَقَالَ: يُخْطِئُ.

হাদীস নম্বর-২৭৭ : হযরত ইবনে উমার রা. বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.কে বলতে শুনেছিঃ ইমাম মিম্বারে থাকাবস্থায় যদি তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করে

তাহলে ইমাম খুতবা থেকে অবসর হওয়ার পূর্বে কোন নামায পড়বে না এবং কথাও বলবে না। আল্লামা হাইসামী বলেন: এ হাদীসটি তবারানী তাঁর মু'জামুল কাবীর কিতাবে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসের সনদে একজন রাবী আছেন আইয়ূব বিন নাহীক তিনি পরিত্যাক্ত। একদল তাঁকে জঈফ বলেছেন। আর ইবনে হিব্বান তাঁর নাম 'ছিকাত' কিতাবে এনে বলেন: তিনি ভুল করেন। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ: ৩১২০) হাদীসটির স্তর: হাসান। আল্লামা হাইসামী যে রাবীর ওপর আপত্তি করেছেন ইবনে হিব্বান রহ. তাঁর ব্যাপারে এ মন্তব্য করেন যে, يخطىء وَكَانَ مولى سعد بن أبي وَقاص يعْتَبر بحَدِيثه من غير رِوَايَة أبي قَتَادَة الْحَرَّانِي عَنهُ "তিনি ভুল করেন। তিনি ছিলেন হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাসের আযাদকৃত গোলাম। আবু কতাদা হাররানী ব্যতীত তাঁর থেকে অন্যদের বর্ণনা গ্যহণযোগ্য"। (ছিকাত: ৬৭২৮) আল্লামা কাসেম বিন কুতলুবুগা রহ.ও তাঁর নাম নির্ভরযোগ্যদের তালিকাসম্বলিত কিতাব ছিকাতু মিম্মাল লাম ইয়াকা' ফিল কুতুবিস সিত্তাহ: ১৮৫৭ নম্বরে বর্ণনা করেছেন। স্বতন্ত্র কোন বিষয়ে এ ধরণের রাবীর একক বর্ণনার ওপর ভরসা করা যায় না। তবে অন্যান্য বর্ণনা এবং সাহাবায়ে কিরামের আমল দ্বারা খুতবার সময়ে নামায না পড়ার বিষয়টি যেহেতু প্রমাণিত। অতএব, এ রাবীর বর্ণনা দ্বারা নিঃসন্দেহে উক্ত বিষয়টি আরও শক্তিশালী হবে।

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস দ্বারা সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, খুতবা চলাকালীন কেউ মসজিদে আসলে সে নামায পড়বে না।

বিশিষ্ট সাহাবায়ে কিরামের দৃষ্টিতে খুতবা চলাকালীন নামাযের বিধান

أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، مِنْ وَلَدِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ سَائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي فِي زَمَنِ عُمَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَإِذَا خَرَجَ عُمَرُ، وَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ قَطَعْنَا الصَّلَاةَ، وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ وَيُحَدِّثُونَا، وَرُبَّمَا نَسْأَلُ الرَّجُلَ الَّذِي يَلِيهِ عَنْ سُوقِهِ وَمَعَاشِهِ، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ خَطَبَ، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ

হাদীস নম্বর-২৭৮ : ইসহাক বিন রাহওয়াইহি তাঁর মুসনাদ কিতাবে হযরত সায়েব বিন ইয়াযীদ রা. থেকে বর্ণনা করেন: আমরা হযরত উমার রা.-এর যুগে জুমআর দিনে নামায পড়তে থাকতাম। যখন তিনি বের হতেন এবং মিম্বারে বসতেন আমরা নামায পড়া বন্ধ করে দিতাম। আর আমরা কথা বলতাম, তিনিও আমাদের

সাথে কথা বলতেন। কখনও কখনও আমরা পাশের ব্যক্তিকে তার বাজার এবং জীবন যাপনের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম। অতঃপর মুআজ্জিন নীরব হলে তিনি খুতবা দিতেন। আর খুতবা শেষ হওয়া পর্যন্ত কেউ কথা বলত না (নাসবুর রায়াহ ও আদদিরায়াহ: জুমআ অধ্যায়)

হাদীসটির স্তর: সহীহ। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী/মুসলিমের রাবী। হাফেজ ইবনে হাজার রহ. এটাকে উত্তম সনদ বলেছেন। (আদদিরায়াহ: জুমআ অধ্যায়)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত উমার রা. যখন মিম্বারে বসতেন তখন আমরা নামায পড়া বন্ধ করে দিতাম। এ থেকে সহজেই বুঝা যায় যে, ইমামের খুতবা চলাকালে সাহাবায়ে কিরাম কোন নামায পড়তেন না এবং কোন কথাও বলতেন না। অতএব, সাহাবায়ে কিরাম এবং খলীফায়ে রাশেদের আমল দ্বারা প্রমাণিত যে, ইমামের খুতবা চলাকালীন সময়ে নামায পড়া যায় না।

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ الأَنْطَاكِيُّ، حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ لَمَّا اسْتَوَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ اجْلِسُوا. فَسَمِعَ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَجَلَسَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " تَعَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا يُعْرَفُ مُرْسَلاً إِنَّمَا رَوَاهُ النَّاسُ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَخْلَدٌ هُوَ شَيْخٌ.

হাদীস নম্বর-২৭৯ : হযরত জাবির রা. বলেন: রসূলুল্লাহ স. জুমআর দিন খুতবার জন্য মিম্বারের ওপর উঠে বললেন: তোমরা বসে পড়। হযরত ইবনে মাসউদ রা. এ কথা শুনে দরজার ওপরই বসে পড়লেন। (তিনি তখন ওই পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন) রসূলুল্লাহ স. বললেন: হে আব্দুল্লাহ! এদিকে এসো। ইমাম আবু দাউদ রহ. বলেন: এটা মুরসাল হাদীস হিসেবে পরিচিত। লোকেরা এটাকে রসূলুল্লাহ স. থেকে আতা
রহ.-এর মাধ্যমে বর্ণনা করেন। (আবু দাউদ: ১০৯১)

হাদীসটির স্তর: সহীহ। ইয়াকুব ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী। আর ইয়াকুব ثقةٌ "নির্ভরযোগ্য"। (তাকরীব: ৮৮২৮) শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (সহীহ-জঈফ আবু দাউদ: ১০৯১)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, ইবনে মাসউদ রা. মাত্র মসজিদে প্রবেশ করছিলেন তখনই রসূলুল্লাহ স. বসে পড়ার নির্দেশ দিলেন। আর ইবনে

মাসউদ রা. সাথে সাথে দরজায় বসে পড়লেন। রসূলুল্লাহ স. তাঁকে ভেতরে প্রবেশ করতে বললেন; কিন্তু তাহিয়্যাতুল মসজিদের নামায পড়ার কথা বললেন না। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইমাম খুতবা দেয়ার জন্য মিম্বারে ওঠার পরে আগমনকারী ব্যক্তি আর নামাযে দাঁড়াবে না; বরং ইমামের খুতবা শুনতে আরম্ভ করবে।

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُمْ كَرِهُوا الصَّلَاةَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

হাদীস নম্বর-২৮০ : হযরত আলী রা., হযরত মুজাহিদ ও হযরত আতা বিন আবী রবাহ থেকে বর্ণিত যে, তাঁরা জুমআর দিনে ইমামের খুতবার সময় নামায পড়া অপছন্দ করতেন। (ইবনে আবী শাইবা: ৫২১০)

হাদীসটির স্তর: হাসান ও সহীহ এবং মাওকুফ ও মাকতু'। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী/মুসলিমের রাবী। শুধু হযরত আলী রা. থেকে বর্ণনাকারী হারিসের ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণের মিশ্র মন্তব্য রয়েছে। অধিকাংশ ইমাম তাঁকে জঈফ বললেও কোন কোন ইমাম তাকে গ্রহণযোগ্য বলেছেন। আহমাদ বিন সালেহ বলেন: الحارث الاعور ثقة ما احفظه وما احسنه ما روى عن علي وأثنى عليه "হারিস নির্ভরযোগ্য, তিনি কত স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন, হযরত আলী রা. থেকে তার বর্ণনা কত সুন্দর এবং তিনি তার প্রশংসা করেছেন"। ইবনে আবী খাইসামা বলেন: قيل ليحى يحتج بالحارث فقال مازال المحدثون يقبلون حديثه "ইমাম ইয়াইয়া রহ.কে জিজ্ঞেস করা হলো: হারিসের দ্বারা কি দলীল গ্রহণ করা যায়? তিনি বললেন: মুহাদ্দিসগণ তার হাদীস গ্রহণ করে থাকেন"। ইমাম নাসাঈ রহ. বলেন: ليس به بأس "কোন অসুবিধা নেই"। (তাহজীবুত তাহজীব) হারেস সূত্রে বর্ণিত হাদীসকে ইমাম তিরমিজী রহ. হাসান বলেছেন। (তিরমিজী-২৭৩৬) সুতরাং হযরত আলী রা.-এর বর্ণনাটি হাসান-মাওকুফ। আর মুজাহিদ ও আতা রহ.-এর বর্ণনা সহীহ-মাকতু'।

সারসংক্ষেপ : হযরত আলী রা., মুজাহিদ এবং আতা রহ.-এর অভিমত এই যে, তাঁরা ইমামের খুতবা চলাকালীন নামায পড়াকে মাকরূহ মনে করতেন। আর সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈগণের আমলের ভিত্তি অবশ্যই রসূলুল্লাহ স. এর হাদীস। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রসূলুল্লাহ স. খুবার সময়ে নামায পড়াকে অপছন্দ করতেন।

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ الْقُرَظِيِّ قَالَ أَدْرَكْتُ عُمَرَ وَعُثْمَانَ، فَكَانَ الْإِمَامُ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَرَكْنَا الصَّلَاةَ

হাদীস নম্বর-২৮১ : হযরত সা'লাবা বিন আবী মালেক রা. বলেন: আমি হযরত উমার ও উসমান রা.কে পেয়েছি। জুমআর দিনে যখন ইমাম বের হতেন আমরা নামায পড়া বন্ধ করে দিতাম। (ইবনে আবী শাইবা: ৫৩৩৯)

হাদীসটির স্তর: সহীহ, মাওকুফ। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী। আর আবু মালেককে ইমাম জাহাবী রহ. সাহাবাদের তালিকায় গুণেছেন। (আল কাশেফ: ৭১১)

সারসংক্ষেপ : সাহাবায়ে কিরামের আমল থেকে প্রমাণিত হলো যে, তাঁরা ইমামের খুতবা চলাকালীন নামায পড়তেন না। আর সাহাবায়ে কিরামের আমলের ভিত্তি অবশ্যই রসূলুল্লাহ স. এর হাদীস। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রসূলুল্লাহ স. খুতবার সময়ে নামায পড়াকে অপছন্দ করতেন।

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ:أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ الصَّلَاةَ وَالْكَلَامَ بَعْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ

হাদীস নম্বর-২৮২ : হযরত ইবনে উমার ও হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত: তাঁরা উভয়ে ইমাম বের হওয়ার পরে নামায পড়া এবং কথা বলা মাকরূহ মনে করতেন। (ইবনে আবী শাইবা: ৫৩৪০)

হাদীসটির স্তর: সহীহ, মাওকুফ। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী/মুসলিমের রাবী।

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হলো যে, হযরত ইবনে উমার ও হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর অভিমত হলো: তাঁরা ইমামের খুতবা চলাকালীন নামায পড়াকে মাকরূহ মনে করতেন। আর সাহাবায়ে কিরামের আমলের ভিত্তি অবশ্যই রসূলুল্লাহ স. এর হাদীস। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রসূলুল্লাহ স. খুতবার সময়ে নামায পড়াকে অপছন্দ করতেন।

বিশিষ্ট তাবিঈগণের দৃষ্টিতে খুতবা চলাকালীন নামাযের বিধান

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: خُرُوجُ الْإِمَامِ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، كَلَامُهُ يَقْطَعُ الْكَلَامَ

হাদীস নম্বর-২৮৩ : হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব রহ. বলেন: ইমামের মসজিদে আগমন অন্যদের নামায পড়াকে নিষিদ্ধ করে দেয়। আর তাঁর কথা বলা অন্যদের কথা বলাকে নিষিদ্ধ করে দেয়। (আব্দুর রযযাক: ৫৩৫১, ইবনে আবী শাইবা: ৫৩৪২)

হাদীসটির স্তর: সহীহ, মাকতু'। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَنَا هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، فَلَا يُصَلِّ أَحَدٌ حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ

হাদীস নম্বর-২৮৪ : হযরত মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন রহ. বলতেন: ইমাম যখন মসজিদের দিকে আসেন তখন কেউ নামায পড়বে না; যতক্ষণ তিনি নামায শেষ না করেন। (ইবনে আবী শাইবা: ৫২১১)

হাদীসটির স্তর: সহীহ, মাকতু'। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ إِذَا قَعَدَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَا صَلَاةَ

হাদীস নম্বর-২৮৫: হযরত উরওয়া বিন যুবাইর রহ. বলেন: ইমাম মিম্বারে বসলে কেউ কোন নামায পড়বে না। (ইবনে আবী শাইবা: ৫২১৩)

হাদীসটির স্তর: সহীহ, মাকতু'। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী। সুতরাং হাদীসটি সহীহ।

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ تَوْبَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ شُرَيْحٍ إِذَا أَتَى الْجُمُعَةَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَرَجَ الْإِمَامُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ، جَلَسَ وَاحْتَبَى وَاسْتَقْبَلَ الْإِمَامَ، فَلَمْ يَلْتَفِتْ يَمِينًا وَلَا شِمَالًا

হাদীস নম্বর-২৮৬: হযরত শা'বী রহ. বলেন: জুমআর দিনে ইমাম মসজিদে না এসে থাকলে হযরত কাযী শুরাইহ রহ. দু'রাকাআত নামায পড়তেন। আর ইমাম

বের হয়ে আসলে তিনি চাদর গায়ে জড়িয়ে ইমামকে সামনে রেখে বসে যেতেন। আর ডানে-বামে লক্ষ্য করতেন না। (ইবনে আবী শাইবা; ৫২১৯)

হাদীসটির স্তর: সহীহ, মাকতু'। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

সারসংক্ষেপ : এ সব আছার থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিশিষ্ট তাবিঈদের একটি বড় দল ইমামের খুতবা চলাকালীন মসজিদে উপস্থিত হলে নামায পড়তেন না বা পড়ার অনুমতি দিতেন না; বরং তারা এটাকে মাকরুহ মনে করতেন। তাদের কয়েকজনের নামের তালিকা মন্তব্যসহ উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লামা ইবনে কুদামা মাকদেসী বলেন:

وَقَالَ شُرَيْحٌ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَالنَّخَعِيُّ، وَقَتَادَةُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَمَالِكٌ، وَاللَّيْثُ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، يَجْلِسُ، وَيُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَرْكَعَ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «لِلَّذِي جَاءَ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ: اجْلِسْ، فَقَدْ آذَيْتَ وَأَنَيْتَ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَلِأَنَّ الرُّكُوعَ يَشْغَلُهُ عَنْ اسْتِمَاعِ الْخُطْبَةِ، فَكُرِهَ، [مَسْأَلَةٌ دَخَلَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ]

"কাযী শুরাইহ, ইবনে সীরীন, ইবরাহীম নাখঈ, কতাদা, সুফিয়ান সাওরী, ইমাম মালেক, লাইস বিন সা'দ এবং ইমাম আবু হানীফা রহ. বলেন: (খুতবা চলাকালীন কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে) নামায পড়া মাকরুহ। কেননা, খুতবার সময়ে মানুষের গর্দান ডিঙ্গিয়ে সামনে অগ্রসর হওয়া ব্যক্তিকে রসূলুল্লাহ বলেছিলেন যে, তুমি বসে যাও। তুমি মানুষকে কষ্ট দিচ্ছো এবং দেরী করে ফেলেছো। হাদীসটি ইবনে মাজাহ রহ. বর্ণনা করেন। উপরন্তু, এ সময়ে নামায পড়া মনযোগের সাথে খুতবা শোনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। অতএব, এটা মাকরুহ হবে। (আলমুগনী: 'ইমাম খুতবারত অবস্থায় কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে' মাসআলায়)

সারসংক্ষেপ : ইমাম মুগনী রহ.-এর এ বর্ণনার প্রতি লক্ষ্য করুন! কেবল হানাফীরা নয়; বরং দ্বীনের ঝা-ণ্ডাবাহী মুহাদ্দিস ও ফকীহদের এক বড় দল একই মত পোষণ করেন যে, ইমাম খুতবারত অবস্থায় কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে নামায পড়বে না; বরং চুপ করে বসে পড়বে এবং মনযোগের সাথে ইমামের খুতবা শুনবে।

ফায়দা : কুরআনে কারীমের আয়াত, সহীহ সনদে বর্ণিত রসূলুল্লাহ স.এর হাদীস, বিশিষ্ট সাহাবায়ে কিরাম এবং তাবিঈগণের আমল ও মতামতের দ্বারা এটা দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, জুমআর দিনে খুতবা চলাকালীন নামায পড়া যাবে না। ইমাম পূর্ব থেকে খুতবা শুরু করে থাকুন বা তিনি পরে আগমন করুন কোন

অবস্থাতেই এতে মাসআলার কোন পরিবর্তন ঘটবে না। আমরা এ বিধান বিশ্বাস করি এবং এ অনুযায়ী আমল করে থাকি।

এর বিপরীতে অনেক ইমাম বলে থাকেন যে, ইমামের খুতবা চলাকালীন কেউ মসজিদে উপস্থিত হলে সে দুই রাকাত নামায পড়বে। তাঁরা দলীল হিসেবে নিম্নবর্ণিত হাদীস পেশ করে থাকেন:

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَقَالَ: أَصَلَّيْتَ يَا فُلاَنُ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ (رَوَاه الْبُخَارِىُّ فِىْ بَابِ إِذَا رَأَى الإِمَامُ رَجُلًا جَاءَ وَهُوَ يَخْطُبُ)

হাদীস নম্বর-২৮৭ : হযরত জাবির রা. বলেন: রসূলুল্লাহ স. মুসল্লীদের সামনে জুমআর খুতবা দিচ্ছিলেন এমন সময়ে (সুলাইক নামক) এক ব্যক্তি উপস্থিত হলো। রসূলুল্লাহ স. তাকে বললেন: হে অমুক! তুমি নামায পড়েছ? তিনি বললেন: না, পড়িনি। রসূলুল্লাহ স. বললেন: ওঠো, দু'রাকাত নামায পড়। (বুখারী: ৮৮৩)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি সিহাহ সিত্তার সব কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। (জামিউল উসূল: ৪১২২)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ، فَقَالَ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَدْ خَرَجَ الْإِمَامُ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ(رَوَاه مُسْلِمٌ فِىْ بَابِ التَّحِيَّةُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ)

হাদীস নম্বর-২৮৮ : হযরত জাবির রা. থেকে বর্ণিত: রসূলুল্লাহ স. খুতবা দিচ্ছিলেন। এ সময়ে বললেন: কেউ যদি এমন সময়ে জুমআর নামাযে আসে যখন ইমাম খুতবার জন্য বের হয়ে আসছেন তবে সে যেন দুই রাকাত নামায পড়ে নেয়। (মুসলিম: ১৮৯৫)

সারসংক্ষেপ : উপরোক্ত হাদীস দু'টি সহীহ সনদে বর্ণিত। এ সহীহ হাদীসের কারণে আমরা বিশ্বাস করি যে, খুতবার সময়ে কেউ মসজিদে এলে তাকে দুই রাকাত নামায পড়তে হবে; এটা রসূলুল্লাহ স.-এর নির্দেশ। তবে এটা এখনও আমলযোগ্য বহাল সুন্নাত কি না সে বিষয়ে উম্মাতের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। নিম্নবর্ণিত কারণে আমরা এ নির্দেশকে রহিত মনে করি।

প্রথম কারণ: এ হাদীসগুলো মৌলিকভাবে সূরা আ'রাফের ২০৪ নম্বর আয়াতে বর্ণিত নির্দেশের বিরোধী। কেননা, বিশিষ্ট সাহাবা ও তাবিঈদের ব্যাপক মত বর্ণিত হয়েছে যে, উক্ত আয়াতে নামাযে সশব্দে কুরআন পাঠ এবং ইমামের খুতবার সময়ে শ্রোতাদেরকে চুপ থেকে মনোযোগের সাথে শ্রবণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে ইমাম ইবনে জারীর তাবারী রহ. প্রায় ৩৮টি হাদীস বর্ণনা করে বলেন:

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَأَوْلَى الْأَقْوَالِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ قَوْلُ مَنْ قَالَ: أُمِرُوا بِاسْتِمَاعِ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ وَكَانَ مَنْ خَلْفَهُ مِمَّنْ يَأْتَمُّ بِهِ يَسْمَعُهُ، وَفِي الْخُطْبَةِ. وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ أَوْلَى بِالصَّوَابِ، لِصِحَّةِ الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوا وَإِجْمَاعُ الْجَمِيعِ عَلَى أَنَّ مَنْ سَمِعَ خُطْبَةَ الْإِمَامِ مِمَّنْ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ، الِاسْتِمَاعَ وَالْإِنْصَاتَ لَهَا

অনুবাদ : আবু জাফর তাবারী বলেন: এ ব্যাপারে সর্বাধিক সঠিক কথা তাদেরটি যারা বলেন যে, ইমাম যখন নামাযে কুরআন পাঠ করবেন তখন মুক্তাদীগণকে মনোযোগের সাথে শোনার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং ইমামের পেছনে যারা ইক্তিদা করেছে তারা ইমামের কুরআন পাঠ শুনবে। এ আয়াতটি খুতবার ব্যাপারেও অবতীর্ণ হয়েছে। এ মতটিকে আমি এ কারণে সর্বাধিক সঠিক বলেছি, যেহেতু রসূলুল্লাহ স. থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত রয়েছে: واذا قرأ الإمام فانصتوا "ইমাম যখন কুরআন পাঠ করেন তখন তোমরা চুপ থাক"। আর সবার ঐকমত্য বিদ্যমান রয়েছে যে, যাদের প্রতি জুমআর নামায জরুরী তাদের মধ্যে যারা খুতবার (শব্দ) শুনবে তাদের দায়িত্ব নীরব থাকা এবং মনোযোগের সাথে শোনা। (তাফসীরে তাবারী: সূরা আ'রাফ, ২০৪ নম্বর আয়াতের তাফসীরে)

সারসংক্ষেপ : এ বক্তব্যের মাধ্যমে ইমাম তাবারী রহ. উম্মাতের ইজমা তথা ঐকমত্য বর্ণনা করলেন যে, সূরা আ'রাফের ২০৪ নম্বর আয়াত খুতবার ব্যাপারেও নাযিল হয়েছে যেমন নাযিল হয়েছে নামাযে ইমামের কুরআন পাঠের ব্যাপারে। সুতরাং মনোযোগের সাথে খুতবা শোনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় এমন যে কোন কাজে অংশ নেয়ার অর্থই হলো উম্মাতের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত মোতাবেক সূরা আ'রাফের ২০৪ নম্বর আয়াতের বিধান লংঘন করা। আর খুতবার সময়ে নামায পড়া উক্ত কাজের অন্যতম। সুতরাং উক্ত আয়াতের কারণে আমাদের বলতেই হচ্ছে যে, এ হাদীসগুলো হয়তো রহিত অথবা এর ভিন্ন কোন ব্যাখ্যা আছে যা এ হাদীসে স্পষ্ট করে বলা হয়নি।

দ্বিতীয় কারণ: রসূলুল্লাহ স.-এর ঘনিষ্ট সাহাবাগণ খুতবার সময়ে নামায পড়ার আমল ব্যাপকহারে বর্জন করেছেন– যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে বুঝা যায় যে, তাঁদের নিকটে অবশ্যই কোন প্রমাণ বিদ্যমান ছিলো যার ভিত্তিতে তাঁরা এ আমল বর্জন করেছেন। তাঁদের নিকটে এমন কোন প্রমাণ না থাকলে সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈগণ এত ব্যাপকহারে রসূলুল্লাহ স.-এর নির্দেশ অমান্য করবেন এটা কল্পনাও করা যায় না।

তৃতীয় কারণ: খুতবা শোনা আল্লাহ তাআলার নির্দেশ এবং ওয়াজিব। আর আল্লাহ তাআলার নির্দেশের প্রতি খেয়াল না করে রসূলুল্লাহ স. ভিন্ন কোন হুকুম জারী করবেন তা কোনক্রমেই হতে পারে না। তাই রসূলুল্লাহ স. কর্তৃক খুতবার সময় নামায পড়ার নির্দেশটি হতে পারে বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে জারী করা। যে কারণে এ নির্দেশটি পরে আর কার্যকরী থাকেনি। এর প্রমাণ হিসেবে ত্বহাবী শরীফ থেকে একটি সহীহ হাদীস পেশ করছি।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ هِشَامٍ الرُّعَيْنِيُّ , قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ , قَالَ: أنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ , قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَجْلَانَ , عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ,: أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ , فَنَادَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَمَا زَالَ يَقُولُ: «ادْنُ» حَتَّى دَنَا , فَأَمَرَهُ , فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ وَعَلَيْهِ خِرْقَةٌ خَلَقٍ , ثُمَّ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الثَّانِيَةِ , فَأَمَرَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ , ثُمَّ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الْجُمُعَةِ الثَّالِثَةِ , فَأَمَرَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنَّاسِ: «تَصَدَّقُوا» فَأَلْقَوُا الثِّيَابَ , فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَخْذِ ثَوْبَيْنِ

হাদীস নম্বর-২৮৯ : হযরত আবু সাইদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. খুতবারত অবস্থায় এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করলেন। রসূলুল্লাহ স. তাকে ডেকে বলতে থাকলেন যে, নিকটে এসো। তিনি নিকটে এলে রসূলুল্লাহ স. তাঁকে বসার পূর্বে দু'রাকাত নামায পড়ার নির্দেশ দিলেন। তখন তার গায়ে ছিলো পুরনো কাপড়। দ্বিতীয় জুমআতেও ওই ব্যক্তি একই রকম করলো। রসূলুল্লাহ স.ও তাকে অনুরূপ নির্দেশ দিলেন। আবার তৃতীয় জুমআতেও একই ঘটনা ঘটলো। অতঃপর রসূলুল্লাহ মানুষদেরকে বললেন: তোমরা সদকা কর। তারা কাপড় সদকা করলে রসূলুল্লাহ স. সেখান থেকে দুটি কাপড় গ্রহণের নির্দেশ দিলেন। (সংক্ষেপিত: ত্বহাবী: ২১৫৫)

হাদীসটির স্তর: সহীহ। মুহাম্মাদ বিন হুমাইদ ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী/মুসলিমের রাবী। আর মুহাম্মাদ বিন হুমাইদের ব্যাপারে ইবনে ইউনুস বলেন: كان ثقة "তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য"। (ছিকাতু মিম্মাল লাম ইয়াকা' ফিল কুতুবিস সিত্তাহ: ৯৬৭৯)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীসের মধ্যে দু'টি ব্যতিক্রমী বিষয় বিদ্যমান রয়েছে। এক. খুতবার মধ্যে আগত ব্যক্তির সাথে কথা বলা। তাঁকে কাছে ডাকতে থাকা, নামায পড়তে বলা এবং তার নামায শেষে সাহাবায়ে কিরামকে সদকার নির্দেশ দেয়া। দুই. সাহাবায়ে কিরামের কাপড় দান করা এবং এ দানকৃত কাপড় থেকে তাকে দু'টি কাপড় গ্রহণের নির্দেশ দেয়া। এটা অত্যন্ত সাধারণ কথা যে, জুমআর মসজিদে কেউ দান করার মতো অতিরিক্ত কাপড় নিয়ে আসে না; বরং রসূলুল্লাহ স. কর্তৃক সদকার নির্দেশ দানের পরে তাঁরা বাড়িতে গিয়ে কাপড় এনে দিয়েছেন– এটাই হওয়ার কথা।

হাদীসে বিদ্যমান এ দু'টি বিষয় জানার পরে লক্ষ্য করুন। যারা খুতবা চলাকালীন নামায পড়ার অনুমতি দিয়ে থাকেন তারা উক্ত খুতবায় আরও যা ঘটে ছিলো সেগুলোরও অনুমতি দেন কি? খুতবার মধ্যে কথা বলা, সদকার নির্দেশ দেয়া, সদকা গ্রহণ করা, হাঁটা-চলা, বাড়ি যাওয়াসহ সব কাজের অনুমতি এখনও খুতবার মধ্যে বহাল আছে কি? পূর্ববর্ণিত আয়াত ও হাদীস থেকে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, এগুলোর অনুমতি নেই। তাহলে নামাযের বিষয়টিও কি এ তালিকাভুক্ত হতে পারে না? উপরন্তু, যখন বেশ কিছু দলীল এর পক্ষে বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং এ সহীহ হাদীসের আলোকে আমরা বলতে পারি যে, খুতবা চলাকালীন নামায পড়ার বিধান প্রথমে ছিলো; পরে তা রহিত হয়ে গিয়েছে।

আর যদি ধরে নেয়া হয় যে, এখনও এ আমল চলতে পারে তাহলে ত্বহাবী শরীফ থেকে বর্ণিত এ সহীহ হাদীসের আলোকে সর্বোচ্চ এতটুকু বলা যেতে পারে যে, কোন বিশেষ কারণে যদি খতীব সাহেব তাঁর খুতবা বন্ধ রেখে কাউকে দিয়ে নামায পড়ান তাহলে পড়াতে পারেন। এ হাদীসে যেমন ওই লোকটির দুরাবস্থা মানুষের সামনে দেখিয়ে সবাইকে সদকা দানের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছিলো।

অতএব, উপরোক্ত দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে আমরা খুতবা চলালকালীন নামায পড়ার আমলকে রহিত এবং মাকরুহ মনে করি।

মুসলামানদের বার্ষিক ঈদ মাত্র দু'টি

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ قَالُوا كُنَّا

نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ (رَوَاه ابُوْ دَاود فِىْ بَابِ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ)

হাদীস নম্বর-২৯০ : হযরত আনাস রা. বলেন: রসূলুল্লাহ স. মদীনাতে এসে দেখলেন যে, তারা দু'টি দিনে আনন্দ উদযাপন করে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: এ দু'টি দিন কীসের? তারা বললো: আমরা এ দু'টি দিনে জাহেলী যুগে আনন্দ উদযাপন করতাম। তখন রসূলুল্লাহ স. বললেন: আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য এ দু'টি দিনকে অন্য দু'টি উত্তম দিনের দ্বারা পরিবর্তন করে দিয়েছেন। একটি হলো ঈদুল ফিতর ও অপরটি ঈদুল আযহা। (আবু দাউদ: ১১৩৪)

হাদীসটির স্তর: এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী এবং হাদীসটির সনদ সহীহ। শায়খ শুআইব আরনাউত মুসনাদে আহমাদের তাহকীকে বলেন: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين "হাদীসটির সনদ সহীহ এবং রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী"। (মুসনাদে আহমাদ: ১২০০৬ নম্বর হাদীসের আলোচনায়) শায়খ আলবানীও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (সহীহ-জঈফ আবু দাউদ: ১১৩৪) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি নাসাঈ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামিউল উসূল: ৬৮৬২)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, জাহেলী যুগের দু'টি আনন্দের দিনের পরিবর্তে আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকেও দু'টি আনন্দের দিন তথা ঈদের দিন দান করেছেন। সুতরাং বাৎসরিক ঈদ দুইয়ের পরিবর্তে তিনটি হলে অতিরিক্তটি ইসলাম বহির্ভূত ঈদ হবে। অনেকে ঈদে মিলাদুন্নবী নামে আরও একটি ঈদ পালন করে থাকে; কুরআন ও হাদীসে এ নামে কোন ঈদের অস্তিত্ব নেই।

ঈদের নামাযে অতিরিক্ত ছয় তাকবীর বলা

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، وَابْنُ أَبِي زِيَادٍ، الْمَعْنَى قَرِيبٌ قَالاَ حَدَّثَنَا زَيْدٌ، يَعْنِي ابْنَ حُبَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عَائِشَةَ، جَلِيسٌ لأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ، سَأَلَ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُ فِي الأَضْحَى وَالْفِطْرِ فَقَالَ أَبُو مُوسَى كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ . فَقَالَ حُذَيْفَةُ صَدَقَ . فَقَالَ أَبُو مُوسَى

كَذَلِكَ كُنْتُ أُكَبِّرُ فِي الْبَصْرَةِ حَيْثُ كُنْتُ عَلَيْهِمْ . وَقَالَ أَبُو عَائِشَةَ وَأَنَا حَاضِرٌ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ(رَوَاه ابُوْ دَاود فِىْ بَابِ بَابُ التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ)

হাদীস নম্বর-২৯১ : হযরত সাঈদ ইবনুল আস রহ. হযরত আবু মুসা আশআরী ও হযরত হুজাইফা রা.কে জিজ্ঞেস করলেন যে, রাসূলুল্লাহ স. দুই ঈদের নামাযে কতবার তাকবীর দিতেন? জবাবে হযরত আবু মুসা আশআরী রা. বললেন: জানাযার তাকবীরের মতো ৪ বার তাকবীর দিতেন। তখন হুজাইফা রা. বললেন: আবু মুসা সত্য বলেছেন। আবু মুসা রা. আরও বললেন: আমি বসরা থাকাবস্থায় এভাবেই তাকবীর বলতাম। বর্ণনাকারী আবু আয়েশা রহ. বলেন: আমি সাঈদ ইবনুল আস-এর নিকটে উপস্থিত ছিলাম। (আবু দাউদ: ১১৫৩)

হাদীসটির স্তর: হাসান। যায়েদ ইবনুল হুবাব এবং সাবিত বিন সাওবান ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী। আর যায়েদ ইবনুল হুবাব صدوق "সত্যনিষ্ঠ"। (তাকরীব: ২৩২৬) সাবিত বিন সাওবান ثقةٌ "নির্ভরযোগ্য"। (তাকরীব: ৯০৭) শায়খ শুআইব আরনাউত মুসনাদে আহমাদের তাহকীকে এ হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। (মুসনাদে আহমাদ: ১৯৭৩৪ নম্বর হাদীসের আলোচনায়) শায়খ আলবানীও হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। (সহীহ-জঈফ আবু দাউদ: ১১৫৩)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীসে হযরত আবু মুসা আশআরী রা. ঈদের নামাযে চার-চার তাকবীরের কথা বলেছেন। এর ব্যাখ্যা হযরত ইবনে মাসউদের হদীসে বর্ণনা করা হয়েছে যে, প্রথম রাকাতে কিরাতের পূর্বে চার তাকবীর বলবে; যার মধ্যে তাকবীরে তাহরিমা একটি এবং ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর তিনটি। আর দ্বিতীয় রাকাতে কিরাতের পরে চার তাকবীর বলবে; যার মধ্যে রুকুর তাকবীর একটি আর অতিরিক্ত তাকবীর তিনটি। অতএব, ঈদের নামাযের অতিরিক্ত তাকবীর সর্বমোট ছয়টি প্রমাণিত হলো। (আব্দুর রযযাক: ৫৬৮৭)

عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَيَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ قَدْ حَدَّثَانَا ، قَالَا : ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي الْوَضِينُ بْنُ عَطَاءٍ أَنَّ الْقَاسِمَ ، أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَّى بِنَا ، النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عِيدٍ ، فَكَبَّرَ أَرْبَعًا ، وَأَرْبَعًا ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ حِينَ

انْصَرَفَ ، قَالَ : لَا تَنْسَوْا ، كَتَكْبِيرِ الْجَنَائِزِ ، وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ ، وَقَبَضَ إِبْهَامَهُ – فَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنُ الْإِسْنَادِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ , وَيَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ , وَالْوَضِينُ وَالْقَاسِمُ كُلُّهُمْ أَهْلُ رِوَايَةٍ , مَعْرُوفُونَ بِصِحَّةِ الرِّوَايَةِ

হাদীস নম্বর-২৯২ : হযরত কাসেম বিন আব্দুর রহমান রহ. বলেন: রসূলুল্লাহ স.-এর কোন এক সাহাবা আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ স. আমাদেরকে ঈদের দিনে নামায পড়ালেন। তাতে ৪বার অতঃপর ৪বার তাকবীর বললেন। নামায শেষে আমাদের দিকে ফিরে বৃদ্ধাঙ্গুল বন্ধ করে হাতের অপর ৪ আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করে বললেন: তোমরা ভুলে যেও না, এটা জানাযার তাকবীরের মতো। (ত্বহাবী : ৭২৭৩ পৃষ্ঠা: ৪০০)

হাদীসটির স্তর: হাসান। ইমাম ত্বহাবী রহ. বলেন: এ হাদীসের সনদ হাসান। এ হাদীসের রাবীদের মধ্যে আলী বিন আব্দুর রহমান صدوق "সত্যনিষ্ঠ"। (তাকরীব: ৫৩৪৭) ইয়াহইয়া বিন উসমানের ব্যাপারে ইমাম জাহাবী বলেন: حافظ أخبارى له ما ينكر "হাফেজ, ঐতিহাসিক। তবে তাঁর কিছু মুনকার বর্ণনাও রয়েছে"। (আল কাশেফ: ৬২১৭) আব্দুল্লাহ বিন ইউসুফ বুখারীর রাবী। ইয়াহইয়া বিন হামযা বুখারী-মুসলিমের রাবী। ওয়াযিন বিন আতার ব্যাপারে ইমাম জাহাবী বলেন, ثقة ، و بعضهم ضعفه "তিনি নির্ভরযোগ্য, তবে কেউ কেউ তাঁকে জঈফ বলেছেন"। (আল কাশেফ: ৬০৫০) আবু আব্দুর রহমান صدوق "সত্যনিষ্ঠ"। (আল কাশেফ: ৪৫১৭)

ফায়দা : ঈদের নামাযের তাকবীরের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ স. থেকে বর্ণিত শুধু হাসান হাদীস দ্বারা এ কারণে দলীল গ্রহণ করতে হলো যে, এ ব্যাপারে স্পষ্ট কোন সহীহ মারফু' হাদীস নেই। ইমাম আহমাদ রহ. বলেন: لَيْسَ فِي تَكْبِيرِ الْعِيدَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ، "ঈদের নামাযের তাকবীরের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ স. থেকে বর্ণিত কোন সহীহ হাদীস নেই"। (নাসবুর রায়াহ: ঈদের নামায অধ্যায়) তবে সাহাবা ও তাবিঈগণের মন্তব্য এবং আমল থেকে আমরা দলীল গ্রহণ করে থাকি।

ঈদের তাকবীরের ব্যাপারে বিশিষ্ট সাহাবায়ে কিরামের আমল

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ جَالِسًا وَعِنْدَهُ حُذَيْفَةُ وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ، فَسَأَلَهُمَا سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ عَنِ التَّكْبِيرِ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى فَجَعَلَ هَذَا يَقُولُ: سَلْ هَذَا، وَهَذَا يَقُولُ: سَلْ هَذَا، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: سَلْ هَذَا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: يُكَبِّرُ أَرْبَعًا ثُمَّ يَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُومُ فِي الثَّانِيَةِ فَيَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا بَعْدَ الْقِرَاءَةِ

হাদীস নম্বর-২৯৩ : হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. বসেছিলেন। তাঁর কাছে হযরত হুজাইফা ও আবু মুসা আশআরী রা. উপস্থিত ছিলেন। সাঈদ ইবনুল আছ তাঁদের দু'জনকে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহাতে নামাযের তাকবীর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তখন তাঁদের একজন অপরজনের নিকটে জিজ্ঞেস করার কথা বলতেছিলেন যে, তাঁর কাছে জিজ্ঞেস কর। আবার অপরজন বলেন, তাকে জিজ্ঞেস কর। পরে হযরত হুজাইফা বললেন: এ বিষয়টি আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা.কে জিজ্ঞেস করুন। তিনি হযরত ইবনে মাসউদ রা.কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন: ৪ বার তাকবীর দিয়ে কুরআন পাঠ করে তাকবীর বলে রুকু করবে। অতঃপর দ্বিতীয় রাকাতে কুরআন পড়ে ৪ বার তাকবীর বলবে। (আব্দুর রযযাক: ৫৬৮৭)

হাদীসটির স্তর: সহীহ, মাউকুফ। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন: رَوَاهُ عبد الرَّزَّاق عَن ابْن مَسْعُود بِإِسْنَاد صَحِيح "আব্দুর রযযাক ইবনে মাসউদ থেকে সহীহ সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন"। (আদদিরায়াহ: হাদীস নম্বর- ২৮৬)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ঈদের নামাযের অতিরিক্ত তাকবীর ছয়টি।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا مَسْرُوقُ بن الْمَرْزُبَانِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ كُرْدُوسٍ، قَالَ: أَرْسَلَ الْوَلِيدُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بن مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَةَ، وَأَبِي مَسْعُودٍ، وَأَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ بَعْدَ الْعَتَمَةِ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا عِيدُ الْمُسْلِمِينَ فَكَيْفَ الصَّلاةُ؟ فَقَالُوا: سَلْ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ:"يَقُومُ فَيُكَبِّرُ

أَرْبَعًا، ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَسُورَةٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ، وَيَرْكَعُ فَتِلْكَ خَمْسٌ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَسُورَةٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا يَرْكَعُ فِي آخِرِهِنَّ فَتِلْكَ تِسْعٌ فِي الْعِيدَيْنِ"، فَمَا أَنْكَرَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ.

হাদীস নম্বর-২৯৪ : কুরদুস বিন আব্বাস রহ. বলেন: হযরত ওয়ালিদ ইশার নামাযের পরে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ, হুজাইফা, আবু মাসউদ এবং হযরত আবু মুসা আশআরী রা.-এর নিকটে লোক পাঠালেন। প্রেরিত দূত তাঁদের নিকটে গিয়ে বললো: এটা মুসলমানদের ঈদ। আপনারা বলে দিন যে, নামাযের পদ্ধতি কেমন হবে? তাঁরা সবাই বললেন: হযরত আবু আব্দুর রহমান অর্থাৎ, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা.কে জিজ্ঞেস করুন। জবাবে হযরত ইবনে মাসউদ বলেন: ঈদের নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে ৪ বার তাকবীর বলে সূরা ফাতিহা ও মুফাছ্ছল থেকে অপর একটি সূরা পড়বে এবং পুনরায় তাকবীর বলে রুকু করবে। এ হলো মোট ৫টি তাকবীর। এরপর দাঁড়িয়ে সূরা ফাতিহা ও মুফাছ্ছল থেকে অপর একটি সূরা পড়বে। অতঃপর ৪ বার তাকবীর বলবে– যার শেষ তাকবীরে রুকু করবে। এ হলো সর্বমোট ৯টি তাকবীর। তিনি এ কথা বলার পরে তাদের কেউই এর প্রতিবাদ করেননি। (তবারানী কাবীর: ৯৪০০)

হাদীসটির স্তর: সহীহ, মাউকুফ। আল্লামা হাইসামী বলেন: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ "তবারানী তাঁর মু'জামে কাবীরে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং এ হাদীসের বর্ণনাকারীগণ সবাই-ই নির্ভরযোগ্য"। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ: ৩২৪৭) হযরত ইবনে হাযাম এ হাদীসটির সনদকে উঁচু মানের সহীহ বলেছেন। (মুহাল্লা: ঈদের নামায অধ্যায়)

সারসংক্ষেপ : হযরত ইবনে মাসউদ রা.-এর বর্ণনা অনুযায়ী প্রথম রাকাতে কিরাতের পূর্বে চার তাকবীর বলতে হবে যার মধ্যে তাকবীরে তাহরিমা একটি এবং ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর তিনটি। আর দ্বিতীয় রাকাতে কিরাতের পরে চার তাকবীর বলবে যার মধ্যে রুকুর তাকবীর একটি আর অতিরিক্ত তাকবীর তিনটি। অতএব, ঈদের নামাযের অতিরিক্ত তাকবীর সর্বমোট ছয়টি প্রমাণিত হলো।

এ হাদীস দু'টিতে হযরত আবু মুসা আশআরী এবং হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা.-এর মতো প্রবীণ মুজতাহিদ সাহাবার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়েছে– যারা সর্বদা রসূলুল্লাহ স.-এর সঙ্গে ঈদের নামায আদায় করেছেন। অতএব, নির্দ্বিধায় বলা

যেতে পারে যে, রসূলুল্লাহ স.-এর আমল ছিলো অতিরিক্ত ছয় তাকবীরের সাথে ঈদের নামায পড়া।

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ شَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَبَّرَ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ بِالْبَصْرَةِ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَالَى بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ قَالَ: وَشَهِدْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ فَعَلَ ذَلِكَ أَيْضًا. فَسَأَلْتُ خَالِدًا كَيْفَ فَعَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ؟ فَفَسَّرَ لَنَا كَمَا صَنَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَوَاءً

হাদীস নম্বর-২৯৫ : হযরত আব্দুল্লাহ বিন হারিস বলেন: আমি হযরত ইবনে আব্বাস রা.কে দেখেছি: তিনি বসরায় ঈদের নামাযে নয়টি তাকবীর দিলেন এবং উভয় রাকাতের কিরাতকে মিলালেন। আমি মুগীরা বিন শু'বা রা.কেও অনুরূপ করতে দেখেছি। অতঃপর আমি খালিদ হাজ্জাকে জিজ্ঞেস করলাম: ইবনে আব্বাস রা. নয় তাকবীর কীভাবে দিলেন? তিনি আমাকে (পূর্ববর্ণিত) মা'মার ও সাওরীর মাধ্যমে আবু ইসহাক থেকে বর্ণিত ইবনে মাসউদ রা.-এর হাদীসের অনুরূপ ব্যাখ্যা দিলেন। (আব্দুর রযযাক: ৫৬৮৯)

হাদীসটির স্তর: সহীহ, মাউকুফ। ইসমাঈল ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী। আর ইসমাঈল ثقة "নির্ভরযোগ্য"। (আল কাশেফ: ৩৮৫) হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন: إِسْنَاده صَحِيح "হাদীসটির সনদ সহীহ"। (আদদিরায়াহ: ২৮৬ নম্বর হাদীস-এর আলোচনায়) হযরত ইবনে মাসউদ রা. ও হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত শেষোক্ত হাদীস দুটির সনদের ব্যাপারে হযরত ইবনে হাযাম বলেন: وَهَذَانِ إِسْنَادَانِ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ، "এ সনদ দু'টি খুব উঁচু মানের সহীহ"। (মুহাল্লা: ঈদের নামায অধ্যায়)

হযরত ইবনে আব্বাস রা. কর্তৃক ৯ তাকবীরের ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে মাসউদ রা.-এর যে হাদীসের বরাত দেয়া হয়েছে, সে হাদীসটি এর কেবলই পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। উক্ত নয় তাকবীরের ব্যাখ্যা হলো: প্রথম রাকাতে তাকবীরে তাহরিমা, রুকুর তাকবীর এবং ঈদের নামাযের অতিরিক্ত তিন তাকবীর মিলে পাঁচ তাকবীর। আর দ্বিতীয় রাকাতে রুকুর তাকবীর এবং ঈদের নামাযের অতিরিক্ত তিন তাকবীর মিলে চার তাকবীর হলো। (তবারানী কাবীর: ৯৪০০) সর্বমোট নয় তাকবীর। এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হলো যে, ঈদের নামাযের অতিরিক্ত তাকবীর ছয়টি।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدِ تِسْعًا، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ

হাদীস নম্বর-২৯৬ : হযরত মুহাম্মাদ বিন সীরীন রহ. বলেনঃ হযরত আনাস রা. ঈদের নামাযে নয় তাকবীর দিতেন। এ কথা বলে বর্ণনাকারী হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা.-এর তাকবীরের মতো বর্ণনা দিলেন। (ইবনে আবী শাইবা: ৫৭৬০)

হাদীসটির স্তরঃ সহীহ, মাউকুফ। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

সারসংক্ষেপ : এ হাদীসে বর্ণিত নয় তাকবীরের ব্যাখ্যা হযরত ইবনে মাসউদ রা. থেকে পূর্ববর্ণিত তবারানী কাবীর-এর ৯৪০০ নম্বর হাদীসে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ঈদের নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে ৪ বার তাকবীর বলে সূরা ফাতিহা ও মুফাছ্ছল থেকে অপর একটি সূরা পড়বে এবং পুনরায় তাকবীর বলে রুকু করবে। এ হলো ৫টি তাকবীর। এরপর দাঁড়িয়ে সূরা ফাতিহা ও মুফাছ্ছল থেকে অপর একটি সূরা পড়বে। অতঃপর ৪ বার তাকবীর বলবে– যার শেষ তাকবীরে রুকু করবে। এ হলো ৪ তাকবীর। (তবারানী কাবীরঃ ৯৪০০) সর্বমোট ৯ তাকবীর যার মধ্যে উভয় রাকাতে তিনটি করে মোট ছয়টি তাকবীর শুধু ঈদের নামাযে অতিরিক্ত বলতে হয়। সুতরাং এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হলো যে, ঈদের নামাযের অতিরিক্ত তাকবীর ছয়টি।

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَا: تِسْعُ تَكْبِيرَاتٍ، وَيُوَالِي بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ

হাদীস নম্বর-২৯৭ : হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ রা. ও হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়াব রহ. বলেনঃ নয় তাকবীর দিবে এবং দুই রাকাতের কিরাত মিলিয়ে নিবে। (ইবনে আবী শাইবা: ৫৭৫৬)

হাদীসটির স্তরঃ সহীহ, মাউকুফ ও মাকতু'। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

সারসংক্ষেপ : দুই কিরাতের মাঝে মিলিয়ে দেয়ার ব্যাখ্যা হলোঃ প্রথম রাকাতের কিরাত হবে অতিরিক্ত তাকবীরের পরে। আর দ্বিতীয় রাকাতের কিরাত হবে অতিরিক্ত তাকবীরের পরে। এ হিসেবে দুই রাকাতের কিরাত এমনভাবে মিলে গেলো যে, এর মাঝে কোন অতিরিক্ত তাকবীর থাকলো না। আর নয় তাকবীর হলোঃ প্রথম রাকাতে তাকবীরে তাহরিমা, রুকুর তাকবীর এবং ঈদের নামাযের

অতিরিক্ত তিন তাকবীর মিলে পাঁচ তাকবীর। আর দ্বিতীয় রাকাতে রুকুর তাকবীর এবং ঈদের নামাযের অতিরিক্ত তিন তাকবীর মিলে চার তাকবীর। (তবারানী কাবীরঃ ৯৪০০) সর্বমোট নয় তাকবীর। অতএব, এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হলো যে, ঈদের নামাযের অতিরিক্ত তাকবীর ছয়টি।

ঈদের তাকবীরের ব্যাপারে বিশিষ্ট তাবিঈনে কিরামের আমল

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّ أَصْحَابَ عَبْدِ اللَّهِ، كَانُوا يُكَبِّرُونَ فِي الْعِيدِ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ

হাদীস নম্বর-২৯৮ : ইবরাহীম নাখঈ রহ. বলেনঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা.-এর ছাত্রগণ (যারা প্রবীণ তাবিঈ) ঈদের নামাযে নয় তাকবীর দিতেন। (ইবনে আবী শাইবা: ৫৭৬১)

হাদীসটির স্তরঃ সহীহ, মাকতু'। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

সারসংক্ষেপ : নয় তাকবীরের ব্যাখ্যা হলোঃ প্রথম রাকাতে তাকবীরে তাহরিমা, রুকুর তাকবীর এবং ঈদের নামাযের অতিরিক্ত তিন তাকবীর মিলে পাঁচ তাকবীর। আর দ্বিতীয় রাকাতে রুকুর তাকবীর এবং ঈদের নামাযের অতিরিক্ত তিন তাকবীর মিলে চার তাকবীর। (তবারানী কাবীরঃ ৯৪০০) সর্বমোট নয় তাকবীর। এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হলো যে, ঈদের নামাযের অতিরিক্ত তাকবীর ছয়টি।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ أَنَّهُمَا كَانَا يُكَبِّرَانِ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ

হাদীস নম্বর-২৯৯ : হাসান বসরী ও মুহাম্মাদ বিন সীরীন ঈদের নামাযে নয় তাকবীর দিতেন। (ইবনে আবী শাইবা: ৫৭৬৫)

হাদীসটির স্তরঃ সহীহ, মাকতু'। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

সারসংক্ষেপ : নয় তাকবীরের ব্যাখ্যা হলোঃ প্রথম রাকাতে তাকবীরে তাহরিমা, রুকুর তাকবীর এবং ঈদের নামাযের অতিরিক্ত তিন তাকবীর মিলে পাঁচ তাকবীর। আর দ্বিতীয় রাকাতে রুকুর তাকবীর এবং ঈদের নামাযের অতিরিক্ত তিন তাকবীর মিলে চার তাকবীর। (তবারানী কাবীরঃ ৯৪০০) সর্বমোট নয় তাকবীর। এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হলো যে, ঈদের নামাযের অতিরিক্ত তাকবীর ছয়টি।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: نَا أَبُو كُدَيْنَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَالْمُسَيِّبِ، قَالَا: الصَّلَاةُ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ تِسْعُ تَكْبِيرَاتٍ، خَمْسٌ فِي الْأُولَى، وَأَرْبَعٌ فِي الْآخِرَةِ، لَيْسَ بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ تَكْبِيرَةٌ

হাদীস নম্বর-৩০০ : ইমাম শা'বী ও মুসাইয়াব বিন রাফে' বলেন: উভয় ঈদের নামাযে নয় তাকবীর। প্রথম রাকাতে পাঁচটি আর দ্বিতীয় রাকাতে চারটি। দুই কিরাতের মাঝে (অতিরিক্ত কোন) তাকবীর নেই। (ইবনে আবী শাইবা: ৫৭৭৪)

হাদীসটির স্তর: সহীহ, মাকতু'। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

সারসংক্ষেপ : নয় তাকবীরের ব্যাখ্যা হলো: প্রথম রাকাতে তাকবীরে তাহরিমা, রুকুর তাকবীর এবং ঈদের নামাযের অতিরিক্ত তিন তাকবীর মিলে পাঁচ তাকবীর। আর দ্বিতীয় রাকাতে রুকুর তাকবীর এবং ঈদের নামাযের অতিরিক্ত তিন তাকবীর মিলে চার তাকবীর। (তবারানী কাবীর: ৯৪০০) সর্বমোট নয় তাকবীর। এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হলো যে, ঈদের নামাযের অতিরিক্ত তাকবীর ছয়টি।

ফায়দা : অতিরিক্ত ছয় তাকবীরে ঈদের নামায পড়ার দলীল হিসেবে হাসান সনদে বর্ণিত রসূলুল্লাহ স.-এর আমল ও তাঁর বাণী, (আবু দাউদ: ১১৫৩, ত্বহাবী: ৭২৭৩) সহীহ সনদে বর্ণিত জলীলুল কদর সাহাবায়ে কিরামের আমল ও মন্তব্য (আব্দুর রযযাক: ৫৬৮৭ ও ৫৬৮৯, তবারানী: ৯৪০০ এবং ইবনে আবী শাইবা: ৫৭৫৬ ও ৫৭৬০) এবং সহীহ সনদে বর্ণিত বিশিষ্ট তাবিঈদের আমল ও মন্তব্য (ইবনে আবী শাইবা: ৫৭৬১, ৫৭৬৫ ও ৫৭৭৪)-এর ভিত্তিতে আমরা অতিরিক্ত ৬ তাকবীরের সাথে ঈদের নামায আদায় করে থাকি এবং এটাকে উত্তম বলে বিশ্বাস করি।

এর বিপরীতে ১২ তাকবীরে ঈদের নামায আদায় করার কথাও হাদীসে বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে তিরমিজী শরীফে বর্ণিত ৫৩৬ নম্বর হাদীসকে ইমাম তিরমিজী রহ. এ অধ্যায়ের সর্বাধিক সহীহ হাদীস বলে উল্লেখ করেছেন। অথচ উক্ত হাদীসটি জঈফ। কারণ, এ হাদীসের সনদের কাসীর বিন আব্দুল্লাহ নামক একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন। তাঁর ব্যাপারে ইমাম আহমাদ রহ. বলেন: منكر الحديث "তাঁর হাদীস অগ্রহণযোগ্য"। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন: ضعيف الحديث "তাঁর হাদীস জঈফ"। আবু দাউদ বলেন: كان أحد الكذابين "তিনি মিথ্যাবাদীদের একজন"। ইমাম দারাকুতনী বলেন: متروك الحديث "তাঁর হাদীস পরিত্যাক্ত"।

(তাহজীবুত তাহজীব ও তাহজীবুল কামাল থেকে সংগৃহীত)। ইবনে হাজার আসকালানী বলেন: ضعيف أفرط من نسبه إلى الكذب "তিনি জঈফ, যারা তাঁকে মিথ্যার দিকে সম্বোধন করেছে তারা বাড়াবাড়ি করেছে"। (তাকরীব: ৬৩০৮)। সুতরাং এমন রাবীর বর্ণিত হাদীস কীভাবে সর্বাধিক সহীহ হয়? এ হাদীসের ব্যাপারে ইমাম তিরমিজী রহ. নিজে তাঁর ইলালুল কুবরায় বলেন: ইমাম বুখারী রহ.কে জিজ্ঞেস করলে তিনি এটাকে জঈফ বলেছেন। (আল ইলালুল কুবরা: ঈদের নামাযের তাকবীর অধ্যায়) ইমাম দারাকুতনী রহ. এটাকে মুজতরাব বলেছেন। (ইলালুদ দারাকুতনী: ৩৪৫৮)

১২ তাকবীরে ঈদের নামায পড়ার হাদীস আরও বর্ণিত আছে আবু দাউদ: ১১৪৯ ও ১১৫০ নম্বরে। এ দু'টি হাদীসের বর্ণনায় রয়েছে আব্দুল্লাহ বিন লাহিআহ। তিনি যদিও মুসলিমের রাবী; কিন্তু তাঁর গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে মুহাদ্দিসগণের আপত্তি রয়েছে। ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন: كان ضعيفا لا يحتج بحديثه "তিনি জঈফ, তার হাদীস দলীলযোগ্য নয়"। ইমাম নাসাঈ রহ. বলেন: ليس بثقة "তিনি নির্ভরযোগ্য নন"। ইবনে আবী হাতিম বলেন: سألت أبي وأبا زرعة عن الإفريقي و ابن لهيعة: أيهما أحب إليك ؟ فقالا: جميعا ضعيفان "আমি আমার পিতা আবু হাতিম এবং আবু যুরআকে জিজ্ঞেস করলাম: আব্দুল্লাহ বিন লাহিআহ এবং আফরিকী এ দুজনের মধ্যে আপনার নিকটে কে প্রিয়? তিনি বললেন: দুজনই জঈফ"। (তাহজীবুল কামাল ও তাহজীবুত তাহজীব থেকে সংগৃহীত) ইমাম জাহাবী বলেন: قلت: العمل على تضعيف حديثه "তাঁর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হলো তাঁর হাদীসকে জঈফ গণনা করা"। (আল কাশেফ: ২৯৩৪) অবশ্য আব্দুল্লাহ বিন মুবারক ও আব্দুল্লাহ বিন ওয়াহহাব রহ. ইবনে লাহিআ থেকে যা বর্ণনা করেন তা অন্যদের বর্ণনার চেয়ে তুলনামূলক বেশী গ্রহণযোগ্য। কিন্তু উক্ত বর্ণনায় হযরত আব্দুল্লাহ বিন লাহিআ নিঃসঙ্গ হওয়ায় সে প্রাধান্যের দিকটিও দুর্বল হয়ে গেছে। হাকেম এবং ইমাম জাহাবী রহ. বলেন: تفرد به ابن لهيعة "হাদীসটি আব্দুল্লাহ বিন লাহিআ একাই বর্ণনা করেছেন"। (মুসতাদরাকে হাকেম: ১১০৮ নম্বর হাদীস ও ইমাম জাহাবীর তালখীছে)

১২ তাকবীরে ঈদের নামায পড়ার হাদীস আরও বর্ণিত আছে আবু দাউদ: ১১৫১ ও ১১৫২ নম্বর হাদীসে। এ দু'টি হাদীসের বর্ণনায় রয়েছে আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান তায়েফী। অধিকাংশ মুহাদ্দিস তাঁর বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাঁর ব্যাপারে কিছু মুহাদ্দিসীনে কিরামের আপত্তি রয়েছে। عن ابن معين : ضعيف

"হযরত ইয়াহইয়া বিন মাঈন রহ. বলেন: তিনি জঈফ" । আবু হাতিম বলেন: ليس بقوى ، لين الحديث "তিনি শক্তিশালী নন, হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে নরম" । ইমাম নাসাঈ বলেন: ليس بذاك القوى و يكتب حديثه "তিনি তেমন মজবুত নন । তবে তাঁর হাদীস লেখার যোগ্য" ।

উপরোক্ত তথ্যের দ্বারা ইবনে লাহিআ বা আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান তায়েফী রহ. বর্ণিত হাদীসকে অগ্রহণযোগ্য বলা আমার উদ্দেশ্য নয়; বরং এটা দেখানো উদ্দেশ্য যে, ইবনে লাহিআ ও আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান তায়েফীর মাধ্যমে বর্ণিত ১২ তাকবীরে ঈদের নামায পড়ার হাদীসের তুলনায় পূর্ববর্ণিত ৬ তাকবীরে ঈদের নামায পড়ার হাদীস তুলনামূলক বেশী শক্তিশালী । এ কারণে আমরা ৬ তাকবীরে ঈদের নামায পড়ার আমলকে উত্তম মনে করি । তবে ১২ তাকবীরে ঈদের নামায পড়ার আমলকেও বৈধ মনে করি ।

তারাবীহ'র নামায বিশ রাকাত

'তারাবীহ' শব্দটি আরবী শব্দ । এটা تَرْوِيْحَةٌ (তারবীহাতুন) এর বহুবচন । এর আভিধানিক অর্থ বিশ্রাম নেয়া । তারাবীহ'র নামায অতি দীর্ঘ হওয়ায় প্রতি চার রাকাত পরপর খানিকটা বিশ্রাম নিয়ে আবার চার রাকাত পড়া হয় । এ হিসেবে ২০ রাকাত নামাযে পাঁচটি বিশ্রাম হয় । অনেকগুলো বিশ্রামের সমন্বয় ঘটায় এ নামাযকে তারাবীহ'র নামায বলা হয় ।

আর শরীআতের পরিভাষায় রমাযান মাসের রাতের অতিরিক্ত নামাযকে তারাবীহ বলা হয় । এ কারণে তারাবীহ'র নামাযকে হাদীসের কিতাবে 'কিয়ামু শাহরি রমাযান' বা 'রমাযানের রাতের নামায' নামে শিরোনাম দেয়া হয়ে থাকে । আর যে নামায সারা বছর রাতে পড়া হয়ে থাকে সেটাকে তাহাজ্জুদ (সূরা বনী ইসরাঈল: ৭৯) বা কিয়ামুল লাইল বলা হয় । (সূরা মুযযাম্মিল: ২)

রসূলুল্লাহ স.-এর তারাবীহ'র রাকাত

রসূলুল্লাহ স. কিয়ামুল লাইল বা তাহাজ্জুদের নামায সারা বছর পড়তেন । আর কিয়ামু শাহরি রমাযান বা তারাবীহ'র নামায রমাযান মাসে পড়তেন । তবে সহীহ হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী রসূলুল্লাহ স. মাত্র তিন দিন তারাবীহ'র নামায জামাআতে পড়েছেন । (বুখারী: ১০৬২, তিরমিজী: ৮০৪) রসূলুল্লাহ স.-এর ব্যক্তিগত রাতের

নামায অর্থাৎ, কিয়ামুল লাইল-এর রাকাত সংখ্যার ব্যাপারে সহীহ হাদীসে বিভিন্ন বর্ণনা এসেছে । কিন্তু কিয়ামু শাহরি রমাযান অর্থাৎ, তারাবীহ'র নামায যে তিন দিন তিনি জামাআতে আদায় করেছেন ওই তিন দিনের রাকাত সংখ্যা কোন সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়নি । অনেকে রসূলুল্লাহ স.-এর সারা বছর রাতে আদায়কৃত নামায অর্থাৎ, কিয়ামুল লাইল- এর রাকাত সংখ্যা দিয়ে তারাবীহ'র রাকাত সংখ্যা নির্ণয়ে দলীল দেয়ার চেষ্টা করেছে । অথচ ইনসাফের দাবী অনুযায়ী তা দ্বারা তারাবীহ'র রাকাত সংখ্যা নির্ণয়ে দলীল দেয়া চলে না । কারণ, রসূলুল্লাহ স.-এর রাতের নামায অর্থাৎ কিয়ামুল লাইল-এর রাকাতের পরিমাণের ব্যাপারে বিভিন্ন সংখ্যা বর্ণিত হয়েছে । সুনির্দিষ্ট দলীল ব্যতীত এর মধ্য থেকে যে কোন একটিকে তারাবীহ'র রাকাত হিসেবে চিহ্নিত করা কোনক্রমে যথার্থ হবে না । এ ব্যাপারে একটি বিশ্লেষণ এ আলোচনার শেষে পেশ করা হবে ইনশাআল্লাহ ।

রসূলুল্লাহ স.-এর তারাবীহ'র রাকাত সংখ্যার সুনির্দিষ্ট বিবরণ কোন সহীহ হাদীসে পাওয়া না যাওয়ার কারণে প্রথমে এ ব্যাপারে একটি গ্রহণযোগ্য হাদীস পেশ করা হচ্ছে; যদিও সনদের বিবেচনায় হাদীসটি জঈফ ।

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَالْوِتْرَ

হাদীস নম্বর-৩০১ : হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন: রসূলুল্লাহ স. রমাযান মাসে ২০ রাকাত নামায পড়তেন এবং বিতির পড়তেন । (ইবনে আবী শাইবা: ৭৭৭৪, তবারানী কাবীর: ১২১০২, তবারানী আওসাত: ৭৯৮, আততামহীদ লি-ইবনি আব্দিল বার: ৮/১১৫, আল ইসতিজকার: ২২২ নম্বর হাদীসের আলোচনায়)

হাদীসটির স্তর : জঈফ । এ হাদীসের একজন বর্ণনাকারী ইবরাহীম বিন উসমান জঈফ হওয়ার কারণে হাদীসটি জঈফ । আর জঈফ হাদীস মুসলিম উম্মাহ'র বৃহত্তর জনগোষ্ঠির আমলের অনুকূলে হলে তা দলীল হিসেবে গৃহীত বলে নীতিনির্ধারক ইমামগণ মত দিয়েছেন ।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন :

مِنْ جُمْلَةِ صِفَاتِ الْقَبُوْلِ الَّتِي لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهَا شَيْخُنَا أَنْ يَتَّفِقَ الْعُلَمَاءُ عَلى الْعَمَلِ بِمَدْلُوْلِ حَدِيْثٍ فَإِنَّه يُقْبَلُ وَيَجِبُ الْعَمَلُ بِه قَالَ وَقَدَ صَرَّحَ بِذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَئمَةِ الأَصُوْلِ

"হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়ার আরও একটি গুণ– যা আমাদের শায়খ বর্ণনা করেননি, তাহলো: উলামায়ে কিরামের উক্ত হাদীসের চাহিদা মাফিক আমল করার প্রতি

সম্মত হওয়া। তাহলে উক্ত হাদীস গ্রহণ করা হবে এবং সে অনুযায়ী আমল করা আবশ্যক হবে। হাফেজ ইবনে হাজার রহ. আরও বলেন: এ নীতির স্বীকৃতি দিয়েছেন হাদীসের নীতিনির্ধারক একদল ইমাম। (আন নুকাত আলা ইবনে সালাহ: খন্ড:১, পৃষ্ঠা: ৪৯৪)

আল্লামা বদরুদ্দীন যারকাশী রহ. বলেন :

أن الحَدِيث الضَّعِيف إِذا تَلَقَّتْهُ الْأمة بِالْقبُولِ عمل بِهِ على الصَّحِيح حَتَّى انَّه ينزل منزلَة الْمُتَوَاتر فِي أَنه ينْسَخ الْمَقْطُوع

অনুবাদ : জঈফ হাদীস যদি উম্মাত গ্রহণ করে নেয় তাহলে বিশুদ্ধ মতানুসারে সেটা আমলযোগ্য বিবেচিত হবে। এমনকি সেটা মুতাওয়াতির তথা ব্যাপক প্রসিদ্ধ সংবাদের মান রাখে এবং তার দ্বারা দৃঢ় (সহীহ) হাদীসও রহিত হয়। (আন নুকাত আলা মুকাদ্দামাতি ইবনে সালাহ, খন্ড:১, পৃষ্ঠা: ৩৯০)

সুতরাং হযরত ইবনে আব্বাস রা. সূত্রে রসূলুল্লাহ স. ২০ রাকাত তারাবীহ'র নামায পড়েছেন বলে ইবরাহীম বিন উসমান রহ. এর বর্ণিত উক্ত হাদীসের সনদ জঈফ হলেও উম্মাতের ব্যাপকভাবে গ্রহণের কারণে তা রসূলুল্লাহ স.-এর সুন্নাত হিসেবে গ্রহণের উপযুক্ত।

২০ রাকাত তারাবীহ অস্বীকারকারীদের অনেকে এ হাদীসটিকে জাল বলে অপপ্রচার করে থাকে। তাদের অভিযোগ: ইবরাহীম বিন উসমান মিথ্যাবাদী। অথচ এ অভিযোগ সঠিক নয়। তাঁর ব্যাপারে হাদীস বিশারদ ইমামগণের মন্তব্য নিম্নরূপ:

ইমাম আহমাদ, আবু দাউদ, আবু হাতেম, ইয়াহইয়া বিন মাঈন, ইবনে সা'দ এবং ইমাম দারাকুতনী রহ. তাঁকে জঈফ বলেছেন। সালেহ বিন মুহাম্মাদ বলেন: ضعيف لا يكتب حديثه روى عن الحكم أحاديث مناكير **"**তিনি জঈফ; তাঁর হাদীস লেখা হবে না। তিনি হাকাম থেকে মুনকার হাদীস বর্ণনা করেন"। ইমাম তিরমিজী এবং ভিন্ন বর্ণনায় ইমাম আহমাদ তাঁকে منكرالحديث "হাদীস বর্ণনায় একাকী" বলেছেন। ইমাম নাসাঈ এবং আবু বিশ্‌র দূলাবী বলেন: متروك الحديث "তাঁর হাদীস পরিত্যাক্ত"। ইমাম বুখারী বলেন: سكتوا عنه "মানুষ তার ব্যাপারে নীরব রয়েছে"। ইবরাহীম বিন ইয়াকুব বলেন: ساقط "তিনি পতিত বর্ণনাকারী"। অন্য বর্ণনায় ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন: ليس بثقة "তিনি নির্ভরযোগ্য নন"। আবু আলী হুসাইন বিন আলী বলেন: ليس بالقوى "তিনি দৃঢ় নন"। আহওয়াছ বিন

মুফাজ্জল বলেন: ممن حدث عنه شعبة من الضعفاء "ইমাম শু'বা যে সব জঈফ রাবীদের থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি সে সব জঈফদের একজন"।

এ পর্যন্ত ইমামগণের যে মন্তব্য তাঁর ব্যাপারে পাওয়া গেছে তা সহনীয় পর্যায়ের জঈফ রাবীদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত মন্তব্য। একজন মিথ্যাবাদীর যে মন্তব্য হয়ে থাকে তা তো দূরের কথা, একজন অতি দুর্বল বর্ণনাকারীর ব্যাপারে যে সব মন্তব্য করা হয়ে থাকে তা-ও এখানে নেই।

আবার অনেকে তাঁর বিষয়ে কিছু ভালো মন্তব্যও করেছেন। হযরত ইবনে আদী বলেন: له أحاديث صالحة و هو ضعيف على ما بينته ، و هو و إن نسبوه إلى الضعف خير من إبراهيم بن أبى حية . "আমি বলেছি যে, তিনি জঈফ তবে তাঁর কিছু ভালো হাদীসও রয়েছে। মুহাদ্দিসীনে কিরাম তাঁকে জঈফ বললেও তিনি ইবরাহীম বিন আবী হাইয়াহ থেকে উত্তম"। আর ইবরাহীম বিন আবী হাইয়ার ব্যাপারে হযরত ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন: شيخ ثقة كبير "তিনি অভিজ্ঞ ও অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য"। (লিসানুল মীযান: রাবী নম্বর- ১১৬)

সাথে সাথে ইবরাহীম বিন উসমান রহ. কাযী অর্থাৎ, ইসলামী রাষ্ট্রের একজন বিচারপতি ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে কাজ করেছেন বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ইমাম, বুখারী-মুসলিমের রাবী হযরত ইয়াযীদ বিন হারুন। তিনি বলেন: ما قضى على الناس رجل يعنى فى زمانه أعدل فى قضاء منه "তাঁর সময়ে তাঁর চেয়ে বেশী ইনসাফের বিচার কেউ করেনি"। সুতরাং ইয়াযীদ বিন হারুন যিনি ইবরাহীম বিন উসমান রহ.কে খুব কাছে থেকে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত দেখেছেন; তাঁর মন্তব্য থেকে অন্তত এ কথাটি প্রমাণিত হয় যে, হাদীস বর্ণনায় জঈফ হলেও দ্বীনদারীর বিষয়ে তাঁর ত্রুটি ছিলো না। পাঠক! চিন্তা করে দেখুন এমন একজন ব্যক্তিকে মিথ্যাবাদী বলা যায়?

এর পরেও ২০ রাকাত তারাবীহ অস্বীকারকারী কিছু কট্টর মানুষ সব ইমামদের কথা বাদ দিয়ে শুধুমাত্র ইমাম শু'বার একটিমাত্র উক্তির ওপর ভিত্তি করেই তাকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে তার বর্ণিত এ হাদীসটিকে জাল বলে থাকে। ইমাম শু'বার যে উক্তির ওপর ভিত্তি করে তারা হযরত ইবরাহীম বিন উসমানকে মিথ্যাবাদী বলে থাকে তা নিম্নরূপ :

و قال أمية بن خالد : قلت لشعبة : إن أبا شيبة حدثنا عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، أنه قال : شهد صفين من أهل بدر سبعون رجلا . قال : كذب و الله لقد ذاكرت الحكم ذاك ، و ذكرناه فى بيته ، فما وجدنا شهد صفين أحد من أهل بدر غير خزيمة بن ثابت

অনুবাদ : উমাইয়া বিন খালিদ বলেন, আমি শু'বাকে বললাম: আবু শাইবা (ইবরাহীম বিন উসমান) আমাকে হাকাম সূত্রে আব্দুর রহমান বিন আবু লাইলা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, সিফফীন যুদ্ধে ৭০ জন বদরী সাহাবা অংশগ্রহণ করেছিলেন। জবাবে হযরত শু'বা বললেন: আল্লাহর কসম, সে মিথ্যা বলেছে। আমি হাকামের সঙ্গে এ বিষয়টি তাঁর ঘরে আলোচনা করেছি; কেবল খুযাইমা বিন সাবিত ব্যতীত কোন বদরী সাহাবা সিফফীন যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন বলে পাইনি।

প্রিয় পাঠক! লক্ষ্য করুন, ইমাম শু'বা রহ.-এর এ উক্তিটিই বরং ভুল। কারণ, অন্যদের কথা বাদই দিলাম; সিফফীন যুদ্ধের সেনাপতি হযরত আলী রা. নিজেই তো বদরী সাহাবা। আবার ওই যুদ্ধে শাহাদাত বরণকারী হযরত আম্মার রা. আরেকজন বদরী সাহাবা। এ ছাড়া আরও বদরী সাহাবা ওই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। অথচ ইমাম শু'বা রহ.-এর বর্ণনায় তাঁদের নামও আসেনি। তাহলে এ খোড়া উক্তির ওপর ভিত্তি করে কীভাবে একজন ন্যায়নিষ্ঠ মুসলিম বিচারককে মিথ্যাবাদী বলা যেতে পারে?

ভাবতে অবাক লাগে, যারা 'দলীলবিহীন কারও কথা মানি না' বলে বুলি আওড়াতে থাকে, তারা কী করে একজনের দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট ভুলকে অন্যজনের বিরুদ্ধে দলীল হিসেবে প্রচার করতে পারে? না কি 'দলীলবিহীন কারও কথা মানি না' কথাটা নিজের মতের বিপক্ষে হলে প্রযোজ্য? আর কারও কথা নিজের মতের পক্ষে হলে সে কথা যারই হোক, সত্য হোক আর অসত্য হোক; ওটাই দলীলযোগ্য। এহেন জঘন্য নীতি পরিহার করা অতীব জরুরী।

আরও লক্ষণীয় বিষয় হলো: কোন তথ্য বর্ণনায় ভুল করা আর মিথ্যা বলা এক বিষয় নয়। ইমাম শু'বার উদ্দেশ্য সম্ভবত এ কথা বলা যে, তিনি তথ্য বর্ণনায় ভুল করেছেন; তাঁকে মিথ্যার দোষে দোষারোপ করা নয়। যেমন ইমাম শু'বা রহ. নিজেই হযরত খুযাইমা বিন সাবিত ব্যতীত আর কোন বদরী সাহাবা সিফফীন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি বলে যে তথ্য দিয়েছেন তা ভুল। সাথে সাথে হযরত ইবরাহীম বিন উসমানের বর্ণিত ৭০ জন বদরী সাহাবার সিফফীন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার তথ্যটিও ভুল, তবে কোনটিই মিথ্যা নয়। আরও প্রমাণ হিসেবে বুখারী শরীফের একটি হাদীসের প্রতি লক্ষ্য করুন! হুদায়বিয়ার যুদ্ধে মুসলমানদের সৈন্য

সংখ্যা সম্পর্কে হযরত জাবির রা. বলেন: আমরা ছিলাম এক হাজার পাঁচশ। (বুখারী: ৩৮৪৮) হযরত জাবির রা. অপর বর্ণনায় বলেন: আমরা ছিলাম এক হাজার চারশ। (বুখারী: ৩৮৪৬) বুখারী শরীফে বর্ণিত এ হাদীস দু'টি সহীহ এবং বর্ণনাকারী সাহাবা একই ব্যক্তি। যার বর্ণিত দু'টি সংখ্যার মধ্যে অবশ্যই একটি সঠিক আর অপরটি ভুল। তাহলে এ বর্ণনা ও বর্ণনাকারীদের ব্যাপারে কী বলবেন? তাঁদের বর্ণিত অন্যান্য হাদীসের ব্যাপারেই বা কী বলবেন? নিশ্চয় তাঁরা মিথ্যা বলেছেন বলে অভিযোগ করতে পারবেন না।

বুখারীর অপর একটি হাদীসের প্রতি লক্ষ্য করুন! খায়বারের যুদ্ধে হযরত সালমা বিন আকওয়ার চাচা হযরত আমের বিন আকওয়া রা. নিজের তরবারীর আঘাতে শহীদ হন। সাহাবাদের কেউ কেউ মন্তব্য করলেন যে, তিনি আত্মহত্যা করেছেন। হযরত সালমা বিন আকওয়া রা. রসূলুল্লাহ স.-এর নিকটে এ অভিযোগ পেশ করলে তিনি জানতে চাইলেন: কারা এ মন্তব্য করেছে? হযরত সালমা বিন আকওয়া রা. বললেন: قَالَهُ فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ وَفُلاَنٌ وَأُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ الأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَذَبَ مَنْ قَالَهُ، "অমুক, অমুক, অমুক এবং উসাইদ বিন হুযাইর আনসারী রা.। জবাবে রসূলুল্লাহ স. বললেন: যারা এটা বলেছে তারা মিথ্যা বলেছে"। (বুখারী: ৩৮৮২) এখানে আমের বিন আকওয়া রা.-এর বিরুদ্ধে আত্মহত্যার অভিযোগকারী সবাইকে রসূলুল্লাহ স. মিথ্যাবাদী বলেছেন। তন্মধ্যে হযরত উসাইদ বিন হুযাইর রা. তো নির্দিষ্ট। অনির্দিষ্ট রয়েছেন আরও তিনজন সাহাবা। তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত সেই তিনজনকে চিহ্নিত করা না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত হযরত সালমা বিন আকওয়া ব্যতীত খায়বার যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী কোন সাহাবার হাদীস কি গ্রহণ করা যাবে না?

বস্তুতঃ হাদীসের এ সব পারিভাষিক শব্দ এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা না বুঝে বা না বুঝার ভান করে নিজেদের মতের বিপরীত হলেই কোন রাবী বা হাদীসের বিরুদ্ধে এহেন মন্তব্যকারীদের ব্যাপারে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলতে হচ্ছে যে, অযোগ্য ও খিয়ানতকারীকে ইলমে দ্বীন শিক্ষা দেয়া ডাকাতের হাতে তরবারী তুলে দেয়ার শামিল। এ সব বক্তব্য দ্বারা হযরত ইবনে আব্বাস রা. সূত্রে রসূলুল্লাহ স. ২০ রাকাত তারাবীহ'র নামায পড়েছেন বলে ইবরাহীম বিন উসমান রহ. এর বর্ণিত উক্ত হাদীসটিকে সহীহ বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। আর এটা আমাদের মূল দলীলও নয়। এ আলোচনার উদ্দেশ্য কেবল ওই সব মানুষের মুখোশ উন্মোচন করা যারা

মুখে বলে সহীহ হাদীসের কথা; আর আড়ালে কাজ করে কোন মিশন বাস্তবায়নের।

খলীফায়ে রাশেদ আমীরুল মুমিনীন হযরত উমার রা. কর্তৃক কায়েমকৃত
সাহাবা (রা.) যুগের তারাবীহ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ عُمَرَ: جَمَعَ النَّاسَ فِي رَمَضَانَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَعَلَى تَمِيمٍ الدَّارِيِّ عَلَى إِحْدَى وَعِشْرِينَ رَكْعَة يَقْرَءُونَ بِالْمِئِينَ وَيَنْصَرِفُونَ عِنْدَ فُرُوعِ الْفَجْرِ

হাদীস নম্বর-৩০২ : হযরত সায়েব বিন ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত, হযরত উমার রা. উবাই ইবনে কা'ব ও তামীম আদ্দারী রা.-এর মাধ্যমে একুশ রাকাত পড়তে মানুষকে একত্রিত করেছেন। যাতে তাঁরা দুইশত আয়াত বিশিষ্ট সূরাগুলো পাঠ করতেন এবং ফজরের অল্প আগে নামায থেকে ফিরে যেতেন। (আব্দুর রযযাক: ৭৭৩০ পৃষ্ঠা: ৪/২৬০)

হাদীসটির স্তর: সহীহ, মাউকুফ। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী/মুসলিমের ثقة "নির্ভরযোগ্য" রাবী যাদের গ্রহণযোগ্যতা উম্মাতের নিকটে স্বীকৃত। সুতরাং সনদের বিবেচনায় এ হাদীসটি অত্যন্ত উঁচু মানের সহীহ। শায়খ বিন বায রহ.-এর সমর্থনপ্রাপ্ত আরবের বিশিষ্ট শায়খ আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আদদুআইশ রহ. বলেন: وهذا الإسناد رجاله ثقات رجال الصحيح. "এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই নির্ভরযোগ্য, সহীহ হাদীসের রাবী"। (তাম্বীহুল কারী লিতাকবিয়াতি মা জ'আফাহুল আলবানী: ৩২ নম্বর হাদীসের আলোচনায়)

وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ فَنْجُوَيْهِ الدِّينَوَرِيُّ بِالدَّامِغَانِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ السُّنِّيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : كَانُوا يَقُومُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فِى

شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً قَالَ وَكَانُوا يَقْرَءُونَ بِالْمِئِينِ وَكَانُوا يَتَوَكَّئُونَ عَلَى عُصِيِّهِمْ فِى عَهْدِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ شِدَّةِ الْقِيَامِ.

হাদীস নম্বর-৩০৩ : হযরত ইয়াযীদ বিন খুছইফা রহ. হযরত সায়েব বিন ইয়াযীদ রা. থেকে বর্ণনা করেন: তাঁরা হযরত উমার রা.-এর যামানায় রমাযান মাসে ২০ রাকাত তারাবীহ'র নামায আদায় করতেন। রাবী বলেন: তাঁরা দুইশত আয়াত তিলাওয়াত করতেন। (সুনানুল কুবরা লিলবাইহাকী: ৪২৮৮)

হাদীসটির স্তর: সহীহ, মাউকুফ। হুসাইন বিন মুহাম্মাদ, আহমাদ বিন মুহাম্মাদ ও আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী। আর উক্ত তিনজন রাবীই উঁচু মাপের মুহাদ্দিস এবং বিশিষ্ট ইমাম।

ইবনে শিরওয়াইহ রহ.-এর বরাত দিয়ে ইমাম জাহাবী রহ. হুসাইন বিন মুহাম্মাদকে ثقة "নির্ভরযোগ্য" বলেছেন। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: তবকা- ২২, রাবী নম্বর- ২২৪) আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন ইসহাক রহ. হাফেজে হাদীস। তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে ইমাম জাহাবী রহ. বলেন: الإِمَامُ الحَافِظُ الثِّقَةُ الرحَّال "তিনি ইমাম, হাফেজ, নির্ভরযোগ্য"। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: তবকা- ২০, রাবী নম্বর- ১৭৮) আল্লামা খলীলী বলেন: حافظ عارف ثقة "তিনি হাফেজ, দক্ষ এবং নির্ভরযোগ্য"। (ছিকাতু মিম্মাল লাম ইয়াকা' ফিল কুতুবিস সিত্তাহ: ১৮৭) আর আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল আযীয আল বাগাবী রহ. হলেন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস, ফকীহ ও মুফাসসির ইমাম বাগাবী রহ.। তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে ইমাম জাহাবী রহ. বলেন: الحَافِظُ، الإِمَامُ، الحُجَّةُ، "হাফেজ, ইমাম, হুজ্জাত"। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: তবকা- ১৭, রাবী নম্বর- ২৪৭) আর ইমাম বাগাবীর ওপরের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের প্রসিদ্ধ ثقةٌ "নির্ভরযোগ্য" রাবী। সুতরাং হাদীসটির সনদ অত্যন্ত উঁচু মানের সহীহ। এ কারণে متقدمين তথা পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসগণের মধ্যে কেউই এ হাদীসের সনদের ওপর কোন আপত্তি তোলেননি। আর পরবর্তীদের মধ্যে বহু সংখ্যাক মুহাদ্দিস হযরত সায়েব বিন ইয়াযীদ রা. থেকে বর্ণিত ২০ রাকাত তারাবীহ'র এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। যেমন-

এক. ইমাম নববী রহ.। তিনি বলেন: وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ بِالْإِسْنَادِ الصَّحِيحِ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ الصَّحَابِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "আমাদের সাথীগণ (২০ রাকাত তারাবীহ'র পক্ষে) সেসব হাদীস দ্বারা দলীল প্রদান করেন যা ইমাম বাইহাকী এবং অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ সায়েব বিন ইয়াযীদ রা. থেকে সহীহ

সনদে বর্ণনা করেছেন"। (শরহুল মুহাজ্জাব: ৩/৫২৭, খুলাছাতুল আহকাম: হাদীস নম্বর- ১৯৬১)

দুই. আল্লামা ওয়ালিউদ্দীন ইরাকী রহ.। তিনি বলেন: وَفِي سُنَنِ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ "সুনানুল কুবরা লিলবাইহাকীতে হযরত সায়েব বিন ইয়াযীদ থেকে সহীহ সনদে (২০ রাকাত তারাবীহ'র কথা) বর্ণিত আছে"। (শরহুত তাকরীব: তারাবীহ'র রাকাত শিরোনামে)

তিন. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ.। তিনি বলেন: رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح عَن السَّائِب بن يزِيد الصَّحَابِيّ، "ইমাম বাইহাকী রহ. হযরত সায়েব বিন ইয়াযীদ রা. থেকে সহীহ সনদে (২০ রাকাত তারাবীহ'র কথা) বর্ণনা করেছেন"। (উমদাতুল কারী: রাতের নামায অধ্যায়)

চার. আল্লামা শিহাবুদ্দীন কসতলানী রহ.। তিনি বলেন: وفي سنن البيهقي بإسناد صحيح كما قال ابن العراقي في شرح التقريب عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب في شهر رمضان بعشرين ركعة. "সুনানুল কুবরা লিলবাইহাকীতে হযরত সায়েব বিন ইয়াযীদ থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত উমার রা.-এর যুগে রমাযান মাসে তাঁরা ২০ রাকাত (তারাবীহ) পড়তেন। অনুরূপ বর্ণনা করেছেন আল্লামা ইরাকীও তাঁর শরহুত তাকরীব নামক কিতাবে। (ইরশাদুস সারী: তারাবীহ অধ্যায়)

পাঁচ. আরবের বিশিষ্ট শায়খ আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আদ দুআইশ রহ.। তিনি বলেন: وهذا إسناد رجاله ثقات "এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই নির্ভরযোগ্য। (তাম্বীহুল কারী লি তাকবিয়াতি মা জ'আফাহুল আলবানী: ৩২ নম্বর হাদীসের আলোচনায়)

সায়েব বিন ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত এ হাদীসটি ইমাম বাইহাকী রহ. আরও একটি সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন– যা নিম্নে পেশ করা হলো।

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُثْمَانَ الْبَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كُنَّا نَقُومُ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً وَالْوِتْرِ

হাদীস নম্বর-৩০৪ : হযরত সায়েব বিন ইয়াযীদ রা. বর্ণনা করেন: আমরা হযরত উমার রা.-এর যামানায় রমাযান মাসে ২০ রাকাত তারাবীহ'র নামায এবং বিতির আদায় করতাম। (মা'রিফাতুস সুনান ওয়াল আসার লিলবাইহাকী: ৫৪০৯)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাউকুফ। আবু তাহির, আবু উসমান ও আবু আহমাদ ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী। আর উক্ত তিনজন রাবীই উঁচু মানের মুহাদ্দিস এবং বিশিষ্ট ইমাম। সুতরাং হাদীসটি সহীহ।

আবু তাহির বিন মাহমাশ উচ্চ পর্যায়ের মুহাদ্দিস, ইমাম ও ফকীহ। ইমাম জাহাবী তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন: وَكَانَ إِمَامَ أَصْحَابِ الحَدِيْثِ وَمُسْنِدَهُم وَمُفْتِيَهُم. "তিনি ছিলেন হাদীস বিশারদদের ইমাম, সনদ বর্ণনাকারী এবং মুফতী। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: তবকা- ২২, রাবী নম্বর- ১৬৮) আর আবু উসমান আল বাসারী রহ.-এর পরিচয় দিতে গিয়ে ইমাম জাহাবী রহ. বলেন: الإِمَامُ القُدْوَةُ الزَّاهِد الصَّالِح، "তিনি ইমাম, অনুসরণীয়, দুনিয়াত্যাগী ও নেককার"। হাকেম আবু আব্দুল্লাহ বলেন: قَالَ الحَاكِمُ: لَمْ أُرزقِ السَّمَاع مِنْهُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يحضُر منزلنَا، وَأَنبسط إِلَيْهِ. "তিনি আমাদের ঘরে আসতেন এবং আমি তাঁর সাথে খোলা-মেলা কথা বলতাম; কিন্তু তাঁর থেকে হাদীস শোনা আমার ভাগ্যে হয়নি"। আর হাকেম রহ.-এর পিতা বলেন: وَمَا رَأَيْتُ مِثْل اجْتِهَادِه حَضَراً وَسَفَراً. "সফর ও মুকীম উভয় অবস্থায় তাঁর ইজতিহাদের মতো আমি আর কারও দেখিনি"। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: তবকা- ১৯, রাবী নম্বর- ১৮৮) তাঁর থেকে হাদীস শোনা ভাগ্যে হয়নি বলে হাকেম রহ. যে মন্তব্য করেছেন সে মন্তব্যের ভাষাই সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি হাকেমের দৃষ্টিতে একজন বড় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আর আবু আহমাদ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব ثقة عارف "নির্ভরযোগ্য, হাদীস শাস্ত্রে অভিজ্ঞ"। (তাকরীব: ৬৮৭২) সুতরাং সনদের বিবেচনায় হাদীসটি উঁচু মানের সহীহ।

ইমাম যাইলাঈ রহ. ইমাম নববীর খুলাছাতুল আহকামের বরাত দিয়ে বলেন: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، "হাদীসটির সনদ সহীহ"। এ মন্তব্যের ওপর ইমাম যাইলাঈর ভিন্ন কোন মন্তব্য না থাকায় বুঝে আসে যে, তিনিও হাদীসটির সনদ সহীহ হওয়ার ব্যাপারে ইমাম নববীর মন্তব্যের সাথে একমত। (নাসবুর রায়াহ: তারাবীহ অধ্যায়)

মুল্লা আলী কারী রহ. বলেন: وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كُنَّا نَقُومُ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً وَالْوِتْرِ، قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. "ইমাম বাইহাকী রহ. মা'রিফাতুস সুনান কিতাবে হযরত সায়েব বিন ইয়াযীদ রা. থেকে বর্ণনা করেন যে, আমরা হযরত উমার রা.-

এর যুগে ২০ রাকাত (তারাবীহ) এবং বিতির নামায পড়তাম। ইমাম নববী খুলাছাতুল আহকাম কিতাবে বলেন: এর সনদ সহীহ। (মিরকাত: কিয়ামু শাহরি রমাযান অধ্যায়, হাদীস নম্বর- ১৩০৩ এর অধীনে)

হযরত সায়েব বিন ইয়াযীদ রা. থেকে ২০ রাকাত তারাবীহ'র হাদীস বর্ণনা করেছেন দুইজন বড় বড় মুহাদ্দিস:

এক. মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ, দুই. ইয়াযীদ বিন খুছইফা। অতঃপর মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ থেকে আবার এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন দাউদ বিন কায়েস ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ। আর ইয়াযীদ বিন খুসাইফা থেকে বর্ণনা করেছেন দুইজন বড় বড় মুহাদ্দিস– ইবনে আবী জি'ব ও মুহাম্মাদ বিন জা'ফর। সুতরাং সনদের বিবেচনায় হাদীসটি অত্যন্ত মজবুত।

মোটকথা متقدمين (পূর্ববর্তী) মুহাদ্দিসগণের মধ্যে কেউই এ হাদীসের সনদের ওপর কোন আপত্তি তোলেননি। আর পরবর্তী মুহাদ্দিসগণের অনেকের থেকে হাদীসটি সহীহ হওয়ার ব্যাপারে জোরালো সমর্থন রয়েছে– যার বিবরণ এতক্ষণ আলোচনা করা হলো।

أخبرنَا أَبُو عبد الله مَحْمُود بن أَحْمد بن عبد الرَّحْمَن الثَّقَفِيُّ بِأَصْبَهَانَ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي الرَّجَاءِ الصَّيْرَفِيَّ أَخْبرهُم قِرَاءَة عَلَيْهِ أَنا عبد الْوَاحِد بن أَحْمد الْبَقَّال أَنا عبيد الله بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ أَنا جَدِّي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَمِيلٍ أَنا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ أَنا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى نَا أَبُو جَعْفَر الرَّازِيُّ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ عُمَرَ أَمَرَ أُبَيًّا أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ يَصُومُونَ النَّهَار وَلَا يحسنون أَن (يقرؤا) فَلَوْ قَرَأْتَ الْقُرْآنَ عَلَيْهِمْ بِاللَّيْلِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا (شَيْءٌ) لَمْ يَكُنْ فَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ وَلَكِنَّهُ أَحْسَنُ فَصَلَّى بِهِمْ عِشْرِينَ رَكْعَة (رَوَاه ضِيَاءُ الدِّيْنِ الْمَقْدِسِي المتوفى: ٦٤٣هـ فِي كتابه: الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما' رقم الحديث-١١١٦)

হাদীস নম্বর-৩০৫: হযরত আবুল আলিয়া হযরত উবাই বিন কা'ব রা. থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত উমার রা. তাঁকে রমাযান মাসে মানুষদেরকে নামায পড়ানোর নির্দেশ দিয়ে বললেন: মানুষ দিনের বেলায় রোজা রাখে। আর কুরআন ভালোভাবে

পড়তে পারে না। তুমি যদি রাতে তাদেরকে কুরআন শুনাতে! হযরত উবাই বললেন: হে আমীরুল মুমিনীন! এ নিয়ম তো অতীতে ছিলো না। হযরত উমার রা. বললেন: আমি তা জানি; তবে এ নিয়ম ভালো। হযরত উবাই বিন কা'ব রা. মানুষদেরকে নিয়ে বিশ রাকাত নামায পড়ালেন। (ইমাম জিয়াউদ্দীন মাকদিসীর লিখিত আল আহাদীসুল মুখতারাহ: হাদীস নম্বর- ১১৬১, মুসনাদে আহমাদ বিন মানী'র বরাতে কানযুল উম্মাল: হাদীস নম্বর- ২৩৪৭১)

হাদীসটির স্তর : হাসান, মাউকুফ। আহমাদ বিন মানী'র উসতাদ হাসান বিন মুসা বুখারী-মুসলিমের রাবী। আবু জা'ফর রাযী সত্যনিষ্ঠ, স্মৃতিশক্তি ভালো নয়। (তাকরীব: ৯১৬০) রবী' বিন আনাস সত্যনিষ্ঠ। (আল কাশেফ: ১৫২৪) আর আবুল আলিয়া বুখারী-মুসলিমের রাবী। সুতরাং হাদীসটির সনদ হাসান। আহমাদ বিন মানী' রহ. থেকে নিচের দিকের রাবীগণ সবাই-ই মুসনাদে আহমাদ বিন মানী' কিতাবটির বর্ণনাকারী মুহাদ্দিস। রিজাল শাস্ত্রের কেউ তাদেরকে জঈফ বলে মন্তব্য করেননি। বরং সুনান ও মুসনাদ কিতাবসমূহের বর্ণনাকারীদের সম্মৃদ্ধ তালিকায় তাঁদের নাম অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এ সব রাবীদের জীবনী দেখুন ইবনে নুকতার লিখিত 'আততাকঈদ লি-মা'রিফাতি রুয়াতিস সুনান ওয়াল মাসানীদ' কিতাবে এবং ইমাম জাহাবীর লিখিত তারীখুল ইসলামে।

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত উমার রা. হযরত উবাই ইবনে কাআব রা.কে ২০ রাকাত তারাবীহ'র নামায পড়াতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর এটাই তারাবীহ'র সুন্নাত।

مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فِي رَمَضَانَ، بِثَلاَثٍ وَعِشْرِينَ رَكْعَةً

হাদীস নম্বর-৩০৬ : হযরত ইয়াযীদ বিন রুমান রহ. বলেন: হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব রা.-এর যুগে মানুষ বিশ রাকাত নামায আদায় করতেন। (মুওয়াত্তা মালেক: কিয়ামে রমাযান অধ্যায়, হাদীস নম্বর-২৫১)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মুরসাল। ইয়াযীদ বিন রুমান যদিও উমার রা.-এর যুগ পাননি; তবুও হযরত উমার রা.-এর যুগে ২০ রাকাত তারাবীহ'র বিষয়টি বহুল প্রচলিত। সাথে সাথে পূর্ববর্ণিত বহু সহীহ হাদীস দ্বারা এ বিষয়টি সমর্থিত। আর বহুল প্রচলিত কোন বিষয় বর্ণনা করতে নির্দিষ্ট সনদ বা সাক্ষীর প্রয়োজন হয় না। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে, হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন: أَنَّ النَّبِيَّ

“বদর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ: «هَذَا جِبْرِيلُ، آخِذٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ، যুদ্ধের দিন নবী কারীম স. বললেন: এই তো জিবরাঈল, তাঁর ঘোড়ার লাগাম ধরে আছেন” । (বুখারী: ৩৭০৫) বদর যুদ্ধের ময়দানের সংবাদ হযরত ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করলেন । অথচ ইবনে আব্বাস রা.-এর নিজের ভাষ্য হলো: তখন তিনি অতি অল্প বয়স্ক ছিলেন এবং মায়ের সাথে মক্কায় অবস্থান করছিলেন । (বুখারী: ৪২৩৩) তাহলে হযরত ইবনে আব্বাস রা. অবশ্যই এ ঘটনাটি কারও মাধ্যমে শুনেছেন; কিন্তু তার নাম উল্লেখ না করে সরাসরি রসূলুল্লাহ স.-এর বাণী হিসেবে বর্ণনা করেছেন । এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য হলে বা ঘটনা প্রসিদ্ধ হলে তখন নির্দিষ্ট কোন মাধ্যম উল্লেখ করা আবশ্যক নয়– যার প্রচলন সাহাবায়ে কিরামের মধ্যেও বিদ্যমান ছিলো ।

২০ রাকাত তারাবীহ’র আমল বর্ণনাকারী ইয়াযীদ বিন রুমান রহ. কোন জঈফ বা মিথ্যাবাদী রাবী নন । এমনকি তিনি মুদাল্লিসও নন । তাঁর দ্বীনদারী এবং স্মৃতিশক্তির ওপর নির্ভর করেছেন ইমাম বুখারী-মুসলিমসহ সব মুহাদ্দিসগণ । সাথে সাথে হযরত উমার রা.-এর যুগে ২০ রাকাত তারাবীহ’র কথা একাধিক সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত– যা একটু আগেই আলোচনা করা হয়েছে । তাহলে ইয়াযীদ বিন রুমানের মতো নির্ভরযোগ্য রাবীর বর্ণনা কেন গ্রহণ করা হবে না? সনদ বিচ্ছিন্নতার দোহাই দিয়ে এ হাদীসকে অস্বীকার করা হচ্ছে, অথচ নির্ভরযোগ্য রাবীর মুরসাল বর্ণনার সমার্থক হাদীস পাওয়া গেলে উক্ত মুরসাল হাদীসকে চার ইমামসহ বহু ইমাম সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন । সনদ বিচ্ছিন্নতার অজুহাতে শায়খ আলবানী তাঁর সলাতুত তারাবীহ নামক গ্রন্থে হাদীসটিকে জঈফ বলেছেন । আর পূর্বোক্ত নীতিমালার আলোকে শায়খ আলবানীর মন্তব্যকে খন্ডন করে আরবের বিশিষ্ট শায়খ আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আদ দুআইশ রহ. বলেন:: أقول: في تضعيفه القيام بعشرين ركعة نظر فإنه ورد من روايات يقوي بعضها بعضًا ويدل على أن له أصلاً. “আলবানী কর্তৃক এ হাদীসকে জঈফ বলে মন্তব্য করার ব্যাপারে আমার আপত্তি আছে । কারণ, ২০ রাকাত তারাবীহ’র বিষয়টি বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে; যা পরস্পর একটি অপরটিকে শক্তিশালী করে । আর এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, আমলটির ভিত্তি রয়েছে” । (তাম্বীহুল কারী লিতাকবিয়াতি মা জ’আফাহুল আলবানী: ৩২ নম্বর হাদীসের আলোচনায়)

এ নীতির আলোকেই আমরা হযরত সুলাইমান আ’মাশ এবং আব্দুল আযীয বিন রুফাই’ এবং ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল আনসারীর হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করে

থাকি । অথচ শায়খ আলবানী ও তার অনুসারীগণ সেটাকে সনদ বিচ্ছিন্নতার অজুহাতে প্রত্যাখ্যান করে থাকেন । হাদীস দু’টি নিম্নে পেশ করছি ।

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِهِمْ عِشْرِينَ رَكْعَةً

হাদীস নম্বর-৩০৭ : হযরত ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল আনসারী বলেন: হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব রা. এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিয়েছেন, তাদেরকে ২০ রাকাত নামায পড়াতে । (ইবনে আবী শাইবা: ৭৭৬৪)

হাদীসটির স্তর : সহীহ-মুরসাল, মাউকুফ’ । এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী ।

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ: كَانَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي رَمَضَانَ بِالْمَدِينَةِ عِشْرِينَ رَكْعَةً، وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ

হাদীস নম্বর-৩০৮ : হযরত আব্দুল আযীয বিন রুফাই’ রহ. বলেন: হযরত উবাই বিন কা’ব রা. মদীনায় রমাযান মাসে মানুষদেরকে ২০ রাকাত নামায পড়াতেন । আর তিন রাকাত বিতির পড়াতেন । (ইবনে আবী শাইবা: ৭৭৬৬)

হাদীসটির স্তর : সহীহ-মুরসাল, মাউকুফ । এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী ।

أخبرنَا يحيى بن يحيى أخبرنَا حَفْص بن غياث عَن الْأَعْمَش عَن زيد بن وهب، قَالَ: (كَانَ عبد الله بن مَسْعُود يُصَلِّي لنا فِي شهر رَمَضَان) فَيَنْصَرِف وَعَلِيهِ ليل، قَالَ الْأَعْمَش: كَانَ يُصَلِّي عشْرين رَكْعَة ويوتر بِثَلَاث) .

হাদীস নম্বর-৩০৯ : হযরত সুলাইমান আ’মাশ যায়েদ বিন ওয়াহাব রহ. থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. আমাদেরকে রমাযান মাসে নামায পড়াতেন এবং কিছুটা রাত থাকতে ফিরতেন । হযরত আ’মাশ বলেন: হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. ২০ রাকাত তারাবীহ এবং তিন রাকাত বিতির পড়াতেন । (কিয়ামুল লাইল লিলমারওয়াযী)

হাদীসটির স্তর : সহীহ-মুরসাল, মাউকুফ’ । এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী । হযরত ইবনে মাসউদ রা.-এর সাথে হযরত আ’মাশের সাক্ষাৎ

হয়নি; কিন্তু পূর্ণ হাদীসটি যখন তিনি হযরত যায়েদ বিন ওয়াহাবের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন তখন রাকাত সংখ্যার বিষয়টিও হয়তো তাঁর মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : أَدْرَكْت النَّاسَ وَهُمْ يُصَلُّونَ ثَلاَثًا وَعِشْرِينَ رَكْعَةً بِالْوِتْرِ

হাদীস নম্বর-৩১০ : হযরত আতা রহ. বলেন: আমি লোকদেরকে বিতিরসহ ২৩ রাকাত নামায আদায় করতে দেখেছি। (ইবনে আবী শাইবা: ৭৭৭০)

হাদীসটির স্তর : এ হাদীসটির রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী এবং হাদীসটির সনদ সহীহ। শায়খ আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আদ দুআইশ রহ. বলেন: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم "এ হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ"। (তাম্বীহুল কারী লিতাকবিয়াতি মা জ'আফাহুল আলবানী: ৩২ নম্বর হাদীসের আলোচনায়)

সারসংক্ষেপ : হযরত আতা বিন আবী রবাহ রহ. শতাধিক সাহাবায়ে কিরামের সাহচর্য লাভ করেছেন এবং তাঁদের থেকে দ্বীন শিখেছেন। সুতরাং হযরত আতা রহ. যে সব মানুষদেরকে ২০ রাকাত তারাবীহ পড়তে দেখেছেন তাঁরা হলেন সাহাবায়ে কিরাম এবং প্রবীণ তাবিঈগণ। তাদের আমল ২০ রাকাত তারাবীহ মানেই সাহাবায়ে কিরামের সোনালী সমাজের তারাবীহ।

তাবিঈ যুগের তারাবীহ

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ يُصَلِّي بِنَا فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَيَقْرَأُ بِحَمْدِ الْمَلاَئِكَةِ فِي رَكْعَةٍ

হাদীস নম্বর-৩১১ : হযরত নাফে' বিন উমার রহ. বলেন: হযরত ইবনে আবী মুলাইকা রমাযান মাসে আমাদেরকে ২০ রাকাত তারাবীহ'র নামায পড়াতেন এবং এক রাকাতে ফিরিশতাদের প্রশংসা অর্থাৎ, সূরা ফাতির পড়তেন। (ইবনে আবী শাইবা: ৭৭৬৫)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। এ হাদীসটির রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ، «أَنَّ عَلِيَّ بْنَ رَبِيعَةَ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ فِي رَمَضَانَ خَمْسَ تَرْوِيحَاتٍ، وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ»

হাদীস নম্বর-৩১২ : সাঈদ বিন উবাইদ রহ. বলেন: হযরত আলী বিন রবীআহ রহ. তাদেরকে রমাযান মাসে পাঁচ বিশ্রামে (২০ রাকাত) নামায পড়াতেন আর তিন রাকাত বিতির পড়াতেন। (ইবনে আবী শাইবা: ৭৬৭২)

উল্লেখ্য, প্রতি ৪ রাকাতকে এক 'তারবীহা' বলা হয়। সুতরাং ৫ 'তারবীহা'তে ২০ রাকাত হয়।

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। এ হাদীসটির রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

সারসংক্ষেপ : হযরত আলী বিন রবীআহ রহ. হযরত আলী রা.-এর ছাত্র। তিনি দ্বীন শিখেছেন সাহাবায়ে কিরাম থেকে। এ বিষয়গুলো সামনে রেখে খুব দৃঢ়তার সাথেই বলা যায় যে, আলী বিন রবীআহ রহ.-এর ২০ রাকাত তারাবীহ মানেই হযরত আলী রা.সহ অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামের তারাবীহ।

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ خَلَفٍ ، عَنْ رَبِيعٍ وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ : أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي خَمْسَ تَرْوِيحَاتٍ فِي رَمَضَانَ وَيُوتِرُ بِثَلاَثٍ.

হাদীস নম্বর-৩১৩ : হযরত আবুল বাখতারী রহ. রমাযান মাসে ৫টি 'তারবীহা' (২০ রাকাত) ও তিন রাকাত বিতির পড়তেন। (ইবনে আবী শাইবা: ৭৭৬৮)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। খলাফ ও রবী' ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী। খলফ বিন হাউশাব ثقة "নির্ভরযোগ্য"। (তাকরীব: ১৮৯৩) আর খালফ বিন হাউশাব রবী'র প্রশংসা করেছেন।

উল্লেখ্য, প্রতি ৪ রাকাতে এক 'তারবীহা' বলা হয়। সুতরাং ৫ 'তারবীহা'তে ২০ রাকাত হয়।

সারসংক্ষেপ : হযরত আবুল বাখতারী রহ. হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমার এবং হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা.সহ অনেক সাহাবায়ে কিরাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তাঁদের থেকে দ্বীন শিখেছেন। এ বিষয়গুলো সামনে রেখে খুব দৃঢ়তার সাথেই বলা যায় যে, আবুল বাখতারী রহ.-এর ২০ রাকাত তারাবীহ মানেই হযরত ইবনে উমার এবং হযরত ইবনে আব্বাস রা.সহ অনেক সাহাবায়ে কিরামের তারাবীহ।

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: «كَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يَؤُمُّنَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَكَانَ يَقْرَأُ بِالْقِرَاءَتَيْنِ جَمِيعًا، يَقْرَأُ لَيْلَةً بِقِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَكَانَ يُصَلِّي خَمْسَ تَرْوِيحَاتٍ، فَإِذَا كَانَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ صَلَّى سِتَّ تَرْوِيحَاتٍ»

হাদীস নম্বর-৩১৪ : ইসমাঈল বিন আব্দুল মালিক রহ. বলেন: হযরত সাঈদ বিন যুবাইর রহ. রমাযানে আমাদের ইমামতি করতেন। তিনি উভয় প্রকার কিরাত পড়তেন। কোন রাতে হযরত ইবনে মাসউদ রা.-এর কিরাত পড়লে সে রাতে পাঁচ তারবীহা পড়তেন। আর শেষ দশকে ছয় তারবীহা পড়তেন। (আব্দুর রযযাক: ৭৭৪৯) উল্লেখ্য, এক তারবীহা সমান ৪ রাকাত। সুতরাং পাঁচ তারবীহা-এর অর্থ হলো ২০ রাকাত।

হাদীসটির স্তর : সহীহ লিগইরিহী, মাকতু'। ইসমাঈল বিন আব্দুল মালিক ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী। আর ইসমাঈল বিন আব্দুল মালিক صدوق كثير الوهم "সত্যনিষ্ঠ, অধিক সন্দেহপ্রবণ"। (তাকরীব: ৫৩৩) ইমাম বুখারী রহ. বলেন: يكتب حديثه "তাঁর হাদীস লেখা হবে"। (আল কাশেফ: ৩৯৩)

সারসংক্ষেপ : হযরত সাঈদ বিন যুবাইর রহ. হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা.-এর বিশিষ্ট ছাত্র। তিনি হযরত ইবনে আব্বাসসহ অনেক সাহাবায়ে কিরাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তাঁদের থেকে দ্বীন শিখেছেন। এ বিষয়গুলো সামনে রেখে খুব দৃঢ়তার সাথেই বলা যায় যে, সাঈদ বিন যুবাইর রহ.-এর ২০ রাকাত তারাবীহ মানেই হযরত ইবনে আব্বাস রা.সহ অনেক সাহাবায়ে কিরামের তারাবীহ।

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ: «أَنَّهُ كَانَ يَؤُمُّ النَّاسَ فِي رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً، وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ، وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ

হাদীস নম্বর-৩১৫ : হযরত আবু ইসহাক রহ. বর্ণনা করেন যে, হারিস বিন আব্দুল্লাহ রহ. রমাযানের রাতে মানুষদেরকে বিশ রাকাত নামায পড়াতেন। আর বিতির পড়াতেন তিন রাকাত এবং রুকুর পূর্বে কুনূত পাঠ করতেন। (ইবনে আবী শাইবা: ৭৭৬৭)

হাদীসটির স্তর : হাসান মাকতু'। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী। হাজ্জাজ বিন আরতাত মুসলিমের রাবী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ব্যাপারে আপত্তি

আছে। কিন্ত বিশ রাকাত তারাবীহ'র বিষয় অন্যান্য হাদীসের সমর্থনের কারণে এর মান হাসানের কম নয়।

সারসংক্ষেপ : হারিস বিন আব্দুল্লাহ হযরত আলী রা.-এর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছাত্র। তিনি দ্বীন শিখেছেন হযরত আলী রা. থেকে। হযরত আলী রা.-এর সঙ্গে হারিসের অতি ভালোবাসার কারণে কেউ কেউ তাঁকে শিয়া বলেও মন্তব্য করেছেন। এ বিষয়গুলো সামনে রেখে খুব দৃঢ়তার সাথেই বলা যায় যে, হারিসের ২০ রাকাত তারাবীহ মানেই হযরত আলী রা.-এর তারাবীহ।

وَأنبأ أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ أنبأ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أنبأ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أنبأ أَبُو الْخَصِيبِ قَالَ كَانَ يَؤُمُّنَا سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ فِي رَمَضَانَ فَيُصَلِّي خَمْسَ تَرْوِيحَاتٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَرُوِّينَا عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَؤُمُّهُمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ

হাদীস নম্বর-৩১৬ : আবুল খসীব রহ. বলেন: হযরত সুআইদ বিন গাফালা রহ. আমাদেরকে রমাযান মাসে পাঁচ বিশ্রামে ২০ রাকাত নামায এবং বিতির পড়াতেন। (সুনানুল কুবরা লিলবাইহাকী: ৪২৯০)

হাদীসটির স্তর : হাসান মাকতু'। এ হাদীসের রাবীগণের মধ্যে নাফাআহ বিন মুসলিম আবুল খাছীবের ব্যাপারে قَالَ أَبُو حَاتِمٍ، وَغَيْرُهُ: لا بَأْسَ بِهِ "আবু হাতেম এবং অন্যান্যরা বলেন: কোন সমস্যা নেই"। (তারীখুল ইসলাম: ৩/৯৯৭) জা'ফর বিন আওন বুখারী-মুসলিমের নির্ভরযোগ্য রাবী। মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব ثقة عارف "নির্ভরযোগ্য অভিজ্ঞ"। (তাকরীব: ৬৮৭২) মুহাম্মাদ বিন ইয়াকুব لايختلف في صدقه وثقته "তাঁর সততা এবং নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কারও বিরোধ নেই"। (আততাকঈদ লিমা'রিফাতি রুআতিস সুনান ওয়াল মাসানীদ: মুহাম্মাদ নামক রাবীগণের মধ্যে ১৪০ নম্বর রাবীর আলোচনায়) আবু যাকারিয়া وَكَانَ شَيْخاً ثِقَةً "তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য শায়খ"। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: তবকা- ২২ রাবী নম্বর- ১৭৯)

সারসংক্ষেপ : হযরত সুআইদ বিন গাফালা রহ.-এর উসতাদগণের মধ্যে রয়েছেন হযরত উমার, হযরত আলী, হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ এবং হযরত উবাই বিন কা'ব রা.। আর বিশ রাকাত তারাবীহ'র বর্ণনাগুলো এ সব সাহাবায়ে কিরাম

থেকেই এসেছে। সুতরাং এ সব সাহাবায়ে কিরামগণের নির্ভরযোগ্য ছাত্রের আমল দ্বারা এ কথা সুস্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হয়ে গেছে যে, ২০ রাকাত তারাবীহ আদায় করাই তাঁদের আমল ছিলো।

সাহাবা রা. ও তাবিঈ যুগের আমল বর্ণনার পর

মুসলিম উম্মাহ'র ১৪'শ বছরের তারাবীহ'র শতাব্দী ভিত্তিক ইতিহাস

দ্বিতীয় শতাব্দীর তারাবীহ

এ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ খ্যাত ব্যক্তিত্ব ইমাম শাফিঈ রহ.-এর মন্তব্য

(قَالَ) : فَأَمَّا قِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَصَلَاةُ الْمُنْفَرِدِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ وَرَأَيْتهمْ بِالْمَدِينَةِ يَقُومُونَ بِتِسْعٍ وَثَلَاثِينَ وَأَحَبُّ إِلَيَّ عِشْرُونَ؛ لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ، وَكَذَلِكَ يَقُومُونَ بِمَكَّةَ وَيُوتِرُونَ بِثَلَاثٍ الكتاب: ذكره إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراهيم المزني (المتوفى: ٢٦٤هـ) فى كتابه مختصر المزني فى بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَقِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

"ইমাম শাফিঈ রহ. এর ঘনিষ্ঠ ছাত্র ও সহযোগী আল্লামা ইসমাঈল বিন ইয়াহইয়া আল মুযানী রহ. (মৃত্যু- ২৬৪) ইমাম শাফিঈ রহ.-এর উক্তি উল্লেখ করে বলেন: রমাযান মাসের নামায তথা তারাবীহ'র নামায একা পড়া আমার নিকটে বেশী প্রিয়। মদীনায় দেখেছি তাঁরা (বিতিরসহ) ৩৯ রাকাত পড়েন। আর আমার নিকটে প্রিয় হলো বিশ রাকাত পড়া। কেননা, এটা হযরত উমার রা. থেকে বর্ণিত আছে এবং মক্কাবাসীদের আমলও অনুরূপ। আর তাঁরা বিতির পড়তেন তিন রাকাত"। (মুখতাছারুল মুযানী: নফল ও তারাবীহ'র নামায অধ্যায়)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। ইমাম মুযানী সরাসরি ইমাম শাফিঈ রহ.-এর ছাত্র এবং তাঁর মাজহাবের অন্যতম প্রচারক।

সারসংক্ষেপ : ইমাম শাফিঈর বর্ণনা থেকে বুঝা গেলো যে, তাবিঈ ও তাবে তাবিঈদের যুগে অর্থাৎ, দ্বিতীয় শতাব্দীতে মক্কার মসজিদুল হারামের তারাবীহ ছিলো ২০ রাকাত। আর আজও তাই রয়েছে।

তৃতীয় শতাব্দীর তারাবীহ

এ শতাব্দীর প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম তিরমিজী (মৃত্যু- ২৭৯ হি.)-এর মন্তব্য

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ فَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنْ يُصَلِّيَ إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ رَكْعَةً مَعَ الْوِتْرِ . وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَهُمْ بِالْمَدِينَةِ . وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عِشْرِينَ رَكْعَةً . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَهَكَذَا أَدْرَكْتُ بِبَلَدِنَا بِمَكَّةَ يُصَلُّونَ عِشْرِينَ رَكْعَةً . (ذكره ابو عيسى الترمذى بعد ما روى حديث ابى ذر ورقمه –٨٠٤)

"হযরত আবু জার রা.-এর সূত্রে ৮০৪ নম্বর হাসান-সহীহ হাদীসটি বর্ণনার পরে ইমাম তিরমিজী রহ. বলেন: রমাযানের কিয়াম (তারাবীহ'র নামায) সম্পর্কে আলিমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কোন কোন আলিম বলেন: তারাবীহ'র নামায বিতিরসহ ৪১ রাকাত। এটা মদীনাবাসীদের অভিমত এবং আমল। তবে হযরত উমার ও আলী রা. প্রমুখ সাহাবার বর্ণনা অনুযায়ী অধিকাংশ আলিমের অভিমত হলো তারাবীহ'র নামায ২০ রাকাত। হযরত সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারক ও ইমাম শাফিঈ রহ.-এর অভিমতও এটাই। ইমাম শাফিঈ রহ. বলেন: আমাদের মক্কা নগরীতে এমনই ২০ রাকাত নামায আদায় করতে দেখেছি"। (তিরমিজী: ৮০৪ নম্বর হাদীসের আলোচনায়)

সারসংক্ষেপ : পাঠকবৃন্দ! লক্ষ্য করুন- ইমাম তিরমিজী রহ. এখানে তারবীহ'র নামাযের রাকাত সংখ্যা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, হযরত উমার ও আলী রা. প্রমুখ সাহাবার বর্ণনা অনুযায়ী অধিকাংশ আলিমের অভিমত হলো তারাবীহ'র নামায ২০ রাকাত। ইমামগণের মধ্যেও ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফিঈ, নির্ভরযোগ্য মতানুসারে ইমাম আহমাদ, সুফিয়ান ছাওরী এবং আব্দুল্লাহ বিন মুবারাক রহ. প্রমুখগণও ২০ রাকাত তারবীহ'র পক্ষে মত দিয়েছেন। ইমাম শাফিঈ রহ. তাঁর সময়ে মক্কা নগরীতেও এমনই ২০ রাকাত নামায আদায় করতে দেখেছেন। আবার ইমাম মালেক রহ. মদীনাবাসীদের আমলের ভিত্তিতে ৩৬ রাকাত তারাবীহ'র পক্ষে মত দিয়েছেন। এক কথায় বলা যায় যে, তারাবীহ'র নামায ২০

রাকাতের কম বলে কোন মতামত ইমাম তিরমিজী রহ. আপন যুগে খুঁজে পাননি। অতএব প্রমাণিত হলো যে, তৃতীয় শতাব্দীর আমল ২০ রাকাত তারাবীহ পড়া।

চতুর্থ শতাব্দীর তারাবীহ

এ শতাব্দীর প্রখ্যাত ইমাম কাইরওয়ানী রহ. (মৃত্যু- ৩৮৬ হি.)-এর মন্তব্য

وَكَانَ السَّلَفُ الصَّالِحُ يَقُوْمُوْنَ فِيْهِ فِيْ الْمَسَاجِدِ بِعِشْرِيْنَ رَكْعَةً ثُمَّ يُوْتِرُوْنَ بِثَلَاثٍ (ذكره أبو محمد القيرواني، المالكي في الرسالة فى باب الصيام)

"ইমাম আবু মুহাম্মাদ কাইরওয়ানী রহ. বলেন: সালাফে সালেহীন তথা নেককার পূর্বসূরীগণ তারাবীহ'র নামায ২০ রাকাত আদায় করতেন। অতঃপর তিন রাকাত বিতির পড়তেন"। (আর রিসালাঃ রোযা অধ্যায়)

সারসংক্ষেপ : আল্লামা কাইরওয়ানী রহ. তাঁর যুগের পূর্ব পর্যন্ত পূর্বসূরীদের আমলের কথা পেশ করলেন বিশ রাকাত তারাবীহ পড়ার কথা। সাথে সাথে তারাবীহ'র রাকাতের ক্ষেত্রে এ নিয়মের পরিপন্থী ভিন্ন কোন নিয়মের কথা তিনি উল্লেখ করেননি। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাঁর যুগে ২০ রাকাত তারাবীহ'র আমলই প্রচলিত ছিলো।

পঞ্চম শতাব্দীর তারাবীহ

এ শতাব্দীর প্রখ্যাত ইমাম আল্লামা ইবনু আব্দিল বার (মৃত্যু- ৪৬৩ হি.)-এর মন্তব্য

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي عَدَدِ قِيَامِ رَمَضَانَ فَقَالَ مَالِكٌ تِسْعٌ وَثَلَاثُونَ بِالْوِتْرِ سِتٌّ وَثَلَاثُونَ وَالْوِتْرُ ثَلَاثٌ وَزَعَمَ أَنَّهُ الْأَمْرُ الْقَدِيمُ وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَدَاوُدُ وَمَنِ اتَّبَعَهُمْ عِشْرُونَ رَكْعَةً سِوَى الْوِتْرِ (ذكره : أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي :المتوفى: ٤٦٣هـ فى كتابه : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد تحت الحديث الثالث لِابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ)

"আল্লামা ইবনু আব্দিল বার রহ. বলেন: তারাবীহ'র রাকাত সংখ্যার ব্যাপারে উলামায়ে কিরাম বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। ইমাম মালেক রহ. বলেন: তারাবীহ ৩৬ রাকাত; আর বিতির তিন রাকাত। তিনি মনে করেন এটা

মদীনাবাসীদের পুরনো আমল। আর সুফিয়ান সাওরী, আবু হানীফা, শাফিঈ, দাউদ জাহেরী রহ. এবং তাঁদের অনুসারীগণ মনে করেন যে, তারবীহ'র নামায বিতির ব্যতীত বিশ রাকাত"। (আত তামহীদ লিইবনি আব্দিল বার)

সারসংক্ষেপ : আল্লামা ইবনু আব্দিল বার রহ. তারাবীহ'র রাকাতের ব্যাপারে যে আমল পেশ করলেন তা হলো ২০ রাকাত। আর ইমাম মালেক রহ. কর্তৃক ৩৬ রাকাত তারাবীহ'র যে মতামত পেশ করেছেন সেটা মদীনা শরীফের পুরনো আমল। তারাবীহ'র রাকাতের ক্ষেত্রে ভিন্ন কোন নিয়মের কথা তিনি উল্লেখ করেননি। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাঁর যুগে ২০ রাকাত তারাবীহ'র আমলই বহুল প্রচলিত ছিলো।

আল্লামা ইবনে আব্দিল বার রহ. আরও বলেন:

(هَكَذَا قَالَ مَالِكٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِحْدَى عَشرَةَ رَكْعَةً) وَغَيْرُ مَالِكٍ يُخَالِفُهُ فَيَقُولُ فِي مَوْضِعِ إِحْدَى عَشرَةَ رَكْعَةً (إِحْدَى وَعِشْرِينَ) وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِحْدَى عَشرَةَ رَكْعَةً غَيْرَ مَالِكٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.. إِلَّا أَنَّ الْأَغْلَبَ عِنْدِي فِي إِحْدَى عَشرَةَ رَكْعَةً الْوَهْمُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ (ذكره أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي :المتوفى: ٤٦٣هـ فى كتابه :الإستذكار فى باب مَا جَاءَ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ)

"হযরত সায়েব বিন ইয়াযীদ রা.-এর হাদীসে ইমাম মালেক রহ. **১১** রাকাতের কথা বর্ণনা করেছেন। অথচ অন্যরা এখানে **২১** রাকাত বর্ণনা করেছেন। আমার জানামতে ইমাম মালেক ব্যতীত কেউ এ হাদীসে **১১** রাকাত উল্লেখ করেননি। (সাঈদ বিন মানসুর করেছেন) আমার প্রবল ধারণা, ইমাম মালেক এখানে ভুল করেছেন"। (আল ইসতিজকার: কিয়ামু রমাযান অধ্যায়)

সারসংক্ষেপ : ইমাম মালেক রহ. অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য রাবী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর এ হাদীসের বর্ণনা অনেক বর্ণনার বিপরীত হওয়ায় এটাকে শাজ (অপ্রবল) বলতে হচ্ছে। অর্থাৎ, হযরত উমার রা. তারাবীহ'র নামাযের যে জামাআত কায়েম করেছিলেন তা ছিলো ২০ রাকাতবিশিষ্ট; **১১** রাকাতবিশিষ্ট নয়।

ষষ্ট শতাব্দীর তারাবীহ

এ শতাব্দীর বিশিষ্ট ইমাম কাসানী রহ. (মৃত্যু- ৫৮৭ হি.)-এর মন্তব্য

وَأَمَّا قَدْرُهَا فَعِشْرُونَ رَكْعَةً فِي عَشْرِ تَسْلِيمَاتٍ، فِي خَمْسِ تَرْوِيحَاتٍ كُلُّ تَسْلِيمَتَيْنِ تَرْوِيحَةٌ وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ.وَقَالَ مَالِكٌ فِي قَوْلٍ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ رَكْعَةً وَفِي قَوْلٍ سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ رَكْعَةً وَالصَّحِيحُ قَوْلُ الْعَامَّةِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَمَعَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَصَلَّى بِهِمْ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَلَمْ يُنْكِرْ أَحَدٌ عَلَيْهِ فَيَكُونُ إجْمَاعًا مِنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ– ذكره علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي المتوفى:٥٨٧ هـ فى كتابه بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع فى فَصْل فِي قَدْر صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ

(আল্লামা আবু বকর আল কাসানী রহ. বলেন:) "তারাবীহ'র পরিমাণ হলো দশ সালামে পাঁচ বিশ্রামে বিশ রাকাত। প্রতি দুই সালামে (চার রাকাতে) একটি করে বিশ্রাম। এটাই ব্যাপক সংখ্যক উলামায়ে কিরামের মত। ইমাম মালেক রহ. বলেন: ৩৬ রাকাত, ভিন্ন মতে ২৬ রাকাত। আর ব্যাপক সংখ্যক মানুষের মতটিই বিশুদ্ধ মত। কেননা, হযরত উমার রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি রমাযান মাসে সাহাবায়ে কিরামকে হযরত উবাই বিন কা'ব রা.-এর ইমামতিতে একত্রিত করে ছিলেন। তিনি প্রতি রাতে তাঁদেরকে ২০ রাকাত নামায পড়াতেন। সাহাবায়ে কিরামের কেউ এর প্রতিবাদ করেননি। ফলে এটা তাঁদের পক্ষ থেকে ইজমার শামিল"। (বাদাইউস সানায়ে': 'তারাবীহ'র নামাযের পরিমাণ' পরিচ্ছেদ)

সারসংক্ষেপ : আল্লামা আবু বকর কাসানী রহ. তারাবীহ'র রাকাতের ব্যাপারে যে আমল পেশ করলেন তা হলো ২০ রাকাত। আর ইমাম মালেক রহ. থেকে ৩৬ রাকাত বা ২৬ রাকাত তারাবীহ'র মতামতও পেশ করেছেন। তবে বিশ রাকাত তারবীহকে তিনি ব্যাপক সংখ্যক মানুষের আমল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তারাবীহ'র রাকাতের ক্ষেত্রে ভিন্ন কোন নিয়মের কথা তিনি উল্লেখ করেননি; বরং এ নিয়মকে সাহাবায়ে কিরামের ইজমা বলেছেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাঁর যুগে ২০ রাকাত তারাবীহ'র আমলই বহুল প্রচলিত ছিলো।

এ শতাব্দীর আরও একজন ইমাম ইবনে রুশদ (মৃত্যু:৫৯৫ হি.)-এর মন্তব্য

وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُخْتَارِ مِنْ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ الَّتِي يَقُومُ بِهَا النَّاسُ فِي رَمَضَانَ: فَاخْتَارَ مَالِكٌ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَداود: الْقِيَامَ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً سِوَى الْوِتْرِ، وَذَكَرَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحْسِنُ سِتًّا وَثَلَاثِينَ رَكْعَةً وَالْوِتْرَ ثَلَاثٌ. (ذكره: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد المتوفى: ٥٩٥هـ فى كتابه :بداية المجتهد ونهاية المقتصد فى الْبَابُ الْخَامِسُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ)

"আল্লামা ইবনে রুশদ মালেকী রহ. বলেন: রমাযান মাসে মানুষ যে তারাবীহ পড়ে থাকে তার রাকাত সংখ্যার ব্যাপারে উলামায়ে কিরাম বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। ইমাম মালেকের এক মত এবং ইমাম আবু হানীফা, শাফিঈ, আহমাদ এবং দাউদ জাহেরীর মত হলো তারাবীহ'র নামায বিতির ব্যতীত ২০ রাকাত। তবে ইবনুল কাসেম রহ. ইমাম মালেকের মত বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ৩৬ রাকাত তারাবীহ এবং তিন রাকাত বিতির পড়া ভালো মনে করতেন"। (বিদায়াতুল মুজতাহিদ: কিয়ামু রমাযান (পঞ্চম) অধ্যায়)

সারসংক্ষেপ : আল্লামা ইবনে রুশদ কুরতুবী আলমালেকী রহ. তারাবীহ'র রাকাতের ব্যাপারে যে আমল পেশ করলেন তা হলো ২০ রাকাত। আর ইমাম মালেক রহ. থেকে ৩৬ রাকাত রাকাত তারাবীহ'র মতামতও রয়েছে। তবে ইমামত্রয় অর্থাৎ, ইমাম আবু হানীফা, শাফিঈ, আহমাদ ও দাউদ জাহেরী এমনকি ইমাম মালেকের অপর মত হলো ২০ রাকাত তারাবীহ পড়া। তারাবীহ'র রাকাতের ক্ষেত্রে ভিন্ন কোন নিয়মের কথা তিনি উল্লেখ করেননি। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাঁর যুগেও ২০ রাকাত তারাবীহ'র আমলই বহুল প্রচলিত ছিলো।

সপ্তম শতাব্দীর তারাবীহ

এ শতাব্দীর বিশিষ্ট ইমাম ইবনে কুদামা হাম্বালী রহ. (মৃত্যু- ৬২০ হি.)-এর মন্তব্য

فَصْلٌ: وَالْمُخْتَارُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، رَحِمَهُ اللَّهُ، فِيهَا عِشْرُونَ رَكْعَةً. وَبِهَذَا قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ. وَقَالَ مَالِكٌ: سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ. وَزَعَمَ أَنَّهُ الْأَمْرُ الْقَدِيمُ، (ذكره أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي الشهير بابن قدامة المقدسي المتوفى ٦٢٠هـ فى كتابه المغنى فى فصل رقمه: ١٠٩٥)

"ইমাম ইবনে কুদামা হাম্বালী রহ. বলেন: ইমাম আহমাদ রহ.-এর নিকটে তারাবীহ'র রাকাতের ব্যাপারে উত্তম হলো ২০ রাকাত আদায় করা। আর এ মতই পোষণ করেছেন সুফিয়ান সাওরী, আবু হানীফা এবং শাফিঈ রহ."। (আলমুগনী লিইবনি কুদামা হাম্বালী: পরিচ্ছেদ- ১০৯৫)

সারসংক্ষেপ : আল্লামা ইবনে কুদামা হাম্বালী রহ. তারাবীহ'র রাকাতের ব্যাপারে যে আমল পেশ করলেন তা হলো ২০ রাকাত। এটাই ইমাম আবু হানীফা, শাফিঈ, আহমাদ ও সুফিয়ান সাওরী রহ.-এর মতো জগদ্বিখ্যাত ফকীহ এবং মুহাদ্দিসগণের আমল। আর তিনি ইমাম মালেক রহ. থেকে ৩৬ রাকাত রাকাত তারাবীহ'র মতামতও পেশ করেছেন। তবে সেটা মদীনার পুরনো আমল। তারাবীহ'র রাকাতের ক্ষেত্রে ভিন্ন কোন নিয়মের কথা তিনি উল্লেখ করেননি। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাঁর যুগে ২০ রাকাত তারাবীহ'র আমলই বহুল প্রচলিত ছিলো।

এ শতাব্দীর আরও একজন ইমাম নববী রহ. (মৃত্যু- ৬৭৬ হি.)-এর মন্তব্য

مَذْهَبُنَا أَنَّهَا عِشْرُونَ رَكْعَةً بِعَشْرِ تَسْلِيمَاتٍ غَيْرَ الْوِتْرِ وَذَلِكَ خَمْسُ تَرْوِيحَاتٍ وَالتَّرْوِيحَةُ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيمَتَيْنِ هَذَا مَذْهَبُنَا وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَأَحْمَدُ وَدَاوُد وَغَيْرُهُمْ وَنَقَلَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ وَحُكِيَ أن الاسود بن يزيد كَانَ يَقُومُ بِأَرْبَعِينَ رَكْعَةً وَيُوتِرُ بِسَبْعٍ وَقَالَ مالك التراويح تسع ترويحات وهى ستة وَثَلَاثُونَ رَكْعَةً غَيْرَ الْوِتْرِ وَأَمَّا مَا ذَكَرُوهُ مِنْ فِعْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ أَصْحَابُنَا سَبَبُهُ أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ كَانُوا يَطُوفُونَ بَيْنَ كُلِّ تَرْوِيحَتَيْنِ طَوَافًا وَيُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ وَلَا يَطُوفُونَ بَعْدَ التَّرْوِيحَةِ الْخَامِسَةِ فَأَرَادَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مُسَاوَاتَهُمْ فَجَعَلُوا مَكَانَ كُلِّ طَوَافٍ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَزَادُوا سِتَّ عَشرَةَ رَكْعَةً وَأَوْتَرُوا بِثَلَاثٍ فَصَارَ الْمَجْمُوعُ تِسْعًا وَثَلَاثِينَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (ذكره أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي المتوفى: ٦٧٦هـ فى كتابه : المجموع شرح المهذب فى قوله "ومن السنن الراتبة قيام رمضان" تحت بَاب صَلَاةِ التَّطَوُّعِ)

"ইমাম নববী রহ. বলেন: তারাবীহ'র রাকাত সংখ্যার ব্যাপারে আমাদের মাজহাব হলো-বিতির ব্যতীত দশ সালামে বিশ রাকাত। আর তা হবে পাঁচটি বিশ্রামের

মাধ্যমে; আর দুই সালামে চার রাকাতে হয় এক বিশ্রাম। এটা আমাদের মাজহাব এবং এ মতই পোষণ করেছেন ইমাম আবু হানীফা, তাঁর অনুসারীগণ, ইমাম আহমাদ, দাউদ জাহেরী এবং অন্যান্যরা। কাজী ইয়ায রহ. প্রায় সব উলামায়ে কিরামের মত হিসেবে এটাই বর্ণনা করেছেন। আসওয়াদ বিন ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি ৪০ রাকাত তারাবীহ এবং সাত রাকাত বিতির পড়তেন। ইমাম মালেক রহ. বলেন: তারাবীহ বিতির ব্যতীত ৩৬ রাকাত।

ইমাম নববী রহ. আরও বলেন: (৩৬ রাকাত তারাবীহ'র ব্যাপারে) মদীনাবাসীদের যে আমলের কথা বর্ণনা করা হয়েছে তার কারণ হিসেবে আমাদের সাথীগণ বর্ণনা করেন যে, মক্কাবাসীরা প্রতি দুই বিশ্রামের মাঝে একটি তাওয়াফ করতেন এবং দুই রাকাত নামায পড়তেন। শেষ বিশ্রামে আর পড়তেন না। মদীনাবাসীরা তখন মক্কাবাসীদের সাথে সমতা রক্ষা করতে চাইলেন। তাই তাঁরা প্রতি তাওয়াফের পরিবর্তে চার রাকাত নামায বৃদ্ধি করলেন। এ হিসেবে তাদের অতিরিক্ত হলো আরও ১৬ রাকাত। যা তিন রাকাত বিতিরসহ সর্বমোট ৩৯ রাকাত হয়ে গেলো"। (শরহুল মুহাজ্জাব: কিয়ামু রমাযান অধ্যায়)

সারসংক্ষেপ : ইমাম নববী রহ. তারাবীহ'র রাকাতের ব্যাপারে যে আমল পেশ করলেন তা হলো ২০ রাকাত। সাথে সাথে কাজী ইয়াজ রহ.-এর বরাত দিয়ে তিনি এটাকে প্রায় সব উলামায়ে কিরামের মাজহাব হিসেবে বর্ণনা করলেন। ইমাম নববী রহ.-এর আলোচনা থেকে আরও একটি বিষয় পরিস্কার হয়ে গেলো যে, ইমাম মালেক রহ. থেকে ৩৬ রাকাত রাকাত তারাবীহ'র যে মতামত বর্ণিত আছে সেখানেও তিনি মূল তারাবীহ ২০ রাকাত হিসেবে বিশ্বাস করেন। আর অবশিষ্ট ১৬ রাকাত পড়তেন মক্কাবাসীদের আমলের সাথে নেকীর দিক থেকে সমতা রক্ষার জন্য। এ কারণে বিভিন্ন জায়গায় ইমাম মালেক রহ.-এর অপর মতে ২০ রাকাত তারাবীহ পড়ার কথাই বর্ণিত হয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাঁর যুগে ২০ রাকাত তারাবীহ'র আমলই প্রচলিত ছিলো। ৩৬ রাকাত তারাবীহ'র আমলের মধ্যেও মূল তারাবীহ বিশ রাকাত।

অষ্টম শতাব্দীর তারাবীহ

এ শতাব্দীর বিশিষ্ট ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. (মৃত্যু- ৭২৮ হি.)-এর মন্তব্য

قِيَام رَمَضَانَ لَمْ يُوَقِّتْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ عَدَدًا مُعَيَّنًا؛ بَلْ كَانَ هُوَ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا غَيْرِهِ عَلَى ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً لَكِنْ كَانَ يُطِيلُ الرَّكَعَاتِ فَلَمَّا جَمَعَهُمْ عُمَرُ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ عِشْرِينَ رَكْعَةً ثُمَّ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ وَكَانَ يُخِفُّ الْقِرَاءَةَ بِقَدْرِ مَا زَادَ مِنْ الرَّكَعَاتِ لِأَنَّ ذَلِكَ أَخَفُّ عَلَى الْمَأْمُومِينَ مِنْ تَطْوِيلِ الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ. فَالْقِيَامُ بِعِشْرِينَ هُوَ الْأَفْضَلُ وَهُوَ الَّذِي يَعْمَلُ بِهِ أَكْثَرُ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ وَسَطٌ بَيْنَ الْعَشْرِ وَبَيْنَ الْأَرْبَعِينَ (ذكره تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني المتوفى: ٧٢٨هـ فى كتابه :مجموع الفتاوى فى بَاب صِفَةِ الصَّلَاةِ)

"ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন: তারবীহ'র নামাযের বিষয়ে রসূলুল্লাহ স. থেকে নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা বর্ণিত নেই। তবে তিনি রমাযান বা রমাযানের বাইরে **১৩** রাকাতের বেশী পড়তেন না। ওই রাকাতগুলো ছিলো অনেক লম্বা কিরাতে। অতঃপর যখন উমার রা. উবাই বিন কা'ব রা.-এর ইমামতিতে সবাইকে একত্রিত করলেন তখন হযরত উবাই তাদেরকে ২০ রাকাত পড়াতেন। আর তিন রাকাত বিতির পড়াতেন। আর রাকাত সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে কিরাতের পরিমাণও হালকা করতেন। কেননা, এক রাকাতে দীর্ঘ কিরাতের তুলনায় এটা মুসল্লীদের জন্য সহজ। অতঃপর তিনি আরও বলেন: ২০ রাকাত পড়া উত্তম। কেননা, অধিকাংশ মুসলমান এটাই আমল করে। আর এটা ১০ এবং চল্লিশ রাকাতের মাঝামাঝি"। (ফতওয়া ইবনে তাইমিয়া: সিফাতুস সলাত অধ্যায়)

সারসংক্ষেপ : আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. তাঁর যুগের অধিকাংশ মানুষের আমল ২০ রাকাত তারাবীহ পড়ার পক্ষে বর্ণনা করেছেন। সাথে সাথে তিনি এটাকে উত্তম বলেছেন। কারণ, অধিকাংশ মানুষের আমলের পাশাপাশি এটা মুক্তাদীদের জন্য সহজতর। যেহেতু ২০ রাকাত তারাবীহ পড়া হলে এক এক রাকাতে দীর্ঘ সময় দাঁড়ানোর প্রয়োজন হয় না। আর জামাআতে যেহেতু সব শ্রেণীর মানুষ উপস্থিত থাকে সেহেতু তাদের আমল সহজ করণার্থে এটাই উত্তম। অবশ্য কেউ একাকী দীর্ঘ কিরাতে নামায পড়তে সক্ষম হলে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. তাঁর জন্য ১০ রাকাত তারাবীহ পড়ার অনুমতিও এক আলোচনায় দিয়েছেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাঁর যুগে ২০ রাকাত তারাবীহ'র আমলই বহুল প্রচলিত ছিলো।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ.আরও বলেন:

قِيَامِ رَمَضَانَ لَمْ يُوَقِّتْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ عَدَدًا مُعَيَّنًا بَلْ كَانَ هُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا غَيْرِهِ عَلَى ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً لَكِنْ كَانَ يُطِيلُ الرَّكَعَاتِ فَلَمَّا جَمَعَهُمْ عُمَرُ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ عِشْرِينَ رَكْعَةً ثُمَّ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ وَكَانَ يُخِفُّ الْقِرَاءَةَ بِقَدْرِ مَا زَادَ مِنْ الرَّكَعَاتِ لِأَنَّ ذَلِكَ أَخَفُّ عَلَى الْمَأْمُومِينَ مِنْ تَطْوِيلِ الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ –ذكره تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني المتوفى: ٧٢٨هـ فى كتابه مجموع الفتاوى فى بَاب صِفَةِ الصَّلَاةِ

"তারাবীহ'র নামাযের বিষয়ে রসূলুল্লাহ স. থেকে নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা বর্ণিত নেই। তবে তিনি রমাযান বা রমাযানের বাইরে তেরো রাকাতের বেশী পড়তেন না। ওই রাকাতগুলো ছিলো অনেক লম্বা কিরাতে। অতঃপর যখন উমার রা. উবাই বিন কাআব রা.-এর ইমামতিতে সবাইকে একত্রিত করলেন তখন হযরত উবাই ২০ রাকাত পড়াতেন। আর তিন রাকাত বিতির পড়াতেন। আর রাকাত সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে কিরাতের পরিমাণও হালকা করতেন। কেননা, এক রাকাতে দীর্ঘ কিরাতের তুলনায় এটা মুসল্লীদের জন্য সহজ"।

সারসংক্ষেপ : রসূলুল্লাহ স.-এর তারাবীহ'র নামাযের কোন নির্দিষ্ট রাকাত সংখ্যা ছিলো না। আর হযরত উমার রা. তারাবীহ'র নামাযের যে জামাআত কায়েম করেছিলেন তা ছিলো ২০ রাকাত। তিনি মুসল্লীদের সহজের দিকে খেয়াল রেখে রাকাত বাড়িয়ে কিরাত সংক্ষেপ করেছিলেন। সুতরাং হযরত উমার রা.-এর নামে **১১** রাকাত তারাবীহ'র সম্বন্ধ করা অপ্রবল। আর রসূলুল্লাহ স.-এর আদায়কৃত **১১** রাকাত নামায তারাবীহ নয়; বরং কিয়ামুল লাইল।

নবম শতাব্দীর তারাবীহ

এ শতাব্দীর বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ওয়লীউদ্দীন ইরাকী রহ.(মৃত্যু- ৮২৬ হি.)-এর মন্তব্য

وَلَمَّا وَلِيَ وَالِدِي رَحِمَهُ اللَّهُ إِمَامَةَ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ أَحْيَا سُنَّتَهُمْ الْقَدِيمَةَ فِي ذَلِكَ مَعَ مُرَاعَاةِ مَا عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ فَكَانَ يُصَلِّي التَّرَاوِيحَ أَوَّلَ اللَّيْلِ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً عَلَى الْمُعْتَادِ ثُمَّ يَقُومُ آخِرَ اللَّيْلِ فِي الْمَسْجِدِ بِسِتَّ عَشَرَةَ رَكْعَةً فَيَخْتِمُ فِي الْجَمَاعَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

خَتْمَتَيْنِ وَاسْتَمَرَّ عَلَى ذَلِكَ عَمَلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بَعْدَهُ فَهُمْ عَلَيْهِ إِلَى الْآنَ (ذكره أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي الرازياني ثم المصري، أبو زرعة ولي الدين، ابن العراقي المتوفى: ٨٢٦هـ فى :طرح التثريب في شرح التقريب الذى ألفه ابوه و أكمله هو بنفسه فى :فَائِدَة اسْتِحْبَاب الْجَمَاعَةِ فِي مُطْلَقِ النَّوَافِلِ)

"আমার পিতা যাইনুদ্দীন ইরাকী যখন মদীনার মসজিদের ইমাম হলেন তখন অধিকাংশ মানুষের আমলের অনুসরণ (২০ রাকাত তারাবীহ পড়া)-এর সাথে সাথে মদীনাবাসীদের পুরনো সুন্নাত (৩৬ রাকাত তারাবীহ)-এর আমলও যিন্দা করলেন। সুতরাং তিনি শুরু রাতে নিয়ম অনুযায়ী ২০ রাকাত তারাবীহ পড়তেন। অতঃপর শেষ রাতে ১৬ রাকাত পড়তেন। আর জামাআতের সাথে রমাযানে কুরআন খতম করতেন দুইবার। মদীনাতে এ আমলই (২০ রাকাত তারাবীহ এবং ১৬ রাকাত কিয়ামুল লাইল) চালু ছিলো এবং এখনও চালু রয়েছে"। (তরহুত তাছরীব ফী শরহিত তাকরীব: তারাবীহ'র রাকাত শিরোনামে)

সারসংক্ষেপ : আল্লামা ওয়ালীউদ্দীন ইরাকী রহ.-এর বর্ণনা থেকে একেবারেই পরিস্কার হয়ে গেলো যে, নবম শতাব্দীতেও তাঁর পিতা মদীনার মসজিদে ২০ রাকাত তারাবীহ পড়াতেন। আর শেষ রাতে ১৬ রাকাত কিয়ামুল্লাইল করতেন। এ থেকে মদীনাবাসী এবং ইমাম মালেক রহ.-এর ৩৬ রাকাত তারাবীহ'র প্রকৃত রূপও উদ্ভাসিত হলো যে, ইমাম মালেক রহ.-এর ৩৬ রাকাত তারাবীহ'র মধ্যে মূল তারাবীহ ২০ রাকাত। আর ১৬ রাকাত হলো মক্কাবাসীদের তাওয়াফের সওয়াবের সাথে সমতা রক্ষা করতে কিয়ামুল্লাইল। এ ১৬ রাকাত শেষ রাতে আদায় করা হতো আর মূল তারাবীহ ২০ রাকাত শুরু রাতে পড়া হতো।

দশম শতাব্দীর তারাবীহ

এ শতাব্দীর বিশিষ্ট ইমাম শিহাবুদ্দীন কসতলানী (মৃত্যু- ৯২৩ হি.)-এর মন্তব্য

وَالْمَعْرُوْفُ وَهُوَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْجُمْهُوْرُ أَنَّه عِشْرُوْنَ رَكْعَةً بِعَشْرِ تَسْلِيْمَاتٍ وَذٰلِكَ خَمْسُ تَرْوِيْحَاتٍ كُلُّ تَرْوِيْحَةٍ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيْمَتَيْنِ غَيْرَ الْوِتْرِ وَهُوَ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ.(ذكره أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري، أبو العباس، شهاب الدين (المتوفى: ٩٢٣هـ) فى كتابه إِرْشَادُ السَّارِي لِشرح صَحِيح البخَاري فى باب فَضْلِ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ)

"ইমাম শিহাবুদ্দীন কসতলানী রহ. বলেন: তারাবীহ'র বিষয়ে প্রসিদ্ধ আমল সেটাই যেটা উম্মাত ব্যাপকহারে আঁকড়ে ধরেছে। আর তা হলো ১০ সালামে ২০ রাকাত পড়া। আর এটা হবে বিতির ব্যতীত ৫ বিশ্রামের মাধ্যমে। আর দুই সালামে ৪ রাকাত নামায আদায় করাটাই হলো এক বিশ্রাম"। (কসতলানী: কিয়ামুল্লাইল-এর ফযীলাত অধ্যায়)

সারসংক্ষেপ : আল্লামা শিহাবুদ্দীন কসতলানী রহ. তারাবীহ'র রাকাতের ব্যাপারে যে আমল পেশ করলেন তা হলো ২০ রাকাত। তারাবীহ'র রাকাতের ক্ষেত্রে ভিন্ন কোন নিয়মের কথা তিনি উল্লেখ করেননি। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাঁর যুগে ২০ রাকাত তারাবীহ'র আমলই বহুল প্রচলিত ছিলো।

এ শতাব্দীর আরও একজন ফকীহ ইবনে নুজাইম (মৃত্যু- ৯৭০ হি.)-এর মন্তব্য

وَقَوْلُهُ عِشْرُونَ رَكْعَةً بَيَانٌ لِكَمِّيَّتِهَا وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ لِمَا فِي الْمُوَطَّإِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ رَكْعَةً وَعَلَيْهِ عَمِلَ النَّاسُ شَرْقًا وَغَرْبًا الكتاب:(ذكره زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري المتوفى: ٩٧٠هـ فى كتابه :البحر الرائق شرح كنز الدقائق: فى باب صلاة التراويح)

"কানযুদ্দাক্বায়েক কিতাবের লেখকের কথা 'বিশ রাকাত' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- তারবীহ'র রাকাতের পরিমাণ বর্ণনা করা। আর এ বিশ রাকাত হলো ব্যাপক সংখ্যক উম্মাতের মতামত। কেননা, মুওয়াত্তা মালেকে হযরত ইয়াযীদ বিন রুমান থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত উমার রা.-এর যুগে মানুষ বিশ রাকাত তারাবীহ'র নামায পড়তো। আর পূর্ব-পশ্চিম সর্বত্র মানুষের আমল এটাই। অর্থাৎ, বিশ রাকাত তারাবীহ'র নামায আদায় করা"। (বাহরুর রায়েক: তারাবীহ'র নামায অধ্যায়)

সারসংক্ষেপ : আল্লামা ইবনে নুজাইম রহ. তারাবীহ'র রাকাতের ব্যাপারে যে আমল পেশ করলেন তা হলো ২০ রাকাত। সাথে সাথে তিনি এটাকে হযরত উমার রা.-এর কায়েমকৃত আমল এবং পূর্ব থেকে পশ্চিম সব অঞ্চলের মানুষের আমল বলেও আখ্যা দিলেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাঁর যুগে ২০ রাকাত তারাবীহ'র আমলই প্রচলিত ছিলো।

একাদশ শতাব্দীর তারাবীহ

এ শতাব্দীর বিশিষ্ট ইমাম শামসুদ্দীন রমালী রহ. (মৃত্যু- ১০০৪ হি.)-এর মন্তব্য

وَهِيَ عِشْرُونَ رَكْعَةً بِعَشْرِ تَسْلِيمَاتٍ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ، لِمَا رُوِيَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُومُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً. وَفِي رِوَايَةٍ لِمَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأِ بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ...قَالَ الْحَلِيمِيُّ: وَالسِّرُّ فِي كَوْنِهَا عِشْرِينَ أَنَّ الرَّوَاتِبَ: أَيْ الْمُؤَكَّدَةَ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ عَشْرُ رَكَعَاتٍ فَضُوعِفَتْ فِيهِ (ذكره شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي (المتوفى: ١٠٠٤هـ فى كتابه: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج فى قِسْم مِنْ النَّفْلِ يُسَنُّ جَمَاعَةً)

"আল্লামা শামসুদ্দীন রমালী রহ. বলেন: রমাযানের প্রতি রাতে দশ সালামে ২০ রাকাত তারাবীহ পড়তে হবে। কেননা, বর্ণিত আছে যে, তারা হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব রা.-এর যুগে রমাযান মাসে বিশ রাকাত পড়তেন। মুওয়াত্তা মালেকের বর্ণনায় রয়েছে যে, ২৩ রাকাত পড়তেন। তিনি আরও বলেন যে, আল্লামা হালীমী রহ. বলেছেন: তারাবীহ বিশ রাকাত হওয়ার রহস্য এই যে, রমাযান ব্যতীত দৈনন্দিন সুন্নাতে মুয়াক্কাদা বিশ রাকাত। তারাবীহ'র মাধ্যমে সে সংখ্যা দ্বিগুণ করা হলো"। (নিহায়াতুল মুহতাজ: জামাআতে আদায়যোগ্য নফল অধ্যায়)

সারসংক্ষেপ : আল্লামা শামসুদ্দীন রমালী রহ. তারাবীহ'র রাকাতের ব্যাপারে যে আমল পেশ করলেন তা হলো ২০ রাকাত। আর মুয়াত্তা মালেকের বরাতে ২৩ রাকাতের যে বর্ণনা উল্লেখ করেছেন তা হলো বিতিরসহ ২৩ রাকাত। তাহলে তারাবীহ ২০ রাকাত। তারাবীহ'র রাকাতের ক্ষেত্রে ভিন্ন কোন নিয়মের কথা তিনি উল্লেখ করেননি। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাঁর যুগে ২০ রাকাত তারাবীহ'র আমলই বহুল প্রচলিত ছিলো।

দ্বাদশ শতাব্দীর তারাবীহ

এ শতাব্দীর বিশিষ্ট ইমাম শিহাবুদ্দীন আযহারী রহ. (মৃত্যু- ১১২৬ হি.)-এর মন্তব্য

ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ الَّتِي كَانَ يَفْعَلُهَا الْمُصْطَفَى وَوَاظَبَ عَلَيْهَا السَّلَفُ الصَّالِحُ بَعْدَ قَوْلِهِ: (وَكَانَ السَّلَفُ الصَّالِحُ) وَهُمْ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ (يَقُومُونَ فِيهِ) فِي زَمَنِ خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَبِأَمْرِهِ كَمَا تَقَدَّمَ (فِي

الْمَسَاجِدِ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً) وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ، وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ الْآنَ فِي سَائِرِ الْأَمْصَارِ.(ذكره أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي المتوفى: ١١٢٦هـ فى كتابه: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني تحت حُكْمِ التَّرَاوِيحِ فِي رَمَضَانَ)

"আল্লামা আযহারী বলেন: আল্লামা কাইরাওয়ানী রহ. রসূলুল্লাহ স.-এর তারাবীহ'র এবং রসূলুল্লাহ স.-এর পরে সালাফে সালেহীনের তারাবীহ'র রাকাত সংখ্যা বর্ণনা করা শুরু করলেন। তিনি বলেন: সালফে সালেহীন অর্থাৎ, সাহাবায়ে কিরাম হযরত উমার ইবনুল খাত্তাবের যুগে তাঁর নির্দেশে ২০ রাকাত আদায় করতেন। যেমনটি পূর্বে চলে গেছে। আর এটা ইমাম আবু হানীফা, শাফিঈ এবং ইমাম আহমাদ রহ.-এর মনোনীত মত। এর ওপরই বর্তমান যুগে সব শহরে আমল বিদ্যমান রয়েছে"। (আল ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী: রমাযানে তারাবীহ'র নামাযের বিধান অধ্যায়)

সারসংক্ষেপ : আল্লামা শিহাবুদ্দীন আযহারী রহ. সালাফে সালেহীনের ধারাবাহিক আমলে তারাবীহ'র রাকাত সংখ্যা যা পেশ করলেন তা হলো ২০। সাথে সাথে তিনি তাঁর যুগের অবস্থা বর্ণনা করলেন যে, ইমাম আবু হানিফা, শাফিঈ এবং ইমাম আহমাদ রহ.-এর মনোনীত মত হওয়ার পাশাপাশি সব শহরে বর্তমান আমলও ২০ রাকাত তারাবীহ পড়া। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাঁর যুগে ২০ রাকাত তারাবীহ'র আমলই বহুল প্রচলিত ছিলো।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর তারাবীহ

এ শতাব্দীর ইমাম ইবনে আবেদীন শামী রহ. (মৃত্যু- ১২৫২ হি.)-এর মন্তব্য

(قَوْلُهُ وَهِيَ عِشْرُونَ رَكْعَةً) هُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَعَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ شَرْقًا وَغَرْبًا. (ذكره ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: ١٢٥٢هـ) فى كتابه رد المحتار على الدر المختار فى مَبْحَث صَلَاة التَّرَاوِيحِ)

"আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. প্রথমে দুররে মুখতারের কথা বর্ণনা করে বলেন: তারাবীহ ২০ রাকাত। অতঃপর এর ব্যাখ্যায় বলেন: এটা গণমানুষের মত এবং পূর্ব-পশ্চিম সব অঞ্চলের মানুষ সেই আমলের ওপরই রয়েছে"। (রদ্দুল মুহতার: আলোচনা: তারাবীহ'র নামায)

সারসংক্ষেপ : আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. তারাবীহ'র রাকাত সংখ্যা যা পেশ করলেন তা হলো ২০ রাকাত। সাথে সাথে তিনি তাঁর যুগের অবস্থা বর্ণনা করলেন যে, পূর্ব-পশ্চিমে সব মানুষ ওই আমলের ওপরই রয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাঁর যুগে ২০ রাকাত তারাবীহ'র আমলই প্রচলিত ছিলো।

চতুর্দশ শতাব্দীর তারাবীহ

যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (মৃত্যু- ১৩৫৩ হি.)-এর মন্তব্য

وَلْيُعْلَمْ أَنَّ التَّرَاوِيْحَ فِيْ عَهْدِ عُمَرَ تُرْوى بِخَمْسِ صِفَاتٍ أَرْبَعَةٌ مِنْهَا ثَابِتَةٌ بِالْأَسَانِيْدِ الْقَوِيَّةِ مِنْهَا أَنَّه صَلَّى إِحْدى عَشَرَةَ رَكْعَةً وَمِنْهَا أَنَّه صَلَّى ثَلَاثَ عَشَرَةَ رَكْعَةً وَمِنْهَا إِحْدَى وَعِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَمِنْهَا ثَلَاثٌ وَّعِشْرُوْنَ رَكْعَةً وَأَمَّا إِحْدَى وَأَرْبَعُوْنَ رَكْعَةً فَسَيَجِيءُ الْكَلَامُ فِيْهِ وَأَمَّا الأَوْلى وَالثَّانِيَةُ وَالرَّابِعَةُ فَمَذْكُوْرَةٌ فِيْ مُوَطَّأ مَالِكٍ وَاسْتَقَرَّ الأَمْرُ عَلى عِشْرِيْنَ رَكْعَةً (ذكره أنوار شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي المتوفى: ١٣٥٣هـ فى كتابه: العرف الشذي شرح سنن الترمذي فى باب ما جاء في قيام شهر رمضان)

"হযরত আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. বলেন: জেনে রাখা উচিত যে, হযরত উমার রা.-এর যুগে তারাবীহ'র নামাযের পাঁচটি প্রকার বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে চার প্রকার মজবুত সনদ দ্বারা প্রমাণিত। তা হলো: ১১ রাকাত, ১৩ রাকাত, ২১ রাকাত এবং ২৩ রাকাত। আর ৪১ রাকাতের ওপর আলোচনা সামনে আসছে। প্রথম, দ্বিতীয় এবং চতুর্থ প্রকার মুওয়াত্তা মালেকে বর্ণিত হয়েছে। তবে আমল স্থির হয়েছে ২০ রাকাত তারাবীহ'র ওপর"। (আরফুশ শাযী: কিয়ামু শাহরি রমাযান অধ্যায়)

সারসংক্ষেপ : আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ.-এর আলোচনা থেকে পরিস্কার হয়ে গেলো যে, হযরত উমার রা.-এর যুগে তারাবীহ'র রাকাত সংখ্যা বিভিন্ন থাকলেও আমল স্থির হয়েছে ২০ রাকাতের ওপর। ২০ রাকাতের বাইরে ভিন্ন কোন আমল স্থির হওয়ার কথা তিনি বলেননি। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাঁর যুগে ২০ রাকাত তারাবীহ'র আমলই প্রচলিত ছিলো।

ফায়দা : সর্বশেষে আমাদের এ যুগ তথা পঞ্চদশ শতাব্দীর চিত্রও এই যে, বিশেষ কিছু মসজিদ বা নামাযের স্থানে পরিবর্তিত ধ্যান-ধারণার কিছু মানুষ ব্যতীত সারা

বিশ্বে ২০ রাকাত তারাবীহ'র আমলই গণমানুষের আমল হিসেবে চিহ্নিত। অতএব, সাহাবায়ে কিরামের সোনালী যুগ থেকে শুরু করে আজ ১৪শ বছর যাবত যে আমল উম্মাতের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিদ্যমান– যার সনদও মজবুত। সে আমল ছেড়ে দিয়ে শুধুমাত্র সহীহ সনদের দোহাই দিয়ে সাহাবায়ে কিরামের যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যে আমলের কোন নজীর নেই এমন নজীরবিহীন কাজ অর্থাৎ, ৮ রাকাত তারাবীহ-এর দিকে মানুষকে ডাকা উম্মাতের মধ্যে নতুন করে বিভ্রান্তি ও ফিতনা ছড়ানো ব্যতীত অন্য কিছুই হতে পারে না।

একটি বিশ্লেষণ

তাহাজ্জুদের নামায দ্বারা অনেকে তারাবীহ'র দলীল দেয়ার চেষ্টা করে থাকেন; কিন্তু আসলে দুই নামাযের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। রসূলুল্লাহ স.-এর তাহাজ্জুদ নামাযের চিত্র কেমন ছিলো সে ব্যাপারে কয়েকটি হাদীস পেশ করা হচ্ছে যা থেকে বুঝা যাবে যে, তারাবীহ আর তাহাজ্জুদ এক নয়।

হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত: রসূলুল্লাহ স. (বিতিরসহ) ৭ রাকাত, ৯ রাকাত এবং ১১ রাকাত নামায পড়তেন (বুখারী: ১০৭৩) হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত: রসূলুল্লাহ স. রমাযান ও রমাযানের বাইরে ১১ রাকাতের বেশী পড়তেন না। তিনি প্রথমে ৪ রাকাত তারপরে ৪ রাকাত তারপরে ৩ রাকাত পড়তেন। (বুখারী শরীফ: ১০৮৩) হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত: রসূলুল্লাহ স. দুই দুই রাকাত করে ১২ রাকাত পড়েছেন তারপরে বিতি পড়েছেন। (বুখারী: ১৮৩)

এ হাদীসগুলো দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, রসূলুল্লাহ স.-এর রাতের নামাযের রাকাত সংখ্যা সবসময় একই রকম থাকতো না। বরং ৪ থেকে ১২ পর্যন্ত ওঠা-নামা করতো। তাহলে এ হাদীস দ্বারা ৮ রাকাত তারাবীহ'র স্থির সিদ্ধান্ত কিভাবে হতে পারে? ৮ রাকাত তারাবীহ'র দাবীদারদের সবচেয়ে মজবুত হাদীস বুখারী শরীফে বর্ণিত ১০৮৩ নম্বর হাদীস যা উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ স. রমাযান ও রমাযানের বাইরে ১১ রাকাতের বেশী পড়তেন না। এ হাদীসের শেষাংশে উল্লেখ রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ স. প্রথমে পড়তেন ৪ রাকাত তারপরে ৪ রাকাত তারপরে ৩ রাকাত। অথচ ৮ রাকাত তারাবীহ'র দাবীদারগণ পড়ে থাকে দুই দুই রাকাত করে। তাহলে দলীল আর আমলের মিল খুঁজে পাওয়া যায় কি?

রসূলুল্লাহ স. তারাবীহ'র নামায তিন দিন জামাআতের সাথে পড়ে এ কথা বলে জামাআতে পড়া ত্যাগ করলেন যে, আমার আশঙ্কা হচ্ছে: তোমাদের ওপর তারাবীহ ফরয হয়ে যেতে পারে। (বুখারী: ১০৬২)

তারাবীহ আর তাহাজ্জুদ যদি একই নামায হয় তাহলে তাহাজ্জুদ তো ইসলামের শুরু যুগে আবশ্যক ছিলো। (সূরা মুযযাম্মিল: ২) অতঃপর আল্লাহ তাআলা সেটাকে রহিত করেছেন। (সূরা মুযযাম্মিল: ২০) ফলে তাহাজ্জুদ নামায আর আবশ্যক থাকেনি। এ আয়াতের তাফসীরে হযরত ইবনে আব্বাস রা., হযরত ইকরামা, মুজাহিদ, হাসান বসরী, এবং কতাদা রহ.সহ অনেক সাহাবা ও তাবিঈন এ মতই পোষণ করেছেন। (তাফসীরে ইবনে আব্বাস, তাফসীরে মুজাহিদ, তাফসীরে ইবনে কাসীর) সূরা মুযযাম্মিলের ২০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা যে সব কারণ উল্লেখ করে এটাকে রহিত করলেন সে কারণগুলো উম্মাতের মধ্যে দিন দিন আরও বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও রসূলুল্লাহ স. কর্তৃক এটাকে পুনরায় ফরয হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ হতে পারে না। সুতরাং কোনক্রমেই তারাবীহ আর তাহাজ্জুদ এক নামায নয়। অতএব, তাহাজ্জুদ নামাযের রাকাত সংখ্যা দিয়ে তারাবীহ'র দলীল দেয়া চৌদ্দশ বছরে উম্মাত মেনে নেয়নি; এখনও নেবে না।

রমাযান এবং রমাযানের বাইরে রসূলুল্লাহ ১১ রাকাতের বেশী পড়তেন না– এ হাদীসের ভিত্তিতে যারা ২০ রাকাত তারাবীহ'কে হযরত উমারের কায়েমকৃত স্বীকার করা সত্ত্বেও এটাকে রসূলুল্লাহ স.-এর আমলের পরিপন্থী বলতে চায়; পূর্বোক্ত বিশ্লেষণের পরেও বলা যেতে পারে যে, ১১ রাকাত নামায পড়ার উক্ত আমলটি ছিলো রসূলুল্লাহ স.-এর ব্যক্তিগত। এ কারণে রসূলুল্লাহ স. নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী যথাসম্ভব দীর্ঘ কিরাতে তা আদায় করতেন। এমনকি দীর্ঘ দাঁড়ানোর কারণে তাঁর পা মোবারক ফুলে যেতো। কিন্তু অন্যদেরকে সাথে নিয়ে যে কোন নামায জামাআতে পড়ানোর ক্ষেত্রে মুসল্লীদের জন্য হালকা এবং সহনীয় করে পড়ানোই রসূলুল্লাহ স.-এর নির্দেশ এবং আদর্শ। (মুসলিম: ৯৩০) সুতরাং রমাযান এবং রমাযানের বাইরের রসূলুল্লাহ স.-এর ব্যক্তিগত আমল দ্বারা তারাবীহ'র জামাআতের রাকাতের দলীল গ্রহণের চেষ্টা যথার্থ হবে না; বরং কোন খোদাভীরু হাফেজ-আলিম যদি কখনও তারাবীহ'র নামায একাকী পড়ে তাহলে তার জন্য যথাসাধ্য রসূলুল্লাহ স.-এর রাকাতের সাথে মিল রেখে দীর্ঘ কিরাতে আদায়ের চেষ্টা করা উত্তম হবে। আর স্বাভাবিকভাবে জামাআতের সাথে আদায় করলে সে ক্ষেত্রে পূর্ববর্ণিত মুসলিমের ৯৩০ নম্বর হাদীসের অনুসরণে সর্বশ্রেণীর মানুষের সুবিধার কথা বিবেচনায় রেখে কিরাত সংক্ষিপ্ত করে রাকাতের সংখ্যা বৃদ্ধি করা উত্তম হবে।

রসূলুল্লাহ স. যে তিন দিন তারাবীহ'র নামায জামাআতে পড়িয়েছিলেন সে তিন দিনের রাকাত সংখ্যা কত ছিলো তা জানা গেলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে

যেতো। কিন্তু উক্ত দিনগুলোর রাকাত সংখ্যার কোন সহীহ বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে হযরত উমার রা. তারাবীহ'র যে জামাআত কায়েম করে ছিলেন সহীহ সনদের বর্ণনা অনুযায়ী তা ২০ রাকাতবিশিষ্ট হওয়ায় এ কথা প্রমাণিত হয় যে, হতে পারে রসূলুল্লাহ স.-এর জামাআতে আদায়কৃত উক্ত তিন দিনের নামায ছিলো ২০ রাকাত করে– হযরত উমার রা. যার অনুসরণ করেছেন। অথবা জামাআতের নামাযের ক্ষেত্রে মুসল্লীদের অবস্থার প্রতি সদয় হয়ে হালকা নামায পড়ানোর সুন্নাত সামনে রেখে হযরত উমার রা. গবেষণা করে ২০ রাকাত নির্ধারণ করেছেন। আর সাহাবায়ে কিরাম সে গবেষণার প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন– এটাও রসূলুল্লাহ স.-এর সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত। রাকাত এবং কিরাতের পরিমাণ ঠিক রাখা যেমন একটি সুন্নাত। তেমনিভাবে যেখানে রসূলুল্লাহ স.-এর নিজের আমলে রাকাতের বিভিন্ন সংখ্যা উল্লেখ রয়েছে সেখানে মুসল্লীদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে কিরাত কমিয়ে রাকাত বৃদ্ধি করাও আরেকটি সুন্নাত। বরং জামাআতের নামাযে এই সুন্নাতটিই অনুসরণীয়। আর ব্যক্তিগত নামাযে সাধ্য অনুসারে রাকাত এবং কিরাতের পরিমাণ ঠিক রাখা বেশী উত্তম। সুতরাং তারাবীহ'র জামাআতে ২০ রাকাতের নির্দিষ্ট পরিমাণ রসূলুল্লাহ স. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত না থাকলেও বলতে হবে যে, হযরত উমার রা. রসূলুল্লাহ স.-এর সুন্নতেরই অনুসরণ করেছেন। উপরন্তু, হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে জঈফ হলেও রসূলুল্লাহ স. মসজিদে নববীতে জামাআতের সাথে ২০ রাকাত তারাবীহ পড়েছেন বলে একটি হাদীস বর্ণিত রয়েছে। (ইবনে আবী শাইবা: ৭৭৭৪) যার সমর্থনে রয়েছে হযরত উমার, উসমান ও আলী রা.সহ তাবিঈদের একটি বড় দলের আমল।

এর বিপরীতে একটি হাদীসে হযরত উমার রা.-এর কায়েমকৃত তারাবীহ'র জামাআতের নামায ৮ রাকাত (বিতিরসহ ১১ রাকাত) বলেও উল্লেখ রয়েছে। অনেকে সেটাকে রসূলুল্লাহ স.-এর আমলের অনুরূপ বলে প্রাধান্য দেয়ার চেষ্টা করলেও হাদীসটির বর্ণনাকারী ইমাম মালেক রহ. নিজে সেটাকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেননি। উপরন্তু, উক্ত প্রাধান্য দানের কারণের ওপর মৌলিকভাবে আরও দু'টি আপত্তি রয়েছে।

এক. উক্ত বর্ণনার সনদের রাবীগণ যদিও নির্ভরযোগ্য; কিন্তু হযরত উমার রা.-এর তারাবী'র রাকাত সংখ্যা ২০ বলে যে সব হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে তার সনদ সহীহ হওয়ার পাশাপাশি সংখ্যায়ও অনেক বেশী। সাথে সাথে এক দল তাবিঈ থেকেও উক্ত আমলের অনুসরণের প্রমাণ রয়েছে। উপরন্তু রয়েছে উম্মাতের চৌদ্দশ

বছরের আমল। এ সব কিছুর বিপরীতে একটি সনদকে প্রাধান্য দেয়া হাদীসের নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

দুই. আবার ৮ রাকাত তারাবীহ'র ওই আমলটি রসূলুল্লাহ স.-এর আমলের অনুরূপ কথাটিও ঠিক নয়। কারণ, রসূলুল্লাহ স.-এর নামাযের অনুরূপ বলে বুঝানো হচ্ছে তাঁর রাতের নামায অর্থাৎ, কিয়ামুল লাইল। আর তাঁর রাতের নামাযের রাকাত সংখ্যা (বিতিরসহ) এগারো রাকাত নির্ধারিত নয়; বরং হযরত আয়েশা রা. থেকে বুখারী শরীফ ১০৭৩ নম্বর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ৭ রাকাত, ৯ রাকত এবং ১১ রাকাত। হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বুখারী শরীফ ১৮৩ নম্বর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে বিতির ব্যতীত ১২ রাকাত। এর সাথে তিন রাকাত বিতির যুক্ত হলে মোট হবে ১৫ রাকাত। হযরত আয়েশা রা.-এর বর্ণনা থেকে আরও জানা যায় যে, রমাযান এবং রমাযানের বাইরে রসূলুল্লাহ স.-এর আমল একই রকম ছিলো। কিন্তু শুধু সহীহ হাদীসই নয়; বরং বুখারীর হাদীসে যেখানে রাতের নামাযের রাকাত সংখ্যা সংক্রান্ত চারটি বর্ণনা রয়েছে– তার মধ্য থেকে শুধু ৮ রাকাতের বর্ণনাকে রসূলুল্লাহ স.-এর তারাবীহ'র নামাযের আমল বলে প্রচার করা বুখারী শরীফে বর্ণিত অন্যান্য সহীহ হাদীসকে অজ্ঞাত কারণে আড়াল করা বা অস্বীকার করা হবে। উপরোক্ত হাদীসগুলোসহ আরও যে সব সহীহ হাদীসের কথা বলে উম্মাতকে ৮ রাকাত তারাবীহ'র দিকে ডাকা হচ্ছে উক্ত সহীহ হাদীসগুলো উম্মাতের মুহাদ্দিস, ফকীহ এবং গবেষকদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। তাঁরা বারবার ওই সব সনদের প্রতি লক্ষ্য করে বেশ কিছু সুন্দর মন্তব্য করেছেন। তন্মধ্যে ইমাম বাইহাকী রহ.-এর মন্তব্যটি অধিকতর প্রণিধানযোগ্য। ইমাম বাইহাকী রহ. (মৃত্যু-৪৫৮হি.) বলেন:

وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَقُومُونَ بِإِحْدَى عَشرَةَ، ثُمَّ كَانُوا يَقُومُونَ بِعِشْرِينَ وَيُوتِرُونَ بِثَلَاثٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ (ذكره أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي المتوفى: ٤٥٨هـ فى كتابه: السنن الكبرى فى بَاب مَا رُوِيَ فِي عَدَدِ رَكَعَاتِ الْقِيَامِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ)

(ইমাম বাইহাকী রহ. বলেন:) "উভয় প্রকার হাদীসের মধ্যে এভাবে সমন্বয় সাধন সম্ভব যে, তাঁরা প্রথমে ১১ রাকাত পড়েছেন। পরে ২০ রাকাত পড়েছেন। আর বিতির পড়েছেন ৩ রাকাত"।

সারসংক্ষেপ : ইমাম বাইহাকী রহ.-এর ব্যাখ্যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত উমার রা. তারাবীহ'র নামাযের যে জামাআত কায়েম করেছিলেন তা প্রথমে ১১ রাকাত বিশিষ্ট থাকলেও পরবর্তীতে তিনি সেটা ছেড়ে দিয়ে ২০ রাকাতের আমল গ্রহণ করেছিলেন। যা উম্মাতের মধ্যে আজ পর্যন্ত বহাল রয়েছে।

এ সব কিছু থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে যদি রসূলুল্লাহ স.-এর রাতের নামায দিয়েই তারাবীহ'র দলীল দিতে হয়, তাহলে বলে ফেলুন! তারাবীহ'র নামায ৪ রাকাত থেকে ১২ রাকাত পর্যন্ত যে কোন সংখ্যায় পড়া যায়। অন্যথায় হযরত উমার রা.-এর ২০ রাকাতের আমল দ্বারা দলীল গ্রহণ করুন– যার সনদ সহীহ, সংখ্যায় বেশী এবং তা এক দল তাবিঈ ও উম্মাতের চৌদ্দশ বছরের ধারাবাহিক আমল। সাথে সাথে এর অনুকূলে রয়েছে হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ স.-এর জামাআতে আদায়কৃত তারাবীহ'র নামাযের রাকাত সংখ্যার সমর্থনও। যদিও হাদীসটি জঈফ; তবে উম্মাতে মুহাম্মাদী ব্যাপকভাবে উক্ত আমলটি গ্রহণ করেছে। আর এটা হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়ার একটি বড় প্রমাণ।

সাহাবায়ে কিরামের সেই সোনালী যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কোন যুগে কেউই ৮ রাকাত তারাবীহ পড়ার উদাহরণ সৃষ্টি করেনি। চৌদ্দশ বছর পর্যন্ত চলে আসা ২০ রাকাত তারাবীহ'র অবিচ্ছিন্ন ধারায় ফাটল ধরিয়ে ৮ রাকাত তারাবীহ'র ধারণা প্রচার করে সর্বপ্রথম পুস্তকা রচনা করেন 'শায়খ নাসীব রিফাঈ'। তৎকালীন আরব বিশ্বের উলামায়ে কিরাম তার উক্ত নবসৃষ্ট মতাদর্শ কলমযুদ্ধের মাধ্যমে জোরালোভাবে খ-নও করেছেন। কিন্তু অত্যন্ত অপ্রিয় সত্য হলো শায়খ নাসীরুদ্দীন আলবানী মরহুম তখনকার হক্কানী-রব্বানী উলামায়ে কিরামের অনুসরণ না করে উম্মাতের মধ্যে ফাটল সৃষ্টিকারী 'শায়খ নাসীব রিফাঈ'র পক্ষ সমর্থন করেছেন। এমনকি ১৩৭৭ হিজরী সনে 'তাসদীদুল ইসাবাহ' নামে একটি পুস্তক রচনা করে শায়খ রিফাঈ'র মতাদর্শকে প্রাধান্য দেয়ার অপচেষ্টা করেছেন। মারকাযুদ্দাওয়া আল ইসলামিয়া ঢাকা'র আমীদুত তা'লীম, উপমহাদেশের অন্যতম মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা আব্দুল মালেক দামাত বারাকাতুহুম এ ইতিহাস তুলে ধরে বলেন: বইটি তার ভ্রান্তি-বিচ্যুতি এবং মুসলিম উম্মাহ ও ইমামগণের প্রতি বিদ্রোহ-বিদ্বেষের খোলা দলীল। সাথে সাথে ইলমে উসূলে হাদীস ও জারাহ-তা'দীল বিষয়ে তার অপরিপক্কতার জ্বলন্ত প্রমাণ। এ ছাড়া ইলমে উসূলে ফিকহের মধ্যে তার দৈন্যদশাও বইটিতে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে– যা সত্যিই মর্মান্তিক। (মাওলানা

আব্দুল মালেক দামাত বারাকাতুহুম-এর রচিত পুস্তিকা "সহীহ হাদীসের আলোকে তারাবীহ'র রাকাত সংখ্যা" পৃষ্ঠা নং- ৮)

বিতির নামায তিন রাকাত

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: «كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي ثَمَانَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ يُوتِرُ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ».(رَوَاه مُسْلِمٌ فِيْ بَابِ اسْتِحْبَابِ رَكْعَتَيْ سُنَّةِ الْفَجْرِ، وَالْحَثِّ عَلَيْهِمَا)

হাদীস নম্বর-৩১৭ : আবু সালামা রহ. বলেন: আমি হযরত আয়েশা রা.কে রসূলুল্লাহ স.-এর নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ স. তেরো রাকাত নামায পড়তেন। (প্রথমে) আট রাকাত পড়তেন; তারপরে বিতির পড়তেন। অতঃপর বসে দুই রাকাত নামায পড়তেন। যখন রুকু করার ইচ্ছা করতেন, দাঁড়িয়ে রুকু করতেন। অবশেষে ফজরের আজান এবং ইকামাতের মাঝে দুই রাকাত (ফজরের সুন্নাত) পড়তেন। (মুসলিম: ১৫৯৭)

হাদীসটির স্তর: সহীহ। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি সিহাহ সিত্তার সব কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। (জামিউল উসূল: ৪১৯৮)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীসে হযরত আয়েশা রা. সংখ্যা উল্লেখ করে বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ স. রাতে ১৩ রাকাত নামায পড়তেন। অতঃপর এ কথার ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, প্রথমে আট রাকাত পড়তেন আর শেষে বসে দুই রাকাত পড়তেন মাঝে বিতির পড়তেন। শুরুর আট এবং শেষের দুই রাকাত মিলে হয় দশ রাকাত। এখন বিতিরের নামায তিন রাকাত মানা হলেই কেবল হাদীসে বর্ণিত ১৩ রাকাতের সংখ্যা ঠিক থাকে। অতএব, হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ স.-এর বিতির নামায তিন রাকাতই ছিলো।

حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي النَّهْشَلِيَّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا كَبِرَ، صَارَ إِلَى تِسْعٍ: وَسِتٍّ وَثَلَاثٍ

হাদীস নম্বর-৩১৮ : হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা. বলেন: রসূলুল্লাহ স. রাতে আট রাকাত নামায পড়তেন এবং তিন রাকাত বিতির পড়তেন। অতঃপর দুই রাকাত নামায পড়তেন। যখন তিনি বার্ধক্যে উপনীত হলেন, তখন নামায নয়, ছয় এবং তিন রাকাতে এসে দাঁড়ালো। (মুসনাদে আহমাদ: ২৭১৪)

হাদীসটির স্তর: সহীহ। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী/মুসলিমের রাবী। এ হাদীসের তাহকীকে শায়খ শুআইব আরনাউত বলেন: صحيح، وهذا إسناد على شرط مسلم "হাদীসটির সনদ মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ"। (মুসনাদে আহমাদ: ২৭১৪ নম্বর হাদীসের আলোচনায়)

সারসংক্ষেপ : হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত এ সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ স.-এর বিতির নামায ছিলো তিন রাকাত।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ: بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ "

হাদীস নম্বর-৩১৯ : হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন: রসূলুল্লাহ স. সূরা আ'লা, কাফিরুন ও সূরা ইখলাস দ্বারা তিন রাকাত বিতির পড়তেন। (মুসনাদে আহমাদ: ২৭২০)

হাদীসটির স্তর: সহীহ। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী/মুসলিমের রাবী। এ হাদীসের তাহকীকে শায়খ শুআইব আরনাউত বলেন: حديث صحيح "হাদীসটি সহীহ"। (মুসনাদে আহমাদ: ২৭২০ নম্বর হাদীসের আলোচনায়)

সারসংক্ষেপ : হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত এ সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ স.-এর বিতির নামায ছিলো তিন রাকাত।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: بِكَمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ؟ قَالَتْ: كَانَ يُوتِرُ بِأَرْبَعٍ وَثَلَاثٍ، وَسِتٍّ وَثَلَاثٍ،

وَثَمَانٍ وَثَلَاثٍ، وَعَشْرٍ وَثَلَاثٍ، وَلَمْ يَكُنْ يُوتِرُ بِأَنْقَصَ مِنْ سَبْعٍ، وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ،(رَوَاه ابُوْ دَاود فِيْ بَابِ صَلَاةِ اللَّيْلِ)

হাদীস নম্বর-৩২০ : হযরত আব্দুল্লাহ বিন আবু কয়েস রহ. বলেন: আমি হযরত আয়েশা রা.কে জিজ্ঞেস করলাম যে, রসূলুল্লাহ স. কত রাকাত বিতির পড়তেন? জবাবে তিনি বললেন: চার ও তিন (মোট সাত), আট ও তিন (মোট এগারো) এবং দশ ও তিন (মোট তেরো) রাকাত দ্বারা রসূলুল্লাহ স. বিতির পড়তেন। সাত রাকাতের কম এবং তেরো রাকাতের বেশী বিতির পড়তেন না। (আবু দাউদ: ১৩৬২)

হাদীসটির স্তর: সহীহ। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী/মুসলিমের রাবী। মুসনাদে আহমাদের তাহকীকে শায়খ শুআইব আরনাউত বলেন: إسناده صحيح على شرط مسلم "হাদীসটির সনদ মুসলিমের শর্তে সহীহ"। (মুসনাদে আহমাদ: ২৫১৫৯ নম্বর হাদীসের আলোচনায়) শয়খ আলবানীও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (সহীহ-জইফ আবু দাউদ: ১৩৬২)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ স.-এর বিতির সর্বাবস্থাতেই তিন রাকাত ছিলো। আর বিতিরের পূর্বে আদায়কৃত নামাযের রাকাত সংখ্যার পরিবর্তন হতো। তিনি বিতিরের পূর্বে কখনও চার রাকাত, কখনও ছয় রাকাত আবার কখনও আট রাকাত নামায পড়তেন।

ফায়দা : লক্ষণীয় বিষয় হলো: হযরত আয়েশা রা. এ হাদীসে রাতের পূর্ণ নামাযকেই বিতির বলেছেন। এ হাদীস ছাড়াও বিভিন্ন হাদীসে রাতে আদায়কৃত নামাযের পুরোটাকে বিতির বলা হয়েছে। এ কারণে বিভিন্ন হাদীসে বিতির নামাযের রাকাত সংখ্যা সাত, নয়, এগারো, তেরো, পনেরো এবং সতেরো পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে।

مَا أَخْبَرْنَاهُ أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ الْفَقِيهُ بِبُخَارَى، ثنا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ الْحَافِظُ، ثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ وَهَذَا وِتْرُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَنْهُ أَخَذَهُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ

হাদীস নম্বর-৩২১ : হযরত আয়েশা রা. বলেন: রসূলুল্লাহ স. বিতির নামায ৩ রাকাত পড়তেন। আর সালাম ফিরাতেন একাবারে শেষে গিয়ে। আর এটা হযরত উমার রা.-এর বিতির ছিলো। মদীনাবাসী তাঁর থেকে এটাই গ্রহণ করেছেন। (মুসতাদরাকে হাকেম: ১১৪০)

হাদীসটির স্তর: সহীহ। আহমাদ বিন সাহ্ল ও সালেহ বিন মুহাম্মাদ ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী/মুসলিমের রাবী। আহমাদ বিন সাহাল-এর ব্যাপারে আল্লামা খলীলী বলেন: ثقة متفق عليه. "তিনি সর্বসম্মতিক্রমে নির্ভরযোগ্য"। (ছিকাতু মিম্মাল লামইয়াকা' ফিল কুতুবিস সিত্তাহ: রাবী নম্বর-২৭১) আর সালেহ বিন মুহাম্মাদকে হাকেম নিজে হাফেজ বলেছেন। ইমাম যাইলাঈ বলেন: হাকেম এ হাদীসটি বর্ণনা করে এটাকে বুখারী-মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন। (নাসবুর রায়াহ: ১০১ নম্বর হাদীসের আলোচনায়)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হলো যে, রসূলুল্লাহ স.-এর বিতির, হযরত উমার রা.-এর বিতির এবং মদীনাবাসীদের বিতির ছিলো তিন রাকাত।

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ، كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَفِي الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَفِي الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ، فَإِذَا فَرَغَ، قَالَ عِنْدَ فَرَاغِهِ: «سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ»، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يُطِيلُ فِي آخِرِهِنَّ (رَوَاه النَّسَائِيْ فِيْ بَابِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فِي الْوِتْرِ)

হাদীস নম্বর-৩২২ : হযরত উবাই বিন কা'ব রা. বলেন: রসূলুল্লাহ স. তিন রাকাত বিতির পড়তেন। ১ম রাকাতে সূরা আ'লা, দ্বিতীয় রাকাতে সূরা কাফিরুন এবং তৃতীয় রাকাতে সূরা ইখলাস পড়তেন। আর রুকুর পূর্বে কুনূত পাঠ করতেন। নামায শেষ করে سبحان الملك القدوس দুআটি তিনবার বলতেন। আর শেষ বারে টেনে পড়তেন। (নাসাঈ: ১৭০২)

হাদীসটির স্তর: সহীহ। আলী বিন মাইমূন ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী। আর আলী বিন মাইমূন ثقة "নির্ভরযোগ্য"। (তাকরীব: ৫৩৯২) জামিউল উসূলের তাহকীকে শায়খ আব্দুল কাদের আরনাউত বলেন:

هو حديث صحيح "হাদীসটি সহীহ"। (জামিউল উসূল: ৪১৪৭) শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (সহীহ-জঈফ নাসাঈ: ১৬৯৯) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবু দাউদ: ১৪৩০ এবং ইবনে মাজাহ: ১১৭১ নম্বরেও বর্ণিত হয়েছে।

সারসংক্ষেপ : হযরত উবাই বিন কা'ব রা. থেকে বর্ণিত এ সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ স.-এর বিতির নামায ছিলো তিন রাকাত।

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ , قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْجُعْفِيُّ , قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو , عَنِ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ , عَنِ ابْنِ السَّبَّاقِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ , قَالَ: دَفَنَّا أَبَا بَكْرٍ لَيْلًا , فَقَالَ عُمَرُ: «إِنِّي لَمْ أُوتِرْ , فَقَامَ وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ , فَصَلَّى بِنَا ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ , لَمْ يُسَلِّمْ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ» (رَوَاه أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي :المتوفى: ٣٢١هـ فِيْ كتابه: شرح معاني الآثار: فِيْ بِابِ الوِتْرِ) رجاله رجال الصحيح و صَحَّحَه الحافظ ابن حجر فى الدراية فِيْ بِابِ الوِتْرِ

হাদীস নম্বর-৩২৩ : হযরত মিসওয়ার বিন মাখরামাহ রা. বলেন: আমরা হযরত আবু বকর রা.কে রাতের বেলা দাফন করলাম। হযরত উমার রা. বললেন: আমি বিতির পড়িনি। এ কথা বলে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। আমরাও তাঁর পিছে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি আমাদেরকে তিন রাকাত বিতির পড়ালেন এবং কেবল শেষে গিয়ে সালাম ফিরালেন। (ত্বহাবী: ১৭৪২)

হাদীসটির স্তর: সহীহ। ইবরাহীম বিন আবী দাউদ ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী/মুসলিমের রাবী। আর ইবনে আবী দাউদ হাফেজে হাদীস। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: তবকা: ১৫, রাবী নম্বর- ১৮৯) হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (আদদিরায়াহ বিতির অধ্যায়)

সারসংক্ষেপ : আমীরুল মুমিনীন হযরত উমার রা. থেকে বর্ণিত এ সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিতির নামায তিন রাকাত।

حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ , قَالَ:

«الْوِتْرُ ثَلَاثٌ , كَوِتْرِ النَّهَارِ , صَلَاةِ الْمَغْرِبِ» (رَوَاه أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي :المتوفى:٣٢١هـ فِيْ كتابه: شرح معاني الآثار فِيْ بِابِ الوِتْرِ رجاله رجال الصحيحين أو أحدهما غير إبراهيم بن مرزوق فإنه ثقة كما قال الحافظ فى التقريب رقم الراوى

হাদীস নম্বর-৩২৪ : হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. বলেন: বিতির তিন রাকাত; দিনের বিতির তথা মাগরিবের নামাযের মতো। (ত্বহাবী: ১৭৪৫)

হাদীসটির স্তর: সহীহ, মাউকুফ। ইবনে মারযুক ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী/মুসলিমের রাবী। আর ইবরাহীম বিন মারযুক ثقة "নির্ভরযোগ্য"। (তাকরীব-২৭৬) ইমাম বাইহাকী রহ. বলেন: هَذَا صَحِيحٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ مِنْ قَوْلِهِ "হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা.-এর নিজের বক্তব্য হিসেবে হাদীসটি সহীহ"। (সুনানুল কুবরা লিলবাইহাকী: ৪৮১২)

সারসংক্ষেপ : হযরত ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত এ সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিতির নামায তিন রাকাত এবং তা মাগরিবের মতো।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا أَبُو خَلْدَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ عَنِ الْوِتْرِ، فَقَالَ: «عَلَّمَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَلَّمُونَا أَنَّ الْوِتْرَ مِثْلُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ , غَيْرَ أَنَّا نَقْرَأُ فِي الثَّالِثَةِ , فَهَذَا وِتْرُ اللَّيْلِ , وَهَذَا وِتْرُ النَّهَارِ»

হাদীস নম্বর-৩২৫ : হযরত আবুল আলিয়া রহ. বলেন: আমাকে সাহাবায়ে কিরাম শিক্ষা দিয়েছেন যে, বিতির হলো মাগরিবের নামাযের মতো। তবে মাগরিবের তৃতীয় রাকাতে আমরা কিরাত পড়ি না। এটা হলো রাতের বিতির আর ওটা হলো দিনের বিতির। (ত্বহাবী: ১৭৪৩)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। আবু বাকরা ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী/মুসলিমের রাবী। আর আবু বাকরা قاض فقيه محدث "তিনি ছিলেন বিচারক, ফকীহ এবং মুহাদ্দিস"। (আ'লাম লিযযারকাশী: ২/৬০)

সারসংক্ষেপ : সহীহ সনদে বর্ণিত সাহাবায়ে কিরামের আমল থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিতির নামায তিন রাকাত এবং তা মাগরিবের মতো।

حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا عَفَّانُ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: ثنا ثَابِتٌ، قَالَ: «صَلَّى بِي أَنَسٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الْوِتْرَ أَنَا عَنْ يَمِينِهِ وَأُمُّ وَلَدِهِ خَلْفَنَا , ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ لَمْ يُسَلِّمْ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ , ظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُعَلِّمَنِي»

হাদীস নম্বর-৩২৬ : হযরত সাবিত রহ. বলেন: হযরত আনাস রা. আমাকে নিয়ে তিন রাকাত বিতির নামায পড়ালেন। আর সালাম ফিরালেন কেবল শেষে গিয়ে। আমি ছিলাম তাঁর ডানে আর ছেলের মা ছিলেন আমাদের পেছনে। আমার ধারণা, তিনি আমাদেরকে শেখাচ্ছিলেন। (ত্বহাবী: ১৭৪৭)

হাদীসটির স্তর:সহীহ, মাউকুফ। ইবনে মারযুক ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী/মুসলিমের রাবী। আর ইবরাহীম বিন মারযুক ثقة "নির্ভরযোগ্য"। (তাকরীব: ২৭৬) হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন: وَرَوَى الطَّحَاوِيّ من طَرِيق صَحِيح عَن أنس أَنه صَلَّى الْوتر ثَلَاث رَكْعَات لم يسلم إِلَّا فِي آخِرهنَّ "ইমাম ত্বহাবী রহ. হযরত আনাস রা. থেকে সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তিন রাকাত বিতির পড়েছেন আর সালাম ফিরিয়েছেন কেবল শেষে গিয়ে"। (আদদিরায়াহ: বিতির অধ্যায়)

সারসংক্ষেপ : সহীহ সনদে বর্ণিত হযরত আনাস রা.-এর আমল থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিতির নামায তিন রাকাত এবং সালাম হবে তৃতীয় রাকতে গিয়ে।

ফায়দা : উপরোক্ত এ সব সহীহ হাদীসের ভিত্তিতে আমরা তিন রাকাত বিতির পড়ে থাকি এবং এটাকে রসূলুল্লাহ স. ও সাহাবায়ে কিরামের আমল হিসেবে বিশ্বাস করি।

উপরন্তু, সাহাবায়ে কিরামের ইলমের ধারক মদীনার সাতজন ফকীহ যারা 'ফুকাহায়ে সাবআহ' নামে পরিচিত তাঁদের সকলের সিদ্ধান্তও এটা যে, বিতির তিন রাকাত এবং সালাম দিতে হবে তৃতীয় রাকাতে গিয়ে। ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন: وَرَوَى الطَّحَاوِيّ من طَرِيق ابْن أبي الزِّنَاد عَن أَبِيه عَن الْفُقَهَاء السَّبْعَة فِي مشيخة سواهُم أهل فقه وَصَلَاح أَن الْوتر ثَلَاث لَا يسلم إِلَّا فِي آخِرهنَّ "ইমাম ত্বহাবী রহ. ফুকাহায়ে সাবআহসহ অন্যান্য ফকীহ ও সংশোধক শায়খদের থেকে বর্ণনা করেছেন যে, বিতির তিন রাকাত এবং সালাম দিতে হবে তৃতীয় রাকাতে গিয়ে"।

এর বিপরীতে কোন কোন হাদীসে বিতির নামায এক রাকাত পড়ার কথাও বর্ণিত হয়েছে। যেমন বুখারী শরীফের নিম্নবর্ণিত হাদীসটি লক্ষ্য করুন:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى

رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى(رَوَاه الْبُخَارِيُّ فِيْ بَابِ مَا جَاءَ فِي الوِتْرِ)

হাদীস নম্বর-৩২৭ : হযরত ইবনে উমার রা. বলেন: এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ স.-এর নিকটে রাতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে জবাবে রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন: রাতের নামায দুই দুই রাকাত করে। অতঃপর তোমাদের কেউ ফজরের ওয়াক্ত হয়ে যাওয়ার আশংকা করলে এক রাকাত নামায পড়ে নিবে যা তার আদায়কৃত নামাযকে বিতির বানিয়ে দিবে। (বুখারী: ৯৩৭)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি সিহাহ সিত্তার সব কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। (জামিউল উসূল: ৪২০৪)

সারসংক্ষেপ : উপরোক্ত হাদীসে বলা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন: রাতের নামায দুই দুই রাকাত করে। অতঃপর যখন ফজরের ওয়াক্ত হয়ে যাওয়ার আশংকা করবে তখন এক রাকাত দ্বারা আদায়কৃত নামাযকে বেজোড় করে দিবে। এ হাদীস দ্বারা শুধু এক রাকাত বিতির পড়ার দলীল গ্রহণ করা সমীচীন নয়। কেননা, এক রাকাত বিতির পড়ার কথা যেসব হাদীসে বলা হয়েছে সেসব হাদীসে উক্ত এক রাকাতের আগে আর কোন নামায না পড়ে শুধুই এক রাকাত বিতির পড়তে হবে বলে কোন বিবরণ পাওয়া যায় না; বরং সব হাদীসেই উক্ত এক রাকতের আগে কোন না কোন নামাযের কথা বলা হয়েছে– যে নামাযকে উক্ত এক রাকাত দ্বারা বেজোড় বানাতে বলা হয়েছে। সুতরাং প্রথমে কোন নামায না পড়ে শুধু এক রাকাত বিতির পড়া প্রমাণবিহীন একটি আমল।

বিতিরের দ্বিতীয় রাকাতে বৈঠক করতে হবে

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وِتْرُ النَّهَارِ، فَأَوْتِرُوا صَلَاةَ اللَّيْلِ

হাদীস নম্বর-৩২৮ : হযরত ইবনে উমার রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. বলেন: মাগরিবের নামায হলো দিনের বিতির। সুতরাং তোমরা রাতের বিতিরও পড়। (মুসনাদে আহমাদ: ৪৮৪৭)

হাদীসটির স্তর: সহীহ। এ হাদীসের তাহকীকে শায়খ শুআইব আরনাউত বলেন: رجاله ثقات رجال الشيخين. "এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই নির্ভরযোগ্য, বুখারী-মুসলিমের রাবী"। (মুসনাদে আহমাদ: ৪৮৪৭)

সারসংক্ষেপ : হযরত ইবনে উমার রা. থেকে বর্ণিত এ সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মাগরিবের নামায হলো দিনের বিতির। আর বিতির নামায হলো রাতের বিতির। আর দিনের বিতির মাগরিবের নামাযে যেহেতু দ্বিতীয় রাকাতে বৈঠক আছে। সুতরাং বিতির নামাযের দ্বিতীয় রাকাতেও বৈঠক হবে।

حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ , قَالَ: «الْوِتْرُ ثَلَاثٌ , كَوِتْرِ النَّهَارِ , صَلَاةِ الْمَغْرِبِ» . (رَوَاه أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي :المتوفى: ٣٢١هـ فِيْ كتابه: شرح معاني الآثار: فِيْ بَابِ الوِتْرِ)

হাদীস নম্বর-৩২৯ : হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. বলেন: বিতির তিন রাকাত; দিনের বিতির তথা মাগরিবের নামাযের মতো। (ত্বহাবী: ১৭৪৫)

হাদীসটির স্তর: সহীহ, মাউকুফ। ইবনে মারযুক ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী/মুসলিমের রাবী। আর ইবরাহীম বিন মারযুক ثقة "নির্ভরযোগ্য"। (তাকরীব-২৭৬) ইমাম বাইহাকী রহ. বলেন: هَذَا صَحِيحٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ مِنْ قَوْلِهِ "হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা.-এর নিজের বক্তব্য হিসেবে হাদীসটি সহীহ"। (সুনানুল কুবরা লিলবাইহাকী: ৪৮১২)

সারসংক্ষেপ : হযরত ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত এ সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিতির নামায তিন রাকাত এবং তা মাগরিবের মতো। আর মাগরিবের নামাযে যেহেতু দ্বিতীয় রাকাতে বৈঠক আছে। সুতরাং বিতির নামাযের দ্বিতীয় রাকাতেও বৈঠক হবে।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا أَبُو خَلْدَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ عَنِ الْوِتْرِ، فَقَالَ: «عَلَّمَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَلَّمُونَا أَنَّ الْوِتْرَ مِثْلُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ , غَيْرَ أَنَّا نَقْرَأُ فِي الثَّالِثَةِ , فَهَذَا وِتْرُ اللَّيْلِ , وَهَذَا وِتْرُ النَّهَارِ»

হাদীস নম্বর-৩৩০ : হযরত আবুল আলিয়া রহ. বলেন: আমাকে সাহাবায়ে কিরাম শিক্ষা দিয়েছেন যে, বিতির হলো মাগরিবের নামাযের মতো। তবে মাগরিবের তৃতীয় রাকাতে আমরা কিরাত পড়ি না। এটা হলো রাতের বিতির আর ওটা হলো দিনের বিতির। (ত্বহাবী: ১৭৪৩)

হাদীসটির স্তর: সহীহ। আবু বাকরা ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী/মুসলিমের রাবী। আর আবু বাকরা قاض فقيه محدث "তিনি ছিলেন বিচারক, ফকীহ ও মুহাদ্দিস"। (আ'লাম লিযযারকাশী: ২/৬০)

সারসংক্ষেপ : সাহাবায়ে কিরামের বক্তব্য থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত যে, বিতিরের নামায তিন রাকাত এবং তা মাগরিবের মতো। আর মাগরিবের নামাযে যেহেতু দ্বিতীয় রাকাতে বৈঠক আছে। সুতরাং বিতির নামাযের দ্বিতীয় রাকাতেও বৈঠক হবে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ، ... قَالَ: قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْبِئِينِي عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: "كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ، فَيَبْعَثُهُ اللهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَتَسَوَّكُ، وَيَتَوَضَّأُ، وَيُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيهَا إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ، فَيَذْكُرُ اللهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّ التَّاسِعَةَ، ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا،(رَوَاه مُسْلِمٌ فِيْ بَابِ جَامِعِ صَلَاةِ اللَّيْلِ، وَمَنْ نَامَ عَنْهُ أَوْ مَرِضَ)

হাদীস নম্বর-৩৩১ : হযরত সা'দ বিন হিশাম রহ. বলেন: আমি হযরত আয়েশা রা.কে বললাম: হে উম্মুল মুমিনীন, আমাকে রসূলুল্লাহ স.-এর বিতির সম্পর্কে বলুন। জবাবে হযরত আয়েশা রা বললেন: আমরা রসূলুল্লাহ স.-এর মিসওয়াক ও অযুর পানি প্রস্তুত রাখতাম। অতঃপর আল্লাহ তাআলা যখন ইচ্ছা তাঁকে রাতে ঘুম থেকে উঠাতেন। তারপর তিনি মিসওয়াক করতেন, অযু করতেন এবং নয় রাকাত নামায পড়তেন আর অষ্টম রাকাত ছাড়া বসতেন না। অতঃপর এ বৈঠকে আল্লাহর জিকির করতেন, তাঁর প্রশংসা করতেন এবং তাঁকে ডাকতেন। এরপর সালাম না ফিরিয়ে উঠে যেতেন। অতঃপর দাঁড়িয়ে নবম রাকাত পড়ে বসতেন এবং এ বৈঠকে আল্লাহর জিকির করতেন, তাঁর প্রশংসা করতেন এবং তাঁকে ডাকতেন। এরপর আমাদেরকে শুনিয়ে সালাম ফিরাতেন। (সংক্ষেপিত: মুসলিম: ১৬১২)

হাদীসটির স্তর: সহীহ। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবু দাউদ, নাসাঈ এবং ইবনে মাজাহ শরীফেও বর্ণিত আছে। (জামিউল উসূল: ৪১৯৯)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীসে বলা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ স. বিতিরের যে রাকাতে সালাম ফিরাতেন তার পূর্বের রাকাতে বসতেন– যা তিন রাকাত বিতিরের দ্বিতীয় রাকাত।

ফায়দা : অষ্টম রাকাতের পূর্বে রসূলুল্লাহ স. বসতেন না মর্মে রসূলুল্লাহ স.এর নামাযের যে পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো, তার প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করা হলে বুখারী শরীফের ৯৩৭ নম্বরে হযরত ইবনে উমার রা. থেকে বর্ণিত হাদীস "রাতের নামায দুই দুই রাকাত করে"-এর সাথে সাংঘর্ষিক হয়। এমনকি হযরত আয়েশা রা. থেকে মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হাদীস যা বুখারী-মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ– তার সাথেও সাংঘর্ষিক হয়। যেহেতু সে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, يَجْلِسُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَيُسَلِّمُ "তিনি প্রতি দুই রাকাতে বসতেন এবং সালাম ফিরাতেন"। (মুসনাদে আহমাদ: ২৪৯২১)

এসব হাদীসের কারণে মুহাদ্দিসীনে কিরাম উপরোক্ত হাদীসের এমন অর্থ করেছেন যে, রসূলুল্লাহ স. অষ্টম রাকাতের পূর্বে এমন বৈঠক করেননি যে বৈঠকে সালাম নেই; বরং তিনি প্রতি দুই রাকাতে বৈঠক করেছেন এবং সালামও ফিরিয়েছেন। কেবল অষ্টম রাকাতে গিয়ে শুধু বৈঠক করেছেন অথচ সালাম ফিরাননি। (ফাতহুল মুলহিম: রাতের নামায অধ্যায়)

এ ব্যাখ্যা মোতাবেক দুই দুই রাকাত করে ছয় রাকাত পড়েছেন। অতঃপর নতুন তাহরিমার মাধমে শুরু করা তিন রাকাত বিতির শুরু করে তার দ্বিতীয় রাকাতে বসেছেন যা মোট নামাযের অষ্টম রাকাত। তিনি এ রাকাতে সালাম ফিরাননি। বিতিরের তৃতীয় আর মোট নামাযের নবম রাকাতে গিয়ে সালাম ফিরিয়েছেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ স. তিন রাকাত বিতির পড়তেন এবং দ্বিতীয় রাকাতে বৈঠক করতেন; কিন্তু সালাম ফিরাতেন না। তৃতীয় তথা শেষ রাকাতে গিয়ে সালাম ফিরাতেন।

এ বর্ণনাটি নাসাঈ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। সে বর্ণনা দ্বারা আমাদের এ ব্যাখ্যা পরিপূর্ণ সঠিক সাব্যস্ত হয়। বর্ণনাটি নিম্নরূপ:

أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَيِ الْوِتْرِ(رَوَاه النَّسَائِيْ فِيْ بَابِ بَابُ كَيْفَ الْوِتْرُ بِثَلَاثٍ)

হাদীস নম্বর-৩৩২ : হযরত আয়েশা রা. বলেন: রসূলুল্লাহ স. বিতিরের দ্বিতীয় রাকাতে সালাম ফিরাতেন না। (নাসাঈ: ১৭০১)

হাদীসটির স্তর: সহীহ। ইসমাঈল বিন মাসউদ ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী। আর ইসমাঈল ثِقَةٌ "নির্ভরযোগ্য"। (তাকরীব: ৫৫০) ইবনে হাযাম তাঁর 'মুহাল্লা' কিতাবের ২৯০ নম্বর মাসআলার অধীনে এ হাদীসটি বর্ণনা করে বলেন: هَذَا كُلُّ مَا صَحَّ عِنْدَنَا "আমাদের নিকটে যা সহীহ তা এই"। (আল মুহাল্লা: আফযালুল বিতির অধ্যায়)। হাকেম আবু আব্দুল্লাহ তাঁর মুসতাদরাক কিতাবে হাদীসটি বর্ণনা করে বলেন: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ [التعليق - من تلخيص الذهبي] على شرطهما এ" হাদীসটি বুখারী-মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ; কিন্তু তাঁরা কেউ এটা বর্ণনা করেননি"। ইমাম জাহাবীও বলেন: এটা বুখারী-মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ। (মুসতাদরাকে হাকেম: ১১৩৯)

সারসংক্ষেপ : উপরোক্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী মুসলিম শরীফ থেকে বর্ণিত হযরত আয়েশা রা.-এর হাদীসের সাথে এ হাদীসের কোন বিরোধ নেই। দ্বিতীয় রাকাতে সালাম ফিরাতেন না শব্দই প্রমাণ করে যে, দ্বিতীয় রাকাতে বৈঠক আছে। তা না হলে বৈঠকবিহীন সালামের কথা আসবে কীভাবে?

উল্লিখিত হাদীসগুলোর বিপরীতে ইমাম দারাকুতনী রহ. হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণনা করেন: لَا تُوْتِرُوا بِثَلَاثٍ, أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ , أَوْ بِسَبْعٍ وَلَا تَشَبَّهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ "তোমরা তিন রাকাত দ্বারা বিতির পড়বে না; বরং পাঁচ বা সাত রাকাত দ্বারা বিতির পড়বে এবং মাগরিবের সাথে মিলিয়ে ফেলবে না"। (দারাকুতনী: ১৬৫০)

এ হাদীস দ্বারা মূলতঃ তিন রাকাত বিতির বর্জন করার কথা বলা হয়নি। কেননা, তিন রাকাত বিতিরের দলীল তো অসংখ্য সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আর এখানে শুধু তিন রাকাত পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। অর্থাৎ, মাগরিবের নামায যেমন তিন রাকাত পড়া হয় এবং এর পূর্বে কোন নামায পড়া হয় না; তোমরা বিতির নামাযকেও এমন বানিও না যে, শুধু তিন রাকাত নামায পড়লে, আর তার পূর্বে কোন নফল নামায পড়লে না। হযরত আবু হুরাইরা রা.-এর হাদীসের এ অর্থ করা না হলে তিন রাকাত বিতিরের আমল সম্বলিত অসংখ্য সহীহ হাদীস বর্জন করা আবশ্যক হবে– যা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। আর এ ব্যাখ্যা মেনে নেয়া হলে

সব ধরণের সহীহ হাদীসই আমলে এসে যাবে কোন সহীহ হাদীস পরিত্যাগ করতে হবে না।

বিতিরের তিন রাকাতের মাঝে কোন সালাম নেই

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَلاَ يُسَلِّمُ إِلاَّ فِي آخِرِهِنَّ وَيَقُولُ يَعْنِي بَعْدَ التَّسْلِيمِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ثَلاَثًا

হাদীস নম্বর-৩৩৩ : হযরত উবাই বিন কা'ব রা. বলেন: রসূলুল্লাহ স. বিতিরের **১ম** রাকাতে সূরা আ'লা, দ্বিতীয় রাকাতে সূরা কাফিরুন এবং তৃতীয় রাকাতে সূরা ইখলাস পড়তেন। আর শুধু শেষ রাকাতেই সালাম ফিরাতেন। সালামের পরে سبحان الملك القدوس দুআটি তিনবার বলতেন। (নাসাঈ: ১৭০৪)

হাদীসটির স্তর: সহীহ লিগইরিহী। আব্দুল আযীয বিন খালিদ ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী/মুসলিমের ثقةٌ "নির্ভরযোগ্য" রাবী। আর আব্দুল আযীয বিন খালিদ مقبول "গ্রহণযোগ্য"। (তাকরীব: ৪৫৮৪) উপরন্তু, অন্যান্য সহীহ হাদীস দ্বারা এ হাদীসের বিষয়বস্তু সমর্থিত। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (সহীহ-জঈফ নাসাঈ: ১৭০১)

مَا أَخْبَرْنَاهُ أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ الْفَقِيهُ بِبُخَارَى، ثنا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ الْحَافِظُ، ثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ وَهَذَا وِتْرُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «وَعَنْهُ أَخَذَهُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ

হাদীস নম্বর-৩৩৪ : হযরত আয়েশা রা. বলেন: রসূলুল্লাহ স. বিতির নামায ৩ রাকাত পড়তেন; যার শেষেই সালাম ফিরাতেন। আর এটা হযরত উমার রা.-এর

বিতির ছিলো। মদীনাবাসী তাঁর থেকে এটাই গ্রহণ করেছেন। (মুসতাদরাকে হাকেম: ১১৪০)

আহমাদ বিন সাহ্ল ও সালেহ বিন মুহাম্মাদ ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী/মুসলিমের রাবী। আহমাদ বিন সাহ্ল সম্পর্কে সিহাহ সিত্তায় যাদের বর্ণনা নেই সেসব নির্ভরযোগ্য রাবীদের তালিকা সম্বলিত কিতাবে আল্লামা কাসেম বিন কুতলুবুগা রহ. বলেন: قال الخليلي: ثقة متفق عليه. "আল্লামা খলীলী রহ. বলেন: তিনি সর্বসম্মতিক্রমে নির্ভরযোগ্য"। (রাবী নম্বর- ২৭১) আর সালেহ বিন মুহাম্মাদকে হাকেম নিজে হাফেজ বলেছেন। উপরন্তু, ইমাম জাহাবী রহ.ও এ হাদীসের ওপর কোন আপত্তি করেননি। সুতরাং হাদীসটি সহীহ।

أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَيِ الْوِتْرِ (رَوَاه النَّسَائِيْ فِيْ بَابِ بَابُ كَيْفَ الْوِتْرُ بِثَلَاثٍ)

হাদীস নম্বর-৩৩৫ : হযরত আয়েশা রা. বলেন: রসূলুল্লাহ স. বিতিরের দ্বিতীয় রাকাতে সালাম ফিরাতেন না। (নাসাঈ: ১৭০১)

হাদীসটির স্তর: সহীহ। ইসমাঈল বিন মাসউদ ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী। আর ইসমাঈল ثقة "নির্ভরযোগ্য"। (তাকরীব: ৫৫০) আব্দুল কাদির আরনাউত 'জামিউল উসূলের তাহকীকে বলেন: إسناده صحيح "হাদীসটির সনদ সহীহ"। (জামিউল উসূল: ৪১৬৮)

أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَيِ الْوِتْرِ

হাদীস নম্বর-৩৩৬ : হযরত আয়েশা রা. বলেন: রসূলুল্লাহ স. বিতিরের দ্বিতীয় রাকাতে সালাম ফিরাতেন না। (নাসাঈ: ১৬৯৮)

হাদীসটির স্তর: সহীহ। ইসমাঈল বিন মাসউদ ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী। আর ইসমাঈল ثقةٌ নির্ভরযোগ্য। (তাকরীব: ৫৫০) সুতরাং হাদীসটি সহীহ। ইবনে হাযাম তাঁর 'মুহাল্লা' কিতাবের ২৯০ নম্বর

মাসআলার অধীনে এ হাদীসটি বর্ণনা করে বলেন: هَذَا كُلُّ مَا صَحَّ عِنْدَنَا "আমাদের নিকটে যা সহীহ তা এই"। (আল মুহাল্লা: আফযালুল বিতির অধ্যায়)

হাকেম আবু আব্দুল্লাহ তাঁর মুসতাদরাক কিতাবে হাদীসটি বর্ণনা করে বলেন: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ [التعليق - من تلخيص الذهبي] على شرطهما "এ হাদীসটি বুখারী-মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ; কিন্তু তাঁরা কেউ এটা বর্ণনা করেননি"। ইমাম জাহাবীও বলেন: এটা বুখারী-মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ। (মুসতাদরাকে হাকেম: ১১৩৯)

সারসংক্ষেপ : হযরত আয়েশা রা. বর্ণিত এ হাদীস দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, বিতিরের তিন রাকাতের মাঝে কোন সালাম নেই; বরং দ্বিতীয় রাকাতে বসে তাশাহহুদ পড়ে রসূলুল্লাহ স. তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন এবং তৃতীয় রাকাত শেষ করে সালাম ফিরাতেন।

এর বিপরীতে দুই রাকাত পড়ে সালাম ফিরিয়ে উঠে আর এক রাকাত পড়ার আমলও বর্ণিত আছে। (বুখারী: ৯৩৭) কিন্তু অধিক সংখ্যক সহীহ হাদীসের বিবরণ এবং সাহাবায়ে কিরামের মাঝে ব্যাপক প্রচলনের কারণে আমরা দ্বিতীয় রাকাতে বৈঠক এবং শেষ রাকাতে সালাম ফিরানোর মাধ্যমে তিন রাকাত বিতির পড়ার আমল গ্রহণ করে থাকি।

বিতির নামাযে সর্বদা দুআ কুনূত পড়া

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ . رضى الله عنه . عَنِ الْقُنُوتِ، فِي الصَّلاَةِ فَقَالَ نَعَمْ. فَقُلْتُ كَانَ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ قَالَ قَبْلَهُ. قُلْتُ فَإِنَّ فُلاَنًا أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَهُ، قَالَ كَذَبَ إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا،

হাদীস নম্বর-৩৩৭ : আসিমুল আহওয়াল রহ. বলেন: আমি হযরত আনাস রা.কে নামাযে দুআ কুনূত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন: হ্যাঁ, (নামাযে দুআ কুনূত পড়বে)। আমি বললাম: রুকুর আগে না পরে? তিনি বললেন: রুকুর আগে। আমি বললাম: অমুক আমাকে আপনার সম্পর্কে খবর দিয়েছে যে, আপনি বলেছেন রুকুর পরে। তিনি বললেন: সে মিথ্যা বলেছে। রসূলুল্লাহ স. রুকুর পরে মাত্র এক মাস দুআ কুনূত পড়েছেন। (বুখারী: ৩৭৯৬)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম,আবু দাউদ এবং নাসাঈ শরীফেও বর্ণিত আছে। (জামিউল উসূল: ৩৫৩১)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীসের বর্ণনায় হযরত আনাস বললেন যে, কুনূত পড়তে হবে রুকুর পূর্বে। প্রশ্নকারী রুকুর পরে পড়ার কথা বললে তিনি জবাব দিলেন যে, রসূলুল্লাহ স. রুকুর পরে কুনূত পড়েছেন মাত্র এক মাস। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, রুকুর পূর্বে কুনূত পড়ার আমলটি রসূলুল্লাহ স.-এর স্থায়ী এবং সার্বক্ষণিক আমল।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ، قَالَ قَالَ الْحَسَنُ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي الْوِتْرِ فِي الْقُنُوتِ اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ "(رَوَاه النَّسَائِيْ فِيْ بَابِ الدُّعَاءِ فِي الْوِتْرِ)

হাদীস নম্বর-৩৩৮ : হযরত হাসান রা. বলেন: আমাকে রসূলুল্লাহ স. কিছু কালিমা শিক্ষা দিয়েছেন যা আমি বিতির নামাযে পড়ে থাকি। দুআটি এই: اللهم اهدنى فى من هديت وعافنى فى من عافيت وتولنى فيمن توليت وبارك لى فيما قضيت انك تقضى ولا يقضى عليك وانه لا يذل من واليت تباركت ربنا و تعاليت (নাসাঈ: ১৭৪৮)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। বুরাইদ ও আবুল হাওরা ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী। আর বুরাইদ বিন আবু মারিয়াম ثقةٌ "নির্ভরযোগ্য"। (তাকরীব: ৭৪৩) আবুল হাওরা ثقةٌ "নির্ভরযোগ্য"। (তাকরীব: ২০৮৫) মুসনাদে আহমাদের তাহকীকে শায়খ শুআইব আরনাউত বলেন: إسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات "হাদীসটির সনদ সহীহ এবং বর্ণনাকারীগণ সবাই-ই নির্ভরযোগ্য"। (মুসনাদে আহমাদ: ১৭১৮) শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (সহীহ-জঈফ নাসাঈ: ১৭৪৫) ইমাম তিরমিজী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। (তিরমিজী: ৪৬৪) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবু দাউদ, তিরমিজী এবং ইবনে মাজাহ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামিউল উসূল: ৩৫৪১)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীসে কুনূত পড়ার কথা বলা হয়েছে; কিন্তু কোন নির্দিষ্ট সময়ের কথা বলা হয়নি। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিতির নামাযে দুআয়ে কুনূত

পড়তে হয় এবং তা সর্বদা পড়তে হয়। ইমাম তিরমিজী রহ. এ হাদীস বর্ণনান্তে বলেন:

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي القُنُوتِ فِي الوِتْرِ. فَرَأَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ القُنُوتَ فِي الوِتْرِ فِي السَّنَةِ كُلِّهَا، وَاخْتَارَ القُنُوتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ المُبَارَكِ، وَإِسْحَاقُ، وَأَهْلُ الكُوفَةِ،

"উলামায়ে কিরাম বিতিরের কুনূতের ব্যাপারে বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. মনে করেন: বিতির সারা বছর পড়তে হবে এবং তা রুকুর পূর্বে পড়তে হবে। এটা কিছু সংখ্যক উলামায়ে কিরামের মত। আর এ মতই পোষণ করে থাকেন সুফিয়ান সাওরী, আব্দুল্লাহ বিন মুবারক, ইসহাক বিন রাহওয়াইহ এবং কুফাবাসী"।

বিতিরে কুনূতের আগে তাকবীর বলে হাত উঠানো

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ الْمُحَارِبِيُّ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي آخِرِ رَكْعَةٍ مِنَ الْوِتْرِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرَّكْعَةِ قَالَ الْبُخَارِيُّ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا صَحِيحَةٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُخَالِفُ بَعْضُهَا بَعْضًا , وَلَيْسَ فِيهَا تَضَادٌ لِأَنَّهَا فِي مَوَاطِنَ مُخْتَلِفَةٍ

হাদীস নম্বর-৩৩৯ : হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. বিতিরের শেষ রাকাতে সূরা ইখলাস পড়তেন। অতঃপর উভয় হাত উত্তোলন করতেন এবং রুকুর পূর্বে দুআ কুনূত পড়তেন। ইমাম বুখারী রহ. বলেন: রসূলুল্লাহ স.-এর এ হাদীসগুলো সবই সহীহ– যার একটি অপরটির বিরোধী নয়; এতে কোন বৈপরীত্যও নেই। কেননা, (দৃশ্যতঃ যে বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়) তা স্থানের বিভিন্নতার কারণে হয়েছে। (জুযউ রফইল ইয়াদাইন: ৯৬)

ইমাম বুখারী রহ. তাঁর 'জুযউ রফইল ইয়াদাইন' কিতাবে হাদীসটি উল্লেখ করে এটাকে সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে অনুরূপ বর্ণনা ইবনে আবী শাইবাতেও নির্ভরযোগ্য সনদে বর্ণিত হয়েছে। (হাদীস: ৭০২৭ ও ৭০২৮)

حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ.

হাদীস নম্বর-৩৪০ : হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত: তিনি বিতির নামাযের দুআয়ে কুনূতের সময়ে হাত উঠাতেন। (ইবনে আবী শাইবা: ৭০২৭)

এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী/মুসলিমের রাবী। শুধু লাইস বিন আবী সুলাইম কিছুটা দুর্বল। তবে এ হাদীসের বিষয়বস্তু অনেক সহীহ হাদীস দ্বারা সমর্থিত। সুতরাং হাদীসটি সহীহ লিগাইরিহী। ইবনে আবী শাইবা ভিন্ন আরেকটি সনদেও উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন (হাদীস নম্বর- ৭০২৮)

রুকুর পূর্বে দুআয়ে কুনূত পড়া

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ القُنُوتِ، فَقَالَ: قَدْ كَانَ القُنُوتُ قُلْتُ: قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ؟ قَالَ: قَبْلَهُ، قَالَ: فَإِنَّ فُلاَنًا أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَقَالَ: «كَذَبَ إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا، أُرَاهُ كَانَ بَعَثَ قَوْمًا يُقَالُ لَهُمْ القُرَّاءُ، زُهَاءَ سَبْعِينَ رَجُلًا، إِلَى قَوْمٍ مِنَ المُشْرِكِينَ دُونَ أُولَئِكَ، وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ، فَقَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ»(رَوَاه الْبُخَارِيُّ فِيْ بَابِ الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ)

হাদীস নম্বর-৩৪১ : আসিমুল আহওয়াল রহ. বলেন: আমি হযরত আনাস রা.কে নামাযে দুআয়ে কুনূত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন: হ্যাঁ, নামাযে দুআয়ে কুনূত ছিলো। আমি বললাম: রুকুর আগে না পরে? তিনি বললেন: রুকুর আগে। আমি বললাম: অমুক আমাকে আপনার সম্পর্কে খবর দিয়েছে যে, আপনি বলেছেন রুকুর পরে। তিনি বললেন: সে মিথ্যা বলেছে। রসূলুল্লাহ স. রুকুর পরে মাত্র এক মাস দুআ কুনূত পড়েছেন। আমার মনে হয়: রসূলুল্লাহ স. কুররা খ্যাত সত্তরজনের মতো একদল মানুষকে কোন এক মুশরিক সম্প্রদায়ের দিকে পাঠিয়েছিলেন। তবে তাদের উদ্দেশ্যে নয়; বরং তাদের সঙ্গে রসূলুল্লাহ স.-এর

চুক্তি ছিলো। (সেসব নিরপরাধ মুসলমানদের হত্যার কারণে) রসূলুল্লাহ স. তাদের বিরুদ্ধে বদ দুআ করার জন্য এক মাস কুনূত পড়েছিলেন। (বুখারী: ৯৪৮)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, আবু দাউদ এবং নাসাঈ শরীফেও বর্ণিত আছে। (জামিউল উসূল: ৩৫৩১)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীসের বর্ণনায় হযরত আনাস বললেন যে, কুনূত পড়তে হবে রুকুর পূর্বে। প্রশ্নকারী রুকুর পরে পড়ার কথা বললে তিনি জবাব দিলেন যে, রসূলুল্লাহ স. রুকুর পরে কুনূত পড়েছেন মাত্র এক মাস। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, রুকুর পূর্বে কুনূত পড়ার আমলটি রসূলুল্লাহ স.-এর স্থায়ী এবং সার্বক্ষণিক আমল।

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ، كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَفِي الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَفِي الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ، فَإِذَا فَرَغَ، قَالَ عِنْدَ فَرَاغِهِ «سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ»، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يُطِيلُ فِي آخِرِهِنَّ (رَوَاه النَّسَائِىْ فِىْ بَابِ ذِكْرِ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فِي الْوِتْرِ)

হাদীস নম্বর-৩৪২ : হযরত উবাই বিন কা'ব রা. বলেন: রসূলুল্লাহ স. তিন রাকাত বিতির পড়তেন। ১ম রাকাতে সূরা আ'লা, দ্বিতীয় রাকাতে সূরা কাফিরুন এবং তৃতীয় রাকাতে সূরা ইখলাস পড়তেন। আর রুকুর পূর্বে কুনূত পাঠ করতেন। নামায শেষ করে سبحان الملك القدوس দুআটি তিনবার বলতেন। আর শেষ বারে টেনে পড়তেন। (নাসাঈ: ১৭০১)

হাদীসটির স্তর: সহীহ। আলী বিন মাইমূন ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী। আর আলী বিন মাইমূন ثقة "নির্ভরযোগ্য"। (তাকরীব: ৫৩৯২) জামিউল উসূলের তাহকীকে শায়খ আব্দুল কাদির আরনাউত বলেন: هو حديث صحيح "হাদীসটি সহীহ"। (জামিউল উসূল: ৪১৪৭) শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (সহীহ-জঈফ নাসাঈ: ১৬৯৯) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবু দাউদ: ১৪৩০ এবং ইবনে মাজাহ: ১১৭১ নম্বরেও বর্ণিত হয়েছে।

সারসংক্ষেপ : হযরত উবাই বিন কা'ব রা. বর্ণিত এ সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ স. বিতির নামাযে রুকুর পূর্বে কুনূত পাঠ করতেন।

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ «أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ وَأَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانُوا يَقْنُتُونَ فِي الْوَتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ»

হাদীস নম্বর-৩৪৩ : হযরত আলকামা রহ. বলেন: হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. এবং সাহাবায়ে কিরাম রুকুর পূর্বে কুনূত পড়তেন। (ইবনে আবী শাইবা: ৬৯৮৩)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী/মুসলিমের রাবী। হাফেজ ইবনে ইবনে হাজার আসকালানী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। (আদদিরায়াহ: বিতির নামায অধ্যায়)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে কিরাম রুকুর পূর্বে কুনূত পাঠ করতেন। আর এটাই রসূলুল্লাহ স.-এর শিক্ষা। কেননা, সাহাবায়ে কিরামের উসতাদ তিনি ছাড়া আর কেউ নন।

দুআ কুনূতের স্বরূপ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ، قَالَ قَالَ الْحَسَنُ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي الْوَتْرِ فِي الْقُنُوتِ اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ(رَوَاه النَّسَائِىْ فِىْ بَابِ الدُّعَاءِ فِي الْوِتْرِ)

হাদীস নম্বর-৩৪৪ : হযরত হাসান রা. বলেন: আমাকে রসূলুল্লাহ স. কিছু কালিমা শিক্ষা দিয়েছেন যা আমি বিতিরের নামাযে পড়ে থাকি। দুআটি এই: اللهم اهدنى فى من هديت وعافنى فى من عافيت وتولنى فيمن توليت وبارك لى فيما قضيت انك تقضى ولا يقضى عليك وانه لا يذل من واليت تباركت ربنا و تعاليت (নাসাঈ: ১৭৪৮)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। বুরাইদ ও আবুল হাওরা ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী। আর বুরাইদ বিন আবু মারিয়াম ثقة

“নির্ভরযোগ্য”। (তাকরীব: ৭৪৩) আবুল হাওরা ثقةٌ “নির্ভরযোগ্য”। (তাকরীব: ২০৮৫) মুসনাদে আহমাদের তাহকীকে শায়খ শুআইব আরনাউত বলেন: إسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات “হাদীসটির সনদ সহীহ এবং বর্ণনাকারীগণ সবাই-ই নির্ভরযোগ্য”। (মুসনাদে আহমাদ: ১৭১৮) শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (সহীহ-জঈফ নাসাঈ: ১৭৪৫) ইমাম তিরমিজী রহ. হাদীসটিকে হাসান কলেছেন। (তিরমিজী: ৪৬৪) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবু দাউদ, তিরমিজী এবং ইবনে মাজাহ শরীফেও বর্ণিত আছে। (জামিউল উসূল: ৩৫৪১)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীসের বর্ণনা মতে হযরত হাসান রা. বিতির নামাযে পূর্বোক্ত দুআটি পড়তেন যা রসূলুল্লাহ স. তাঁকে শিক্ষা দিয়েছেন। অতএব, বিতিরের কুনুতে ওই দুআটি পড়া উত্তম হবে।

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ عَلَّمَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ أَنْ نَقْرَأَ فِي الْقُنُوتِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ ، وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ ، وَلاَ نَكْفُرُكَ ، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ ، إِنَّ عَذَابَكَ الْجِدَّ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ.

হাদীস নম্বর-৩৪৫ : আবু আব্দুর রহমান রহ. বলেন: হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. আমাদেরকে এ দুআ কুনূত পড়তে শিক্ষা দিয়েছেন: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ ، الْخَيْرَ ، وَلاَ نَكْفُرُكَ ، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ ، إِنَّ عَذَابَكَ الْجِدَّ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ (ইবনে আবী শাইবা: ৬৯৬৫,৩০৩২৬)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী/মুসলিমের রাবী এবং হাদীসটির সনদ সহীহ।

সারসংক্ষেপ : মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা: ৭১০৪ নম্বর হাদীসে وَنُثْنِي عَلَيْكَ - এর পূর্বে وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْك এবং আব্দুর রযযাক: ৪৯৭৮ নম্বর হাদীসে وَلاَ نَكْفُرُكَ -এর পূর্বে ونشكرك শব্দটি অতিরিক্ত আছে। সব মিলে ওই দুআটির পূর্ণ রূপ প্রমাণিত হয় যা আমরা বিতিরে দুআ কুনূত হিসেবে পড়ে থাকি। সুতরাং এ দুআটি বিতিরের কুনূত হিসেবে পড়া যেতে পারে।

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قُلْ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ : اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ

হাদীস নম্বর-৩৪৬ : হযরত ইবরাহীম নাখঈ রহ. বলেন: তুমি বিতির নামাযে এই দুআ বল: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُ.. (ইবনে আবী শাইবা: ৬৯৬৪)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের ثقةٌ “নির্ভরযোগ্য” রাবী এবং হাদীসটির সনদ সহীহ।

সারসংক্ষেপ : হযরত ইবরাহীম নাখঈ রহ. সাহাবায়ে কিরামের ছাত্র। তাঁর এ সিদ্ধান্ত মানেই সাহাবায়ে কিরামের শিক্ষা। অতএব, বিতির নামাযে এ দুআটি দুআয়ে কুনূত হিসেবে পড়া যেতে পারে।

ফায়দা : কুনূতের জন্য বিভিন্ন প্রকার দুআ হাদীসে বর্ণিত আছে। এ কারণে যে কোন দুআ পড়লেই কুনূতের দায়িত্ব পালন হয়ে যাবে। ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর ‘মাবসুত’ কিতাবে বর্ণিত আছে যে, قلت: فهل فيه دعاء موقت قال لا “আবু সুলাইমান যাওযাজানী রহ. বলেন: আমি ইমাম মুহাম্মাদ রহ.কে জিজ্ঞেস করলাম: বিতিরের নামাযে কি কোন নির্ধারিত দুআ আছে? তিনি বললেন: না, কোন নির্ধারিত দুআ নেই”। (আল মাবসুত: بَاب مَا جَاءَ فِي الْقِيَام فِي الْفَرِيضَة)

ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর উক্তি অনুযায়ী বিতির নামাযে কোন দুআ নির্ধারিত নেই; বরং যে কোন দুআ পড়ারই সুযোগ রয়েছে। অবশ্য, হানাফী মাজহাবের কোন কোন কিতাবে বর্ণিত আছে যে, اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ নামে যে মাশহুর দুআ প্রসিদ্ধ রয়েছে তা পড়া উত্তম হবে। কিন্তু সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে বরং মনে হয় যে, রসূলুল্লাহ স. হযরত হাসান রা.কে যে দুআ পড়তে শিক্ষা দিয়েছেন সেটা তুলনামূলক বেশী উত্তম হবে। কেননা, সনদের বিবেচনায় উক্ত হাদীসটি সহীহ। আবার দুআটি ‘রসূলুল্লাহ স. নিজে শিক্ষা দিয়েছেন’ কথাটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। আর মাশহুর কুনূত ‘কুনূতে নাযিলার’ ভাষার সাথেও এর যথেষ্ট মিল রয়েছে।

সফরে কছর করা আবশ্যক

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتِ الصَّلاَةُ أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ فَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ، وَأُتِمَّتْ

صَلاَةُ الْحَضَرِ. قَالَ الزُّهْرِيُّ فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ مَا بَالُ عَائِشَةَ تُتِمُّ قَالَ تَأَوَّلَتْ مَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ.(رَوَاه الْبُخَارِيُّ فِيْ بَابِ يَقْصُرُ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَوْضِعِهِ)

হাদীস নম্বর-৩৪৭ : হযরত আয়েশা রা. বলেনঃ সর্বপ্রথম নামায দুই দুই রাকাত করে ফরয হয়। পরবর্তীতে সফরে নামায সেভাবেই বহাল রয়েছে। আর মুকীম অবস্থার নামায (চার রাকাত) পূর্ণ করা হয়েছে। ইমাম যুহরী রহ. বলেনঃ আমি হযরত উরওয়াকে বললামঃ আয়েশা রা.-এর হালাত কী হলো? তিনি কেন নামায পূর্ণ আদায় করতেন? তিনি বললেনঃ হযরত উসমান রা. যে ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন, হযরত আয়েশা রা.ও সে ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন। (বুখারীঃ ১০২৯, মুসলিম- ১৪৪৫)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, আবু দাউদ এবং নাসাঈ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামিউল উসূলঃ ৩২৩৯)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, সফরের হালাতে দুই রাকাতই পূর্ণ নামায। সুতরাং সফরে চার রাকাত পড়ার কোন সুযোগ নেই; বরং নামায কছর করে দু'রাকাত পড়াই আবশ্যক। কেননা, পূর্ণ হওয়ার পরে বাড়তি করার কোন সুযোগ থাকে না।

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ زُبَيْدٍ الْأَيَامِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، ذَكَرَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رضى الله عنه قَالَ صَلاَةُ الأَضْحَى رَكْعَتَانِ وَصَلاَةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ وَصَلاَةُ الْمُسَافِرِ رَكْعَتَانِ وَصَلاَةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ لَيْسَ بِقَصْرٍ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (رَوَاه النَّسَائِيْ فِيْ بَابِ عَدَدُ صَلاَةِ الْعِيدَيْنِ)

হাদীস নম্বর-৩৪৮ : হযরত উমার রা. বলেনঃ রসূলুল্লাহ স.-এর যবানে ঈদুল আযহা দুই রাকাত, ঈদুল ফিতর দুই রাকাত, মুসাফিরের নামায দুই রাকাত এবং জুমআর নামায দুই রাকাত। কছর নয়; বরং এটাই পূর্ণ। (নাসাঈঃ ১৫৬৯)

এ হাদীসটি মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিজী ও নাসাঈ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে।

হাদীসটির স্তর : সহীহ। ইমরান বিন মুসা ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের প্রসিদ্ধ ও ثِقَةٌ "নির্ভরযোগ্য" রাবী। আর ইমরান বিন মুসা ثِقَةٌ "নির্ভরযোগ্য"। (আল কাশেফঃ ৪২৭৬) মুসনাদের আহমাদের তাহকীকে শায়খ

শুআইব আরনাউত বলেনঃ حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، "হাদীসটি সহীহ। বর্ণনাকারীগণ সবাই-ই নির্ভরযোগ্য এবং বুখারী-মুসলিমের বর্ণনাকারী"। (মুসনাদে আহমাদঃ ২৫৭ নম্বর হাদীসের আলোচনায়) শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (সহীহ-জঈফ নাসাঈঃ ১৫৬৬)

সারসংক্ষেপ : হযরত উমার রা. থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ স.-এর বাণী থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুসাফিরের নামায দু'রাকাত। তিনি এ বর্ণনায় চার রাকাত পড়ার কোন সুযোগের কথা বর্ণনা না করে সরাসরি বলেছেন যে, মুসাফিরের নামায দু'রাকাত। এটা রসূলুল্লাহ স.-এর স্থির সিদ্ধান্ত।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَبُو الرَّبِيعِ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرُونَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَخْنَسِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ فَرَضَ اللهُ الصَّلاَةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً (رَوَاه مُسْلِمٌ فِيْ بَابِ صَلاَةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا)

হাদীস নম্বর-৩৪৯ : হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেনঃ আল্লাহ তাআলা তোমাদের নবীর যবানে ফরয করেছেন নিজ অঞ্চলে চার রাকাত, সফরে দুই রাকাত এবং ভীতিকর অবস্থায় এক রাকাত। (মুসলিমঃ ১৪৪৮)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবু দাউদ, নাসাঈ এবং ইবনে মাজাহ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামিউল উসূলঃ ৩২৩৮)

সারসংক্ষেপ : উপরোক্ত সহীহ হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সফরে দুই রাকাতই মূল নামায। সুতরাং সেখানে বৃদ্ধির কোন সুযোগ নেই।

কোন কোন ইমাম এটাকে 'ছাড়' বলে মন্তব্য করতঃ পূর্ণ চার রাকাত পড়া উত্তম বলেছেন। দলীল হিসেবে সেসব বর্ণনা পেশ করেছেন বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত صَدَقَةٌ (ছদকা) বা رُخْصَةٌ (ছাড়) শব্দ দ্বারা। যেমন বর্ণিত হয়েছে মুসলিম শরীফঃ ১৪৪৫ নম্বর হদীসে। এসব হাদীসের জবাবে আমরা বলি যে, আল্লাহ তাআলার 'ছদকা' বা 'ছাড়' বান্দার জন্য বড় ধরণের নিআমত যা প্রত্যাখ্যানের কোন সুযোগ নেই। উপরন্তু, রসূলুল্লাহ স.কে কোন ব্যাপারে সুযোগ দেয়া হলে তিনি সর্বদা সহজটা গ্রহণ করতেন। (বুখারী-৩৩০৮)

কসরের জন্য সফরের দূরত্ব

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، رَكِبَ إِلَى ذَاتِ النُّصُبِ فَقَصَرَ الصَّلاَةَ فِي مَسِيرِهِ ذَلِكَ . قَالَ مَالِكٌ وَبَيْنَ ذَاتِ النُّصُبِ وَالْمَدِينَةِ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ

হাদীস নম্বর-৩৫০ : হযরত সালেম বিন আব্দুল্লাহ রহ. বলেন: হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমার রা. জাতুন নুসুব নামক স্থানের দিকে গেলেন। তিনি তাঁর এ পরিমাণ সফরে কসর করলেন। হযরত মালেক রহ. বলেন: মদীনা ও জাতুন নুসুব নামক স্থানের মাঝে দূরত্ব হলো চার বুরুদ অর্থাৎ, ৪৮ মাইল। (মুওয়াত্তা মালেক: ৩৪১, ইবনে আবী শাইবা: ৮২২০)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাউকুফ। এ সনদটি মুহাদ্দিসগণের নিকটে سلسلة الذهب "হাদীস বর্ণনার সোনালী ধারা" হিসেবে খ্যাত। সুতরাং হাদীসটি উঁচু মানের সহীহ।

وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الرَّازِيُّ الْحَافِظُ، أنبأ زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، ثنا حَجَّاجٌ، ثنا لَيْثٌ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، " أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ كَانَا يُصَلِّيَانِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، وَيُفْطِرَانِ فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ "

হাদীস নম্বর-৩৫১ : হযরত আতা বিন আবী রবাহ রহ. বলেন: হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমার এবং আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা. চার বুরুদ বা তার চেয়ে বেশী দূরত্বে দুই দুই রাকাত নামায পড়তেন এবং রোযা ছাড়তেন। (সুনানুল কুবরা লিলবাইহাকী: ৫৩৯৭)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাউকুফ। ইউসুফ বিন সাঈদের উপর পর্যন্ত সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী। আর ইউসুফ বিন সাঈদ বিন মুসলিমকে হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন, ثقة حافظ "নির্ভরযোগ্য, হাফেজ"। (তাকরীব: ৮৮৭৪) আবু বকর নিশাপুরীর ব্যাপারে ইমাম ইবনে আসাকির বলেন: الفقيه الحافظ "ফকীহ, হাফেজ"। (তারীখে দিমাশক: ৩৪৯৬) যাহের বিন আহমাদকে ইমাম জাহাবী বলেন: الإِمَامُ، العَلاَّمَةُ، "ইমাম এবং উঁচু মাপের আলিম"। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: তবকা- ২১, রাবী নম্বর- ৩৫২) আর আবু হামেদকে ইমাম বাইহাকী

নিজেই হাফেজ বলেছেন। ইমাম নববী রহ. বলেন: رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح. "হাদীসটি ইমাম বাইহাকী সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন"। (খুলাছাতুল আহকাম: ২৫৫১)

সারসংক্ষেপ : এক বুরুদের পরিমাণ ১২ মাইল। (মিসবাহুল লুগাত) সুতরাং চার বুরুদে ৪৮ মাইল হয়। কিলোমিটারের হিসেবে ৭৭ কিলোমিটারের কিছু বেশী। এ পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রমের নিয়াতে কেউ নিজ এলাকা পরিত্যাগ করলে সে কছর করা শুরু করবে।

ফজরের জামাআত শুরু হয়ে গেলে সুন্নাত পড়ার হুকুম

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، ح وَحَدَّثَنِي حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِمٍ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ، قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَلاَةِ الْغَدَاةِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَا فُلاَنُ بِأَىِّ الصَّلاَتَيْنِ اعْتَدَدْتَ أَبِصَلاَتِكَ وَحْدَكَ أَمْ بِصَلاَتِكَ مَعَنَا (رَوَاه مُسْلِمٌ فِيْ بَابِ كَرَاهَةِ الشُّرُوعِ فِي نَافِلَةٍ بَعْدَ شُرُوعِ الْمُؤَذِّنِ)

হাদীস নম্বর-৩৫২ : হযরত আব্দুল্লাহ বিন সারজিস রা. বলেন: রসূলুল্লাহ স. ফজরের নামাযে ছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি এসে মসজিদের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে দুই রাকাত (সুন্নাত) নামায আদায় করলো। রসূলুল্লাহ স. নামায শেষ করে বললেন: হে অমুক! তোমার ফরয নামায হিসেবে তুমি কোনটা গণনা করলে? তোমার একাকী নামায, না আমাদের সাথের নামায? (মুসলিম: ১৫২৪)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ এবং নাসাঈ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামিউল উসূল: ৪০৯২)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ফজরের নামাযের ইকামাত শুরু হলে আর সুন্নাত পড়া যাবে না। এমনকি মসজিদের কোণেও নয়। আল্লামা শাব্বীর আহমাদ উসমানী রহ. এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন: قَوْلُه (فِىْ جَانِبِ

الْمَسْجِدِ) إلخ: ظَاهِرُه يَرُدُّ عَلى مَنْ أجَازَ رَكْعَتَى الْفَجْرِ فِىْ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَا الْمَسْجِدِ فَالْأحْوَطُ الإجْتِنَابُ مِنْه" এ হাদীসের প্রকাশ্য শব্দ তাদের মতমাত প্রত্যাখ্যান করে যারা মসজিদের কোণে দাঁড়িয়ে দু'রাকাত পড়ে নেয়ার অনুমতি দেয়। সুতরাং এর থেকে বেঁচে থাকাই সতর্কতার দাবী"। (ফাতহুল মুলহিম: ৪/৪৫২)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، قَالَ أُقِيمَتْ صَلاَةُ الصُّبْحِ فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً يُصَلِّي وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ فَقَالَ " أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا " (رَوَاه مُسْلِمٌ فِىْ بَابِ كَرَاهَةِ الشُّرُوعِ فِي نَافِلَةٍ بَعْدَ شُرُوعِ الْمُؤَذِّنِ)

হাদীস নম্বর-৩৫৩: হযরত মালেক বিন বুহাইনা রা. বলেন: ফজরের জামাআত দাঁড়িয়ে গেলো। মুআজ্জিন ইকামাত দেয়া অবস্থায় রসূলুল্লাহ স. এক ব্যক্তিকে নামায পড়তে দেখে ইরশাদ করলেন: তুমি কি ফজরের নামায ৪ রাকাত পড়বে? (মুসলিম: ১৫২৩)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি বুখারী, ইবনে মাজাহ এবং নাসাঈ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামিউল উসূল: ৪০৯১)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ফজরের নামাযের ইকামাত শুরু হলে আর সুন্নাত পড়া যাবে না।

وَعَنْ أَبِي مُوسَى «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْغَدَاةِ حِينَ أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ فَغَمَزَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْكِبَهُ وَقَالَ: أَلَا كَانَ هَذَا قَبْلَ ذَا.رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.

হাদীস নম্বর-৩৫৪ : হযরত আবু মুসা রা. থেকে বর্ণিত, মুআজ্জিন যখন ইকামাত দিচ্ছেন তখন রসূলুল্লাহ স. এক ব্যক্তিকে ফজরের সুন্নাত পড়তে দেখে তার কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন: এটা আরও আগে পড়তে পারতে না? আল্লামা হাইসামী বলেন: হাদীসটি তবারানী তাঁর মু'জামে কাবীর ও আওসাতে বর্ণনা করেছেন এবং এর রাবীগণ ثِقَةٌ "নির্ভরযোগ্য"। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ: ২৩৯৪)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। আল্লামা হাইসামী বলেন: হাদীসটি তবারানী তাঁর মু'জামে কাবীর ও আওসাতে বর্ণনা করেছেন এবং এর রাবীগণ ثِقَةٌ "নির্ভরযোগ্য"। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ: ২৩৯৪)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ফজরের নামাযের ইকামাত শুরু হলে আর সুন্নাত পড়া যাবে না।

وحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ». وحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَابْنُ رَافِعٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ (رَوَاه مُسْلِمٌ فِىْ بَابِ كَرَاهَةِ الشُّرُوعِ فِي نَافِلَةٍ بَعْدَ شُرُوعِ الْمُؤَذِّنِ)

হাদীস নম্বর-৩৫৫ : হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. বলেন: নামাযের জামাআত দাঁড়িয়ে গেলে ফরয ব্যতীতহ কোন নামায নেই। মুহাম্মাদ বিন হাতেম এবং ইবনে রাফে' শাবাবা সূত্রেও ওয়ারকা থেকে আমাকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (মুসলিম: ১৫১৭)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিজী এবং ইবনে মাজাহ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামিউল উসূল: ৩৯৩৭)

সারসংক্ষেপ : উপরোল্লিখিত ৪টি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ফজরের জামাআত দাঁড়িয়ে গেলে আর সুন্নাত পড়া যাবে না; বরং ছুটে যাওয়া সুন্নাত সূর্য ওঠার পরে আদায় করতে হবে। (তিরমিজী: ৪২৩)

এর বিপরীতে কোন কোন সাহাবায়ে কিরামের আমল এরূপ পাওয়া যায় যে, তাঁরা জামাআত দাঁড়ানোর পরে এলে মসজিদের কোণে দাঁড়িয়ে সংক্ষেপে দু'রাকাত নামায আদায় করে জামাআতে শরীক হতেন। এ মর্মে কিছু বর্ণনা নিম্নে পেশ করছি।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، وَفَهْدٌ , قَالَا: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: «خَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مِنْ بَيْتِهِ , فَأُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ , فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ وَهُوَ فِي الطَّرِيقِ , ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى الصُّبْحَ مَعَ النَّاسِ»

হাদীস নম্বর-৩৫৬ : হযরত মুহাম্মাদ বিন কা'ব বলেন: হযরত ইবনে উমার রা. ঘর থেকে বের হলেন। ততক্ষণে ফজরের জামাআত দাঁড়িয়ে গেছে। তিনি

মসজিদে প্রবেশের পূর্বে দু'রাকাত নামায পড়ে নিলেন। অতঃপর মসজিদে প্রবেশ করে মানুষের সাথে ফজরের নামায পড়লেন। (ত্বহাবী: ২২০২)

হাদীসটির স্তর : হাসান। এ হাদীসের রাবীগণের মধ্যে শুধু আব্দুল্লাহ বিন সালেহ ব্যতীত সবাই-ই ثقة "নির্ভরযোগ্য"। মুহাম্মাদ বিন খুযাইমা ثقة "নির্ভরযোগ্য"। (ছিকাতু মিম্মাল লাম ইয়াকা' ফিল কুতুবিস সিত্তাহ: রাবী নম্বর- ৯৭০০) ফাহাদ বিন সুলাইমানের ثقة ثبت "নির্ভরযোগ্য, মজবুত"। (তারীখে দিমাশক: রাবী নম্বর- ৫৬৩৫) আর আব্দুল্লাহ বিন সালেহ-এর ব্যাপারে আল্লামা ইবনুল কত্তান বলেন: أنه مختلف فيه ، فحديثه حسن "তিনি বিতর্কিত; তবে তাঁর হাদীস হাসান"। (তাহজীবুত তাহজীব: আব্দুল্লাহ নামীয় রাবীদের ৪৪৮ নম্বর) অবশিষ্ট রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের নির্ভরযোগ্য রাবী।

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ফজরের জামাআত শুরু হয়ে গেলে হযরত ইবনে উমার রা. সুন্নাত পড়েছেন। যদিও সেটা মসজিদের ভিতরে নয়। এ থেকে আরও একটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, ফরযের জামাআত শুরু হয়ে গেলে ফরয ব্যতীত কোন নামায নেই বাণীটি হয়তো মসজিদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। মসজিদের বাইরে কেউ কোন নামায পড়লে এ হাদীসে তার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়নি

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن أَبِي مُوسَى، قَالَ:"جَاءَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَالإِمَامُ يُصَلِّي الصُّبْحَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ إِلَى سَارِيَةٍ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ" رواه الطبراني ورجاله موثقون.

হাদীস নম্বর-৩৫৭ : আব্দুল্লাহ বিন আবু মুসা থেকে বর্ণিত: হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. এমন সময় মসজিদে আসলেন যখন ইমাম ফজরের নামাযে পড়ছিলেন। তখন তিনি একটি খুঁটির পাশে গিয়ে দু'রাকাত সুন্নাত নামায পড়লেন। এর আগে তিনি সুন্নাত পড়েননি। (তবারানী কাবীর: ৯২৭৯) আল্লামা হাইসামী রহ. বলেন: তবারানী (মু'জামে কাবীর কিতাবে) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বর্ণনাকারীগণ সবাই-ই নির্ভরযোগ্য। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ: ২৩৯২)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। আল্লামা হাইসামী রহ. বলেন: এ হাদীসের বর্ণনাকারীগণ সবাই-ই নির্ভরযোগ্য। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ: ২৩৯২) ইমাম ত্বহাবী রহ.ও হাদীসটি শরহু মাআনিল আছার কিতাবে বর্ণনা করেছেন। (ত্বহাবী : ২১৯৯)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে বুঝে আসে যে, ফজরের জামাআত শুরু হয়ে গেলেও খুঁটির আড়ালে বা এমন কোন কোণায় সংক্ষিপ্ত দু'রাকাত পড়ে নেয়া যেতে পারে। কিন্তু এ আমলটি প্রকাশ্যভাবে পূর্ববর্ণিত মারফু' হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক। হযরত ইবনে উমার, ইবনে আব্বাস, আবু দারদা রা. এবং হযরত আবু উসমান নাহদী রা. থেকেও অনুরূপ আমল ত্বহাবী শরীফে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে।

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ وَلَمْ أَكُنْ رَكَعْتُهُمَا قَالَ فَارْكَعْهُمَا فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ تَخْشَى أَنْ تَفُوتَكَ الرَّكْعَةُ الَّتِي الْإِمَامُ فِيهَا

হাদীস নম্বর-৩৫৮ : হযরত ইবনে জুরাইজ বলেন: আমি হযরত আতাকে জিজ্ঞেস করলাম: আমি এমন সময়ে মসজিদে এলাম যখন ইমাম নামাযরত; অথচ আমি সুন্নাত দু'রাকাত পড়িনি। (এমতাবস্থায় আমি কী করব?) তিনি বললেন: ইমাম যে রাকাতে আছে উক্ত রাকাত ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা না থাকলে পড়ে নাও। (আব্দুর রযযাক: ৪০০৯)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

এ ব্যাপারে হানাফী মাজহাবের আমল হিদায়া কিতাবে এভাবে বর্ণিত আছে যে,

وَمَنْ انْتَهَى إِلَى الْإِمَامِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَهُوَ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ : إِنْ خَشَى أَنْ تَفُوتَهُ رَكْعَةٌ وَيُدْرِكَ الْأُخْرَى يُصَلِّي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ يَدْخُلُ) لِأَنَّهُ أَمْكَنَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْفَضِيلَتَيْنِ (وَإِنْ خَشَى فَوْتَهُمَا دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ) لِأَنَّ ثَوَابَ الْجَمَاعَةِ أَعْظَمُ ، وَالْوَعِيدَ بِالتَّرْكِ أَلْزَمُ

"যে ব্যক্তি ফজরের নামাযে এমন অবস্থায় উপস্থিত হলো যে, সে ফজরের সুন্নাত পড়েনি। যদি সে আশঙ্কা করে যে, সুন্নাত পড়লে তার এক রাকাত ছুটে যাবে আর এক রাকাত পাবে, তাহলে মসজিদের দরজার নিকটে দাঁড়িয়ে সুন্নাত পড়ে নিবে। এরপর জামাআতে অংশগ্রহণ করবে। কেননা, সে এভাবে উভয় ফযীলাতকে একত্রে গ্রহণের সুযোগ পেলো। আর যদি শেষ রাকাতও ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা হয় তাহলে ইমামের সাথে জামাআতে শরীক হয়ে যাবে। কেননা জামাআতের সওয়াব বেশী এবং জামাআত তরকের ধমকিও গুরুতর"। (হিদায়া: ১/১৫২)

একটি বিশ্লেষণ

ফজরের জামাআত শুরু হয়ে গেলেও আগে সুন্নাত পড়ে জামাআতে শরীক হওয়ার ব্যাপারে হানাফী মাজহাবের পক্ষে সাহাবায়ে কিরামের যে আমল পেশ করা হয়েছে, তার কোনটির মধ্যেও এ কথা উল্লেখ নেই যে, তাঁরা এক রাকাত ছুটে গেলেও আগে সুন্নাত পড়তেন। তখনকার ফজরের নামাযে যে ধরণের লম্বা কিরাত পড়ার বর্ণনা পাওয়া যায় তা থেকে বরং এটিই অনুমিত হয় যে, জামাআত শুরু হওয়ার সাথে সাথে কেউ মসজিদে এলে প্রথম রাকাতের রুকুর পূর্বে কয়েকবার সুন্নাত পড়তে পারবে। এ কারণে তার রাকাত ছুটবে না। 'যে ব্যক্তি নামাযের এক রাকাত পেলো সে নামায পেলো' হাদীস দ্বারা দলীল দেয়া হয়ে থাকে যে, জামাআতের এক রাকাত ছুটে গেলেও আগে সুন্নাত পড়ে নিবে। অথচ উপরোল্লিখিত ৪টি সহীহ মারফু' হাদীসের বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, জামাআত শুরু হয়ে গেলে কেউ নতুন করে সুন্নাত পড়তে দাঁড়াবে না। সুন্নাত পড়ার কারণে ইচ্ছে করে রাকাত ছাড়ার কোন সুযোগ উক্ত হাদীসগুলোতে খুঁজে পাওয়া যায় না। বরং 'এক রাকাত পেলে নামায পাবে' হাদীসের উদ্দেশ্য হলো: কেউ পূর্ণ জামাআত ধরার চেষ্টা করে যদি মসজিদে এসে পূর্ণ জামাআত ধরতে না পারে তবুও তিনি জামাআতের সওয়াব পেয়ে যাবেন।

আল্লামা শাব্বীর আহমাদ উসমানী রহ. ফাতহুল মুলহিমে এ সংক্রান্ত আলোচনায় বলেন: وليعلم أن أداء ركعتى الفجر بشرط وجدان الركعة من المكتوبة فى زاوية من المسجد ليس هو أصل مذهبنا بل هو من تخريجات الأصحاب "জেনে রাখা উচিত, ফজরের ফরয নামায এক রাকাত পাওয়ার শর্তে মসজিদের কোণে দাঁড়িয়ে দু'রাকাত সুন্নাত পড়ে নেয়ার যে মত হানাফী মাজহাবে রয়েছে, এটা আমাদের মূল মাজহাব নয়; বরং মাজহাবের পরবর্তী ইমামদের ইজতিহাদ"। (ফাতহুল মুলহিম: ৪/৪৪৮) অতএব, উপরোল্লিখিত মারফু' হাদীস ও সাহাবায়ে কিরামের আমলের সমন্বয় এভাবে হতে পারে যে, হযরত আবু মুসা থেকে বর্ণিত হাদীসের উদ্দেশ্য হলো: যদি কেউ ঘর থেকে সুন্নাত পড়ে না আসে তাহলে জামাআত শুরু হওয়ার আগে এসে সুন্নাত পড়া। ইবনে উমার রা.-এর হাদীসের উদ্দেশ্য হলো: যদি জামাআত দাঁড়িয়ে গিয়ে থাকে তাহলে মসজিদের বাইরে বা বারান্দা যদি মসজিদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত না হয়ে থাকে তাহলে সেখানে দাঁড়িয়ে সুন্নাত পড়ে নেয়া। আব্দুল্লাহ বিন সারজিস এবং মালেক বিন বুহাইনা রা.-এর হাদীসের উদ্দেশ্য হলো: যদি জামাআত শুরু হয়ে যায় আর মসজিদের বাইরে সুন্নাত পড়ার কোন

ব্যবস্থা না থাকে তাহলে স্বাভাবিকভাবে সুন্নাত পড়বে না। যেহেতু ফরযের জামাআত শুরু হয়ে গেলে সুন্নাত পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। (মুসলিম: ১৫১৭) বরং সূর্য ওঠার পরে সুন্নাত পড়ে নিবে। (তিরমিজী: ৪২৩) হযরত ইবনে মাসউদ রা. এবং হযরত আতা রহ.-এর হাদীসের উদ্দেশ্য হলো: ফজরের জামাআত শুরু হয়ে যাওয়ার পরে যদি মসজিদের বাইরে সুন্নাত পড়ার ভালো ব্যবস্থা না থাকে আর সে সুন্নাত ছাড়তেও না চায় তাহলে খুঁটির আড়ালে বা মসজিদের কোণায় এ শর্তে পড়তে পারে যে, ইমাম যে রাকাত পড়াচ্ছে তা যেন না ছোটে। পূর্বোক্ত নিয়ম অনুসরণ করা হলে মারফু' হাদীস ও সাহাবায়ে কিরামের আমলের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হবে। সাথে সাথে মুসল্লীদের সচেতনতা আরও বৃদ্ধি পাবে।

ফজরের জামাআত দাঁড়িয়ে গেলে সুন্নাত পড়ার বিধান

حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ

হাদীস নম্বর-৩৫৯ : হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি ফজরের দু'রাকাত (সুন্নাত) পড়তে পারেনি সে যেন তা সূর্যোদয়ের পরে আদায় করে নেয়। (তিরমিজী: ৪২৩)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। ইমাম তিরমিজী রহ. এ হাদীসটিকে গরীব বলেছেন; কিন্তু হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী/মুসলিমের ثقةٌ "নির্ভরযোগ্য" রাবী হওয়ায় হাদীসটি গরীব হলেও সহীহ। হাদীসটি ইবনে হিব্বানও তাঁর সহীহ কিতাবে বর্ণনা করেছেন। উক্ত হাদীসের তাহকীকে শায়খ শুআইব আরনাউত বলেন: إسناده صحيح على شرط البخاري. "হাদীসটির সনদ বুখারীর শর্তানুযায়ী সহীহ"। (সহীহ ইবনে হিব্বান: ২৪৭২) সহীহ ইবনে খুযাইমাতেও হাদীসটি বার্ণিত হয়েছে। উক্ত হাদীসের তাহকীকে শায়খ আলবানীও বলেন: إسناده صحيح "হাদীসটির সনদ সহীহ" (সহীহ ইবনে খুযাইমা: ১১১৭)।

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ফজরের পূর্বে কেউ সুন্নাত পড়তে না পারলে সে সূর্যদয়ের পরে মাকরূহ সময় পার হয়ে গেলে সুন্নাত পড়বে। এর বিপরীতে তিরমিজী শরীফের ৪২২ নম্বর হাদীসে সূর্যোদয়ের পূর্বে সুন্নাত পড়ার

অনুমতি সম্বলিত একটি হাদীসও বর্ণিত আছে। কিন্তু ইমাম তিরমিজী রহ. নিজে উক্ত হাদীসটিকে منقطع তথা সনদবিচ্ছিন্ন বলে মন্তব্য করেছেন– যা দলীলযোগ্য নয়। হযরত আতা রহ. থেকেও অনুমতির একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। (ইবনে আবী শাইবা: ৬৫০২) কিন্তু সে হাদীসের সনদ মুরসাল। আর মুরসাল হাদীস আমাদের নিকটে দলীলযোগ্য হলেও মারফু' মুত্তাসিল হাদীসের মুকাবিলায় অপ্রবল হওয়ায় সেটা গ্রহণযোগ্য নয়। তবে যেসব কর্মব্যস্ত মানুষ মসজিদ থেকে একবার বের হয়ে গেলে আর ফিরে এসে নামায পড়তে পারবে না– কোন কোন ইমামামের মতে তাদের জন্য সূর্যোদয়ের পূর্বে সুন্নাত পড়ার অনুমতি আছে।

সূর্য গ্রহণের নামাযে প্রতি রাকাতে একটি রুকু

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْغَسِيلِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا كَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ أَلَا وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا كَذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى الْمَسَاجِدِ ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ فِيمَا نَرَى بَعْضَ الر كِتَابٌ [إبراهيم] ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ اعْتَدَلَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ

হাদীস নম্বর-৩৬০ : হযরত মাহমুদ বিন লাবীদ রা. বলেন: রসূলুল্লাহ স.-এর ছেলে ইবরাহীম-এর ইন্তিকালের দিন সূর্যগ্রহণ হলো। সবাই বলতে লাগলো: রসূলুল্লাহ স.-এর ছেলে ইবরাহীমের মৃত্যুর কারণে সূর্যগ্রহণ হয়েছে। তখন রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করলেন: সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ তাআলার নিদর্শনাবলীর মধ্য থেকে দু'টি নিদর্শন। কারও মৃত্যু বা জন্মের কারণে তা গ্রহণ লাগে না। তোমরা যখন সূর্য বা চন্দ্র গ্রহণ লাগতে দেখবে তখন দ্রুত মসজিদের দিকে অগ্রসর হবে। এ কথা বলে রসূলুল্লাহ স. দাঁড়িয়ে সূরা ইবরাহীম-এর কিছু অংশ পড়ে রুকু করলেন। অতঃপর ধীরস্থিরভাবে কওমা করলেন; আর দু'টি সিজদা করলেন। এরপর দাঁড়িয়ে গেলেন। (মুসনাদে আহমাদ: ২৩৬২৯)।

হাদীসটির স্তর : সহীহ। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী। শায়খ শুআইব আরনাউত বলেন: إسناده جيد، رجاله رجال الصحيح.

"হাদীসটির সনদ উত্তম এবং রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী"। আল্লামা হাইসামী বলেন: رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ "ইমাম আহমাদ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং হাদীসটির রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী"। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ: ৩২৬৩)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীসের বিবরণ অনুযায়ী রসূলুল্লাহ স. মসজিদে গিয়ে নামাযে দাঁড়িয়েছেন এবং সূরা ইবরাহীম থেকে কিছু তিলাওয়াত করে রুকু করেছেন আর রুকু থেকে ওঠার পরে দু'টি সিজদা করেছেন। একাধিক রুকুর আলোচনা এখানে করা হয়নি এবং এ বর্ণনার মধ্যে একাধিক রুকু যুক্ত হওয়ার কোন ক্ষেত্রও নেই। এ সহীহ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, সূর্য গ্রহণের নামাযের প্রতি রাকাতে একটি করে রুকু হবে; যেমনিভাবে অন্যান্য নামাযে হয়ে থাকে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ مِثْلَ قِيَامِهِ، ثُمَّ سَجَدَ مِثْلَ رُكُوعِهِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَذَلِكَ، ثُمَّ سَلَّمَ "

হাদীস নম্বর-৩৬১ : হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. বলেন: রসূলুল্লাহ স.-এর ছেলে ইবরাহীমের মৃত্যু হলে সূর্যগ্রহণ লাগলো। তখন রসূলুল্লাহ স. দুই রাকাত নামায আদায় করলেন; তাতে লম্বা সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন। অতঃপর কিয়ামের মতো লম্বা রুকু করলেন। এরপর রুকুর মতো লম্বা সিজদা করলেন। এভাবে দুই রাকাত নামায আদায় করলেন। তারপর সালাম ফিরালেন। (মুসনাদে আহমাদ: ৭০৮০)

হাদীসটির স্তর : সায়েব বিন মালেক ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী। আর সায়েব বিন মালেক ثِقَةٌ "নির্ভরযোগ্য"। (তাকরীব: ২৪২৬) শায়খ শুআইব আরনাউত বলেন: حديث صحيح، رجاله ثقات "হাদীসটি সহীহ এবং বর্ণনাকীগণ সবাই-ই নির্ভরযোগ্য"। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে অনুরূপ বর্ণনা সহীহ সনদে মুসনাদে আহমাদের ৬৪৮৩ ও ৬৮৬৮ নম্বর হাদীসেও রয়েছে।

সারসংক্ষেপ : সূর্যগ্রহণের নামাযে প্রতি রাকাতে একাধিক রুকু করার আমলও সহীহ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে। প্রতি রাকাতে দুই রুকু, (হযরত আয়েশা রা. থেকে বুখারী: ৯৮৭, মুসলিম: ১৯৬২) প্রতি রাকাতে তিন রুকু, (হযরত আয়েশা রা.

থেকে মুসলিম: **১৯৬৮**, হযরত জাবির রা. থেকে মুসলিম: **১৯৭৪**) প্রতি রাকাতে চার রুকু (হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে মুসলিম: **১৯৮৩**) এবং প্রতি রাকাতে পাঁচ রুকু। (হযরত আলী রা. থেকে বুখারী-মুসলিমের রাবীদের মাধ্যমে বর্ণিত মাজমাউয যাওয়ায়েদ: ৩২৬৫) অতিরিক্ত রুকুর বিষয়ে যখন সহীহ হাদীসে এত মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে যা একত্রিত করে আমল করা সম্ভব নয়। আবার কোন এক আমলকে প্রাধান্য দেয়াও সম্ভব নয়; তখন মতবিরোধপূর্ণ অতিরিক্ত রুকু ছেড়ে দিয়ে আমরা প্রতি রাকাতে একটি করে রুকুর আমল গ্রহণ করেছি। কারণ, এর পক্ষে যেমন রয়েছে সহীহ হাদীসের বর্ণনা তেমনি রয়েছে নামাযের প্রসিদ্ধ ও চির পরিচিত পদ্ধতির সাথে সাদৃশ্য। অতএব, এ পদ্ধতিকে প্রাধান্য না দিয়ে বিরোধপূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণের কোন সুযোগ নেই।

লাইলাতুল বারাআতের ফযীলাত

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بن النَّضْرِ الْعَسْكَرِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بن خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عُتْبَةُ بن حَمَّادٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، وَابْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ مَالِكِ بن يُخَامِرَ، عَنْ مُعَاذِ بن جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:"يَطَّلِعُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ"

হাদীস নম্বর-৩৬২ : হযরত মুআজ বিন জাবাল রা. রসূলুল্লাহ স. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আল্লাহ তাআলা অর্ধ শা'বানের (লাইলাতুল বারাআত) রাতে আপন সব মাখলুকের দিকে বিশেষ দয়ার দৃষ্টিতে দেখেন। আর মুশরিক ও হিংসুক ব্যতীত সবাইকে ক্ষমা করে দেন। (তবারানী কাবীর: ১৬৬৩৯, সহীহ ইবনে হিব্বান: ৫৬৬৩)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। আল্লামা হাইসামী বলেন: হাদীসটি তবারানী তাঁর কাবীর ও আওসাতের মধ্যে বর্ণনা করেছেন এবং এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই ثِقَةٌ "নির্ভরযোগ্য"। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ: **১২৯৬০**) শায়খ আলবানী বলেন: حديث صحيح روي عن جماعة من الصحابة من طرق مختلفة يشد بعضها بعضا "এ হাদীসটি সহীহ। এ হাদীসটি একদল সাহাবায়ে কিরাম থেকে এমন বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে, যার একটি অপরটিকে শক্তিশালী করে"। অতঃপর শায়খ আলবানী সে সব সাহাবায়ে কিরামের নামের তালিকা পেশ করে বলেন: তাঁরা হলেন: হযরত

মুআজ বিন জাবাল, আবু সা'লাবা আলখুশানী, আব্দুল্লাহ বিন আমর, আবু মুসা আশআরী, আবু হুরাইরা, আবু বকর সিদ্দীক, আওফ ইবনে মালেক ও আয়েশা রা.। (সিলসিলাতু আহাদীসিস সহীহা: **১১৪৪**)

حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ رَاشِدٍ الرَّمْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ أَيْمَنَ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَرْزَبٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ لَيَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ»

হাদীস নম্বর-৩৬৩ : হযরত আবু মুসা আশআরী রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. বলেন: অর্ধ শা'বানের রাতে আল্লাহ তাআলা বান্দাদের দিকে মনোনিবেশ করেন এবং মুশরিক ও হিংসুক ব্যতীত সবাইকে ক্ষমা করে দেন। (ইবনে মাজাহ: ১৩৯০)

হাদীসটির স্তর : হাসান। রাশেদ صدوق "সত্যনিষ্ঠ"। (তাকরীব: ২০৩৩) ওয়লীদ বিন মুসলিম বুখারী-মুসলিমের রাবী। আব্দুল্লাহ বিন লাহিআহ মুসলিমের রাবী। তবে তাঁর ব্যাপারে মিশ্র মন্তব্য রয়েছে। হাফেজ ইবনে হাজার বলেন: صدوق ، خلط بعد احتراق كتبه "তিনি সত্যনিষ্ঠ। তবে তাঁর কিতাব পুড়ে যাওয়ার পরে তাঁর বর্ণিত হদীসে কিছু জড়তা দেখা গেছে"। (তাকরীব: ৩৯৪৫) যহহাক বিন আইমান সম্পর্কে কেউ ভালো/মন্দ কোন মন্তব্য করেননি। ইবনে হিব্বানের নীতি অনুযায়ী তাঁর হাদীস গ্রহণযোগ্য। কারণ, মুসলমান হিসেবে তিনি নির্ভরযোগ্য, যতক্ষণ তাঁর বিরুদ্ধে এর বিপরীত কিছু প্রমাণিত না হয়। যহহাক বিন আব্দুর রহমান ثِقَةٌ "নির্ভরযোগ্য"। (তাকরীব: ৩২৮৫) সব মিলিয়ে এ সনদটি গ্রহণযোগ্য। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " يَطَّلِعُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ إِلَّا لِاثْنَيْنِ: مُشَاحِنٍ، وَقَاتِلِ نَفْسٍ

হাদীস নম্বর-৩৬৪ : হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন: অর্ধ শা'বানের রাতে আল্লাহ তাআলা বান্দাদের দিকে মনোনিবেশ করেন এবং হিংসুক ও আত্মহত্যাকারী এই দুই শ্রেণীর মানুষ ব্যতীত সবাইকে ক্ষমা করে দেন। (মুসনাদে আহমাদ: ৬৬৪২)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শায়খ শুআইব আরনাউত এ হাদীসের তাহকীকে বলেন: حديث صحيح بشواهده "বিভিন্ন হাদীসের সমর্থনের কারণে হাদীসটি সহীহ"। যে সব হাদীস দ্বারা অর্ধ শা'বানের রাতের ফযীলাত প্রমাণিত হয় তার মধ্যে রয়েছে- হযরত আয়েশা থেকে বর্ণিত, (তিরমিজী: ৭৩৭, মুসনাদে আহমাদ: ২৬০১৮) হযরত মুআজ ইবনে জাবাল, (ইবনে হিব্বান: ৫৬৬৫), আবু মুসা আশআরী, (ইবনে মাজাহ: ১৩৯০, কিতাবুস সুন্নাহ লিইবনে আবী আসেম: ৫১০, শুআবুল ঈমান: ৩৮৩৩) হযরত আবু বকর সিদ্দীক, (মুসনাদে বাযযার: ২০৪৫, কিতাবুত তাওহীদ লিইবনে খুযাইমা: ১৩৬, শুআবুল ঈমান: ৩৮২৮ ও ৩৮২৯, কিতাবুস সুন্নাহ লিইবনে আবী আসেম: ৫০৯), হযরত আবু সা'লাবা খুশানী, (কিতাবুস সুন্নাহ লিইবনে আবী আসেম: ৫১১, শুআবুল ঈমান: ৩৮৩১ ও ৩৮৩২) হযরত আবু হুরাইরা (মুসনাদে বাযযার: ২০৪৬) এবং হযরত আওফ বিন মালেক রা. (মুসনাদে বাযযার: ২০৪৮) বর্ণিত হাদীস। এ সব বর্ণনার পরে শায়খ শুআইব আরনাউত বলেন: وإن كان في إسناد كل منها مقال إلا أنه بمجموعها يصح الحديث ويقوى. "প্রত্যেকটি হাদীসের ওপর যদিও আপত্তি আছে; কিন্তু সম্মিলিতভাবে হাদীসটি সহীহ ও শক্তিশালী। (মুসনাদে আহমাদ: ৬৬৪২ নম্বর হাদীসের আলোচনায়)

وأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، بِبَغْدَادَ، أخبرنا أَبُو سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرْبِيُّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يَغْفِرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِأَهْلِ الْأَرْضِ إِلَّا الْمُشْرِكَ وَالْمُشَاحِنَ " هَذَا مُرْسَلٌ . وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ أَيْضًا بَيْنَ مَكْحُولٍ، وَأَبِي ثَعْلَبَةَ مُرْسَلٌ جَيِّدٌ "

হাদীস নম্বর-৩৬৫ : হযরত কাসীর বিন মুররাহ হাযরামী রা. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম স. অর্ধ শা'বানের রাতের ব্যাপারে বলেন: মুশরিক ও হিংসুক ব্যতীত আল্লাহ তাআলা যমীনবাসীকে ক্ষমা করে দেন। ইমাম বাইহাকী রহ. বলেন: এ হাদীসটি আরও এক সনদে হযরত মাকহুল রহ. হযরত আবু সা'লাবা রা. সূত্রে

রসূলুল্লাহ স. থেকে বর্ণনা করেন। সেটাও মাকহুল এবং আবু সা'লাবার মাঝে উত্তম মুরসাল। (শুআবুল ঈমান: ৩৫৫০)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মুসাল। ইমাম বাইহাকী রহ. এটাকে উত্তম মুরসাল বলেছেন। আর নির্ভরযোগ্য মুরসাল রাবীর বর্ণিত হাদীসের পক্ষে কোন সহায়ক বর্ণনা থাকলে চার ইমামসহ হাদীসের নীতিনির্ধারক বহু ইমামের নিকটে সেটা গ্রহণযোগ্য। উপরন্তু, লাইলাতুল বারাআতের ফযীলাত সম্পর্কে সহীহ হাদীস পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

সারসংক্ষেপ : বারাআতের ফযীলাত সম্পর্কিত হাদীস সাতজন সাহাবা থেকে বিভিন্ন হাদীসের কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। হাদীস সহীহ-জঈফ হওয়ার নীতিমালা সম্পর্কে যাদের বিন্দুমাত্র ধারণা আছে তারা কোন দিন এ হাদীসকে জঈফ বলতে পারে না আর কেউ তা বলেওনি। সহীহ হাদীসের বাইরে কিছু না মানার দাবীদার শায়খ আলবানীও এ হাদীসকে সহীহ বলতে বাধ্য হয়েছেন। অথচ ইলমে হাদীসে অজ্ঞ কিছু মানুষ যারা নিজেদেরকে তাকলীদের বেড়াজাল থেকে মুক্ত এবং সহীহ হদীসের অনুসারী বলে দাবী করে থাকে তারা ডানে-বামে না তাকিয়ে কারও শেখানো বুলি বলতে আরম্ভ করেছে। হাদীসের বিভিন্ন সনদ ও তার সহীহ-জঈফের নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে চোখ বন্ধ করে এ হাদীসকে জঈফ বলে মুসলিম সমাজে নতুন ফিতনা ছড়াচ্ছে। জানিনা, এরা কি সহীহ হাদীস মানতে গিয়ে ভুল করছে? না কি মুসলিম সমাজের ঐক্য বিনষ্ট করতে কারও এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে।

লাইলাতুল বারাআতের নামায

أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْأَزْهَرِيِّ الْهَرَوِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللهِ ابْنُ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عَمِّي، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي فَأَطَالَ السُّجُودَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ قُبِضَ، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ قُمْتُ حَتَّى حَرَّكْتُ إِبْهَامَهُ فَتَحَرَّكَ، فَرَجَعْتُ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، وَفَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، قَالَ: " يَا عَائِشَةُ أَوْ يَا حُمَيْرَاءُ ظَنَنْتِ أَنَّ النَّبِيَّ خَاسَ بِكِ؟ "، قُلْتُ: لَا

وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ وَلَكِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ قُبِضْتَ لِطُولِ سُجُودِكَ، فَقَالَ: " أَتَدْرِينَ أَيَّ لَيْلَةٍ هَذِهِ؟ "، قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: " هَذِهِ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَطَّلِعُ عَلَى عِبَادِهِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِلْمُسْتَغْفِرِينَ، وَيَرْحَمُ الْمُسْتَرْحِمِينَ، وَيُؤَخِّرُ أَهْلَ الْحِقْدِ كَمَا هُمْ . قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: " قَوْلُهُ قَدْ خَاسَ بِكَ يُقَالُ لِلرَّجُلِ إِذَا غَدَرَ بِصَاحِبِهِ فَلَمْ يُؤْتِهِ حَقَّهُ قَدْ خَاسَ بِهِ، " قُلْتُ: هَذَا مُرْسَلٌ جَيِّدٌ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْعَلَاءِ بْنُ الْحَارِثِ أَخَذَهُ مِنْ مَكْحُولٍ وَاللهُ أَعْلَمُ،

হাদীস নম্বর-৩৬৬ : হযরত আয়েশা রা. বলেন: এক রাতে রসূলুল্লাহ স. নামায আদায় করলেন। তাতে সিজদা এত লম্বা করলেন যে, আমি ধারণা করলাম রসূলুল্লাহ স.-এর ইন্তিকাল হয়ে গেছে। তাই আমি উঠে গিয়ে রসূলুল্লাহ স.-এর (পায়ের) বৃদ্ধাঙ্গুল নাড়া দিলাম। আর তা নড়ে উঠলো। অতঃপর আমি ফিরে এলাম। পরে যখন তিনি সিজদা থেকে মাথা উঠালেন এবং নামায শেষ করলেন তখন বললেন: হে আয়েশা! বা হে হুমাইরা! তুমি কি ধারণা করেছ যে, নবী স. তোমার সাথে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেননি? আমি বললাম: না, ইয়া রসুলাল্লাহ! স. বরং আপনার লম্বা সিজদার কারণে আমি ধারণা করেছি যে, আপনার ইন্তিকাল হয়ে গেছে। রসূলুল্লাহ স. বললেন: তুমি কি জানো, আজকের এ রাত কোন রাত? আমি বললাম: আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন: এ রাত হলো অর্ধ শা'বানের (লাইলাতুল বারাআত) রাত। আল্লাহ তাআলা এ রাতে সব বান্দার প্রতি বিশেষ রহমতের দৃষ্টি দেন। ক্ষমাপ্রার্থীদেরকে ক্ষমা করে দেন; রহমতপ্রার্থীদের প্রতি রহমত বর্ষণ করেন। আর হিংসুকদেরকে তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দেন।

ইমাম বাইহাকী রহ. বলেন: এটা উত্তম মুরসাল। হতে পারে আলা বিন হারিস এ হাদীসটি হযরত মাকহুল রহ. থেকে গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ, তখন আর মুরসাল থাকবে না। (শুআবুল ঈমান: ৩৮৫৪)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মুরসাল। ইমাম বাইহাকী রহ. বলেন: قُلْتُ: هَذَا مُرْسَلٌ جَيِّدٌ "আমি বলি এটা উত্তম মুরসাল"। আর মুরসাল হাদীসের পক্ষে কোন সমর্থক বর্ণনা থাকলে চার ইমামসহ অনেক নীতিনির্ধারক ইমামের নিকটে সেটা গ্রহণযোগ্য। (শরহু নুখবাতিল ফিকার: মুরসাল হাদীস অধ্যায়) আর এ হাদীসের পক্ষে বহুসংখ্যক সমর্থক হাদীস রয়েছে এবং অনেক ইমাম এটাকে সহীহ

বলেছেন। ইমাম বাইহাকী আরও বলেন: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْعَلَاءِ بْنُ الْحَارِثِ أَخَذَهُ مِنْ مَكْحُولٍ "হতে পারে আলা বিন হারিস এ হাদীসটি হযরত মাকহুল রহ. থেকে গ্রহণ করেছেন"। আর মাকহুল হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করে থাকেন। এ হিসেবে হাদীসটি তখন আর মুরসালও থাকে না; বরং সরাসরি সহীহ হয়ে যায়।

সারসংক্ষেপ : লাইলাতুল বারাআতে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে বিশেষ কোন নামায নেই। তবে উল্লিখিত হাদীসসহ আরও অনেক হাদীস দ্বারা প্রমাণ হয় যে, রসূলুল্লাহ স. উক্ত রাতের ইবাদাত বিশেষ আগ্রহ ও যত্নসহকারে দীর্ঘ রাকাতে আদায় করতেন। সুতরাং এ রাতের ইবাদাতের ব্যাপারে বিশেষভাবে যত্নবান হওয়া উচিত। সাথে সাথে এ হাদীসে রসূলুল্লাহ স.-এর ইরশাদ বর্ণিত হয়েছে যে, فَيَغْفِرُ لِلْمُسْتَغْفِرِينَ، وَيَرْحَمُ الْمُسْتَرْحِمِينَ، "আল্লাহ তাআলা ক্ষমাপ্রার্থীদেরকে ক্ষমা করেন আর রহমতপ্রার্থীদেরকে রহমত দান করেন"। এ ইরশাদ থেকে প্রমাণিত হয় যে, এ রাতে আল্লাহ তাআলার দরবারে ক্ষমা ও রহমত প্রার্থনা করা উচিত। সুতরাং আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দিবেন এ আশায় বসে না থেকে তাঁর কাছে ক্ষমা চাওয়া ও রহমত চাওয়ার দ্বারা এ রাতের যথাযথ ব্যবহার হওয়া দরকার।

হাদীসে এ রাতটি ليلة النصف من شعبان বা অর্ধ শা'বানের রাত অর্থাৎ, ১৪ শাবান দিবাগত রাত হিসেবে পরিচিত। পূর্ববর্ণিত সহীহ হাদীস অনুযায়ী এ রাতে আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদেরকে গুনাহ থেকে মুক্তি দেয়ার ঘোষণা দেয়ার কারণে মুসলিম সমাজে এ রাতটি 'লাইলাতুল বারাআত' বা 'মুক্তি-রজনী' নামে পরিচিতি লাভ করে। এটা কুরআন-হাদীসে বর্ণিত কোন নাম নয়। ফারসী ভাষায় রাতকে 'শব' বলা হয়। তাই পারস্যে এটা 'শবে বারাআত' নামে ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করে।

উল্লেখ্য, যেহেতু আরবী ভাষায় 'বারাআত' শব্দের অর্থ হচ্ছে মুক্তি, নিষ্কৃতি, দায়মুক্তি ইত্যাদি; সেহেতু 'লাইলাতুল বারাআত' বা 'শবে বারাআত' শব্দের অর্থ দাঁড়ায় 'মুক্তি-রজনী'। তবে আমাদের সমাজে শব্দটির অর্থ 'ভাগ্য-রজনী' হিসেবেও পরিচিত হলেও আসলে এটা সঠিক নয়। কারণ 'বারাআত' শব্দের অর্থ ভাগ্য নয়। তাই আমরা এ রাতকে 'ভাগ্য-রজনী' না বলে 'মুক্তি-রজনী' বলা সঠিক হবে।

জানাযার নামাযের পদ্ধতি

مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ كَيْفَ تُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا لَعَمْرُ اللَّهِ، أُخْبِرُكَ أَتَّبِعُهَا مِنْ أَهْلِهَا فَإِذَا وُضِعَتْ كَبَّرْتُ وَحَمِدْتُ اللَّهَ وَصَلَّيْتُ عَلَى نَبِيِّهِ ثُمَّ أَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّهُ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ .

হাদীস নম্বর-৩৬৭ : আবু সাঈদ মাকবুরী রহ. তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন: তিনি হযরত আবু হুরাইরা রা.-এর নিকটে জানাযার নামায কীভাবে পড়তে হবে তা জানতে চাইলেন। হযরত আবু হুরাইরা রা. বললেন: আল্লাহর স্থায়ীত্বের কসম, আমি তোমাকে সে সম্পর্কে বলব। আমি মৃতের পরিবারের হয়ে জানাযার সাথে চলি। জানাযা রাখা হলে তাকবীর বলি। এরপর আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করি (ছানা পাড়ি) এবং রসূলুল্লাহ স.-এর ওপর দুরূদ পড়ি। অতঃপর এই দুআ পড়ি:

اللَّهُمَّ إِنَّهُ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَه (মুওয়াত্তা মালেক: ৫৩৯)

হাদীসটির স্তর : এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী। জামিউল উসূলের তাহকীকে শায়খ আইমান সালেহ শা'বান বলেন: إسناده صحيح "হাদীসটির সনদ সহীহ"।

সারসংক্ষেপ : এ হাদীসে হযরত আবু হুরাইরা রা. জানাযার নামাযের যে বিবরণ পেশ করলেন, আমরা এ পদ্ধতিতেই জানাযার নামায আদায় করে থাকি। এটি মাউকুফ হাদীস হলেও ইবাদাতের ক্ষেত্রে সাহাবাদের আমলও মারফু'র অনুরূপ। অর্থাৎ, সাহাবায়ে কিরাম এটা রসূলুল্লাহ স. থেকে শুনে বা তাঁকে করতে দেখে বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئٍ الْخَوْلاَنِيُّ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ الْجَنْبِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ، يَقُولُ سَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً يَدْعُو فِي صَلاَتِهِ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " عَجِلَ هَذَا " ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ اللَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ لْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ لْيَدْعُ بَعْدُ بِمَا شَاءَ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (رَوَاه التِّرْمِذِيُّ فِيْ بَابٍ من بَابِجَامِعِ الدَّعَوَاتِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

হাদীস নম্বর-৩৬৮ : হযরত ফুযালা বিন উবাইদ রা. বলেন: রসূলুল্লাহ স. এক ব্যক্তিকে নামাযের মধ্যে দুআ করতে শুনলেন। সে রসূলুল্লাহ স.-এর ওপর দুরূদ পড়লো না। রসূলুল্লাহ স. বললেন: এ ব্যক্তি তাড়াহুড়ো করেছে। অতঃপর তাকে ডাকলেন এবং তাকে বা অন্যকে বললেন: যখন তোমাদের কেউ নামায আদায় করবে তখন আল্লাহ তাআলার হামদ ও ছানা এবং রসূলুল্লাহ স.-এর ওপর দুরূদ পড়বে। এরপর যা ইচ্ছা দুআ করবে। ইমাম তিরমিজী রহ. বলেন: এ হাদীসটি হাসান-সহীহ। (তিরমিজী: ব্যাপক দুআ-এর দ্বিতীয় অধ্যায়)

হাদীসটির স্তর : হাসান-সহীহ। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবু দাউদ এবং নাসাঈ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামিউল উসূল: ২১২০)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীসে জানাযার বিষয়ে আলাদাভাবে যদিও কিছু বলা নেই। তবে জানাযার নামায হলো মৃত ব্যক্তির জন্য দুআ। আর রসূলুল্লাহ স. দুআর পদ্ধতি এ হাদীসের মধ্যে আলোচনা করেছেন– যা মৃত ব্যক্তির জন্য দুআ তথা জানাযার ক্ষেত্রেও কার্যকর। উক্ত ব্যাখ্যা মোতাবেক জানাযার পদ্ধতি হলো তাকবীরে তাহরিমার পরে ছানা পড়া। তারপর দুরূদ শরীফ পড়া। অতঃপর মৃত ব্যক্তির জন্য দুআ করা।

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُه يَقُولُ : فِي الأُولَى ثَنَاءٌ عَلَى اللهِ تَعَالَى , وَفِي الثَّانِيَةِ صَلاَةٌ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم , وَفِي الثَّالِثَةِ دُعَاءٌ لِلْمَيِّتِ , وَفِي الرَّابِعَةِ تَسْلِيمٌ

হাদীস নম্বর-৩৬৯ : আবু হাশেম বলেন, আমি ইমাম শা'বী রহ. থেকে শুনেছি: প্রথম তাকবীরে (ছানা) আল্লাহ তাআলার প্রশংসা, দ্বিতীয় তাকবীরে নবীর প্রতি

দুরুদ, তৃতীয় তাকবীরে মৃতের জন্য দুআ এবং চতুর্থ তাকবীরে সালাম। (ইবনে আবী শাইবা: ১১৪৯৬)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

সারসংক্ষেপ : ইমাম শা'বী রহ. হযরত উমার রা.-এর খিলাফাত আমলে ১৯ হিজরীতে জন্মগ্রহণকারী তাবিঈ। প্রবীন সাহাবায়ে কিরাম থেকে তিনি ইলম শিক্ষা করেন এবং তাঁদের যুগেই তিনি বড় ইমাম হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। অতএব, জানাযার নামায পড়ার পদ্ধতির ব্যাপারে তাঁর এ ফতওয়ার মধ্যে সাহাবায়ে কিরামের আমলেরই প্রতিফলন ঘটেছে।

উপরোল্লিখিত হাদীসগুলো দ্বারা বুঝা যায় যে, জানাযার নামাযে প্রথম তাকবীরের পরে ছানা, দ্বিতীয় তাকবীরের পরে দুরুদ শরীফ, তৃতীয় তাকবীরের পরে দুআ এবং চতুর্থ তাকবীরের পরে সালাম ফিরাতে হবে। এ নিয়ম অনুযায়ী জানাযার নামাযে কুরআন পাঠের কোন সুযোগ নেই। হযরত ইবনে উমার রা. থেকে এ কথাটি আরও পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি জানাযার নামাযে কুরআন পাঠ করতেন না।

জানাযার নামাযে কিরাত নেই

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَقْرَأُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ

হাদীস নম্বর-৩৭০ : হযরত ইবনে উমার রা. জানাযার নামাযে কুরআন পড়তেন না। (মুওয়াত্তা মালেক: ৫৪১)

হাদীসটির স্তর : এ হাদীসটি 'সিলসিলাতুজ জাহাব' বা 'হাদীস বর্ণনার সোনালী ধারা'য় বর্ণিত অত্যন্ত উঁচু মানের সহীহ।

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, জানাযার নামাযে কিরাত নেই। এটি মাউকুফ হাদীস হলেও ইবাদাতের ক্ষেত্রে সাহাবাদের আমলও মারফু'র অনুরূপ। অর্থাৎ, সাহাবায়ে কিরাম এটা রসূলুল্লাহ স. থেকে শুনে বা তাঁকে করতে দেখে বর্ণনা করেছেন।

مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ كَيْفَ تُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا لَعَمْرُ اللَّهِ،أُخْبِرُكَ أَتَّبِعُهَا مِنْ أَهْلِهَا فَإِذَا وُضِعَتْ كَبَّرْتُ وَحَمِدْتُ اللَّهَ وَصَلَّيْتُ عَلَى نَبِيِّهِ ثُمَّ أَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّهُ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ كَانَ

يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ

হাদীস নম্বর-৩৭১ : আবু সাঈদ মাকবুরী রহ. তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন: তিনি হযরত আবু হুরাইরা রা.-এর নিকটে জানাযার নামায কীভাবে পড়তে হবে তা জানতে চাইলেন। হযরত আবু হুরাইরা রা. বললেন: আল্লাহর স্থায়ীত্বের কসম, আমি তোমাকে সে সম্পর্কে বলব। আমি মৃতের পরিবারের হয়ে জানাযার সাথে চলি। জানাযা রাখা হলে তাকবীর বলি। এরপর আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করি (ছানা পাড়ি) এবং রসূলুল্লাহ স.-এর ওপর দুরূদ পড়ি। অতঃপর এই দুআ পড়ি:

وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ اللَّهُمَّ إِنَّهُ عَبْدُكَ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ اللَّهُمَّ إِنْ سَيِّئَاتِهِ اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ فِي إِحْسَانِهِ وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ (মুওয়াত্তা মালেক: ৫৩৯)

হাদীসটির স্তর : এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী। জামিউল উসূলের তাহকীকে শায়খ আইমান সালেহ শা'বান বলেন: إسناده صحيح "হাদীসটির সনদ সহীহ"।

সারসংক্ষেপ : এ হাদীসে হযরত আবু হুরাইরা রা. জানাযার নামাযের যে বিবরণ পেশ করেছেন, তা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, জানাযার নামাযে কিরাত নেই। জানাযার নামাযে আমরা এ পদ্ধতিই অনুসরণ করে থাকি। এটি মাউকুফ হাদীস হলেও ইবাদাতের ক্ষেত্রে সাহাবাদের আমলও মারফু'র অনুরূপ। অর্থাৎ, সাহাবায়ে কিরাম এটা রসূলুল্লাহ স. থেকে শুনে বা তাঁকে করতে দেখে বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قُلْتُ لِفَضَالَةَ بْنِ عُبَيْد هَلْ يُقْرَأُ عَلَى الْمَيِّتِ شَيْءٌ ؟ قَالَ : لاَ.

হাদীস নম্বর-৩৭২ : হযরত আলী বিন রবাহ রহ. বলেন, আমি হযরত ফাযালা বিন উবায়েদ রা.কে জিজ্ঞেস করলাম: জানাযার নামাযে কি (কুরআন থেকে) কিছু পাঠ করা হবে? তিনি বললেন: না, পাঠ করা হবে না। (ইবনে আবী শাইবা: ১১৫২৫)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাউকুফ। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী/মুসলিমের রাবী।

জানাযার নামাযে কিরাতের বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বুখারী শরীফের বিশিষ্ট ব্যাখ্যাকার আল্লামা ইবনে বাত্তাল রহ. (মৃত্যু- ৪৪৯ হি.) বলেন:

وَمِمَّنْ كَانَ لَا يقْرَأ فِي الصَّلَاة على الْجنَازَة وينكرذالك: عمر بن الْخطاب وَعلي بن أبي طَالب وَابْن عمر وَأَبُو هُرَيْرَة، وَمن التَّابِعين: عَطاء وطاووس وَسَعِيد بن الْمسيب وَابْن سِيرِين وَسَعِيد بن جُبَير وَالشعْبِيّ وَالْحكم، وبه قال مالك والثورى، وأبو حنيفة وأصحابه، قال مالك: الصلاة على الجنازة إنما هو دعاء، وليس قراءة فاتحة الكتاب معمولاً بها ببلدنا. (ذكره العَلاَّمَةُ، أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ خَلَفِ بنِ بَطَّالٍ البَكْرِيُّ، القُرْطُبِيُّ، ثُمَّ البَلَنْسِيُّ، وَيُعْرَفُ: بِابْنِ اللَّجَّامِ المتوفى- ٤٤٩هـ في شرح البخارى فى بَاب قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى الْجَنَازَةِ)

অনুবাদ : জানাযার নামাযে যারা কিরাত পড়তেন না বরং বিরোধিতা করতেন তাদের মধ্যে রয়েছে: হযরত উমার, আলী বিন আবী তালিব, ইবনে উমার, আবু হুরাইরা রা.। তাবিঈদের মধ্যে হযরত আতা, তাউস, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব, ইবনে সীরীন, সাঈদ বিন যুবাইর, ইমাম শা'বী এবং হাকাম রহ.। আর এ মতই পোষণ করেছেন ইমাম মালেক, হযরত সুফিয়ান সাওরী এবং আবু হানীফা ও তাঁর অনুসারীগণ। ইমাম মালেক রহ. বলেন: জানাযার নামায মূলতঃ দুআ; আমাদের শহর মদীনায় জানাযার নামাযে ফাতিহা পাঠ করা প্রচলিত নয়। (শরহুল বুখারী লিইবনে বাত্তাল: জানাযার নামাযে ফাতিহা পাঠ অধ্যায়)

জানাযার নামাযে যারা কিরাত পড়ার বিরোধিতা করতেন তাদের নামের যে তালিকা হযরত ইবনে বাত্তাল রহ. পেশ করেছেন অবশ্যই তাঁর নিকটে এর সনদ রয়েছে। যদিও তিনি এখানে পেশ করেননি। আর এটা হতে পারে না যে, ইবনে বাত্তালের মতো একজন উঁচু মানের মুহাদ্দিস বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার তিনি প্রমাণবিহীন সাহাবা ও তাবিঈদের প্রতি এমন কোন কথার সম্বন্ধ করবেন যা তারা বলেননি। হযরত ইবনে বাত্তাল রহ.-এর পেশকৃত তালিকা বা তার বাইরেও যাদের বর্ণনা সহীহ সনদে আমি খুঁজে পেয়েছি তা নিম্নে পেশ করা হলো:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ أَيَقْرَأُ عَلَى الْمَيِّتِ إِذَا صَلَّى عَلَيْهِ؟ قَالَ: «لَا»

হাদীস নম্বর-৩৭৩ : হযরত হাম্মাদ বিন আবী সুলায়মান রহ. বলেন: আমি হযরত ইবরাহীম নাখঈ রহ.কে জিজ্ঞেস করলাম: জানাযার নামাযে কি কেউ ফাতিহা পাঠ করবে? তিনি বললেন: না, পড়বে না। (আব্দুর রযযাক: ৬৪৩৩)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী/মুসলিমের রাবী

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَقْرَأُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْمَيِّتِ

হাদীস নম্বর-৩৭৪ : হযরত মুহাম্মাদ বিন সীরীন রহ. বলেন: জানাযার নামাযে কুরআন পাঠ করবে না। (ইবনে আবী শাইবা: ১১৫২৩)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى وَغُنْدَرٌ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَقَالَ : مَا كُنْت أَحْسَبُ أَنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ تُقْرَأُ إِلاَّ فِي صَلاَةٍ فِيهَا رُكُوعٌ وَسُجُودٌ.

হাদীস নম্বর-৩৭৫ : হযরত আবুল মিনহাল বলেন: জানাযারা নামাযে ফাতিহা পাঠ করার বিষয়ে আমি হযরত আবুল আলিয়াকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন: রুকু-সিজদাবিশিষ্ট নামায ব্যতীত কোথাও ফাতিহা পাঠ করতে হবে বলে আমি মনে করি না। (ইবনে আবী শাইবা: ১১৫২৪)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَقْرَأُ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ؟ قَالَ : لاَ تَقْرَأْ.

হাদীস নম্বর-৩৭৬ : হযরত আবু বুরদা রহ.কে কেউ জিজ্ঞেস করলো: আমি কি জানাযার নামাযে ফাতিহা পাঠ করব? তিনি বললেন: না, তুমি পাঠ করবে না। (ইবনে আবী শাইবা: ১১৫২৬)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী/মুসলিমের রাবী।

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، وَعَطَاءٍ أَنَّهُمَا كَانَا يُنْكِرَانِ الْقِرَاءَةَ عَلَى الْجِنَازَةِ.

হাদীস নম্বর-৩৭৭ : হযরত আব্দুল্লাহ বিন তাউস রহ. তাঁর পিতা হযরত তাউস থেকে এবং হযরত আতা রহ. থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা জানাযার নামাযে কুরআন পাঠ করার বিরোধিতা করতেন। (ইবনে আবী শাইবা-১১৫২৯)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু’ । এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী/মুসলিমের রাবী ।

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْد ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : لاَ أَعْلَمُ فِيهَا قِرَاءَةً.

হাদীস নম্বর-৩৭৮ : হযরত বকর বিন আব্দুল্লাহ রহ বলেন: জানাযার নামাযে কুরআন পাঠ আছে বলে আমি জানি না । (ইবনে আবী শাইবা: ১১৫৩০)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু’ । এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী ।

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُه يَقُولُ : فِي الأُولَى ثَنَاءٌ عَلَى اللهِ تَعَالَى , وَفِي الثَّانِيَةِ صَلاَةٌ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم , وَفِي الثَّالِثَةِ دُعَاءٌ لِلْمَيِّتِ , وَفِي الرَّابِعَةِ تَسْلِيمٌ

হাদীস নম্বর-৩৭৯ : আবু হাশিম বলেন, আমি ইমাম শা’বী রহ. থেকে শুনেছি: প্রথম তাকবীরে (ছানা) আল্লাহ তাআলার প্রশংসা, দ্বিতীয় তাকবীরে নবীর প্রতি দুরূদ, তৃতীয় তাকবীরে মৃতের জন্য দুআ এবং চতুর্থ তাকবীরে সালাম । (ইবনে আবী শাইবা: ১১৪৯৬)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু’ । এ হাদীসটির রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী । সুতরাং হাদীসটির সনদ বুখারী-মুসলিমের শর্তে সহীহ ।

উল্লেখ্য, ইবনে আবী শাইবা থেকে বর্ণিত এ হাদীসসমূহ হয়তো বুখারী-মুসলিমের শর্তে সহীহ অথবা শুধু মুসলিমের শর্তে সহীহ । কারণ, এ হাদীসসমূহের রাবীদের মধ্যে কেউ বুখারী-মুসলিম বা শুধু মুসলিমের রাবীর বাইরের নয় । আল্লামা ইবনু আব্দিল বার রহ. এ তাবিঈদের মন্তব্য উল্লেখ করে বলেন: ذَكَرَ ذَلِكَ كُلَّهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْهُمْ بِأَسَانِيدَ جِيَادٍ “হযরত ইবনে আবী শাইবা রহ. উত্তম সনদে এ সব মতামত বর্ণনা করেছেন” । (আল ইসতিজকার: ‘মুসল্লী জানাযার নামাযে কী বলবে’ অধ্যায়)

সারসংক্ষেপ : উপরোক্ত হাদীসসমূহে সহীহ সনদে পেশ করা হলো যে, সাহাবায়ে কিরাম থেকে শিক্ষা গ্রহনকারী তাবিঈগণ জানাযার নামাযে কুরআন পাঠ করতেন না; বরং অনেকে বিরোধিতা করতেন । এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে কিরামের শিক্ষা ছিলো জানাযার নামাযে কুরআন পাঠ না করা । ইতিপূর্বে সহীহ সনদে হযরত ইবনে উমার, হযরত আবু হুরাইরা এবং হযরত ফাযালাহ বিন

উবাইদ রা. থেকেও বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ সব সাহাবায়ে কিরাম জানাযার নামাযে কুরআন পাঠ করতেন না । আর সাহাবায়ে কিরামের আমলের ভিত্তি যেহেতু রসূলুল্লাহ স.-এর আমল বা তাঁর মুখনিঃসৃত পবিত্র বাণী, সেহেতু বলা যেতে পারে যে, রসূলুল্লাহ স. নিজেও জানাযার নামাযে কুরআন পাঠ করতেন না । সাহাবা এবং তাবিঈগণের মধ্যে উপরোক্ত মহামনীষীদের আমল বা বাণী থেকে রসূলুল্লাহ স.-এর যে আমলের সন্ধান মেলে আমরা তার অনুসরণে জানাযার নামাযে কুরআন পাঠ করা পরিত্যাগ করে থাকি ।

এর বিপরীতে বর্তমান সমাজের কিছু সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত বা অশিক্ষিত লোকজন রুকু-সিজবাবিশিষ্ট নামাযের মতো জানাযার নামাযেও সূরা ফাতিহা এবং তার সাথে অন্য সূরা মিলিয়ে উচ্চস্বরে পাঠ করে থাকে । আমার জানামতে পূর্বসূরীদের কারও থেকে এ ধরণের আমল বর্ণিত নেই । এ সব লোকেরা দলীল হিসেবে নিম্নবর্ণিত হাদীসটি পেশ করে থাকে ।

أَخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ وَهُوَ ابْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَسُورَةٍ وَجَهَرَ حَتَّى أَسْمَعَنَا، فَلَمَّا فَرَغَ أَخَذْتُ بِيَدِهِ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: «سُنَّةٌ وَحَقٌّ» (رَوَاه النَّسَائِيْ فِيْ بَابِ الدُّعَاءِ)

হাদীস নম্বর-৩৮০ : হযরত তলহা বিন আব্দুল্লাহ বিন আওফ রহ. বলেন: আমি হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর পেছনে জানাযার নামায পড়লাম । তিনি সে নামাযে সূরা ফাতিহা এবং আরও একটি সূরা এতটুকু উচ্চস্বরে পাঠ করলেন যে, তিনি আমাদেরকে আওয়াজ শুনিয়ে দিলেন । নামায শেষে আমি তাঁর হাত ধরে জিজ্ঞেস করলাম । তিনি বললেন: এটা সুন্নাত ও হক । (নাসাঈ: ১৯৯২)

হাদীসটির স্তর : শাজ । এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই নির্ভরযোগ্য । তবে হাদীসটি সহীহ নয় । ইমাম বাইহাকী রহ. বলেন: وَذِكْرُ السُّورَةِ فِيهِ غَيْرُ مَحْفُوظٍ “এ হাদীসের মধ্যে সূরা পাঠের উল্লেখটা অসংরক্ষিত” । (সুনানুল কুবরা লিলবাইহাকী: ৬৯৫৪) ইমাম বাইহাকী রহ.-এর এ মন্তব্যের কারণ হলো: হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত এ হাদীসটি এর চেয়ে আরও অনেক শক্তিশালী সনদে বুখারী: ১২৫৪, নাসাঈ: ১৯৯২, আবু দাউদ: ৩১৮৪, তিরমিজী: ১০২৭ এবং ইবনে মাজাহ শরীফ: ১৪৯৫ নম্বরে বর্ণিত হয়েছে । এ সব সনদে কেবল ফাতিহা পাঠের

কথা এসছে; ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলানোর কথা বলা হয়নি। হাদীসটি নিম্নে পেশ করা হচ্ছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ طَلْحَةَ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، ح حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ قَالَ: لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ (رَوَاه الْبُخَارِيُّ فِيْ بَابِ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الكِتَابِ عَلَى الجَنَازَةِ)

হাদীস নম্বর-৩৮১ : হযরত তলহা বিন আব্দুল্লাহ বিন আউফ বলেন: আমি হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর পেছনে জানাযার নামায আদায় করলাম; তিনি সে নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করলেন আর বললেন: আমি এটা করলাম যাতে লোকেরা জানতে পারে যে, এটা সুন্নাত। (বুখারী: ১২৫৪)

এ হাদীসটি সহীহ। সুতরাং জানাযার নামাযে প্রথম তাকবীরের পরে সূরা ফাতিহা পাঠ করা প্রমাণিত। তবে এটা কিরাত হিসেবে নয়; বরং দুআ হিসেবে ছানার বিকল্প হতে পারে। কারণ, জানাযার নামাযে কুরআন পাঠের ব্যাপরে সাহাবায়ে কিরাম এবং তাবিঈদের ব্যাপক বিরোধিতা রয়েছে যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। উপরন্তু, রসূলুল্লাহ স. নিজে কখনও জানাযার নামাযে ফাতিহা পাঠ করেছেন বলে কোন সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়নি। ইমাম তিরমিজী রহ. এ মর্মে একটি হাদীস বর্ণনা করে নিজেই সেটাকে জঈফ বলেছেন। (তিরমিজী: ১০২৬) হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত একটি হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, তিনি ছানা হিসেবে ফাতিহা পাঠ করতেন; কিরাত হিসেবে নয়। হাদীসটি এই: أَنَّهُ كَانَ يُسمع النَّاسَ بِالْحَمْدِ وَيُكَبِّرُ عَلَى الْجَنَازَةِ. "তিনি মানুষকে আল্লাহ তাআলার প্রশংসাবাণী শুনাতেন এবং তাকবীর দিতেন"। (ইবনে আবী শাইবা: ১১৫৩৩) অর্থাৎ, তিনি সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন আল্লাহ তাআলার প্রশংসা হিসেবে। এ হাদীসের রাবীগণ সবাই-ই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

আবার ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত ফাতিহা পাঠের আমলটির সনদ সহীহ হলেও এটা হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর সব সময়ের আমল ছিলো না এবং সাহাবায়ে কিরামের মাঝেও এটি প্রচলিত ছিলো না।

এ আমলটি অপ্রচলিত হওয়ার একটি বড় প্রমাণ হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর বাণী لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةَ "আমি এটা পাঠ করলাম যাতে লোকেরা জানতে পারে যে, এটা সুন্নাত"। যদি এ আমলটির ব্যাপক প্রচলন থাকত তাহলে তাঁর ফাতিহা পাঠের কারণ বর্ণনার প্রয়োজন পড়ত না।

জানাযার নামাযে ফাতিহা পাঠ করা অপ্রচলিতি আমল হওয়ার আরও একটি প্রমাণ হলো: ইবনে আব্বাস রা. থেকে উক্ত হাদীসটি বর্ণনাকারী তলহা বিন আব্দুল্লাহ নিজেও জানাযার নামাযে কুরআন পাঠের আমল গ্রহণ করেননি। ইমাম তিরমিজী রহ. বলেন:

وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: لَا يُقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَازَةِ، إِنَّمَا هُوَ ثَنَاءٌ عَلَى اللَّهِ، وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الكُوفَةِ، وَطَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ هُوَ ابْنُ أَخِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، رَوَى عَنْهُ الزُّهْرِيُّ

"কিছু সংখ্যক আলিম বলেন: জানাযার নামাযে কুরআন পাঠ করা হবে না। জানাযা হলো আল্লাহ তাআলার প্রশংসা, রসূলুল্লাহ স.-এর প্রতি দুরুদ এবং মৃত ব্যক্তির জন্য দুআ। আর এটা সুফিয়ান সাওরী, অন্যান্য কুফাবাসী এবং তলহা বিন আব্দুল্লাহ বিন আওফ-এর মত। ইমাম যুহরী তাঁর থেকে এটা বর্ণনা করেছেন। (তিরমিজী: ১০২৭)

জানাযার নামাযে ফাতিহা পাঠ করা অপ্রচলিত আমল হওয়ার আরও একটি প্রমাণ হলো ইমাম মালেক রহ. থেকে বর্ণিত মন্তব্য। আল্লামা ইবনে বাত্তাল রহ. বলেন: قال مالك: الصلاة على الجنازة إنما هو دعاء، وليس قراءة فاتحة الكتاب معمولاً بها ببلدنا. "ইমাম মালেক রহ. বলেন: জানাযার নামায মূলতঃ দুআ; আমাদের শহর মদীনায় জানাযার নামাযে ফাতিহা পাঠ করা প্রচলিত নয়"। (ইবনে বাত্তাল: জানাযার নামাযে ফাতিহা পাঠ অধ্যায়) অনুরূপ মন্তব্য ইমাম ত্বহাবী রহ.ও করেছেন তাঁর 'মুখতাসারু ইখতিলাফিল উলামা' নামক কিতাবে।

সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত বা অশিক্ষিত কিছু মানুষ জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠের দলীল হিসেবে হযরত উবাদা বিন সামিত রা. থেকে বর্ণিত সেই প্রসিদ্ধ হাদীসটি পেশ করে থাকেন যে, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন: যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়লো না তার নামায হলো না। (বুখারী: ৭২০) এটা যদিও কোন আলেমের পেশকৃত দলীল নয়; তবুও এর জবাবে বলা যেতে পারে যে, এ হাদীসে জানাযার

নামাযের ব্যাপারে কোন কথা উল্লেখ নেই। যদি এ নিয়মের ব্যাপকতার আওতায় জানাযার নামাযও শামিল হয়, তাহলে রুকু, সিজদা, আখেরী বৈঠকসহ আরও যা কিছু ছাড়া নামায হয় না সেগুলোকেও জানাযায় জরুরী বলতে হয়। তখন এর নাম আর জানাযা থাকবে না।

মোটকথা জানাযার নামাযে কিরাত পড়া প্রমাণিত নয়। ফাতিহা পাঠ প্রমাণিত হলেও সেটা ছানা হিসেবে; কিরাত হিসেবে নয়। এতদ্‌সত্ত্বেও এটা অপ্রচলিত আমল; নিয়মিত আমল নয়। সুতরাং ছানা হিসেবে কেউ মাঝেমধ্যে পড়তে পারে।